Contents

তাফসীরে তাবারী শরীফ

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী (আমপারা)

শেষ খণ্ড

আল্লামা আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী

অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক
অনূদিত

মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার
সম্পাদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী (আমপারা) শেষ খণ্ড
মূল : আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী
অনুবাদক : অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক
সম্পাদক মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৪৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন : ৩৩৪
ইফাবা প্রকাশনা : ২৪৫৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-1219-X.

প্রথম প্রকাশ
জুন : ২০০৮
আষাঢ় : ১৪১৫
জমাদিউস সানী : ১৪২৯

মহাপরিচালক : মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ১৭০.০০ (একশত সত্তর) টাকা

TAFSIR-E-TABARI (AMPARA) : Compiled by Allama Abu Zafar Muhammad Ibn Jarir At-Tabari in Arabic and Translated by Prof. Dr. A. F. M. Abu bakar Siddique into Bangla and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone : 9133394 June : 2008

website:www.islamicfoundation-bd.org
E-mill:info@islamicfoundationbd.org

Price : Tk. 170.00 US $: 5.00

সূচিপত্র

সূরা নাবা	৯
সূরা নাযিআত	৩৩
সূরা আবাসা	৫৬
সূরা তাকভীর	৭১
সূরা ইনফিতার	৯১
সূরা মুতাফ্‌ফিফীন	৯৭
সূরা ইন্‌শিকাক্	১১৭
সূরা বুরূজ	১৩১
সূরা তারিক	১৪৫
সূরা আ'লা	১৫৩
সূরা গাশিয়াহ	১৬১
সূরা ফাজ্‌র	১৭০
সূরা বালাদ	১৮৩
সূরা শাম্‌স	২০৪
সূরা লায়ল	২১২
সূরা দুহা	২২৫
সূরা ইনশিরাহ	২৩১
সূরা তীন	২৩৬
সূরা আলাক	২৪৬
সূরা ক্বাদ্‌র	২৫৪
সূরা বাইয়্যেনাহ	২৫৮
সূরা যিলযাল	২৬৩
সূরা আদিয়াত	২৬৯
সূরা ক্বারিয়াহ	২৭৫
সূরা তাকাসুর	২৭৮

Contents

সূরা আসর	২৮০
সূরা হুমাযাহ	২৮৬
সূরা ফীল	২৯১
সূরা কুরায়শ	২৯৮
সূরা মাউন	৩০২
সূরা কাওসার	৩১০
সূরা কাফিরূন	৩১৯
সূরা নাসর	৩২১
সূরা লাহাব	৩২৬
সূরা ইখলাস	৩৩২
সূরা ফালাক	৩৩৭
সূরা নাস	৩৪২

মহাপরিচালকের কথা

দেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মানসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ প্রভৃতি আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত দীনী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে এ যাবত অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এসব গ্রন্থ জনগণের নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ সব গ্রন্থের মধ্যে তাফসীর গ্রন্থের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ তাফসীর গ্রন্থ হলো মূলত হাদীসের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মহানবী (সা)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ জন্য ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে রচনা করেছেন তাফসীর গ্রন্থ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মুসলিম জাহানে সমাদৃত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থমালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে যাচ্ছে।

এসব তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী (র) প্রণীত তাফসীরে তাবারী অন্যতম। পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যায় অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থখানি মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার জন্য পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত-গবেষকগণও এ তাফসীরখানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন এই তাফসীর গ্রন্থের ১১তম খণ্ড পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছি। পরবর্তী খণ্ডগুলোর মূল কিতাব সংগ্রহ করতে বিলম্ব হওয়ায় অনুবাদ কর্মও বিলম্বিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমপারা খণ্ডটির অনুবাদ আমাদের হস্তগত হওয়ায় তা সম্মানিত পাঠকের সামনে উপস্থাপনের লোভ সংবরণ করা গেল না। কাজেই শেষ খণ্ডটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এর অনুবাদক ও সম্পাদককে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এর প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকেও জানাই মুবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ইবাদত হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সব তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসেবে গণ্য করা হয়, তাফসীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তাফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী (র) (জন্ম : ৮৩৯ খ্রি./২২৫ হি., মৃত্যু : ৯২৩ খ্রি./৩২০ হি.) কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন, তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম 'আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।'

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনমূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অগণিত শুকারিয়া জ্ঞাপন করছি।

ইতিমধ্যে আমরা এ মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থটির ১১টি খণ্ড পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু মূল কিতাবের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রতিটি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ্। এ আমপারা অংশটির তরজমা ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়ায় তা প্রকাশ করা হলো। শেষতম (আমপারা) খণ্ডের অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক ও সম্পাদনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদদ্দীন আত্তার। তাঁদের সবাইকে জানাই মুবারকবাদ। সেই সঙ্গে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো। আশা করছি মূল্যবান-এ তাফসীর গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গ্রন্থকার পরিচিতি

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী হিজরী ২২৫ সনে (৮৩৮ খৃ.) ইরানের কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী তাবারিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ফারসী ভাষা-সাহিত্য ও ইরানের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদে গমন করে সেখানে আরবী ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ভূতত্ত্বে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসীর ও হাদীস চর্চায় তাঁর অতিশয় আগ্রহ ছিল। এই উভয় বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্যে অবস্থান করে তাফসীর ও হাদীসে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অধিক জ্ঞান সঞ্চয় এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের খ্যাতনামা আলিমগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। তৎকালীন সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং কঠিন কৃচ্ছ্রতা তাঁকে জ্ঞানানুশীলনের অদম্য উৎসাহে ভাটার সৃষ্টি করতে পারে নাই। এমনকি একবার তাঁকে তাঁর গায়ের জামার দুটি হাতার বিনিময়ে রুটি সংগ্রহ করে জঠর জ্বালার নিবৃত্তি ঘটাতে হয়েছিল।

শেষ বয়সে তিনি বাগদাদ শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞান তিনি লেখনীর মাধ্যমে সওগাত হিসাবে জগদ্বাসীর দুয়ারে পৌঁছে দিতে মনস্থ করলেন। ক্রমাগত চল্লিশ বৎসরব্যাপী প্রতিদিন অন্যূন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে তাঁর লেখনীয় খোঁচায় তৈরি হলো ত্রিশ খণ্ডে পাক-কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীর 'আল-জামিউল-বয়ান' এবং দেড়শত খণ্ডে রচিত হলো মানবজাতির ইতিহাস 'আখবারুর-রুসূলু ওয়াল্‌-মুলূক'। আরবী ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম মানবেতিহাসখানা পরে পাঠাভ্যাসের সুবিধার জন্য সার-সংক্ষেপ করে এক-দশমাংশে অর্থাৎ মাত্র পনেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব-ইতিহাস ও তাফসীর সংকলনের মাধ্যমেই তাঁর জ্ঞানের বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তী সকল ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদই স্ব স্ব গ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেছেন।

'আল-জামিউল-বয়ান' বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনার ধারানুযায়ী পাক-কুরআনের প্রতিটি শব্দের বিশদ ব্যাখ্যাসূচক বর্ণনা। এই তাফসীর সারা দুনিয়ায় পাক-কুরআনের সঠিক ভাষ্য হিসেবে আদর্শ গ্রন্থ এবং পরবর্তী ভাষ্যকারগণের পথিকৃৎ। আল্লাহু রাব্বুল-আলামীনের মহাবাণীর সঠিক ভাষ্য দানের মত কঠিন ও অতি পবিত্র দায়িত্ব পালনের সুমহান নযীর তিনি যেভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তা অবিস্মরণীয়। এই অতুলনীয় খেদমত তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কুরআন ও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি জগতে অমর। পাক-কুরআনের ভাষ্য প্রণয়নে তিনি যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ শক্তি, সুদূর প্রসারী অন্তর্দৃষ্টি, অধ্যবসায়, মনোযোগিতা-মননশীলতা, বাকসমৃদ্ধি ও বর্ণনাশৈলী প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। পরিশ্রম ও জ্ঞানানুশীলনে নিঃসন্দেহে তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়।

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী খাঁটি সুন্নী-হানাফী ছিলেন বিধায় হাম্বলী মতাবলম্বীগণ তাঁর প্রাধান্য মেনে নিতে রাযী হয়নি। এমনকি তারা এই বিশ্ববিশ্রুত ইমামকে কাফির ফতোয়ার অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা মুক্তদির বিল্লাহ্‌র শাসনামলে (৯০৭-৯৩২ খ্রি.), হি. ৩১০ সনে/ ৯৩২ খ্রি. জগত শ্রেষ্ঠ মুসসসিরে কুরআন ও বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান মুসলিম ঐতিহাসিক আল্লামা তাবারী ইনতিকাল করেন। হাম্বলীরা এই অশতিপর জ্ঞানবৃদ্ধ শায়খের লাশ এবং জানাযা নিয়ে হট্টগোল এবং দাফনকার্যে বাধার সৃষ্টি করে। অবশেষে রাত্রির অন্ধকারে তাঁর বাসগৃহের একপাশে তাঁর ভক্তজনেরা তাঁকে সমাহিত করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাকের মতে "ইব্‌ন জরীর তাবারীর ন্যায় জ্ঞানীজন জগতে বিরল"। তাঁর সুমহান আত্মার প্রতি অজস্রধারায় আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক।

— মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার

سُوْرَةُ النَّبَاِ

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪০, রুকূ-১২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ (٢) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ (٣) الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۙ
(٤) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

১. এই সমস্ত লোক একে অপরের নিকট কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২. সেই মহাব্যাপার সম্পর্কে, ৩. যে বিষয়ে এদের মধ্যে মতানৈক্য আছে? ৪. কখনও এরূপ নয়, অতি সত্বর তারা এটা জানতে পারবে। ৫. অতঃপর কখনও এরূপ নয়, অতি শীঘ্রই তারা এটা জানতে পারবে।

তাফসীর

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাম্মদ (স)! মক্কার এই সমস্ত কুরায়শ তোমাকে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নবী করীম (সা) যখন তাদেরকে সত্য-দীনের দিকে আহ্বান করত। তা গ্রহণ করার জন্য এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনয়ন করার জন্য দাওয়াত পেশ করলেন; তখন তারা এরূপ বলাবলি করতে লাগল যে, মৃত্যুর পর আবার কেউ পুনরুজ্জীবিত হবে, এরূপ কথা তোমরা কেউ কখনো শুনেছে কি ?

আবূ কুরায়ব...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন নবী করীম (সা) তাদের নিকট প্রেরিত হলেন, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে উক্তরূপ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'এরা একে অপরের নিকট কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? সেই মহাব্যাপার সম্পর্কে!'

হযরত আবূ জাফর (র) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে তাঁর নবীকে জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন যে, 'তারা সেই মহাব্যাপার বা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

মুফাসসিরগণ 'নাবা-আযীম' বা মহা-সংবাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ হলো –'আল-কুরআন'।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত 'নাবা আযীম'-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো 'আল-কুরআন'।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'নাবা-আযীম' বা মহাসংবাদ হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী নাবা-ই-আযীম হলো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তারা একে অপরের নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? সেই মহাব্যাপার সম্পর্কে, যে বিষয়ে এদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন, যেদিন সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। কাফিররা একে অস্বীকার করত।

কোন কোন আরববাসীর অভিমত এই যে, মক্কার কুরায়শরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করত, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ঃ اَلَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদ্দারা এটা পরিষ্কার জানা যায় যে, তারা কেউ কেউ একে স্বীকার এবং কেউ কেউ অস্বীকার করত।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'সেই মহাসংবাদ সম্পর্কে, যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে'—তা হলো মৃত্যুর পর—পুনরুত্থান। লোকেরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করত। কেউ তার সত্যতা প্রতিপাদন করত এবং কেউ একে মিথ্যা বা অস্বীকার করত। প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুর পরই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বাশার......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণীর মধ্যে তারা পরস্পর যে বিরুদ্ধমত পোষণ করত, তা ছিল মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্পর্কে। লোকেরা এ ব্যাপারে মতের দিক দিয়া দ্বিধাবিভক্ত ছিল, কেউ একে সত্য বলে বিশ্বাস করত এবং কেউ মিথ্যা বলত। প্রকৃতপক্ষে এর বাস্তবতা মৃত্যুর পরেই সবাই উপলব্ধি করতে পারবে।

ইব্ন আবদুল আলা......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিররা কিয়ামতকে অলীক ও অবাস্তব মনে করার কারণে আল্লাহ তা'আলা كَلَّا (কাল্লা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যদ্দারা তাদের ভ্রান্ত মত ও ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, না, কখনও এরূপ সম্ভব নয়; বরং কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে, আর তারা অতি সত্তর তা জানতে পারবে। কেননা মৃত্যুর পর কাফির-মুশ্রিকরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত আযাবে অবশ্যই গেরেফতার হবে এবং তাদের পূর্বকৃত-কর্মের ফলশ্রুতি নিশ্চিতভাবে ভোগ করবে। যাহ্হাকও এই মত সমর্থন করেছেন।

(٦) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ (٧) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ (٨) وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ
(٩) وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ (١٠) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ (١١) وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ

৬. এ কি সত্য নয় যে, আমি যমীনকে বিছানা ৭. ও পাহাড়-পর্বতসমূহকে কীলক-সদৃশ করে সৃষ্টি করেছি। ৮. এবং আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। ৯. নিদ্রাকে আমিই তোমাদের জন্য শান্তি ও বিশ্রামের উপকরণ স্বরূপ করেছি। ১০. আমি রাত্রিকে আবরণ স্বরূপ ১১. এবং দিনকে জীবিকার্জনের সময় করে দিয়েছি।

তাফসীর

উপরোক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মক্কার কাফিরদেরকে স্বীয় অসীম কুদরতের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন, যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে মৃত্যুর পর তারা বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবে নিপতিত হবে। তাই জিজ্ঞাসার সুরে তিনি বলেন, আমি কি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও শয্যা স্বরূপ বানাই নি ? যেখানে তোমরা আরামের সাথে বসবাস করবে ?

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আমি কি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ করি নাই'। এর প্রকৃত অর্থ বিস্তৃত ও প্রশস্ত করা। আর 'আমি কি পাহাড়-পর্বতসমূহকে কীলক স্বরূপ করি নাই'–যেখানে তোমরা শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করবে? আর আমিই তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি– এর অর্থ হলো পুরুষ ও স্ত্রীরূপে আমার মহান উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি কৌশল প্রদর্শনের জন্য এরূপ করেছি। আমি নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য অর্থাৎ আরামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এ সময় তোমরা মৃতবৎ থাক এবং তোমাদের রূহগুলি তোমাদের জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমিই রাত্রিকে আবরণ স্বরূপ সৃষ্টি করেছি–অর্থাৎ রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছি। উদ্দেশ্য, আলোর ঝলকানী হতে সুরক্ষিত থেকে অতি সহজেই নিদ্রার পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। যার ফলে দিবসের সমস্ত কর্মক্লান্তি দূরীভূত হয়ে নবজীবন লাভে সক্ষম হবে। যেমন কোন কবির ভাষায় ঃ

'অতঃপর যখন রাত্রিকে পরিধান করলাম অর্থাৎ রাত্রি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো এবং তার অমানিশা গোটা সৃষ্টিকে গ্রাস করল; তখন সবই অদৃশ্য হয়ে গেল।'

ইব্‌ন হুমায়দ......কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আমি রাত্রিকে তোমাদের জন্য আবরণ স্বরূপ করেছি' এর প্রকৃত অর্থ শান্তির উপকরণ স্বরূপ করেছি এবং দিবসকে আমি তোমাদের জন্য জীবিকার্জনের সময় স্বরূপ সৃষ্টি করেছি। যাতে প্রচুর আলো ও ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী যোগাড় করতে সক্ষম হও।

মুহম্মদ ইব্‌ন উমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আমি দিবসকে তোমাদের জন্য জীবিকার্জনের সময় স্বরূপ করে দিয়েছি'– যার অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য এরূপ করা হয়েছে।

(১২) وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ (১৩) وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ (১৪) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

১২. আমি তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ সংস্থাপিত করেছি ১৩. এবং একটি প্রোজ্জ্বল দীপ বানিয়েছি। ১৪. এবং আমি জলধর থেকে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত করি।

তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আমি তোমাদের উপর বানিয়েছি অর্থাৎ আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছি। আরবের প্রচলিত নিয়মে ঘরের ছাদকে তারা মূল ভিত্তি হিসেবে মনে করত। যেহেতু আকাশ-যমীনের জন্য ছাদ স্বরূপ, সে জন্য আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন আরববাসীদের সহজে বুঝার জন্য بَنَيْنَا (বানায়না)। শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার

অর্থ পৃথিবীর ছাদ বা আকাশ। যা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মযবুত। কালচক্রের প্রবাহ সেখানে আজও এতটুকু ফাটল বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আমি একটি উজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করেছি'—যার অর্থ সূর্য। وَهَّاجٌ শব্দের অর্থ অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং অতিশয় উজ্জ্বল। মুফাসসিরগণ এই অর্থই সবাই গ্রহণ করেছেন।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ আমি একটি প্রোজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করেছি, যা খুবই উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল (অর্থাৎ সূর্য)।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আমি একটি উজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করেছি তা ভাস্বর দ্বীপ বা সূর্য ছাড়া কিছুই নয়।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ প্রোজ্জ্বল দীপের অর্থ, যা খুবই উজ্জ্বল ও চোখ ধাঁধানো।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, سِرَاجًا وَهَّاجًا -এর অর্থ হলো অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল দীপ।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, سِرَاجًا وَهَّاجًا তাই, যার উজ্জ্বল আলো চমকাতে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আমি জলাধার হতে বারি বর্ষণ করি।' এখানে معصرات শব্দের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, معصرات শব্দের অর্থ মেঘমালাবাহী বাতাস।

মুহম্মদ ইব্ন সাঈদ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ বাণী ঃ আমি জলধর হতে বারী বর্ষণ করি। এখানে معصرات শব্দের অর্থ বাতাস, যা মেঘবাহী।

ইব্ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ আমি মেঘমালা হতে বর্ষণ করি, এখানে معصرات শব্দের অর্থ মেঘমালা বহনকারী বায়ুসমূহ।

মুহম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী من المعصرات অর্থাৎ মেঘমালা হতে, যা বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

হারিস.......মুজাহিদ হতে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

বাশার......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আমি জলধর হতে বর্ষণ করি, যা বায়ু কর্তৃক বিতাড়িত।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ আমি মেঘমালা হতে বর্ষণ করি, যা বায়ু দ্বারা বিতাড়িত। এর সপক্ষে তিনি কালাম পাকের উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ হলো—তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘমালাকে বিতাড়িত করে।

কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, সাহাব অর্থ ঐ মেঘমালা যা বারিপূর্ণ, কিন্তু বর্ষণ করে না। এটা ঐ স্ত্রীলোকের মত, যে ঋতুবতী হওয়ার উপযুক্তা কিন্তু সে ঋতুবতী হয় না।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ কালাম مِنَ الْمُعْصِرَاتِ-এর অর্থ মেঘমালা হতে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি জলধর হতে বর্ষণ করি, এর অর্থ মেঘমালা হতে।

মিহ্‌রান......রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, المعصرات। অর্থ السحاب। বা মেঘমালা। অবশ্য কেউ কেউ المعصرات। শব্দের অর্থ আকাশ বলেছেন। যেমন ঃ

ইয়াকূব......আবূ রিযা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত হাসান (রা)-কে وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ বা আমি জলধর হতে বর্ষণ করি, এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি معصرات শব্দের অর্থ আকাশ বর্ণনা করেন।

বাশার...... হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম, আমি জলধর হতে বর্ষণ করি, অর্থাৎ আকাশ হতে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি জলধর হতে বর্ষণ করি অর্থাৎ আকাশ হতে বর্ষণ করি হবে। আসল ব্যাপার এই যে, সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়। তার ফলে তা থেকে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তা-ই বাতাসের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিস্তীর্ণ হয় ও বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ مَاءً ثَجَّاجًا বা 'প্রচুর বৃষ্টিপাত-'এর অর্থ অবিশ্রান্ত বর্ষণ। যা আদৌ বন্ধ হয় না। যেমন শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ, যা বন্ধ হয় না।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَاءً ثَجَّاجًا -এর অর্থ অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَاءً ثَجَّاجًا এর অর্থ আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ مَاءً ثَجَّاجًا -এর অর্থ বিরামহীন বর্ষণ।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালামের বর্ণনার মধ্যে مَاءً ثَجَّاجًا -এর ثَجَّاجًا শব্দের অর্থ অবিশ্রান্ত বা পরিপূর্ণ।

'ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَاءً ثَجَّاجًا -এর অর্থ পানিপূর্ণ মেঘ।

মিহ্‌রান......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَاءً ثَجَّاجًا এর অর্থ বিরামহীন বা অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

কেউ কেউ ثَجَّاجًا শব্দের অর্থ বলেছেন অধিক।

ইউনুস......ইব্‌ন ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেন যে, مَاءً ثَجَّاجًا -এর অর্থ অধিক বর্ষণ। আরবী ভাষাভাষীদের নিকট ثَجٌّ শব্দের অর্থ বিরামহীন বা অবিশ্রান্ত। যেমন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ 'সবচেয়ে উত্তম হজ্জ হচ্ছে যাতে অধিক কুরবানী করা হয়। ক্রমাগত এবং বিরামহীন কুরবানীর দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হয়।'

(١٥) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ (١٦) وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ (١٧) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ (١٨) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ (١٩) وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ (٢٠) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ؕ

১৫. এরদ্বারা আমি শস্য, শাক-সব্জী ১৬. ও ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান উৎপন্ন করি। ১৭. নিশ্চয়ই চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্ধারিত দিন। ১৮. সেই দিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে এসে সমবেত হবে। ১৯. আর আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তাতে বহু দরজা দেখা দেবে ২০. এবং পর্বতসমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, ফলে তা মরুভূমির মরীচিকাবৎ হবে।

তাফসীর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ 'আমি মেঘমালা হতে এই উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি যে, এর সাহায্যে শস্য, শাক-সব্জী ও ঘন-সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উদ্ভাবন করব।' যথা যব, গম, খুরমা-বৃক্ষ ইত্যাদি সর্বপ্রকার শস্য, শাক-সব্জী ও বৃক্ষরাজী উৎপন্ন করব। اَلْفَافًا শব্দের অর্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে- جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ এমন ঘন-সন্নিবদ্ধ বাগান, যার একটি অপরটির সাথে সম্মিলিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'জান্নাতিন আলফাফা' শব্দের অর্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট বাগান।

বাশার......আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ এমন ঘন-বাগান, যার একটি বৃক্ষ অন্যটির সাথে সম্মিলিত।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ এমন ঘন বাগান, যার বৃক্ষ-লতাদি পরস্পর সম্মিলিত ও ঘন-সন্নিবদ্ধ।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থ ঘন-বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ বাগান।

আহলে আরব اَلْفَافًا শব্দের একবচনে কি হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে الفاف শব্দের একবচন শব্দ لف; অপরপক্ষে কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে الفاف শব্দের একবচন শব্দ لف ও لفيف; কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে الفاف শব্দটি বহুবচনেরও বহুবচন সূচক শব্দ। কেননা তাদের মতে الفاف শব্দের একবচন শব্দ হলো لفا যার বহুবচন হলো لف এবং এরও বহুবচন সূচক শব্দ হলো الفاف যাহা বহুবচনেরও বহুবচন।

এ কারণে মুফাসসিরগণ جَنَّاتٍ اَلْفَافًا শব্দের অর্থে সবাই একমত, যার অর্থ হলো ঘন-সন্নিবিষ্ট বা ঘন বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ উদ্যান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'নিশ্চয়ই চূড়ান্ত বিচারের দিন, একটি পূর্ব নির্ধারিত দিন।' যেদিন তিনি তাঁর সৃষ্টির এক অংশ, অপর অংশ হতে পৃথক করবেন এবং তাদের কৃত অন্যায়-অপকর্মের জন্য পাক্‌ড়াও করবেন। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সমস্ত মিথ্যাবাদী সম্পর্কে আগেই সতর্কবাণী ও শাস্তির সংবাদ পরিবেশন করেছেন যে, সেই নির্ধারিত দিনেই তাদেরকে পাক্‌ড়াও করা হবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত এইরূপ।

বাশার......আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ নিশ্চয়ই চূড়ান্ত বিচারের দিন, একটি পূর্ব-নির্ধারিত দিন। এটা ঐ দিন, যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে তাদের আমলের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ফেলবেন এবং তদনুযায়ী প্রতিফলও প্রদান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ 'সেই দিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে।' এটা ঐদিন, যা পূর্ব নির্ধারিত এবং যেদিনের সম্পর্কে আল্লাহ্র তরফ থেকে ঐ সমস্ত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। صور শব্দের অর্থ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, তাও যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। যার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মতে এটা এমন একটি শিংগা, যা দ্বারা ফুৎকার দেওয়া হবে।

ইব্ন হুমায়দ......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, صور শব্দের অর্থ শিংগা।

বাশার........কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে, পালে-পালে, কাতারে-কাতারে এসে সমবেত হবে। এটাই আমাদের অভিমত।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَفْوَاجًا শব্দের অর্থ দলে-দলে। তোমরা দলে-দলে এসে সমবেত হবে; এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ বা রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীর নেতৃত্বে এসে ময়দানে হাশরে সমবেত হবে। যেমন কালাম পাকের ভাষায় আল্লাহ্র নির্দেশ ঃ যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত বা জাতিকে তাদের ইমাম বা নেতাদের মাধ্যমে আহ্বান করব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আর আকাশমণ্ডলকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে', ফলে তা দরজা আর দরজা হয়ে দাঁড়াবে। এখানে فُتِحَتْ শব্দের অর্থ شققت বা বিদীর্ণ হবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আকাশমণ্ডল টুকরা-টুকরা ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। একে উন্মুক্তকরণ হিসেবে فُتِحَتْ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা শিংগায় ফুৎকারের আগে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে না।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ 'এবং পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মরীচিকাবৎ হবে।' এর তাৎপর্য এই যে, চোখের সামনেই পাহাড়গুলো নিজ নিজ স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে শূন্যলোকে উড়তে শুরু করবে। অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, সেখানে বিশাল বালু সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হবে না। দূর হতে মনে হবে সেখানে পানি আছে, আসলে তা মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

(٢١) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ (٢٢) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۙ (٢٣) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ (٢٤) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ (٢٥) اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ

২১. প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম একটি ঘাঁটিবিশেষ। ২২. যা সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। ২৩. সেখানে ওরা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। ২৪. সেখানে তারা কোন ঠাণ্ডা ও পান উপযোগী জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না, ২৫. বরং আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের।

তাফসীর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানে জাহান্নামকে ঘাঁটি হিসেবে বিবৃত করেছেন। আর শিকার ধরার জন্য তৈরি বিশেষ স্থানকেই ঘাঁটি বলা হয়। এখানে জাহান্নামকে এইজন্য ঘাঁটি বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে বুক ফুলিয়ে নেচে কুঁদে বেড়ায় এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ্‌র এই বিশাল জগত যেন তাদের জন্য এক উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র এবং এখানে ধরা পড়ার ব্যাপারে কোন আশংকাই নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপার এই যে, জাহান্নাম তাদের জন্য আল্লাহ পাকের তৈরি এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি। ওতে তারা আকস্মিকভাবে অবশ্যই আটকিয়ে পড়বে। এটাই মুফাসসিরগণের অভিমত।

যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ যায়দ......আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ মুযানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত হাসান (রা) উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন যে, 'জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ'। তখন তিনি বলতেন সাবধান! এটা এমন একটি ঘাঁটি, যা আল্লাহভীরুদের জন্য অতিক্রমযোগ্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের জন্য বন্দীশালা স্বরূপ।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম অতিক্রম করা ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ প্রকৃত প্রস্তাবে জাহান্নাম একটি ঘাঁটিবিশেষ; এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামকে অতিক্রম করা ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবিষ্ট হতে পারবে না।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ঘাঁটিবিশেষ। আল্লাহ পাকের এই কথার অর্থ এই যে, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল হবে, যা পুলসিরাত হিসেবে পরিচিত। এটা প্রত্যেক বান্দাকে অতিক্রম করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঃ যা হবে সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। এর অর্থ এই যে, জাহান্নাম ঐ সমস্ত সীমালংঘনকারী ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি স্বরূপ, যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশের বিরোধিতা করে, অহঙ্কার ও হঠকারিতার মধ্যে জীবনপাত করে। এই সমস্ত আল্লাহদ্রোহী উশৃঙ্খল ব্যক্তির ঘাঁটিই এই জাহান্নাম। তারা সেখানেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং চিরদিন সেখানেই অবস্থান করবে। এটাই মুফাসসিরগণের অভিমত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا অর্থাৎ এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য আশ্রয়স্থল বা অবস্থানস্থল।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ مَآبًا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনের স্থান ও আশ্রয়স্থল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ঃ 'সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে', এর উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি যারা দুনিয়ার বুকে জাহান্নামের ব্যাপারে একান্ত বেপরোয়া হয়ে নেচে কুঁদে বেড়ায়, আর মনে করে এই দুনিয়া তাদের জন্য এক উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র, তারাই সেখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা।

ক্বারী সাহেবরা لَابِثِيْنَ শব্দের কিরআতের মধ্যে মতপার্থক্য দেখিয়েছেন। মদীনা, বসরা এবং কূফার কিছু সংখ্যক ক্বারী সাহেবের অভিমত এই যে, لَابِثِيْنَ শব্দের মধ্যে ل -এর পর الف হবে। কিন্তু কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে শব্দটি الف ছাড়া শব্দটি لَبِثِيْنَ হবে।

অতঃপর أَحْقَابً শব্দটি, এটি حقب-এর বহুবচন শব্দ এবং حقبة একবচন শব্দের বহুবচন হলো حقب, কাজেই أَحْقَابً শব্দটি جمع الجموع বা বহুবচনের বহুবচন সূচক শব্দ।

অতঃপর মুফাসসিরগণ 'হকব্'-এর সময়সীমা সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। এদের কারও কারও মতে এক হুক্বা তিনশত বৎসরের সমান।

ইম্‌রান ইব্‌ন মূসা আল-কাযযায......বাশার ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে', এর অর্থ আমি এটা জানতে পেরেছি যে, এক হুক্বা সমান তিনশত বৎসর, এর প্রতিটি বৎসর হবে ৩৬০ দিনের এবং প্রত্যেক দিন হবে এক হাজার বৎসরের সমান।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হিলাল হিজরীকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবে 'হুক্বা' সম্পর্কে তোমরা কি পেয়েছ ? তদুত্তরে তিনি বলেন, আমরা পেয়েছি ৮০ বছরে এক হুক্বা হয়; যার প্রতিটি বৎসর হয় ১২ মাসে, আর প্রতিটি মাস হয় ৩০ দিনে এবং প্রতিটি দিন হয় হাজার বৎসরের সমতুল্য।

তামিম ইব্‌ন মুন্‌তাসার......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক হুক্বা ৮০ বৎসরের সমান, যার প্রতিটি বৎসর হয় ৩৬০ দিনে এবং প্রতিটি দিন হয় এক সহস্র বৎসরের সমতুল্য।

আবূ কুরায়ব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। এখানে এক হুকবা সমান ৮০ বৎসর, যার এক বৎসর হবে ৩৬০ দিনে এবং দিন হবে এক বৎসর বা এক হাজার বৎসরের সমান। এ ব্যাপারে ইমাম তাবারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বাশার........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী, 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে' এর তাৎপর্য এই যে, তারা অনন্তকাল ধরে সেখানে অবস্থান করবে। যখনই এক হুক্বা শেষ হয়ে যাবে, তখনই দ্বিতীয় হুক্বার শুরু হবে। তিনি আরও বলেছেন যে এক হুক্বা হবে ৮০ বৎসরের সমান।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাব বাণী ঃ 'আহকাবা' বা যুগ যুগ ধরে এর অর্থ আমার জানামতে এই যে, এক হুক্বা আখিরাতের বর্ষ গণনার হিসেবে ৮০ বৎসরের সমতূল্য।

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' ইব্‌ন আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে'। প্রকৃতপক্ষে এর সঠিক হিসাব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেউই পরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু এক হুক্বা ৮০ বছরের সমান, যার এক বছর হবে ৩৬০ দিনে এবং এক দিন হবে এক সহস্র বৎসরের সমতুল্য। অবশ্য কেউ কেউ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক হুক্বা চল্লিশ হাজার বৎসরের সমান।

ইব্‌ন আবদুর রহীম আল-বারকী......সালিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত হাসান (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যে, 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে' জিজ্ঞেস করলে, জবাবে তিনি বলেন, আহকাব্ শব্দের দ্বারা অনন্তকাল দোযখে অবস্থান ছাড়া আর কিছুই বুঝা যায় না। অবশ্য তিনি এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, এক হুক্বা সত্তর হাজার বৎসরের সমান, যার প্রতিটি দিন তোমাদের এই দুনিয়ার দিনের গণনা অনুযায়ী সত্তর হাজার বৎসরের অনুরূপ।

আমর ইব্‌ন আবদুল হামিদ আমালি......হযরত হাসান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম আল্লাহদ্রোহীদের সম্পর্কে যে 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আহ্কাব' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কেউই অবগত নয়। অবশ্য এক হুক্বা সত্তর হাজার বৎসরের সমান, যার প্রতিটি দিন হবে হাজার বৎসরের সমতূল্য।

খালিদ ইব্ন মাদান উক্ত আয়াত সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আহলে কিবলাহ বা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য এখানকার অবস্থান হবে খুবই সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক।

আলী...... খালিদ ইব্ন মাদান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে' অথবা 'তোমার প্রভু যতদিন ইচ্ছা করেন' এটা একত্ববাদে বিশ্বাসী তাওহিদপন্থী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য যদি এখানে কেউ প্রশ্ন করে যে, তারা হলেন আবূ কাতাদাহ......ইব্ন আনাস (রা) হতে যে, সত্য হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আহ্কাব' সম্পর্কে তা কি হবে ? এর জবাব এই যে, কাফিরদের জন্য এটা হবে চিরস্থায়ী এবং অনন্ত, যার কোন শেষ হবে না এবং চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'সেখানে তারা কোন ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না, বরং আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের।' অতঃপর আহকাবের সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর, কাফিররা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার আযাবে পাকড়াও হবে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহদ্রোহী সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম। সেখানে তারা পৌঁছবে এবং তা সত্যিই ঘৃণ্যতম আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজের আস্বাদ গ্রহণ করবে এবং এই ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকার কঠিনতম শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম আল-বারকী......আমর ইব্ন আবূ সালমা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আবূ মুআয আল-খুরাসানীকে আল্লাহ পাকের এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে' এর প্রকৃত তাৎপর্য কি ? অতঃপর জবাবে তিনি মুকাতিল ইব্ন-হাইয়ান হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাকের এই বাণী যে, 'অতঃপর আমি তোমাদের জন্য শুধু শাস্তিই বৃদ্ধি করব' এর দ্বারা উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ মানসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এটা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ পাকের কালাম যে 'তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে' এটা একটা সংবাদ এবং এই ধরনের সংবাদ রহিত হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। কেননা প্রকৃতপক্ষে আদেশ বা নিষেধ সূচক কোন নির্দেশই কেবল রহিত হতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী যে, 'সেখানে তারা কোন ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না' এর অর্থ এই যে, জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে সামান্যতম নিষ্কৃতিও তারা পাবে না, বরং তারা যা খাবে এবং পান করবে, তা ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী হবে না, ফুটন্ত পানি ও ক্ষতের ক্ষরণ বা পুঁজ ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে সরবরাহ করা হবে না।

অবশ্য আরব ভাষাভাষীদের কেউ কেউ برد বা ঠাণ্ডা শব্দের অর্থ نوم বা নিদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তারা সেখানে নিদ্রা ও পানোপযোগী কোন জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। দলীল স্বরূপ তারা একটি কবিতার চরণ উৎকীর্ণ করেছেন, যেখানে برد বা ঠাণ্ডা শব্দের অর্থ نعاس বা তন্দ্রা এবং نوم বা নিদ্রা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইব্ন হুমায়দ......রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'সেখানে তারা কোন ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করবে না; বরং স্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের।' এখানে জাহান্নামীদের জন্য পানীয় হিসেবে ফুটন্ত পানি ছাড়া সর্বপ্রকার পানীয় দ্রব্যের নিষিদ্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং برد বা ঠাণ্ডা শব্দের দ্বারা তাদের আহার্য পুঁজ, রক্ত বা পুঁজ মিশ্রিত রক্ত বই কিছুই নয়, এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'তারা আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের; তার অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা সেখানে কোন ঠাণ্ডা বা পান করার উপযোগী কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করবে না, বরং স্বাদ গ্রহণ

করবে গরম ফুটন্ত পানির, যার প্রভাবে তাদের পেটের নাড়ি-ভূঁড়িসমূহ বহির্গত হয়ে পড়বে। মুফাসসিরগণ غَسَّاقً শব্দের অর্থে মতানৈক্য করেছেন। তাদের কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, গাসসাক তাই, যা কঠিন শাস্তি নির্যাতনের ফলে জাহান্নামীদের চক্ষু ও শরীর হতে নিঃসৃত রস বা পুঁজ হবে।

আবূ কুরায়ব......আতিয়া ইব্‌ন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, তা আর কিছুই নয়, বরং তা জাহান্নামীদের শরীর হতে, কঠিন শাস্তির কারণে প্রবাহিত বস্তু নিচয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, غَسَّاقً আর কিছুই নয়, বরং তা দোযখীদের চক্ষু ও দেহ হতে নিঃসৃত রক্ত ও বমি।

ইব্‌ন বাশার ও ইব্‌ন মুসান্না......ইবরাহীম ও আবূ রাযীন হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ 'ফুটন্ত পানি ও পুঁজ' এটা দোযখীদের শরীরের ঘাম ও পুঁজ।

ইব্‌ন মুসান্না এক হাদীসে বলেছেন যে, এটা কঠিন নির্যাতনের ফলে জাহান্নামীদের চক্ষু ও শরীর হতে নিঃসৃত রস বা পুঁজ।

ইব্‌ন বাশার......আবদুর রহমান হতে অন্যখানে এই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......আবূ রাযীন হতে বর্ণনা করেছেন যে, গাসসাক তাই, যা দোযখীদের চক্ষু ও শরীর হতে নিঃসৃত হবে।

আবূ কুরায়ব......ইবরাহীম হতে একইরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

বাশার ......কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, غَسَّاقً (গাসসাক) তাই, যা দোযখীদের চামড়া ও গোশত হতে নিঃসৃত হবে।

ইব্‌ন মুসান্না......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, গাসসাক তাই, যা জাহান্নামীদের শরীরের রক্ত হতে নিঃসৃত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, গাসসাক তাই, যা দোযখীদের চক্ষু ও শরীর হতে কঠিন আযাবের কারণে নিঃসৃত হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম 'কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ'। এখানে 'হামীম' হলো দোযখীদের চক্ষু নিঃসৃত পানি। যা সেখানে একটি গর্তে সঞ্চিত হবে এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা তাই পান করবে এবং 'গাসসাক' হলো দোযখীদের চক্ষু ও চামড়া হতে কঠিন নির্যাতনের ফলে নিঃসৃত রস এবং পুঁজ। যা জাহান্নামের একটি গর্তে সঞ্চিত হবে এবং জাহান্নামীরাই তা খাবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ফুটন্ত পানি ও পুঁজ' এটা জাহান্নামীদের চক্ষু ও শরীর হতে কঠিন শাস্তির কারণে নিঃসৃত রস এবং পুঁজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, 'গাসসাক' হলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'হামীম' ও 'গাসসাক' শব্দের অর্থ হলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

আবূ কুরায়ব, আবূ সাইব্ ও ইব্‌ন মুসান্না ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ لَا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا। এটা এমন বস্তু, যা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে কেউই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

ইব্‌ন বাশার.......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ لَا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا। -এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হবে যে, কেউই তা গলাধঃকরণ করতে সক্ষম হবে না।

ইব্‌ন হুমায়দ...... রবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী - 'আল-গাস্‌সাক' অর্থ প্রচণ্ড শৈত্য।

আবূ কুরায়ব......ইব্‌ন আবূ আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'আল-গাস্‌সাক' শব্দের অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অবশ্য কারও কারও মতে غَسَّاقًا হলো-পূর্তিগন্ধময় স্থান।

মুসাইব ইব্‌ন সুরাইক...হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'গাস্‌সাক' হলো-দুর্গন্ধময় স্থান।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে غَسَّاق অর্থ রক্ত, পুঁজ, যা শরীর হতে প্রবাহিত হয়। যেমন বলা হয় ঃ অমুকের চক্ষু হতে রক্ত অর্থাৎ রক্ত ঝরছে বা প্রবাহিত হচ্ছে। একইভাবে শরীর হতে পুঁজ নির্গত বা নিঃসৃত হওয়াকেও غَسَّق বলা হয়।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়'–অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার বিস্তৃতি লাভের কারণে যখন সব কিছু সমাচ্ছন্ন ও সমাবৃত হয়ে যায়। এখানে غَاسِقٌ শব্দের অর্থ সমাচ্ছন্নকারী, যা সময়ের প্রবাহের ফলে হয়।

এ কথায় এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, غَسَّاق শব্দের অর্থও প্রবাহিত বা নিঃসৃত রক্ত-পুঁজ। যার ওয়াদা আ'লমে-আখিরাতে, আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন আল্লাহদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্য করে রেখেছেন। তা জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য পেয় এমন ধরনের পানীয়, যা হবে খুবই ঠাণ্ডা এবং দুর্গন্ধময়।

ইব্‌ন মুসান্না...হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি এক বালতি 'গাস্‌সাক'-ও এই দুনিয়ার প্রবাহিত হতো, তবে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য তার দুর্গন্ধ অসহনীয় হতো।

মুহম্মদ-ইব্‌ন হারব......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি প্রশ্নাকারে জিজ্ঞেস করেছেন যে, 'আল-গাস্‌সাক কি, তা কি তোমরা অবগত আছ ?' জবাবে তারা বলেন, এটা আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ গাস্‌সাক হলো প্রচণ্ড দুর্গন্ধময় বস্তু। যদি এর সামান্যতম অংশও পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে রাখা যায়, তবে তার দুর্গন্ধে পূর্ব-প্রান্তের অধিবাসীদের জীবনও ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে। একইভাবে এর ক্ষুদ্রতম অংশ যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে রাখা যায়, তবে এর কারণে পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীদেরও জীবন ধারণ দুঃসহ হয়ে পড়বে।

অতঃপর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি 'গাস্‌সাক' অর্থ বলেছেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, যে ঠাণ্ডার বর্ণনা অসম্ভব। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অতি ঠাণ্ডায় বস্তু প্রবাহমান থাকে না, বরং জমাট হয়ে যায়। তবে এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও প্রবাহিত থাকবে, এর অর্থ কি? জবাব এই যে, এই ঠাণ্ডা হবে বিশেষ গুণ স্বরূপ, যা হবে রক্ত ও পুঁজে। এই ঠান্ডার কারণে জাহান্নামীদের খাদ্য-পানীয় জমাট হওয়া শর্ত নয়, বরং তা প্রবাহিত থাকবে।

(٢٦) جَزَآءً وِّفَاقًا ۝ (٢٧) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝ (٢٨) وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝ (٢٩) وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝ (٣٠) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝

২৬. এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। ২৭. কারণ তারা কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না ২৮. এবং আমার আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২৯. আর সব কিছুই আমি

লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। ৩০. অতএব এখন তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।

তাফসীর

আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ এই সমস্ত লোক জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য এই কারণে হবে যে, দুনিয়ার যিন্দেগীতে তারা একথা কোন সময় মনে করে নাই যে, আল্লাহ সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে। বরং আলমে-আখিরাতে, আল্লাহ্‌র আদালতে তাদের কৃত অন্যায় ও অশ্লীল কথা-কাজের জন্য তারা উপযুক্ত এবং যথাযথ প্রতিফলপ্রাপ্ত হবে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-পাকের কালাম, 'এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল'—যা তাদের আমল বা কৃতকর্মের অনুরূপ হবে।

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিফল'—এর অর্থ এই যে, সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের অন্যায় ফলশ্রুতি স্বরূপ তারা এরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' হতে 'جَزَاءً وِّفَاقًا' -এর অর্থ করেছেন যে, তাদের এই প্রতিফল হবে, তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফলশ্রুতি হিসেবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী جَزَاءً وِّفَاقًا -এর অর্থ এমন প্রতিফল, যা তাদের কৃতকর্মের অনুরূপ হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন ইয়াজীদ হতে বর্ণনা করেছেন; যিনি আল্লাহ পাকের কালাম جَزَاءً وِّفَاقًا সম্পর্কে বলেছেন; তারা খারাপ আমল করার দরুন, তাদের প্রতিফলও হবে মারাত্মক এবং যারা ভাল কাজ করবে, তাদের বিনিময় হবে খুবই উত্তম। অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের কালামের এই অংশ তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ এই যে, 'অতঃপর যারা নিকৃষ্ট ও মন্দকাজে লিপ্ত থাকবে, তাদের পরিণতি ও প্রতিফল হবে খুবই মারাত্মক।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে, আল্লাহ তা'আলার বাণী جَزَاءً وِّفَاقًا সম্পর্কে বলেছেন যে, জাহান্নামীদের কঠিন প্রতিফল তাদের কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ হবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......ইব্‌ন আবূ নাজীহ হতে, আল্লাহ তা'আলার বাণী جَزَاءً وِّفَاقًا সম্পর্কে বলেছেন যে, এই প্রতিফল হবে তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম, 'কেননা তারা কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না।' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত কাফির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যারা দুনিয়ার জীবন যাপন করার সময় একথা কোনদিন মনেও করে নাই যে, আখিরাতের আদালতে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে। অতএব আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামতের না-শোকরী স্বরূপ সেদিন তারা কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তারা কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার পরোয়া করত না'—এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, তারা পরকাল ও গায়বকে স্বীকার না করার কারণে, আখিরাতের আদালতে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ পেশ করার ব্যাপারে বেপরোয়া ছিল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ 'কারণ তারা কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না' অর্থাৎ তারা হিসাব-নিকাশের পরোয়াই করত না।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ 'কেননা তারা কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না'-এর তাৎপর্য এই যে, তারা আদতেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের প্রতি বিশ্বাসই রাখিত না। অতএব যে ব্যক্তি পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান ও ইয়াকীনই রাখে না, সে ব্যক্তি কিরূপে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হওয়ার আশা পোষণ করতে পারে? এটা নিতান্তই অবাস্তব চিন্তা।

অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী তিলাওয়াত করেন। যার অর্থ হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বলেছিল, মৃত্যুর পর যখন আমাদের শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে, তখন আবার পুনরুত্থান কিরূপে সম্ভব?

এছাড়া তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীও তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ এই যে, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেব না, সে তোমাদেরকে একথা বলে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে......তখন নতুনভাবে আবার তিনিই সৃষ্টি করবেন।' এ সময় তারা পরস্পর এরূপ বলাবলি করতে থাকে যে, লোকটির কি হলো? লোকটি কি পাগল হয়ে গেল, না আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা খবর পরিবেশন করেছে! লোকটি মনে হয় পাগল, কেননা তার পরিবেশিত খবরের সত্যতার দিকে খেয়াল করলে তাই মনে হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'তারা আমার নিদর্শনাবলীকে সর্বৈব মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল'—প্রত্যাখ্যান করেছিল–এর অর্থ এই যে, এই আল্লাহদ্রোহীরা-আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের জন্য যেসব আয়াত ও নিদর্শনাবলী পাঠিয়েছিলেন, তা মেনে নিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্লাহদ্রোহীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে দৃঢ়তার সাথে পেশ করার জন্য كِذَّابًا শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং تكذيبا শব্দ পরিহার করেছেন। যেমন অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে, 'قاتل قتالا' অর্থাৎ যুদ্ধ করার মত যুদ্ধ করেছে– এখানেও দৃঢ়তার অর্থ লক্ষণীয়; যা আরবী সাহিত্যে দৃঢ়তা প্রকাশের বিশেষ নিয়ম।

অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন, كَذَّبَ بِهِ كِذَّابًا অর্থাৎ সে একে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অর্থাৎ চরম মিথ্যা বলেছে এ কথাটি خرقت القميص خراقا অর্থাৎ 'জামাটি একেবারেই ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে'-এ কথার মত সত্য।

অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, 'كذابا' শব্দে ذ অক্ষরটির উপর তাশ্‌দীদ চিহ্ন (যার ফলে অক্ষরটি দুইবার উচ্চারিত হয়) ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কিসাঈ (ব্যাকরণবিদ) এতে মতানৈক্য করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আর সব কিছুই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি'-অর্থাৎ তাদের গতিবিধি, কথা-কাজ, এমনকি তাদের চিন্তাধারা, মনোভাব, উদ্দেশ্য, প্রবণতারও পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আমি তৈরি করে রাখছিলাম। আর এই কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে আমি প্রতিপন্ন করি যে, তা থেকে একটি ক্ষুদ্রতম অংশও উহ্য থাকতে পারে নাই। এখানে 'أَحْصَيْنَا' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'أثبتنا' বা আমি পূর্ণভাবে সংরক্ষিত করেছি। যেন প্রকৃতপক্ষে এরূপ বলা হয়েছে যে, 'كَتَبْنَاهُ كِتَابًا' বা আমি একে লিখার মত লিখে সংরক্ষণ করেছি।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ ঃ 'অতএব এখন তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর এবং আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।' আল্লাহ পাক আখিরাতের আদালতে ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী

জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা দুনিয়ার যিন্দেগীতে আমাকে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যান করেছিলে। অতএব তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আজ তোমরা জাহান্নামের ফুটন্ত পানি আর রক্ত-পুঁজ ভক্ষণ কর। আর জেনে রাখ! তোমাদের এই শাস্তি উত্তরোত্তর কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হতে থাকবে, এতটুকু হাল্‌কা বা লাঘব করা হবে না।

ইব্‌ন বাশার......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ পাক দোযখীদের জন্য এত কঠিন ও কঠোর ভাষায় শাস্তির কথা এ আয়াত ভিন্ন আর কোন আয়াতে ব্যক্ত করেন নি। কেননা আল্লাহ পাক এখানে পরিষ্কারভাবেই একথা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী, 'অতএব এখন তোমরা আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক, আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।' হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আমামীন দোযখীদের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে উক্ত আয়াত হতে কঠোরতর কোন আয়াত আর অবতীর্ণ করেন নি। যেখানে প্রকাশ্যভাবে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

(৩১) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ (৩২) حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ (৩৩) وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ
(৩৪) وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۙ (৩৫) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۙ

৩১. নিশ্চয়ই আল্লাহভীরু লোকদের জন্য রয়েছে সফলতা, ৩২. তা হলো বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুরসমূহ, ৩৩. সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী ৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। ৩৫. সেখানে তারা কোনরূপ অপ্রয়োজনীয়, তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইরশাদ, নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকেরা তাদের পার্থিব যিন্দেগীর আমলের পরিপ্রেক্ষিতে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভ করবে এবং জান্নাতের চির-শান্তিময় স্থানে অবস্থান করবে। আর তাদের এই বিনিময় হবে তাদের আমলের ফলশ্রুতি স্বরূপ। এটাই মুফাসসিরগণের অভিমত।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী, 'নিশ্চয়ই আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের জন্য আছে সফলতা'-এর অর্থ এই যে, তারা পূর্ণ সফলতা ও কৃতকার্যতা লাভে সক্ষম হয়েছে, কেননা তারা দোযখের কঠিন আযাব হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তি লাভ করেছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম, 'নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকদের জন্য আছে সাফল্য', এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। অন্য ভাষায়, তারা আল্লাহ পাকের শাস্তি হতে চির পরিত্রাণ লাভ করে তাঁর রহমতের অধিকারী হয়েছে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী, 'নিশ্চয়ই আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সফলতা' এর তাৎপর্য এই যে, তারা জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে চির শান্তিময় স্থান বেহেশতের অধিকারী হয়েছে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম 'নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকদের জন্য আছে সফলতা' অর্থাৎ চরম কৃতকার্যতা। যার ফলে তারা জান্নাতের চির শান্তিময় স্থানে আনন্দের সাথে বসবাসে সক্ষম হবে।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন مفاز বা সফলতা শব্দের পর حدائق বা বাগান শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা আরবী ভাষার নিয়মে بيان বা বর্ণনা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে (যা আরবী ভাষাশৈলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ)। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ এরূপ হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের সফলতা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনে জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুরের জন্য যে প্রার্থনা করত, আজ তারা তাই পেল। অতএব নিঃসন্দেহে এটা তাদের বাসনার প্রতিফল বা প্রকৃত সফলতা। حدائق শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো حديقه, যার অর্থ বাগান বা উদ্যান। আর এটা খেজুর, আঙ্গুর বা অন্য যে কোন উদ্যানের জন্য প্রযোজ্য। اَعْنَابًا শব্দের অর্থ আঙ্গুর এবং كروم শব্দের অর্থও আঙ্গুর। কিন্তু عنب ব্যবহৃত হওয়ায় كرم শব্দ পরিহার করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী' এর একটি অর্থ এই যে, তারা নিজেরা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। সেই সঙ্গে এ অর্থও হতে পারে যে, সেই মেয়েদেরকে যাদের স্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে, তারা তাদের (সেই পুরুষদের) সমবয়স্কা হবে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী كَوَاعِبُ শব্দের অর্থ হলো نواهد বা উদভিন্ন যৌবনা এবং اَتْرَابًا শব্দের অর্থ সমবয়স্কা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَوَاعِبُ اَتْرَابًا শব্দের অর্থ হলো সমবয়স্কা নারী।

ইব্‌ন আবদুল আলা....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম كَوَاعِبُ اَتْرَابًا শব্দের অর্থ হলো نَوَاهِدُ اَتْرَابًا অর্থাৎ সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী।

বাশার........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতের বর্ণনায় বলেছেন, এখানে আছে বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুরসমূহ এবং সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী, যারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে।

আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ.......ইব্‌ন জারীহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَوَاعِبُ শব্দের অর্থ হলো نَوَاهِدُ বা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَوَاعِبُ اَتْرَابًا শব্দের অর্থ সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী। তবে كَوَاعِبُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পীণোন্নত পয়োধরা বা স্ফীতবক্ষা তরুণী এবং اَتْرَابًا শব্দের অর্থ সমবয়স্কা।

নাসর ইব্‌ন আলী......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَوَاعِبُ اَتْرَابًا -এর অর্থ হলো সমবয়স্কা নবোদ্ভিন্ন তরুণীগণ।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম ঃ كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ পানপাত্র, যা কোন সময়ের জন্য খালি থাকবে না বরং জান্নাতীরা কোন পানপাত্রের পানীয় পান করার সাথে সাথেই তা আবার ভর্তি করে দেয়া হবে। সামান্যতম সময়ের জন্যও তা খালি থাকবে না। এটাই মুফাসসিরদের মতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ কুরায়ব......মুসলিম ইব্ন নাসতাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর গোলামকে নির্দেশ দেন যে, اسقني دهاقا। অর্থাৎ আমাকে পরিপূর্ণ পানপাত্র পরিবেশন কর। তখন গোলামটি পাত্রের কানায়-কানায় ভর্তি পানীয় তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি বলেন هذا الدهاق। এটাই হলো পরিপূর্ণ পানপাত্রের বাস্তব নমুনা।

মুহম্মদ ইব্ন উবায়দুল মুহারিবী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী- كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইউনুস......আমর ইব্ন দীনার হতে বর্ণনা করেছেন। আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন كَأْسًا دِهَاقًا-এর জবাবে বলতে শুনেছি যে, তা হলো উচ্ছ্বাসিত পানপাত্র।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ كَأْسًا دِهَاقًا শব্দের অর্থ হলো পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইয়াকূব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ كَأْسًا دِهَاقًا শব্দের অর্থ হলো এমন পানপাত্র যা কানায়-কানায় পরিপূর্ণ।

ইব্ন আলিয়া......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ পরিপূর্ণ পানপাত্র।

মুহম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলী.......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ পূর্ণ পানপাত্র।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَأْسًا دِهَاقًا এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইব্ন মুসান্না......মুজাহিদ হতে পূর্বের অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো কানায়-কানায় ভর্তি পানপাত্র।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ বর্ণনা করেছেন পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো এমন পানপাত্র যা কানায় কানায় ভরা।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ পানপাত্র। অবশ্য কেউ কেউ الدهاقًا। শব্দের অর্থ বলেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা নির্মল।

মুহম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আযদী ও ইয়াস ইব্ন মুহাম্মদ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ সুনির্মল পানপাত্র।

অবশ্য এখানে একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, তা বারবার পরিপূর্ণ করে পরিবেশন করা হবে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী, كَأْسًا دِهَاقًا-এর অর্থ হলো এমন পেয়ালা, যা খালি হওয়ার সাথে সাথেই পুনরায় কানায়-কানায় ভর্তি করে দেয়া হবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম, كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো, এমন পেয়ালা যা খালি হওয়ার সাথে সাথেই পুনরায় পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

আমর ইব্ন আবদুল হামীদ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ كَأْسًا دِهَاقًا-এর অর্থ হলো এমন পাত্র, যা পুনঃ পুনঃ পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ كَأْسًا دِهَاقًا -এর অর্থ হলো, এমন পানপাত্র যা খালি হওয়ার সাথে সাথেই পুনঃ পুনঃ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ 'সেখানে তাহারা কোনরূপ অপ্রয়োজনীয়, তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা কথা শ্রবণ করবে না।' এখানে আল্লাহ্-পাক বলেন, জান্নাতীরা বেহেশতের মধ্যে অর্থহীন, তাৎপর্যহীন, অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না।

বলা হয়েছে যে, সেখানে কোন আজেবাজে কথাবার্তা ও বেহুদা গল্প-গুজব হবে না এবং কেউ কারও নিকট মিথ্যা কথা বলবে না, কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবে না এবং মিথ্যাবাদীও বলবে না।

মিসরের ক্বারী সাহেবগণ كِذَّابًا শব্দের ذ অক্ষরটিকে তশদীদসহ পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ইতিপূর্বের একটি আয়াতে দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য তারা 'আমার নিদর্শনাবলীকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল' ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য ব্যাকরণবিদ 'কিসাঈ' এর বিরুদ্ধ অভিমত পেশ করেছেন। যেমন তিনি কবি আশা-এর একটি চরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার অর্থ হলো অতঃপর তার সংবাদটিকে কেউ কেউ সত্য বলে গ্রহণ করল এবং কেউ কেউ একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং কোন কোন সময় মিথ্যাও মানুষের উপকারে আসে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَغْوًا وَّلَا كِذَّابًا আল্লাহ্‌র এই বাণীর অর্থ হলো বাতিল, অসার ও মিথ্যা কথাবার্তা।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'তারা সেখানে কোনরূপ অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না'–এটা খুবই বাস্তব সত্য। কেননা বেহেশতীরা সেখানে এই ধরনের কোন অসার, অশ্লীল ও মিথ্যা কথা কেউই কাউকে বলবে না। অতএব এ ধরনের কথাবার্তা শোনার প্রশ্নও অবান্তর বৈ কিছুই নয়।

(৩৬) جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ (৩৭) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ (৩৮) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖۗ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৬. এটা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যথোচিত দান ও পুরস্কার, ৩৭. যিনি আসমান ও যমীনসমূহের এবং এর মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একমাত্র মালিক, দয়াময়, যাঁর সামনে আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না, ৩৮. যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন সে ব্যতীত আর কেউই কিছু বলবে না, যাকে পরম দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে।

তাফসীর

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি তাঁর পুণ্যবান, নেককার সালিহ বান্দাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনের নেক -আমলের প্রতিফল ও বিনিময় হিসেবে আদালতে আখিরাতে যথোচিত প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান করবেন। যার পরিমাণ হবে কোনটাতে একটা ভাল কাজের বিনিময়ে দশটি নেকী এবং কোনটাতে সাত শতটি। অতএব এই বেশি প্রতিফল নিঃসন্দেহে পরম দয়াময় প্রভুর বিশেষ পুরস্কার। অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حِسَابًا শব্দের তাৎপর্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তির পার্থিব জীবনের আমলের হিসাব অনুযায়ী বিনিময়প্রাপ্ত হওয়া।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'এটা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যথোচিত দান ও পুরস্কার' এর তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আমল বা কাজের যথাযথ বিনিময় স্বরূপ পুরস্কৃত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী جَـزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সৎ-আমলকারী তার পুণ্যের বিনিময় বহুগুণে বেশি প্রাপ্ত হতে থাকবে, যা কোনদিন শেষ হবে না।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَطَاءً حِسَابًا সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ অধিক বিনিময় প্রাপ্তি। অবশ্য মুজাহিদ এটার অর্থ এরূপ বলেছেন যে, বিনিময় প্রদান আল্লাহ্‌র তরফ হতে হবে প্রত্যেকের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে।

ইউনুস....... ইব্‌ন ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেছেন। আমি ইব্‌ন যায়দকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ঃ جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য পেশ করতে শুনেছি যে, এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের সৎ-আমলের প্রতিফল বা পুরস্কার। যেমন যদি কেউ একটি নেক আমল করে, তবে আল্লাহ্‌র বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে– যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করে, যে দশটি ভাল কাজের বিনিময় প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ দশ গুণ প্রতিফল পাবে। অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের ঐ আয়াতও তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ হলো, "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের মাল ও ধন-সম্পদ খরচ করে, তাদের উদাহরণ ঐ দানার ন্যায়, যা থেকে ৭০টি গুচ্ছ বহির্গত হয় এবং প্রত্যেকটি গুচ্ছে আবার একশতটি দানা জন্মলাভ করে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তার জন্য বহুগুণে (তাহার বিনিময়) বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে يزيد অর্থাৎ বৃদ্ধি করার অর্থে ১০ হতে ৭০০ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি একটি নেককাজ করবে, সে দশগুণ বেশি সওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি ১০টি নেক আমল করবে, সে একশত গুণ বেশি সওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি একশতটি ভাল কাজ করবে, সে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ 'যিনি আসমান ও যমীনসমূহের এবং এর মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র অধিপতি।' এখানে আল্লাহ পাকের কালামের বর্ণনাভঙ্গিটি এরূপ যে, এটা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত যথোচিত প্রতিফল ও পুরস্কার, যিনি সাত আসমান ও যমীনসমূহের এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসের একমাত্র করুণাময় মালিক।

অতঃপর ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের কিরআতের মধ্যে মতবিরোধ করেছেন। অতঃপর মদীনার কিরআত বা সর্বসাধারণের কিরআতে ঃ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ এখানে 'রব' ও 'রাহমান' দুইটি শব্দই رفع বা পেশযুক্ত হবে। অবশ্য বসরা ও কূফার কোন কোন ক্বারী সাহেব এই মন্তব্য পেশ করেছেন যে, উক্ত শব্দ দুটিতে পেশ নয়, বরং যের হবে। অবশ্য মক্কার কিছু ক্বারী এবং কূফার সাধারণ ক্বারীগণ رب শব্দটির উপর যের দিয়ে এবং رحمن শব্দটিকে পেশ সহকারে তিলাওয়াত করেন। অবশ্য আমাদের ধারণা অনুযায়ী সমস্ত ক্বিরআতই সহীহ বা শুদ্ধ।

আবার কেউ কেউ বলেন, رب শব্দটির উপর যের হওয়ার কারণ হলো এর আগের আয়াতটি, যা হলো جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'যাঁর সামনে তাদের আবেদন-নিবেদন করার শক্তি থাকবে না।' এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হাশরের ময়দানে, যখন নিজেই বিচারকের আসনে সমাসীন হবেন, তখন তাঁর

দরবারের প্রতাপ ও দাপট সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তখন কি পৃথিবীর অধিবাসী, আর কি আসমানের অধিবাসী কারো পক্ষে নিজ হতে আল্লাহ্র সম্মুখে মুখ-খুলে কিছু বলার কিংবা তাঁর বিচারকার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু সাহস হবে না। অবশ্য তিনি যাদেরকে কিছু বলার বা সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন, তাদের কথা আলাদা। আর দয়াময়ের অনুমতিপ্রাপ্ত এই ধরনের ব্যক্তিরা যথাযথ বক্তব্য পেশ করবে। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের মূল ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী 'যাঁর সামনে তাদের আবেদন-নিবেদন করার মত শক্তি থাকবে না' এর অর্থ হলো–আল্লাহ্র সামনে আদৌ কেউ কথা বলার ক্ষমতা রাখবে না।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম 'যার সামনে তাদের কারো কিছু বলার ক্ষমতা থাকবে না।' অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারের দাপট ও প্রতাপে সেদিন তাঁর সম্মুখে কারো পক্ষে মুখ খুলে কিছু বলা সম্ভব হবে না।

অতঃপর আল্লাহু জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ অর্থাৎ 'সেদিন রূহ দণ্ডায়মান হবে।' মুফাসসিরগণের মধ্যে 'রূহ' শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে তিনি আল্লাহ পাকের মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম ফেরেশতা।

মুহাম্মদ ইব্ন খালফ আল-আসকালানী......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'রূহ' হলো চতুর্থ আসমানের এক ফেরেশতার নাম। যিনি আকাশমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের নিয়ন্ত্রণে যত ফেরেশতা আছেন, সকলের মধ্যে বড় এবং শ্রেষ্ঠতম। তিনি প্রত্যহ বার হাজারবার আল্লাহ পাকের নামের 'তসবীহ' পাঠ করে থাকেন। যার প্রত্যেকটি তসবীহ হতে আল্লাহ পাক এমন একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যারা কিয়ামতের ময়দানে সবাই একই কাতারে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবেন।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস ((রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ 'যেদিন রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।' এখানে রূহ বলতে ঐ ফেরেশতাকে বুঝান হয়েছে, যিনি সৃষ্টিগত-ভাবে সমস্ত ফেরেশতার মধ্যে বড় এবং শ্রেষ্ঠতম। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ইনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)।

ইব্ন হুমায়দ......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ এখানে 'রূহ' বলতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন খালফ আল-আসকালানী......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ আল্লাহ্ পাকের এই কালামের মধ্যে 'রূহ' শব্দটি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, 'রূহ' হলো বনী আদমের সূরতে আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর বিশেষ সৃষ্টি।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'রূহ' হলো বনি আদমের সূরতে, আল্লাহ পাকের বিশেষ সৃষ্টি, যারা পানাহার করে থাকে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'রূহ' আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিশেষ সৃষ্টি। যারা পানাহার করে এবং তাদের হস্তপদ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আছে। এরা ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইব্ন বাশার.......আবূ খালিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'রূহ' আল্লাহ পাকের কুদরতের বিশেষ সৃষ্টি, যারা মানুষের অনুরূপ সৃষ্টি কিন্তু আদতে তারা মানুষ নয়।

ইব্ন মুসান্না......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'রূহ' আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সৃষ্টি হযরত আদম (আ)-এর মত।

ইয়াহইয়া ইব্ন ইবরাহীম আল-মাসঊদী......আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।' এখানে 'রূহ' আল্লাহ পাকের এমন এক বিশেষ সৃষ্টি যাঁরা ফেরেশতাদের চাইতে সংখ্যায় বহুগুণে অধিক এবং হস্তপদবিশিষ্ট হবেন।

ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম......আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এখানে 'রূহ' মানুষের মত এক বিশেষ সৃষ্টি কিন্তু আসলে এরা মানুষ নয়। অবশ্য কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, তারাও বনী আদমের অন্তর্গত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'যেদিন রূহ দাঁড়াবে'। এখানে 'রূহ' বলা হয়েছে আদম বংশধরদেরকে। বক্তব্যটি 'হাসান' বা উত্তম।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম–'যেদিন রূহ দণ্ডায়মান হবে।' এখানে রূহ হলো আদম বংশধরগণ। অবশ্য হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এ অভিমতটি গোপন রাখতেন। কেউ কেউ বলেন, এটা হলো বনী আদমের রূহসমূহ।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী 'যেদিন রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে এবং কেউ কোন কথা বলবে না।' তিনি বলেন, এটা হলো সেই বিশেষ সময় যখন বনী আদম, ফেরেশতামণ্ডলী ও অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব-নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান থাকবে। আর এটা হবে রূহগুলোর শরীরের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, 'রূহ' হলো আল-কুরআন।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার পিতা বলতেন–'রূহ' হলো আল-কুরআন। অতঃপর দলীল স্বরূপ তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ হলো, অনুরূপভাবে আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যা ছিল আমার নির্দেশের রূহ স্বরূপ। ইতিপূর্বে আপনি কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে পরিপূর্ণ অনবহিত ছিলেন।

অবশ্য একথা প্রণিধানযোগ্য যে, আগাম সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, হিসাব-নিকাশের দিন তাঁর দরবারে তাঁর কোন সৃষ্টি কোন কিছু বক্তব্য পেশ করার মত স্পর্ধা রাখবে না। আর রূহও তার অন্যতম সৃষ্টি, অতএব তার পক্ষেও কোন কিছু বলা আদৌ সম্ভবপর হবে না, বরং আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে 'রূহ'ও চুপ করে থাকবে।

ইয়াকূব ইব্ন আলিয়াহ্‌......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী 'যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে, তখন সে ব্যতীত আর কেউই কিছু বলবে না, যাকে পরম দয়াময় অনুমতি দিবেন।' বর্ণনাকারী বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে রূহ এবং ফেরেশতামণ্ডলী উভয়েই নীরব ভূমিকা পালন করবে। অনুমতি ছাড়া কেউই কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না। আর এটা হবে আল্লাহ পাকের ফয়সালা জাহান্নামীদের জন্য দোযখ এবং জান্নাতীদের জন্য বেহেশত, এই ঘোষণার পর।

ইব্ন আবদুল আ'লা......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাকের এই আয়াত 'যেদিন রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী কাতারবন্দীভাবে দাঁড়াবে, সেদিন সে ব্যতীত আর কেউই কিছু বলতে পারবে না, যাকে করুণাময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন।' তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের ফয়সালা অন্তে ফেরেশতামণ্ডলী জাহান্নামীদেরকে যখন দোযখের দিকে নিতে থাকবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এদেরকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ? তখন জবাবে তাঁরা বলবেন, এদেরকে দোযখে নিয়ে যাচ্ছি। এতদশ্রবণে তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি যুলম

করেননি; বরং এদের অর্জিত কৃতকর্মের প্রতিফল। অতঃপর জান্নাতীগণকে যখন বেহেশতের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এদেরকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? তখন উত্তরে তাঁরা বলবেন, এদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছি। তখন এতদশ্রবণে তারা বলবে যে, আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করছ। বর্ণনাকারী বলেন, তাদেরকে মাত্র এতটুকু বলার অধিকার আল্লাহ তা'আলা দিবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ এখানে অনুমতি হবে মাত্র তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ঘোষণার জন্য।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ এখানে আল্লাহর তরফ হতে যিনি অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তিনিই মাত্র একত্ববাদের সাক্ষ্য لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বা (আল্লাহ ছাড়া মাবূদ নাই) একটুকু বলতে পারবেন। আর এতটুকু বলাই হবে সঠিক বলা।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, صَوَابًا শব্দের অর্থ হলো দুনিয়ায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তদনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করা।

আমর ইব্‌ন আলী......আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ صَوَابًا শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা। আবূ হাফস বলেন, আমি এ সম্পর্কে ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমিও আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী সূত্রে মুআবিয়া থেকে লিখে নিয়েছি।

সা'দ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকিম.......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَقَالَ صَوَابًا -এর প্রকৃত অর্থ হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা। অবশেষে আল্লাহ্‌র বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই যে, আদালতে আখিরাতে আল্লাহ্‌র দরবারে যারা কথা বলার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হলো, সেই চরিত্রে সকলকে চরিত্রবান হওয়া। কেননা কুরআন ও হাদীসে এর পরিষ্কার বর্ণনা নাই।

(٣٩) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○ (٤٠) إِنَّآ أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৩৯. সে দিনটি সুনিশ্চিত, অতএব যার ইচ্ছা সে নিজের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করার পথ গ্রহণ করুক, ৪০. আমি তোমাদেরকে অত্যাসন্ন আযাব সম্পর্কে ভয় দেখালাম। যেদিন মানুষ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেদিন আল্লাহাদ্রোহী কাফির চীৎকার করে বলবে, হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

তাফসীর

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ذٰلِكَ الْيَوْمُ সে দিনটি অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যেদিন রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকবে, সেদিনটি অতীব সত্য এবং বাস্তব। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا অর্থাৎ যার ইচ্ছা সে নিজের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনের পথ গ্রহণ করুক। এখানে এ কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে যে,

আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া যখন সুনিশ্চিত, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই দিনের সত্যতা অনুধাবন সহকারে, শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে مَآبًا শব্দটির অর্থ প্রত্যাবর্তনের স্থান। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, অমুক ব্যক্তিটি তার সফর হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। যেমন কবি উবায়দের ভাষায় ঃ

'প্রত্যেক অদৃশ্য ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি অদৃশ্য হয়, সে আর দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে না।'

মুফাসসিরগণের নিকট এটাই এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا -এর অর্থ এই যে, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর নির্দেশিত পথের অনুকরণ ও অনুসরণ কর। যাতে তোমরা তাঁর অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রিয়পাত্র হতে পার।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا এখানে 'মাবা' অর্থ 'সাবিলা' বা রাস্তা।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَآبًا শব্দের অর্থ হলো প্রত্যাবর্তনের স্থান।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর ইরশাদ ঃ إِنَّا أَنْذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলাম। এর উদ্দেশ্য এই যে, হে লোকগণ! আমি তোমাদেরকে অত্যাসন্ন আযাব, যা কিয়ামতের দিন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে সে সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফলাফল স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে, যা সে দুনিয়ার যিন্দেগীতে অর্জন করেছিল—চাই সে ভালই হোক বা মন্দ।

আবূ কুরাইব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ এখানে المرء বা ব্যক্তি শব্দ বলতে মু'মিন ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। যে গুনাহে সগীরাহ হতে বিরত থাকে এবং গুনাহে কাবীরাহ্‌কে খুবই ভয় করে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ এখানে المرء শব্দ দ্বারা মু'মিন বান্দাকে বুঝান হয়েছে।

ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-পাকের কালাম يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ এই আয়াতে المرء শব্দের অর্থ মু'মিন ব্যক্তি।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'আলার বাণী ঃ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ সেদিন আল্লাহদ্রোহী কাফিররা চীৎকার করে বলবে; হায়, আমি যদি মাটি হতাম! এখানে কিয়ামতের ময়দানের বিভীষিকাময় পরিবেশ পরিদর্শনে কাফিরকুল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং সে সময় তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে হায়, কত ভাল হতো, যদি আমরাও আজ ইতর প্রাণীসমূহের ন্যায় মাটিতে পরিণত হয়ে যেতে পারতাম! কিন্তু তা আদৌ সম্ভব হবে না; বরং তারা তাদের আল্লাহদ্রোহিতার শাস্তি স্বরূপ কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

মুহম্মদ ইবন বাশার......হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন সমস্ত জীব-জন্তু, পশুপক্ষী ও কীট-পতংগকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবার পর এ নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা একে অপরের নিকট হতে 'কিসাস' বা প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এমনকি দুনিয়ার শিংওয়ালা সবল

বকরী তার প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়ার দূর্বল বকরীর নিকট হতে প্রতিশোধ পাবে। এভাবে সমস্ত পশু-পক্ষী ও জীব-জন্তুর প্রতিশোধ গ্রহণ পর্ব যখন পরিসমাপ্ত হবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে মাটি হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। এতদর্শনে কাফিরকুল আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ, আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! তবে চিরস্থায়ী গ্লানিকর কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতাম।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে মানব-দানব, জিন্ন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তিনি পশুপক্ষী ও জীব-জন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের পর নির্দেশ দিবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এতদশ্রবণে কাফিররা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, হায়, আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম! তবে কতই না ভাল হতো।

আবূ কুরায়ব আল-মুহারিবী...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন জিন্ন-ইনসান, পশু-পক্ষী ইত্যাদির চুলচেরা হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতঃপর পশু-পক্ষীদের বিনিময় আদান-প্রদানের পর তাহাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করবেন যে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এতদ্দর্শনে আল্লাহদ্রোহী কাফিররা আফসোস করে বলতে থাকবে হায়, আজ আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী, যেদিন মানুষ সেই সব কিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেদিন আল্লাহদ্রোহী কাফিররা চীৎকার করে বলবে; হায়, আমি যদি মাটি হতাম! কাফিররা পার্থিব জীবনে অন্যায় অপকর্ম ও সীমালংঘন করার কারণে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে। তারা তাদের কৃতকর্মকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে এবং তারা এমন অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবে। তিনি তাদের উপর আল্লাহ ভীষণ নারাজ থাকবেন। এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুকে কামনা করতে থাকবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য ব্যাপার এই যে, এই মৃত্যুকে পার্থিব জীবনে তারা খুবই ঘৃণা করত।

ইব্ন হুমায়দ ইয়াকূব....... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন যখন হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন, তখন তিনি জাহান্নামীদের হিসাবান্তে দোযখে প্রেরণ করার পর, বনী আদম ছাড়া সমস্ত মু'মিন জ্বিন ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিকে মাটি হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। অতঃপর কাফিররা তাহাদেরকে মাটিতে পরিণত হয়ে যাতে দেখে আক্ষেপ করে বলবে হায়, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا এবং সেদিন আল্লাহদ্রোহী কাফির চীৎকার করে বলবে, হায়, আমি যদি মাটি হতাম! এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক যখন পশু-পক্ষীদেরকে মাটি হয় যাওয়ার নির্দেশ দিবেন, তখন এতদ্দর্শনে কাফিরকুল আক্ষেপ করে বলতে থাকবে; হায়, আমরাও যদি আজ মাটি হয়ে যেতে পারতাম!

সূরা عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ -এর তাফসীর সমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ النّٰزِعَاتِ

সূরা নাযিআত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪৬, রুকূ-২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ (٢) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ (٣) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ (٤) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ (٥) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ (٦) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ (٧) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ (٨) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ (٩) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ

১. শপথ সেই ফেরেশ্তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা নির্মমভাবে বের করে ২. এবং যারা বিশ্বাসীদের রূহ সহজভাবে বের করে নেয়। ৩. শপথ সেই ফেরেশতাদেরও, যারা তীব্রগতিতে সাঁতার কেটে চলে ৪. এবং দ্রুততর গতিতে কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। ৫. আর যারা যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ৬. যেদিন কম্প আনয়নকারী জিনিস প্রকম্পিত করবে, ৭. তার পর-পরই আসবে আর একটি কম্পন। ৮. বহু হৃদয় সেদিন ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকবে, ৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

তাফসীর

আমাদের 'রব' জাল্লা জালালুহু আন-নাযিআতের শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণের মধ্যে এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে এরা হলেন ঐ সমস্ত ফেরেশতা, যারা বনী আদমের রূহ বের করে থাকেন।

ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল........ হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী وَالنّٰزِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

আবূ সায়িব.......মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আন-নাযিআত-এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

ইব্ন মুসান্না.......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, النّٰزِعَاتِ শব্দের অর্থ হলো যখন কারো প্রাণ বের করা হয়।

মুহম্মদ ইব্‌ন-সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী النَّازِعَاتِ غَرْقًا। শব্দের অর্থ হলো যারা প্রাণ বের করে।

আবূ কুরাইব......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো ঐ সমস্ত ফেরেশতা, যারা আল্লাহদ্রোহীদের প্রাণ কঠোরভাবে বের করে, অতঃপর তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এটা হলো মৃত্যু, যা প্রাণ বের হওয়ার পরের অবস্থা।

আবূ কুরাইব....... মুজাহিদ হতে বর্ণনা, করেছেন যে, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো মৃত্যুবরণ করা।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো তারকারাজির এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছুটে যাওয়া।

ফযল ইব্‌ন ইসহাক........হাসান হতে এরূপ শুনেছেন যে, النَّازِعَاتِ غَرْقًا। -এর অর্থ হলো তারকারাজি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন ঃ النَّازِعَاتِ। শব্দের অর্থ হলো শক্ত জিনিস, যা তীরের সাহায্যে বের করা হয়।

আবূ কুরাইব......আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো শক্ত বা কঠিন জিনিস। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এটা হলো আত্মা, যখন তা বের করা হয়।

আবূ কুরাইব......সুদ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ হলো আত্মা যখন বক্ষের মধ্যে ডুবে যায়।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, আমার নিকট সত্য ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -এর অর্থ ঐসব ফেরেশতা যারা মানুষের মৃত্যুকালে তাদের প্রাণ দেহের গভীরে পৌঁছে প্রতিটি ধমনী হতে টেনে বের করে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا অর্থাৎ যারা বিশ্বাসীদের আত্মা সহজভাবে বের করে। মুফাসসিরগণের মধ্যে এর অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে এরা হলেন ঐ সমস্ত ফেরেশতা যারা মুমিনগণের আত্মা খুবই সহজভাবে বের করেন। যেমন আটার মণ্ড হতে সহজভাবে চুল বের করা যায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

অবশ্য وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا সম্পর্কে কারো কারো অভিমত এই যে, তা হলো এমন মৃত্যু যেখানে আত্মা সহজভাবে বহির্গত হয় অর্থাৎ মর্দে মু'মিনের মৃত্যু।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا এর অর্থ হলো মৃত্যু।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতেও একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো যখন প্রাণ সহজভাবে বের করে নেয়।

আবূ কুরাইব......সুদ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো প্রাণ বায়ু পদযুগল হতে সহজভাবে টেনে বের করতে শুরু করা। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এর অর্থ হলো তারকাবাজির একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো রশির ফাঁস।

আবূ কুরাইব......আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর অর্থ হলো দড়ির ফাঁস।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানে وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا -এর শপথ করেছেন কিন্তু এর সঠিক অর্থ যেহেতু আমরা কুরআন মজীদে ও হাদীসে নববীতে পাই না, সেহেতু উপরে এতদসম্পর্কে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে, তা অবশ্যই গ্রহণীয়।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا -এর অর্থ হলো যারা তীব্রগতিতে সাঁতার কেটে চলে। মুফাসসিরগণ 'আস-সাবেহাত' শব্দের অর্থে মতপার্থক্য পেশ করেছেন। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো বনী আদমের জন্য নির্ধারিত মৃত্যু।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا -এর অর্থ হলো মৃত্যু। ওয়াকিদীর কিতাবেও এইরূপ অর্থের উল্লেখ আছে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম : وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী কেননা ফেরেশতারা আসমান হতে অতি দ্রুত সাঁতার কেটে যমীনের বুকে চলে আসে। যেমন অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়াকে বলা হয়, সে সাঁতার কেটে চলছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এর অর্থ তারকারাজি, যারা আকাশের বুকে সাঁতার কেটে বিচরণ করে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। অবশ্য কারো কারো মতে এর অর্থ হলো কিশ্তী বা নৌকা।

আবূ কুরাইব......আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا -এর অর্থ হলো কিশ্তী বা নৌকা।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا -এর যে শপথ করেছেন, তা তাঁর সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু এর অর্থের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট কোন কিছু বর্ণিত হয় নাই, সে জন্য আলোচিত ব্যাখ্যার যে কোনটি এর অর্থ হতে পারে। যেমন আগে وَالنَّازِعَاتِ -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাণী : فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا মুফাসসিরগণের মধ্যে এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, এর সঠিক অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا -এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا -এর অর্থ হলো মৃত্যু। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো দ্রুতগামী অশ্ব।

আবূ কুরাইব......আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا -এর অর্থ হলো ঘোড়া।

কারো কারো মতে এর অর্থ হলো তারকারাজি, যার একটি অন্যটির অগ্রে দ্রুতবেগে চলমান।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে একই রূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, আগের ব্যাখ্যার মত এই বাক্যের ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট গৃহীত। যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর নবী (সা) হতে বিশেষ কোন নির্দেশ এ ব্যাপারে পাওয়া যায় নি।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا অর্থাৎ 'তাদেরও শপথ, যারা যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা পরিচালনা করে।' আর এই কাজ ফেরেশতামণ্ডলীই করে থাকেন। তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশেই সৃষ্টি জগতের সমস্ত কার্যাবলী যথাযথ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

বাশার.......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا -এর অর্থ হলো তারকারাজি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ অর্থাৎ 'যেদিন কম্প আনয়নকারী জিনিস প্রকম্পিত করবে। এর দ্বারা প্রথম শিংগাধ্বনি বুঝান হয়েছে—যা সমস্ত বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে এবং তার প্রভাবে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত এমন কি সমস্ত সৃষ্টিলোক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ অর্থাৎ এর পর পরই আসবে আর একটি কম্পন। এটা হলো দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি, যার প্রভাবে মৃত সবাই সহসা জীবন লাভ করবে এবং হিসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য সবাই হাশরের ময়দানে একত্রিত হতে থাকবে। আসলে এটা হবে ইয়াওমুল বা'স অর্থাৎ পুনরুত্থান বা কিয়ামতের দিন।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ -এর অর্থ হলো প্রথম শিংগা ধ্বনি এবং আল্লাহ্‌র কালাম تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ -এর অর্থ হলো দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ। এখানে الرَّاجِفَةُ। শব্দের অর্থ হলো প্রথম শিংগা ধ্বনি এবং الرَّادِفَةُ। শব্দের অর্থ হলো দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ। -এর অর্থ হলো দুইটি শিংগা ধ্বনি। প্রথমবার যখন হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে শিংগায় ফুৎকার দিবেন তখন যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে সব-ই মরে যাবে। অতঃপর তিনি যখন দ্বিতীয়বার আল্লাহ্‌র হুকুমে শিংগায় ফুৎকার দিবেন, তখন সমস্ত মৃত জীবন লাভ করবে। অতঃপর হাসান কালাম পাকের ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ হলো ঃ "এবং শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন যমীন ও আসমানে যা কিছু

আছে। সব-ই মরে পড়ে যাবে সে সব ব্যতীত, যে সবকে জীবিত রাখা আল্লাহ্র ইচ্ছা হবে। পরে আর একবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সহসা তারা সকলে উঠে দেখতে শুরু করবে।"

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ-এর অর্থ হলো এমন দুইটি শিংগা ধ্বনি, যার প্রথম ধ্বনিতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সকলে মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় ধ্বনিতে নব-জীবন লাভ করবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, দুইবার শিংগা ধ্বনির মাঝে অন্তবর্তীকালীন সময় হবে চল্লিশ দিন। আল্লাহ্র নবী আরো ইরশাদ করেছেন যে, এই চল্লিশ দিন ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হতে থাকবে, যা নব-জীবন সঞ্চারকারী স্বরূপ হবে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ যমীন শাক-সব্জী, লতাগুল্ম ও তৃণ-লতাদি উৎপাদন করবে, এমনকি মানুষের শরীরও নূতনভাবে গঠিত হবে।

আবূ কুরাইব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি জান শিংগা ধ্বনি কি? তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ ব্যাপারে অবগত হতে চাইলে, আল্লাহ নবী বলেন, তা হলো বড় শিংগা যাতে তিনবার ধ্বনি দেয়া হবে। প্রথমবার শিংগা ধ্বনির কারণে সকলে ঘাবড়ে যাবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়বার শিংগা ধ্বনির কারণে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং তৃতীয়বার শিংগা ধ্বনির কারণে সবাই পুনর্জীবন লাভ করবে এবং হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হতে থাকবে।

অতঃপর প্রথম শিংগা ধ্বনির কারণে আসমান ও যমীনের সব কিছুই মরে যাবে, অবশ্য আল্লাহ পাক যাদেরকে জীবিত রাখতে ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত। এ সময় আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা সমস্ত সৃষ্টি প্রলয়কারী ধ্বনিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যা আল্লাহ পাকের কালাম ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ-এ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ কুরাইব...... তুফায়ল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ পাকের এই বাণী তিলাওয়াত করলেন ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ অতঃপর বললেন, প্রথম শিংগা ধ্বনিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয়বারের শিংগা ধ্বনিতে আবার সবাই জীবিত হয়ে উঠবে।

হুসায়ন...... আবূ মা'আয হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি আল্লাহ পাকের বাণী يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ সম্পর্কে বলেছেন যে এটা হলো প্রথম শিংগা ধ্বনি এবং تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ -এর অর্থ হলো দ্বিতীয়বারের শিংগা ধ্বনি।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ এর অর্থ হলো যেদিন ভূমিকম্পের কারণে আসমান ও যমীন প্রকম্পিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ الرَّادِفَةُ -এর অর্থ হলো যেদিন ভূমিকম্পের কারণে আসমান-যমীন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন تَرْجُفُ الْأَرْضُ এবং الرَّادِفَةُ -এর অর্থ হলো কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী 'যেদিন কম্প আনয়নকারী জিনিস প্রকম্পিত করবে, এর পর পরই আসবে আর একটি কম্পন' এটা হলো কিয়ামত।

আহলে আরব وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا এই জওয়াব কি হবে, সে সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদের অভিমত এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা এই বাক্য দ্বারা শপথ করেছেন, তখন এর পরের বাক্য يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ এর জওয়াব স্বরূপ এসেছে। অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে النَّازِعَاتِ غَرْقًا এই শপথ বাক্যের জওয়াব হলো أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً অর্থাৎ 'যেদিন আমাদের অস্থিসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে।'

গ্রন্থকার বলেন ঃ আল্লাহ পাকের কালামের স্পষ্টতার কারণে আমি সে সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নি।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নির্দেশ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ অর্থাৎ 'বহু হৃদয় সেদিন ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকবে।' এখানে কিয়ামতের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ এখানে وَّاجِفَةٌ শব্দের অর্থ হলো خَائِفَةٌ অর্থাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

মুহাম্মদ ইব্ন-সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَّاجِفَةٌ শব্দের অর্থ হলো خَائِفَةٌ বা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَّاجِفَةٌ শব্দের অর্থ হলো ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ এখানে وَّاجِفَةٌ শব্দের অর্থ হলো ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ এর অর্থ হলো যেদিন হৃদয়সমূহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। এখানে ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী মুশরিকদের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা হাশরের ময়দানে অবনত মস্তকে লজ্জিত অবস্থায় কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ -এর অর্থ হলো আল্লাহদ্রোহীদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ -এর অর্থ তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

(١٠) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝ (١١) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝ (١٢) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ (١٣) فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ (١٤) فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১০. এই লোকেরা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাব ? ১১. পচা-গলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও ? ১২. তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এই প্রত্যাবর্তন বড় ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ১৩. অথচ সেটা তো ভীষণ একটি শব্দমাত্রই হবে, ১৪. যার ফলে তারা সহসাই উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হয়ে পড়বে।

তাফসীর

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে মক্কার ঐ সমস্ত কাফিরের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের আল্লাহদ্রোহীতার কারণে আল্লাহ, পরকাল ও হাশর-নশরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। যখন তাদের সামনে

উক্ত আয়াত পেশ করে বলা হলো মৃত্যুর পর আবার তোমরা পুনর্জীবন লাভ করবে, তখন তারা বলতে লাগল যে, আমরা কি আমাদের পূর্বাবস্থায় আবার প্রত্যাবর্তিত হব? যে অবস্থা আমাদের মৃত্যুর পূর্বে ছিল। তারা মৃত্যুর পর ইব্‌নরুত্থান বা পুনর্জীবনে অবিশ্বাসী থাকার কারণেই এ ধরনের প্রশ্ন করে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী الْحَافِرَةِ শব্দের অর্থ হলো নবজীবন লাভ করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী আমরা কি পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাব? অর্থাৎ তাদের জিজ্ঞেস এরূপ যে, আমরা কি আমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত হব?

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ -এর অর্থ হলো আমরা কি নূতনভাবে সৃষ্ট হয়ে নবজীবন লাভ করব?

আবূ কুরাইব......মুহাম্মদ ইব্‌ন-কা'ব আল-কুরযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ -এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর আবার পুনর্জন্মলাভ করা।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুদ্দী হতে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ الْحَافِرَةِ -এর অর্থ হলো কবর থেকে নব-জীবন লাভ করে পুনরুত্থিত হওয়া।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ -এর অর্থ হলো মাটি হতে নব জীবন লাভ করে উত্থিত হওয়া। অবশ্য কেউ কেউ الْحَافِرَةِ শব্দের অর্থ করেছেন النَّارُ বা আগুন।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ এই আয়াত الْحَافِرَةِ শব্দের অর্থ দোযখের গর্ত। অতঃপর দোযখের নামসমূহ হলো ঃ (১) নার, (২) জাহিম, (৩) সাকার, (৪) জাহান্নাম, (৫) হাবিয়াহ, (৬) হাফিরাহ, (৭) লাথা ও (৮) হুতামাহ।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً অর্থাৎ যখন আমরা পচা গলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা আমাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাব?

ক্বারী সাহেবগণ نَّخِرَةً শব্দের পঠন পদ্ধতির মধ্যে মতানৈক্য দেখিয়েছেন। প্রচলিত কিরত হলো نَّخِرَةً যা মদীনা, হিজায ও বসরায় প্রসিদ্ধ। অবশ্য কূফার কারীদের অভিমত অনুযায়ী শব্দটি হবে نَّاخِرَةً (নাখিরাতুন) অর্থাৎ নূন অক্ষরের পর একটি আলিফ সংযোজিত হবে। অবশ্য কূফার কিছু কিছু আলিমের অভিমত এই যে, نَّخِرَةً বা نَّاخِرَةً শব্দটির মধ্যে লেখায় একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও আদত অর্থে কোন পার্থক্য নেই। যেমন লোভী এবং লোভকারী শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নেই।

গ্রন্থকার বলেন, আমাদের নিকট نَّخِرَةً শব্দটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত, যা الف অক্ষর ব্যতীত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً এখানে 'নাখিরাহ' শব্দের অর্থ হলো পচা গলা জীর্ণাবস্থা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে- عِظَامًا نَّخِرَةً অর্থ হলো গলিত অস্থি।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যারা কিয়ামতের পুনরুত্থানের অবিশ্বাস করত, তারা এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করত যে, আমাদের দেহ, অস্থি-মজ্জা যখন পচে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন আবার জীবিত হবো? এটাই বিভিন্ন মুফাসসিরের অভিমত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ অর্থাৎ তাই যদি হয়, তবে তো এই প্রত্যাবর্তন খুবই সর্বনাশা হবে।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ তারা বলে, তাই যদি হয়, তবে তো এই প্রত্যাবর্তন বড় ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কেননা কিয়ামতের দিন পুনর্জন্মের পর তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থান হবে জাহান্নাম। যাকে তাদের বড় ক্ষতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থাৎ 'সেটাতো ভীষণ একটি শব্দমাত্রই হবে।' আর সেটা হলো দ্বিতীয়বার শিংগা ধ্বনি।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ শব্দের অর্থ হলো একটি চীৎকার বা ধমক।

ইউনুস.....ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ -এর অর্থ হলো শিংগা ধ্বনি।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ 'অতঃপর তারা সহসাই উন্মুক্ত ময়দানে বের হয়ে পড়বে।' এখানে আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছেন যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে করত। তারা দ্বিতীয়বার শিংগা ধ্বনির সাথে সাথেই উন্মুক্ত ময়দান বা হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

আহলে আরব প্রশস্ত মাঠ বা ময়দানকে سَاهِرَةٌ (সাহেরাহ) বলত। আর এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, বন্য পশুরা এখানে শান্তির সাথে বসবাস করে, অর্থাৎ তারা কখনও এখানে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় এবং কখনও জাগ্রত থাকে।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো যমীনের উপর। যেমন উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত তার কবিতাংশে উল্লেখ করেছেন ঃ 'আমাদের নিকট সমুদ্রের শিকার এবং ময়দানের শিকার মওজুদ আছে।'

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ এর অর্থ হলো প্রশস্ত ময়দান, সেখানে তারা সহসাই উপনীত হবে।

মুহম্মদ ইব্ন-সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ এই আয়াতে اَلسَّاهِرَةِ। শব্দের অর্থ হলো الارض। বা যমীন।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো তারা সকলেই সহসা যমীনের উপর উপনীত হবে।

আমারাহ ইব্ন মূসা.....হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো তারা সহসাই সকলে এক যমীনের উপর উপস্থিত হবে।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো সহসাই তারা যমীনের উপর উপনীত হবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম بِالسَّاهِرَةِ শব্দের অর্থ হলো একটি সুপ্রশস্ত সমতল ভূমি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহদ্রোহীরা এরূপ উক্তি করতে শুরু করল যে, পুনরুত্থানের দেরী আছে, তখন তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, তোমাদের কথা

ঠিক নয়, এ ব্যাপারে আদৌ কোন বিলম্ব ঘটবে না; বরং তাতে ভীষণ একটি শব্দমাত্রই হবে, যার ফলে তারা সহসাই উন্মুক্ত ময়দানে উপনীত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর যে মাটির পেটে তারা অবস্থান করবে, কিয়ামতের দিন সেই মাটির উপরেই তারা সবাই সমবেত হবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ بِالسَّاهِرَةِ শব্দের অর্থ হলো দ্বিতীয়বার শিংগা ধ্বনির সাথে সাথেই তারা সকলেই তাদের কবর হতে নির্গত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো যমীনের উপর।

আবূ কুরাইব......হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব......হযরত ইকরামা (রা) হতেও একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো সহসাই তারা যমীনের উপর আবির্ভূত হবে।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। কেউ কেউ বলেন- السَّاهِرَةِ। শব্দের অর্থ পৃথিবীর সেই ময়দান যা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত।

আলী........ উসমান ইব্‌ন আবূ আতিকাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -এর অর্থ হলো এমন একটি অপ্রসিদ্ধ স্থান, যা হাসসান ও আরিহা পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত। আল্লাহ্ পাক একে তাঁর খুশি ও ইচ্ছামত বিস্তৃত ও প্রশস্ত করবেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালামে বর্ণিত ঃ بِالسَّاهِرَةِ শব্দের অর্থ হলো শামদেশে অবস্থিত একখণ্ড জমি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এটা ঐ নামে সুপরিচিত একটি পর্বতবিশেষ।

আলী ইব্‌ন সাহল.....ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ এখানে السَّاهِرَةِ। শব্দের অর্থ হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত একটি পর্বত। অবশ্য কারো কারো মতে, السَّاهِرَةُ। শব্দের অর্থ জাহান্নাম।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ-এর অর্থ হলো জাহান্নামের মধ্যে। অর্থাৎ তারা সহসাই সকলে জাহান্নামের মধ্যে উপনীত হয়ে পড়বে।

(১৫) هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ۝ (١٦) إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ (١٧) اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ۝ (١٨) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ۝

১৫. তোমার নিকট মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে কি? ১৬. তার প্রতিপালক যখন তাকে তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিলেন (বলেছিলেন) ১৭ ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। ১৮. এবং তাকে জিজ্ঞেস কর ঃ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছ ?

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর প্রিয় হাবীব ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি মূসা ইব্‌ন ইমরানের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছ কি ? তুমি কি ঐ ব্যাপারে কিছু জ্ঞাত আছ যখন তার রব বা প্রতিপালক তাকে তূয়ার পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন? এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। অতএব এর চর্বিত চর্বণ হতে বিরত থাকা হলো। মুফাসসিরগণ তূয়া শব্দের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তূয়া হলো একটি উপত্যকার নাম।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ طُوًى শব্দের অর্থ হলো তূয়া একটি উপত্যকার নাম।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى এখানে এর অর্থ হলো তুমি তূয়ার পবিত্র উপত্যকায় অবস্থান করেছেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ যখন তার প্রতিপালক তাকে তূয়ার পবিত্র উপাত্যকায় আহ্বান করেছিল। যা দুইবার পবিত্র করা হয়েছে, এবং তূয়া হলো একটি উপত্যকার নাম। কারো কারো অভিমত এই যে, এটি একটি নীচু সমতল ভূমি।

আবু কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى হলো একটি নীচু সমতল ভূমি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এমন উপত্যকা যা দুইবার পবিত্র করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। অনাবশ্যকহেতু পুনরায় আলোচনা বর্জিত হলো। হাসান طُوًى শব্দটিতে যের দিয়া পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ.......হাসান হতে এ ব্যাপারে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য ক্বারী সাহেবরা طوى শব্দটির কিরআতের (পঠনের) মধ্যে মতবিরোধ করেছেন। মদীনা এবং বসরার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত হলো. طُوًى শব্দটির ط অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট হবে। সিরিয়া ও কূফার ক্বারীরাও পেশ সহকারে পড়ার পক্ষপাতি।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বাণী ঃ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى অর্থাৎ ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। এখানে কালাম পাকের বর্ণনাভঙ্গিটি এইরূপ যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মূসা (আ)-কে আহ্বান করে বললেন, তুমি ফিরাউনের নিকট যাও, কেননা সে অহংকারী ও সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞেস কর, তুমি কি পবিত্রতা অর্জন করতে প্রস্তুত আছ? এখানে ফিরাউনকে সম্বোধন করে বলতে বলা হয়েছে যে, তুমি যে মিথ্যা ও কুফরীর নাপাকীর মধ্যে লিপ্ত আছ, তা হতে পবিত্র হয়ে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্যকারী হয়ে যাও এবং ঈমান আনয়ন কর।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছ ? এখানে পবিত্রতা অর্জনের যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা। যার পরিপ্রেক্ষিতে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং আমল পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র হবে। ইব্‌ন যায়দ বলেন, কুরআন মজীদে যেখানেই تَزَكّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই এর উদ্দেশ্য হবে ইসলাম কবূল করা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى অর্থাৎ 'তুমি কি জান যে,

সে পবিত্রতা গ্রহণ করতে পারে ?' অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন : وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّى অর্থাৎ সে পবিত্রতা গ্রহণ না করলে বা মুসলমান না হলে তোমার কোন দায়িত্ব বা জবাবদিহি করতে হবে না।

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন, যে, হযরত মূসা (আ)-এর কথা ফিরাউনের জন্য هَلْ لَّكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى এর তাৎপর্য হলো هَلْ لَّكَ اِلَى اَنْ تَقُوْلُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ তুমি কি এরূপ বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। এখানে تَزَكَّى শব্দের অর্থ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَللّٰهُ বলা।

ক্বারী সাহেবগণ تَزَكَّى শব্দটির কিরআতের (পঠনের) মধ্যে মতবিরোধ করেছেন। মদীনার সমস্ত ক্বারীর অভিমত এই যে, تَزَكَّى শব্দটির ز শব্দের উপর তাশদীদ হবে। অবশ্য কূফা ও বসরার ক্বারীগণের অভিমত ز শব্দটির উপর তাশদীদ হবে না। আবূ আমর বলেন, আসলে শব্দটি হলো تَتَزَكَّى যেমন تَتَصَدَّقَ পরে দ্বিতীয় ت শব্দটি ز শব্দে রূপান্তরিত হয়ে تَزَزَكَّى হয়েছে। অতঃপর দুইটি ز অক্ষরকে একসঙ্গে মিলাবার কারণে تَزَكَّى হবে। মূসা (আ) কাফির থাকার কারণে ফিরাউনকে সদকা দেওয়ার কথা বলেন নাই, বরং তাকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দেন এবং এ সূত্রে تَزَكَّى শব্দটির অর্থ হলো, সে পবিত্রতা অর্জনকারী মু'মিন হোক। অবশ্য تزكى শব্দটিকে তাশদীদ ছাড়া পড়াই আরববাসীদের নিকট বেশি উত্তম।

(١٩) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝ (٢٠) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝ (٢١) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝ (٢٢) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝ (٢٣) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝ (٢٤) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝

১৯. আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর ? ২০. অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখাল। ২১. কিন্তু সে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং নাফরমানী করল। ২২. পরে চালবাজি করার মতলবে সে পিছনে ফিরে গেল ২৩. এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলল, ২৪. আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব বা প্রতিপালক।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবী হযরত মূসা (আ)-কে এইরূপ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে নবী! তুমি ফিরাউনকে বল যে, আমি কি তোমাকে এমন পথের সন্ধান দেব, যাতে তুমি সত্যপথ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং তোমার প্রতিপালকও তোমার প্রতি রাযী বা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর তা হলো সত্য দীন। অতঃপর আল্লাহর বাণী فَتَخْشٰى -এর অর্থ হলো যাতে তুমি তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর নির্দেশিত সমস্ত অবশ্য করণীয় কাজ করতে থাকবে এবং নিষিদ্ধ ও অন্যায় বিষয়গুলোকে পরিহার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী : فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى অর্থাৎ মূসা (আ) ফিরাউনকে এক বড় নিদর্শন দেখাল তা এ সত্যকে প্রতিপন্ন করার জন্যই ছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী বা রাসূল। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযার মধ্যে ছিল তাঁর পবিত্র হস্ত মুবারক। তিনি যখন তা বহির্গত করতেন, তখন দর্শকবৃন্দ তাতে পরিষ্কার জ্যোতির্ময় আলো দেখতে পেত এবং তাঁর লাঠি, যা অজগররূপে প্রতিভাত হতো। উক্ত আয়াত সম্পর্কে এটাই মুফাসসিরদের অভিমত।

আবূ যায়দাহ...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈফ আবূ রিযা হতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। অবশ্য নূহ ইব্‌ন কায়স......হাসান হতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى -এর অর্থ হলো তাঁর হাত ও লাঠির নিদর্শনাবলী।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى-এর অর্থ হলো, হযরত মূসা (আ)-এর হাত এবং লাঠির মু'জিযা বা নিদর্শন।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-পাকের কালাম ঃ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى -এর অর্থ হলো হযরত মূসার হাত এবং তাঁর লাঠির নিদর্শনাবলী।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে 'আয়াতুল কুব্‌রা' বা বড় নিদর্শন সম্পর্কে বলছেন যে, তা হলো তাঁর হাত এবং লাঠি।

ইউনুস্‌...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى -এর অর্থ হলো তাঁর লাঠি, যা বড় অজগরে রূপান্তরিত হতো।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَكَذَّبَ وَعَصَى অর্থাৎ ফিরাউন মূসা (আ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল কেননা সে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মু'জিযা বা নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আ) তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য বললে সে তা অমান্য করল এবং বিদ্রোহাচরণ করল।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى 'পরে সে চালবাজি করার মতলবে পিছনে ফিরে গেল' অর্থাৎ সে মূসা (আ)-এর দাওয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাওহীদ, আনুগত্য ও আল্লাহর অনুসরণ হতে দূরে সরে গেল। يَسْعَى শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ফিরাউন তো আল্লাহর আনুগত্য বা সত্য-দীনকে কবূল করলই না, বরং সে আল্লাহ্‌ পাকের বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টির মধ্যে তৎপর রইল। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى -এর অর্থ হলো সে ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো।

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাকের কালাম ঃ فَحَشَرَ فَنَادَى 'অতঃপর সে লোকদেরকে একত্রিত করে সম্বোধন করে বলল।' অর্থাৎ ফিরাউন তার সম্প্রদায় ও অনুসারীদেরকে একখানে সমবেত করার পর ঘোষণা দিল যে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব্ব' অর্থাৎ আমি ছাড়া আর যত রব্ব বা প্রতিপালক আছে, সবই মিথ্যা এবং হেয়, আমিই একমাত্র তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বভৌম রব্ব। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَحَشَرَ فَنَادَى এর অর্থ এই যে, ফিরাউন চীৎকার দিয়া তার সম্প্রদায়ের লোকজন ও অনুসারীদেরকে একস্থানে সমবেত করল। অতঃপর সে তাদের সামনে ঘোষণা দিল أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى অর্থাৎ আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে পাকড়াও করেন।

(٢٥) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝ (٢٦) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝
(٢٧) ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۝ (٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۝

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে ইহকাল ও পরকালের আযাবে গেরেফ্‌তার করেন। ২৬. বস্তুতঃ যারা ভয় করে, তাদের জন্য অবশ্যই এতে বড় উপদেশ রয়েছে। ২৭. তোমাদের সৃষ্টি কি কঠিনতর, না আসমান সৃষ্টি ? আর তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন। ২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, ইহকাল ও পরকালের আযাবে যে পাক্ড়াও হয়েছে, তার পরকালের শাস্তি হবে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এই দাবি করার কারণে এবং ইহকালের শাস্তির বিধান হয়েছে ما علمت لكم من اله غيرى অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের খোদা আছে একথা আমার জানা নাই -এই উক্তির কারণে। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

আবূ কুরাইব্ বলেন, আমি এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে শ্রবণ করছি, তিনি বলেছেন, এই দুইটি শব্দ ما علمت لكم من اله غيرى এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى যা ফিরাউন উচ্চারণ করেছিল এর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চল্লিশ বৎসরের। অতঃপর তিনি বলেন, তা এমন দুইটি বাক্য যদ্দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইহকাল ও পরকালের আযাবে পাকড়াও করেন।

আবূ হাসিন...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ........ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এর তাৎপর্য এই যে, যখন সে বলে যে, ما علمت لكم من اله غيرى এটা তার ইহকালের শাস্তির কারণ হয় এবং যখন সে দাবি করে যে, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এটা তার পরকালের শাস্তির কারণস্বরূপ হয়।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এর প্রকৃত অর্থ হলো এই দুটি কথা যথা ঃ ما علمت لكم من اله غيرى এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى। এই দুটি বাক্য উচ্চারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো চল্লিশ বৎসর।

ইব্ন বাশার...... শাবী হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব...... যাকারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى হলো এই দুটি বাক্য যথা ঃ ما علمت لكم من اله غيرى এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى।

মুহাম্মদ ইব্ন-আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এই আয়াতটির তাৎপর্য হলো এই দুটি আয়াত যথা ঃ ما علمت لكم من اله غيرى যা ইহকাল সম্পর্কিত এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এটি পরকাল সম্পর্কিত।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফিরাউনের প্রথম কথাটি ما علمت لكم من اله غيرى এবং দ্বিতীয় কথাটি اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى -এর মধ্যে সময়সীমা হলো চল্লিশ বৎসর।

হুসায়ন...... উবায়দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যাহ্হাক থেকে শ্রবণ করেছি আল্লাহ্র বাণী ঃ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের শাস্তি। অতঃপর ফিরাউন যখন বলেছিল ما علمت لكم من اله غيرى তখন এটা তার ইহকালের শাস্তির কারণ হয়, অতঃপর সে যখন বলেছিল اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এটা তার

জন্য পরকালের শাস্তির কারণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বাক্য এভাবে কার্যে পরিণত হয় যে, তিনি তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন।

ইউনুস........ ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَـاَخَـذَهُ اللّٰـهُ نَـكَالَ الْاٰخِـرَةِ وَالْاُوْلٰـى -এর অর্থ হলো, ফিরাউনের কথিত বাক্য দুটি যার কথা বারবার উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ ইহকাল ও পরকালের আযাব সম্পর্কে বলেন যে, ফিরাউনের জন্য ইহকালের আযাব হলো নীল দরিয়ায় ডুবে ডুবে মৃত্যুবরণ; আর আখিরাতের আল্লাহদ্রোহিতার আযাব, তার জন্য নির্ধারিত আছেই।

ইব্ন হুমায়দ...... খায়সামা জু'ফী হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফিরাউনের কথিত দুটি কথা, যথা اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ও ما علمت لكم من اله غيرى -এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল চল্লিশ বৎসরের।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের সামনে এই ঘোষণা দেওয়ার পর যে, আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব্ব মাত্র চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। কেউ কেউ বলেন اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এই ঘোষণার ফলশ্রুতিই হলো ফিরাউনের জন্য ইহকাল ও পরকালের আযাবে গেরেফ্তার হওয়া।

ইব্ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এর অর্থ হচ্ছে, ইহকাল ও পরকালের আযাবে পাকড়াও হওয়া।

বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এই আয়াতের তাৎপর্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি, যাতে ফিরাউন গেরেফতার হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের সাথে কুফরী, নাফরমানী, যা সে করেছিল এটা হলো তার দুনিয়ায় শাস্তির কারণ এবং আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলার কারণে।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ রাযীন হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এখানে তার ইহকালের শাস্তির কারণ হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কুফ্রী ও নাফরমানী এবং পরকালের শাস্তির কারণ হলো اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলা।

অতঃপর তিনি গোটা আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, যা হলো فَكَذَّبَ وَعَصٰى- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى- فَحَشَرَ فَنَادٰى- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলার কারণেই সে পরকালের কঠোর আযাবে পাকড়াও হবে। অবশ্য কারো কারো মতে ফিরাউনের ইহকাল ও পরকালের শাস্তি হবে তার পার্থিব যিন্দেগীর কৃতকর্মের ভিত্তিতে, যা সে করে গেছে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ফিরাউনের এ ইহকাল ও পরকালের শাস্তি হবে তার জীবনের প্রথম ও পরের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে আল্লাহর বাণী ঃ فَـاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِـرَةِ وَالْاُوْلٰى সম্পর্কে একইরূপ মন্তব্য করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... কালবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى এর অর্থ এই যে, ইহকাল ও পরকালের শাস্তি হবে তার গুনাহ ও নাফরমানীর কারণে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى। অর্থাৎ তার ইহকাল ও পরকালের শাস্তি হবে তার জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ। অর্থাৎ যারা ভয় করে, তাদের জন্য অবশ্যই এতে বড় উপদেশ রয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌পাক বলেন, তিনি ফিরাউনকে যে কারণে ইহকাল ও পরকালের আযাবে পাকড়াও করেছে, তা ছিল তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য ও অস্বীকার করা। এখন যারা এ ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তাদের কর্তব্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য ও অস্বীকার করার সেই পরিণতিকে ভয় করা—যে পরিণতির সম্মুখীন খোদ ফিরাউন হয়েছিল। অতঃপর نَكَالَ الْآخِرَةِ -কে مصدر হিসেবে নেয়া হয়েছে فَأَخَذَهُ اللَّهُ -এর। কেননা প্রকৃত বাক্য হলো فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ অতঃপর এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে نَكَالَ الْآخِرَةِ কে مصدر হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, এর শব্দের দিকে লক্ষ্য করে নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি কি কঠিনতর, না আসমান সৃষ্টি ? এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরায়শদের ঐ নেতৃবর্গকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে লোকগণ! তোমরা যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে মিথ্যা বলছ এবং অস্বীকার করছ আর যুক্তি স্বরূপ পেশ করছ যে, মৃত্যুর পর আমাদের অস্থি মজ্জা যখন জীর্ণ বিলীন হয়ে যাবে, তখন আমাদের দেহের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহ পুনঃ একত্রিত করা ও এতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? কিন্তু তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছ যে, এই বিরাট আকাশ এবং বিশাল বিশ্বলোক বানানো অধিক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ, না তোমাদেরকে একবার সৃষ্টি করার পর অনুরূপ আকার-আকৃতিতে পুনরায় সৃষ্টি করা ? যে আল্লাহর পক্ষে প্রথম কাজটি কিছুমাত্র কঠিন ছিল না, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় কাজটি কেন এতখানি কঠিন হবে এবং কেন মনে করবে যে, তাঁর দ্বারা আদৌ সম্ভব হবে না; বরং তোমাদের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টি করা অনেক বেশি শক্ত ও কঠিন কাজ।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَنَاهَا رَفَعَهَا অর্থাৎ তিনিই আসমানকে নির্মাণ করেছেন এবং ছাদ স্বরূপ সুউচ্চ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا অর্থাৎ তিনি একে অর্থাৎ এর ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন, তিনি আসমানকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এর চেয়ে উচ্চতম কোন সৃষ্টি নাই। আর তিনি একে এমন নিপুণ ও সঠিকভাবে নির্মাণ করেছেন যে, এতে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি বা টুটা-ফাটা নাই। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا এর অর্থ হলো তিনি তার ছাদকে অর্থাৎ পৃথিবীর ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا -এর অর্থ হলো তিনি তার ছাদকে খুঁটি ছাড়া নির্মাণ করেছেন।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী رَفَعَ سَمْكَهَا -এর অর্থ তার স্তম্ভকে সুউচ্চ করেছেন।

(২৯) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ○ (৩০) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○
(৩১) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ○ (৩২) وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○

২৯. তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকার করেছেন এবং দিনকে প্রকাশ করেছেন। ৩০. অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। ৩১. তিনি তা থেকে এর পানি ও চারণভূমি বের করেছেন ৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে তাতে সংস্থাপন করেছেন।

তাফসীর

এখানে দিবারাত্রকে আসমানের জিনিস বলা হয়েছে। কেননা আকাশের সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রাত্রির আগমন হয় এবং আকাশে সূর্যোদয়ের সংগে সংগেই হয় দিনের সূত্রপাত। রাত্রিকে অন্ধকার করার অর্থ এই যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রাত্রির অমানিশা গোটা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলে। মনে হয় যেন উপর থেকে কোন কাল চাদর দিয়া সারা পৃথিবীকে ঢেকে দেয়া হয়েছে এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী...... হয্রত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ হলো রাত্রির অন্ধকার।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ হলো তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকার করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর..... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ রাত্রির অন্ধকার।

বাশার......হয্রত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা..... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ রাতের অন্ধকার।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ রাত্রির অমানিশা।

হুসায়ন..... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থ اَظْلَمُ لَيْلَهَا অর্থাৎ তিনি রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আল্-কাজ্জায..... ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا -এর অর্থ হলো اَظْلَمُ لَيْلَهَا অর্থাৎ তিনি রাত্রিকে অন্ধকারময় করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا অর্থাৎ তিনি দিনকে প্রকাশ করেছেন। রাতের প্রকাশ পায় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই এবং সূর্যের আগমনী বার্তার সংগে সংগেই রাতের কুহেলিকা বিদূরীত হয়ে যায় এবং দিনের আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর..... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا -এর অর্থ نورها অর্থাৎ এর আলো প্রকাশ করেছেন।

বাশার...... হয্রত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا -এর অর্থ হলো نور ضياءها অর্থাৎ এর আলোকরশ্মি প্রকাশ করেছেন।

হুসায়ন..... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণীঃ وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا -এর অর্থ হলো نورها অর্থাৎ এর দিনকে প্রকাশ করেছে।

ইউনুস....... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا -এর অর্থ হলো ضوء النهار বা দিনের রাশ্মি অর্থাৎ তিনি দিনের রশ্মিকে প্রকাশ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا অর্থাৎ অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। মুফাসসিরগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ بَعْدَ ذَلِكَ অর্থাৎ অতঃপর এর মধ্যে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আসমান সৃষ্টির পর আল্লাহ্ পাক যমীনকে সৃজন ও বিস্তীর্ণ করেছেন।

আলী.... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যেখানে আসমান সৃষ্টির পূর্বে যমীন সৃষ্টির কথা বলেছেন, বা যমীন সৃষ্টির পূর্বে আসমান সৃষ্টির কথা বলেছেন এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পাক যমীনকে বিস্তৃত করার পূর্বে এর মূল অংশকে আসমান সৃষ্টির আগে তৈরি করেন। অতঃপর তিনি আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যাস করার পর যমীনকে বিস্তৃত করেন। এটাই وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ.....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ তিনি যমীনকে বিস্তৃত ও আসমান তৈরির আগে যমীনের মূল অংশকে তৈরি করেন। অতঃপর তিনি আসমান সৃষ্টি ও একে সপ্ত স্তরে সুবিন্যস্ত করার পর যমীনকে বিস্তৃত করেন এবং তার উপর পাহাড়-পর্বত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি যমীনকে বৃক্ষ-লতাদি উৎপাদনের উপযুক্ত করে তৈরি করেন। যেমন পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ وَاَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا অর্থাৎ তিনি তা থেকে এর পানি ও উদ্ভিদ খাদ্য বের করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়া সৃষ্টির এক হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চারটি স্তম্ভের উপর তাঁর ঘর বা বায়তুল্লাহ্র বুনিয়াদ পানির উপর রাখেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্র নীচ থেকে ক্রমান্বয়ে তিনি যমীনকে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেন।

ইব্ন হুমায়দ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ঘরকে পৃথিবী সৃষ্টির এক হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করেন এবং 'বায়তুল্লাহ্' হতে যমিন সম্প্রসারণ ও বিস্তৃত করার কাজ শুরু করেন।

অবশ্য কারো কারো মতে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بعد অর্থাৎ পরে শব্দের স্থানে مع বা 'সাথে' শব্দের অর্থ হবে। তাদের মতে আসমান সৃষ্টির আগে যমীন সৃষ্টি ও বিস্তৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাকের কালামের দ্বারা বুঝা যায়। যথা ঃ

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ .

অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ্! যিনি যমীনের সবকিছু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং একে সপ্তস্তরে সুবিন্যস্ত করেছেন।' অতএব এই আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ পাক যমীন সৃষ্টির পরে আসমান সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, বাস্তব ব্যাপার যদি এটাই হয় তবে আল্লাহ্ পাক আবার এরূপ কেন বলেন ঃ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।' এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমি আগেই বর্ণনা করেছি যে, এখানে بعد শব্দের অর্থ পরে হবে না, বরং مع বা 'সাথে' হবে অর্থাৎ وَالْاَرْضَ مَعَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ হবে, কেননা কুরআন মজীদে এ ধরনের বাগ্‌ধারা বা

কথার পদ্ধতি একাধিক রয়েছে। যেমন ঃ عتل بعد ذلك زنيم অর্থাৎ 'দুর্ধর্ষ অত্যাচারী সাথে সাথে বদজাতও।' অর্থাৎ مع ذلك زنيم এরূপ কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি আহমক অতঃপর তুমি অসম্মানিত।' এখানেও পরে শব্দের অর্থ অতঃপর বা সাথে হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এখানে অর্থে بعد الذكر না হয়ে قبل الذكر এর অর্থ হবে। যেমন কবি হুযালি তার কবিতায় বলেছেন ঃ

حمدت الهي بعد عروة اذنجا + حراش وبعض الشرأهون من بعض.

অর্থাৎ 'আমি ওরওয়ার পূর্বে আমার প্রভুর প্রশংসা করেছিলাম, যখন হারাশ মুক্তি পেয়েছিল। এ সময় দুষ্টেরা একে অপরের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছিল।' এখানে অর্থে بعد عروة বা ওরওয়ার পরে না হয়ে قبل عروة বা ওরওয়ার পূর্বের অর্থ হবে।

আবু কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ হবে مَعْ ذَلِكَ دَحَاهَا

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ হবে عِنْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

আবদুর রহ্মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকিম......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -এর অর্থ হবে مَعَ ذَلِكَ دَحَاهَا অর্থাৎ এর সাথে তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ আস্কালানী....... সুদ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا এখানে بعد বা 'পরে' শব্দটির স্থানে مع বা 'সাথে' শব্দের অর্থ হবে। যথা ঃ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আল্লাহ পাকের যে কালাম সম্পর্কে আগে উল্লেখ হয়েছে যথা ঃ خَلَقَ الْاَرْضَ وَقَدَّرَفِيْهَا اَقْوَاتَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যমীন সৃষ্টির পর, তিনি এর মধ্যে এর শক্তির উৎসের সৃষ্টি করেন। এ সময় তিনি যমীনকে বিস্তৃত বা বিস্তীর্ণ করেন নাই। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং একে সপ্তস্তরে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর পর যমীনকে বিস্তৃত করেন। তারপর তিনি তা থেকে এর পানি ও উদ্ভিদ খাদ্য বা চারণভূমি বের করেন এবং এরপর পাহাড়-পর্বতকে এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ইত্যাদি যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায়।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কালাম যথা ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا এখানে এটা সুপ্রসিদ্ধ যে, بعد শব্দে অর্থ قبل শব্দের বিপরীত। কেননা بعد অর্থ পরে এবং قبل অর্থ পূর্বে। যদি যমীনের বিস্তৃতি সপ্তাকাশ সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করার পর না হয়, তবে আয়াতের অর্থের মধ্যে সংগতি থাকে না। যেমন উল্লেখ আছে ঃ

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا – وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا – وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا–

অর্থাৎ 'তিনি আকাশকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।' কেননা আহলে আরবদের পরিভাষায় مد ও دحو শব্দের অর্থ হলো بسط বা বিস্তৃত। যেমন উমাইয়া ইব্ন আবু সাল্তের কবিতায় দেখা যায় ঃ

دار دحاها ثم اعمرنابها + واقام بالاخرى التى هى امجد.

অর্থাৎ 'আমরা ঘরকে ভাংগার পর এর মাটিকে বিস্তৃত করি অতঃপর সেখানে নতুন ঘর তৈরি করি, যা পূর্বের ঘর থেকে উত্তম।'

আরবী আভিধানিক পরিভাষায় دحو শব্দটির রূপান্তর দু'ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ يَدْحُوْ- دَحَا অতঃপর دَحْوًا অথবা اَدْحَا-دَحِيْتُ অতঃপর دَحْيًا।

আউস ইব্‌ন হাজার বৃষ্টির বর্ণনায় যেমন دَاحٍ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যথা ঃ

يبقى الحصا عن جديد الارض منذرت + كانه فاحص اولاعث داح.

অর্থাৎ 'বৃষ্টির পানিতে নতুন মাটি ধুয়ে পানির সাথে চলে যাওয়াতে কেবল মাটির সাথে মিশ্রিত পাথরের নুড়িগুলি অবশিষ্ট রয়েছে, যেগুলি পরের দোষ অন্বেষণকারীর ন্যায় প্রকাশমান।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ এরূপ বিভিন্ন প্রকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا এই আয়াতের دَحَاهَا শব্দের অর্থ بسطها অর্থাৎ একে বিস্তৃত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ......সুদ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে دحاها শব্দে অর্থ হলো بسطها।

ইব্‌ন বাশার......হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ دحاها শব্দের অর্থ হলো উদ্ভিদ বা খাদ্যশস্য উদ্‌গত হওয়ার কারণে যমীন ফেটে যাওয়া। যেমন আল্লাহ্ পাকের কালামের পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ আছে। যথা ঃ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا অর্থাৎ 'তিনি তা থেকে এর পানি ও খাদ্যশস্য বের করেছেন', এ প্রসঙ্গে তিনি আল্লাহ পাকের বিভিন্ন বাণী যথা ঃ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا হতে فَاكِهَةً وَّاَبًّا পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। এভাবে আল্লাহ্ পাক যখন যমীনকে দ্বিধাবিভক্ত করেন, তখন তা থেকে ফসলাদি উৎপন্ন হতে থাকে। এছাড়া তিনি আরো তিলাওয়াত করেন, যথা ঃ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ অর্থাৎ 'যমীন ও দ্বিধাবিভক্তশীল বস্তু।'

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا -এর অর্থ হলো তিনি তা থেকে এর নদী বা প্রস্রবণ প্রবাহিত করেন' এবং وَمَرْعَاهَا শব্দে অর্থ হলো তিনি তা থেকে উদ্ভিদ ও ফসলাদি উৎপন্ন করেন। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।

হুসায়ন......যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا -এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা যমীন হতে নদ-নদী ও প্রস্রবণ প্রবাহিত এবং উদ্ভিদ ও ফসলাদি নির্গত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম, যথা ঃ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا অর্থাৎ 'তিনি এতে পর্বতকে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করেছেন।'

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا এর অর্থ হলো তিনি পর্বতরাজীকে এ জন্য যমীনের উপর সৃষ্টি করেছেন, যাতে যমীন তার বাসিন্দাদের নিয়ে স্থির হয়ে থাকে।

ইব্‌ন হুমায়দ......আলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যমীনকে সৃষ্টি করেন, তখন যমীন এ বলে আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ পেশ করে যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি হযরত আদম (আ) এবং তাঁর

বংশধরদেরকে আমার পিঠের উপর বসবাস করার জন্য তৈরি করেছেন, যারা আমার উপর পেশাব-পায়খানা ও পাপের কাজও করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক একে এমনভাবে তৈরি করেন, যার কিছু অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং এর এমন অনেকাংশ রয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং যে সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর ও অভিজ্ঞতা রাখ না। অতঃপব দুনিয়ায় প্রথমে বকরীর গোশত ও পরে উটের গোশত বৈধ করা হয়।

(٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝ (٣٤) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۝ (٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۝ (٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۝

৩৩. এ সমস্ত তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য সামগ্রীরূপে। ৩৪. অতঃপর যখন সেই মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে, ৩৫. সেদিন মানুষ তার সব কৃতকর্ম স্মরণ করবে ৩৬. এবং সবার সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, এই সুন্দর পৃথিবী এবং এখানে সৃষ্ট যাবতীয় বৃক্ষ-লতা-পাতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, পশু-পাখি, কীট-পতংগ, জীব-জন্তু প্রভৃতি সবই তোমাদের কল্যাণ ও মংগলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমানের চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, নীহারিকা-ছায়াপথ প্রভৃতি সবই তোমাদের কল্যাণ ও মংগলের জন্য সৃষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ فَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى অর্থাৎ 'যখন সেই মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে।' এটা কিয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটবে, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি কারখানা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى। আর কিছুই নয়, বরং এটা হলো কিয়ামতের দিবসের একটি নাম। যে দিবসকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভয়াবহ হিসেবে বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আম্মারাহ...... কাসেম ইব্ন ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম فَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى এর অর্থ হলো যখন সেই মহাদুর্ঘটনা সংঘটিত হবে, তখন পুণ্যবানগণকে বেহেশতে এবং পাপাচারীদেরকে দোযখে প্রেরণ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَاسَعٰى অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার সব কৃতকর্ম স্মরণ করবে। এই দিন হলো কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন। যেদিন মানুষ তার জীবনে কৃত সমস্ত ভাল ও মন্দকে স্মরণ করতে থাকবে।

অতঃপর তিনি বলেন, 'জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করা হবে।' অর্থাৎ পাপাচারীদের সম্মুখে দোযখকে প্রকাশ করা হবে। তারা সেখানে আযাবের ভয়াবহতা পরিদর্শন করে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়বে।

(٣٧) فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝ (٣٨) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ (٣٩) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (٤٠) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৩৭. অতঃপর দুনিয়ায় যে ব্যক্তি আল্লাহদ্রোহিতা প্রকাশ করেছে ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, ৩৯. এই জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থল। ৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে, ৪১. জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার যিন্দেগীকে আসল মনে করে আল্লাহর দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে আল্লাহদ্রোহিতা, অহংকার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে, পরকালে জাহান্নামই হবে তার উপযুক্ত আশ্রয়স্থল।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ طغى শব্দের অর্থ হলো عصى বা নাফরমানী।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ- اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ 'দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং আখিরাতের যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করেছে।' দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হলো যে কোন উপায়েই সম্ভব দুনিয়ার স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদন লাভই করাই চরম লক্ষ্য, আর আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তিকে উপেক্ষা করা, যেন পরকালে কোন বাধ্যবাধকতাই নাই। এই ধরনের ব্যক্তির জন্যেই আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঃ- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى অর্থাৎ 'জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থল।' অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য জাহান্নামই নির্ধরিত করে রেখেছেন। যা তাদের স্থায়ী আবাসস্থল এবং কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সেখানেই তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখত' অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আদেশগুলো পালনে তৎপর হতো এবং নিষেধগুলো হতে বিরত থাকত এবং نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى এবং 'স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে দূরে রাখত' অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে স্বীয় প্রবৃত্তিকে পাপাচার ও কুকর্ম হতে বিরত রাখত—যাতে আল্লাহ পাকের রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হতে পারে। এদের শানেই আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঃ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى 'জান্নাতই হবে তাদের আশ্রয়স্থল।' অর্থাৎ আলমে আখিরাতে হিসাবান্তে তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করবে।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, আমি আগেই وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি, এর পুনরাবৃত্তি থেকে এখানে বিরত থাকলাম।

(٤٢) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝ (٤٣) فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۝ (٤٤) اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۝ (٤٥) اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ۝ (٤٦) كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ۝

৪২. এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে ? ৪৩. এর বর্ণনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক ? ৪৪. এর চরম জ্ঞান তোমার প্রতিপালকেরই আছে। ৪৫. তুমি তো কেবল প্রত্যেক

ব্যক্তির জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী, যে এর ভয় রাখে। ৪৬. যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে যেন ওরা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করেছে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা) মক্কার এই আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরা, যারা কিয়ামতের মত পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে ? যেমন أَيَّانَ مُرْسَاهَا অর্থাৎ কখন এবং কবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে ?

ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেন, ارساء। বা উঠা শব্দটি জাহাজ বা নৌকায় উঠা বা পাহাড়ে উঠা বা এর অনুরূপ শব্দের অর্থ প্রকাশে সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার অর্থ প্রকাশে এই শব্দটির প্রয়োগের কারণ কি ? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতকে কিশতী বা নৌকার অনুরূপ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর সাধারণত قيام শব্দে খাড়া হওয়া বা দাঁড়ানোর যে অর্থ প্রকাশ পায়, যেমন كقيام القائم। এরূপ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং যেরূপ বলা হয়ে থাকে ঃ قد قام العدل অর্থাৎ قام الحق । এখানে আদল বা ইনসাফ খাড়া হওয়ার অর্থ ইনসাফ কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবূ জাফর (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ পাকের পরবর্তী কালাম ঃ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا অর্থাৎ এর বর্ণনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক ? তোমার কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করার কি প্রয়োজন ? কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কার কাফিররা এ ব্যাপারে বারবার এই প্রশ্ন করত যে, কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে ? যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিয়ামত সম্পর্কে বার বার আলোচনা করতেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম.... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময় কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই আয়াত নাযিল করেন যে, فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا অর্থাৎ 'কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনার তোমার প্রয়োজন কি ? এর চরম জ্ঞান তোমার প্রতিপালকেরই আছে।'

আবূ কুরাইব.... তারিক ইব্ন শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রায়ই কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। যার ফলে এই আয়াত নাযিল হয় যে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا অর্থাৎ 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সঠিক দিনক্ষণ কি' ? আসলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যই তারা এরূপ বলত, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য নয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর ... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا এর অর্থ হলো الساعة। অর্থাৎ কিয়ামত।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا। অর্থ 'এর চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের কাছে।' অর্থাৎ কিয়ামত কখন কোন্ সময় অনুষ্ঠিত হবে এ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও একক জ্ঞান মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাকেরই আছে। তিনি ব্যতীত দুনিয়ার কোন মাখ্লূক বা সৃষ্টজীব এ সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَهَا। 'তুমি তো কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী, যে এর ভয় রাখে।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী! তুমি তো লোকদেরকে পরকালের কঠিন আযাব ও কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছ। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন তোমার নাই।

Contents

ক্বারী সাহেবগণ مُنْذِرُ শব্দটির قراءة বা আবৃত্তির মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন। ক্বারী আবূ জা'ফর এবং ইব্ন মাহিসিন مُنْذِرٌ শব্দটির শেষ অক্ষরে তান্‌বিন বা দুই পেশ সহকারে পড়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। অপরপক্ষে মদীনা, মক্কা, কূফা ও বসরার ক্বারীগণের অভিমত হলো مُنْذِرُ শব্দটি তার পরবর্তী শব্দ مَنْ -এর সাথে اضافت। বা সম্পর্কযুক্ত। গ্রন্থকার বলেন, তার দৃষ্টিতে দু-ধরনের কিরআতই বিশুদ্ধ। যেভাবেই তিলাওয়াত করা হোক না কেন, তাতে কিছুই অসুবিধা নেই।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا 'যেদিন ওরা তা প্রত্যক্ষ করবে 'সেদিন ওদেরকে মনে হবে যেন ওরা পৃথিবীতে এক বিকাল বা এক সকালমাত্র অবস্থান করেছে।' এখানে আল্লাহ পাক বলেন, যেদিন এই আল্লাহদ্রোহী কাফিররা কিয়ামতের কঠিন ভয়াবহ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করবে, তখন তারা এরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তাদের পার্থিব জীবন খুবই স্বল্পকালীন মনে হবে। এমনকি তারা ধারণা করবে যে, দুনিয়ায় এবং কবরের মধ্যে তারা মাত্র একটি বিকাল বা একটি সকালবেলার অনুরূপ সময় অতিবাহিত করে এসেছে, আরবেরা এরূপ বলত ঃ آتيك العشية او غداتها অথবা آتيك الغدات او عشيتها। অর্থাৎ 'আমি তোমার নিকট সকাল বা বিকালে আসব।' তারা غداة -কে দিনের প্রথম অংশ বা সকাল বলত এবং عشية -কে দিনের শেষাংশ বা বিকাল বলত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لا عشيت او ضحاها। 'মাত্র এক বিকাল বা এক সকাল।' অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের নিকট কিয়ামতের ভয়াবহতা দর্শনে পার্থিব জীবন এমনকি কবরের জীবনও এরূপ মনে হবে যে, তারা সেখানে মাত্র একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করে এসেছে। যেমন কোন আরবী কবির ভাষায় দেখা যায় ঃ

نحن صبحنا عامرا فى دارها + عشية الهلال أوسرارها.

অর্থাৎ 'আমরা আমরের গৃহে এক সকাল এবং চান্দ্রমাসের শেষ বিকাল অথবা যেদিন আবার হিলাল বা নবচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে, অবস্থান করেছিলাম।'

বাশার..... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ- كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا অর্থাৎ 'যেদিন আল্লাহদ্রোহী কাফিররা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে যেন ওরা পৃথিবীতে মাত্র এক সকাল বা এক বিকাল অতিবাহিত করে এসেছে।'

সূরা নাযিআতের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ عَبَسَ

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪২, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝ (٢) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝ (٣) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝ (٤) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। ২. কারণ তার নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। ৩. তুমি কি জান সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো ৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, অতঃপর উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হতো।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং এই কারণে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, তার নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। এখানে কোন কোন ক্বারী সাহেব جاءه শব্দটির الف। অক্ষরটিকে মদ্-সহ অর্থাৎ দীর্ঘায়িত করে পড়ার পক্ষপাতি অতঃপর এখানে যে অন্ধ ব্যক্তিটি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তিনি হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূম (রা)। বাস্তব ঘটনায় জানা যায় যে, এই ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণে নবী করীম (সা)-কে তিরস্কার মিশ্রিত নসীহত করা হয়েছে।

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল্-উমূবী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা আবাসাটি ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূম (রা)-এর কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আয়েশা বলেন, একদা তিনি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন ঃ يا رسول الله - ارشدنى অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।' হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় নবী করীম (সা)-এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় সরদার ও সমাজপতি উপস্থিত ছিল। যাদেরকে নবী (সা) ইসলাম কবূলের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এজন্য আল্লাহ্‌র নবী অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ঐ কাফিরদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌র তরফ হতে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى অর্থাৎ সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরে নিল, কারণ তার নিকট একজন অন্ধ

এসেছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন একদা নবী করীম (সা) যখন মক্কার বিশিষ্ট কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছিলেন, তন্মধ্যে উত্‌বা ইব্‌ন রবীয়া, আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম, শাইবা, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ, উবাই ইব্‌ন খালফ প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সা) এদেরকে ইসলামের দিকে আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট কুরআন মজীদের এক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন; এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আল্লাহ্ আপনাকে যে ইল্‌ম বা জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে শিক্ষা দিন। নবী করীম (সা) তার এই কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না বরং তিনি তার প্রতি নারায হয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় মুশ্‌রিক সরদারদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। অতঃপর কথাবার্তাশেষে নবী করীম (সা) যখন নিজের পরিবার-পরিজনবর্গের দিকে গমন করছিলেন, তখন পথিমধ্যেই ওহীর ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যথা ঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ সে ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। তুমি কি জানো সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত; অতঃপর উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হতো। এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে দেখতেন, তখনই বলতেন স্বাগতম জানাই তাঁকে, যার সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন। অতঃপর সাথে সাথে এই আয়াতও অবতীর্ণ হয়। যথা ঃ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى- فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى- وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى - অর্থাৎ যে ব্যক্তি উদাসীনতা দেখায়, তুমি তার প্রতি মনোযোগী। অথচ সে যদি সংশোধিত না হয় তা হলে তোমার উপর এর দায়িত্ব কি ?

আবূ কুরাইব..... হিশামের পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى এই সূরাটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূম নামক অন্ধ সাহাবী প্রসংগে নাযিল হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى অর্থাৎ 'তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি আগমন করেছে।' তিনি ছিলেন বনু ফিহ্‌র গোত্রের লোক যার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূম।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى এই সূরাটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাইয়েদাহ, যিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতূম হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। একদা নবী করীম (সা) যখন মক্কার বিশিষ্ট কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সাথে দীনের আলোচনায় মশগুল ছিলেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে কালাম পাকের বিশেষ কোন আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। নবী করীম (সা) এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى...... । এই ঘটনার পর মহানবী (সা) তাকে খুবই সম্মান করতেন, এমনকি দুইবার যুদ্ধে মদীনার বাইরে যাওয়ার সময় তিনি এই অন্ধ সাহাবীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মদীনার সাময়িক গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন।

বাশার...... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের হাতে কাল পতাকা এবং নবী করীম (সা) -এর চাদর দেখেছিলেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা.... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা ইব্‌ন উম্মে মাকতূম এমন সময় নবী করীম (সা) -এর দরবারে উপস্থিত হলেন, যখন তিনি মক্কার বিশিষ্ট কুরায়শ নেতাদের সাথে দীনের

আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে উবাই ইবন্ খাল্ফ, আবূ জাহল, উত্বা প্রভৃতি ছিল। নবী করীম (সা) তার আগমনে বিরক্তিবোধ করেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর নাযিল হয় عَبَسَ وَتَوَلّٰى এই সূরাটি। এই ঘটনার পর নবী করীম (সা) তাকে খুবই সম্মান করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধাঙ্গণে আমি হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর দেহে নবী করীম (সা) -এর চাদর এবং তার হাতে কাল পতাকা দেখেছিলাম।

হুসায়ন ..... যাহ্হাক হতে শ্রবণ করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী عَبَسَ وَتَوَلّٰى ঐ সময় অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সা) মক্কার বিশিষ্ট ধন-ঐশ্বর্যশালী কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট এই উদ্দেশ্যে দীনের আলোচনা করছিলেন যে, হয়ত তারা ইসলাম কবূল করতে পারে। এমন সময় সেখানে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন্ উম্মে মাকতূম (রা) উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কিছু জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ্র নবী এতে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঐ বিত্তবানদের প্রতি মনোযোগ দেন। যার ফলে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর জন্য উপদেশ স্বরূপ এই সূরা অবতীর্ণ করেন। এই ঘটনার পর নবী করীম (সা) সব সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূমকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। এমনকি তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাকে দুইবাব মদীনার সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ইউনুস..... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম তার পরিচারক সাথীসহ যখন নবী করীম (সা) -এর খিদমতে উপস্থিত হন, তখন আল্লাহ্র নবী তাকে সেখানে না নেয়ার জন্য তার পরিচারকের প্রতি নির্দেশ দেন, যে ছিল চক্ষুষ্মান। অপরপক্ষে ইব্ন উম্মে মাকতূম অন্ধ থাকায় তিনি এই ইংগিত বুঝতে না পারায়, তার পরিচারক সাথীকে হুযূরের দরবারে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্নাদিও করেন। এতে নবী করীম (সা) বিরক্তি বোধ করেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী প্রতি উপদেশ স্বরূপ বা এই সূরা অবতীর্ণ করেন। যথা ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى- اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ...

ইব্ন যায়দ বলেন, যদি আল্লাহ্র নবী আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে নিশ্চয়ই এ অংশটি গোপন করতেন, যেখানে তাঁর আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। অবশ্য নবী করীম (সা)-এর মনোভাব, কাফির সরদারদের সাথে কথাবার্তা বলবার সময় এরূপ ছিল যে, যাদেরকে আমি ইসলামের দিকে আনার চেষ্টা করছি, তাদের মধ্য হতে যদি একজন লোকও ইসলাম কবূল করে ও হিদায়াত পায়, তাহা হলে তা ইসলামের শক্তিশালী হয়ে ওঠার বড় কারণ হতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى সম্পর্কে ইবনে যায়দ বলেন ঃ এখানে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব ও নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ ! তুমি কি জানো, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, যে অন্ধের প্রতি তুমি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। অর্থাৎ সে ইসলাম গ্রহণের কারণে পবিত্র জীবনের অধিকারী হতো।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَزَّكّٰى শব্দের অর্থ হলো يسلم অর্থাৎ ইসলাম কবূল করত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ 'হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করত এবং এই উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হতো।' এখানে يذكر শব্দের অর্থ يتذكر অর্থাৎ সে নিজেই উপদেশ গ্রহণ করিত, যা তার জন্য কল্যাণকর হতো।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, আগের শব্দের শেষ অক্ষরে যা হলো يَذَّكَّرُ পেশ হওয়ার কারণে فَتَنْفَعُهُ শব্দের মূল শব্দ تَنْفَع -এর শেষ অক্ষর পেশ হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে যবর হয়েছে। আসিম বলেন, যবর বা পেশ যাই হোক না কেন, তা لعل শব্দের জবাব স্বরূপ এসেছে। যেমন কোন কবির ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যথা ঃ

فتشرع النفس من زفراتها + وتنفع العلة من علاتها

অর্থ ঃ 'দীর্ঘশ্বাসই মনের গভীর আকুতি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। অনেক সময় একটি কারণই উপকারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।'

এখানে تَنْفَعُ শব্দটি পেশ বা যবরবিশিষ্ট হতে কোন আপত্তি নাই।

(٥) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ (٦) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى ۗ (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۗ (٨) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۙ (٩) وَهُوَ يَخْشٰى ۙ (١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

৫. আর যে ব্যক্তি উদাসীনতা দেখায়, ৬. তুমি তো তার প্রতি মনোযোগী। ৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন অপরাধ নাই। ৮. অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়ে আসে। ৯. এবং সে ভয়ও করে, ১০. তুমি তার প্রতি অনীহা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী ! যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তোমার প্রতি অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করে, তুমি তার প্রতি অধিক মনোযোগী। এ কারণে যে, হয়ত সে ইসলাম কবূল করবে।

ইবনে হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তোমার প্রতি উদাসীনতা দেখায়, তুমি তার প্রতি অধিক মনোযোগী'- এটা আব্বাস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ যারা উদাসীনতা দেখায় এরা হলো উত্‌বা ইব্‌ন্‌ রবীয়া ও শায়বা ইব্‌ন্‌ রবীয়া।'

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ঃ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى অর্থাৎ 'সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে এতে তোমার কোন অপরাধ নাই'। এখানে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা কুফরী পরিত্যাগ করে যদি পবিত্র না হয় এবং ইসলাম কবূল না করে, তাতে তোমার কি ? তুমি তোমার আসল দায়িত্ব দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ তো ঠিকমত করেছ।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়ে আসে ও ভয়ও করে'। ঐ অন্ধ ব্যক্তি যার নাম আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম যিনি আল্লাহভীতিতে শ্রেষ্ঠত্বের

দাবিদার। فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى 'তুমি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলে। অর্থাৎ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। এটা কখনই উচিত নয়।

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾

১১. কখনও নয় - এতো উপদেশ বাণী, ১২. যার ইচ্ছা, সে তা গ্রহণ করবে। ১৩. এটা এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ- ১৪. যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র। ১৫-১৬. এটা সম্মানিত ও পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ। ১৭. মানুষ ধ্বংস হোক ! তারা কতই না অকৃতজ্ঞ!

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'আলা তাঁর নবীকে ধমকের সুরে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা) ! তোমার আচরণ ঠিক হয় নি, যে ব্যক্তি সত্য দীনকে জানার জন্য পাগলপারা হয়ে তোমার নিকট আসছে, তুমি তাকে অবজ্ঞা করছ এবং যারা তোমার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করছে, তুমি তাদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছ– এটা মোটেও সংগত নয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ। অর্থাৎ 'এতো উপদেশ বাণী' কুরআনের কথা বলা হয়েছে, যা হিকমতে পরিপূর্ণ, উপদেশে ভরপুর। অতএব যার ইচ্ছা সে এ হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهَا। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ- هـا সর্বনামটি সূরার অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ تَذْكِرَةٌ শব্দের অর্থ হলো তা অবতীর্ণ ওহী। যেমন পরের বর্ণনায় দেখা যায় ঃ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فِى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ। অর্থাৎ 'এ এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।' এখানে সহীফা বলা হয়েছে লাওহে মাহফূয বা সুরক্ষিত তখ্তকে, যা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খুবই পবিত্র এবং সুউচ্চ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ 'লিপিকরের হস্তে লিখিত'। سَفَرَةٍ একবচন শব্দ এবং এর বহুবচন শব্দ হলো سافر বা লেখকসমূহ। মুফাসসিরগণ এদের ব্যাপারে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এরা হলো লিপিকর মাত্র।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ -এর অর্থ হলো লেখক বা লিপিকর।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ -এর অর্থ হলো লিপিকর। কারো কারো মতে এরা হলেন ক্বারী।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ -এর অর্থ হলো, ক্বারী সাহেবগণ।

কেউ কেউ বলেন, এরা হলেন ফেরেশতা।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ এর অর্থ হলো ফেরেশতামণ্ডলী।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ এই আয়াতের মধ্যে السفرة। শব্দের অর্থ হলো ঐ সমস্ত ফেরেশতা, যারা মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। কিন্তু এখানে সবচেয়ে উত্তম অভিমত এই যে, এরা ঐ সমস্ত ফেরেশতা যারা কুরআন মজীদের এই সহীফাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি হিদায়েত অনুযায়ী লিখছিলেন এবং ঐগুলোর সংরক্ষণ ও হিফাযত করছিলেন। পরে সেগুলো নবী করীম (সা) পর্যন্ত যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছিলেন। এভাবে বলা হয়ে থাকে যে, سفير القوم অর্থাৎ 'কওমের দূত' যিনি সাধারণত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। যেমন বলা হয় যে ঃ سفرت بين القوم. অর্থাৎ আমি কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি। যেমন কবির ভাষায় ঃ

وما ادع السفارة بين قومى + وما امشى بغش ان مشيث .

অর্থ ঃ 'আমি কোন শান্তি দূতকে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করি না। কেননা আমার আচার-আচরণের দ্বারা কাকেও প্রতারিত করি না, অতএব অশান্তির প্রশ্নই উঠে না।'

উপরে ব্যাখ্যায় লিপিকর এবং ক্বারী শব্দ দুটি ব্যবহার হয়েছে- এরা হলেন ঐ সমস্ত ফেরেশ্‌তা যারা কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং তাকে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে যথাযথভাবে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ 'সম্মানিত ও পূত-চরিত্র বিশিষ্ট।' بَرَرَةٍ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন শব্দ হলো بَار ; যেমন كفرة একবচন শব্দ, এর বহুবচন হলো كافر এবং سحرة -এর বহুবচনে ساحر । অবশ্য আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে এরূপ প্রচলিত আছে যে, যখন তারা একবচন বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করত, তখন বলত ঃ رجل بر শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করত ঃ امرة برة। অর্থাৎ এক নেককার পুরুষ ও নেককার মহিলা।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَااَكْفَرَهٗ অর্থাৎ 'মানুষ ধ্বংস হোক! তারা কতই না অকৃতজ্ঞ।' এখানে আল্লাহ পাক কাফিরদেরকে, তাদের কুফরী ও না-শোকরীর জন্য অভিসম্পাত করেছেন। ইমাম মুজাহিদও এর ব্যাখ্যায় এইরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-মাসরূকী...... মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআন মজীদের যেসব স্থানে قُتِلَ الْاِنْسَانُ বা فُعِلَ الْاِنْسَانُ এর উল্লেখ আছে, আমার মতে এদের অর্থ হবে কাফির শ্রেণী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার মতে- قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَااَكْفَرَهٗ এই আয়াতে কাফিরদেরকে মনে করা হয়েছে।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন ঃ مَااَكْفَرَهٗ এই শব্দটির ব্যাখ্যা দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত তাজ্জব বা আশ্চর্য প্রকাশের জন্য; তখন অর্থ হবে আশ্চর্য! তারা আল্লাহ্ পাকের এত নিয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কুফরী করে! দ্বিতীয়ত مَااَكْفَرَهٗ শব্দটির অর্থ مَا الَّذِىْ اَكْفَرَهٗ অর্থাৎ তারা কিসের জন্য কুফরী করে?

(১৮) مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ○ (১৯) مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ○ (২০) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ○
(২১) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ○ (২২) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ○ (২৩) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ○

১৮. আল্লাহ এই মানুষকে কি জিনিস দিয়া সৃষ্টি করেছেন ? ১৯. তিনি একে শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে এর বিকাশ সাধন করেছেন। ২০. অতঃপর তার জন্য পথ সুগম করেছেন। ২১. এরপর তাকে

মৃত্যু দিয়ে কবরে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন। ২২. এরপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখনই তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। ২৩. কখনও নয়, সে সেই কর্তব্য পালন করে নাই, যার নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিজ্ঞাসার সুরে বলেন ঃ মানুষকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কি তা জানে ? যদি জানত তবে আল্লাহ পাকের কুফরী ও অহঙ্কার করত না, বরং তারা আনুগত্যে সব সময় জীবনপাত করত। অতঃপর আল্লাহ-পাক তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে নিজেই বলেন যে, মানুষকে শুক্রের একটি ফোঁটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, পরে তার বিকাশ সাধন করা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন ঃ প্রথমে তা শুক্রবিন্দু ছিল, তারপর রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তারপর তা মাংসখণ্ডে রূপান্তরিত হয়, এভাবে তার সৃষ্টি মাতৃ উদরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর মাতৃ উদরে তার থাকার সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই সে দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হয়। মাতৃ উদর থেকে দুনিয়ায় আসার রাস্তা তার জন্য আল্লাহ-পাক সুগম করে দিয়ে থাকেন।

মুফাসসিরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন ঃ ঐ রাস্তা হলো মাতৃ উদর হতে নির্গমণের রাস্তা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো মাতৃ উদর হতে শিশুর বা মানুষের নির্গমণের রাস্তা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... আবূ সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো سبيل الرحم অর্থাৎ রেহেম বা মাতৃ উদর হতে নির্গমণের রাস্তা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সুদ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো خروجه من بطن امه অর্থাৎ সন্তানের তার মায়ের পেট হতে বের হওয়ার রাস্তা।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো ঃ মাতৃ উদর হতে নির্গমণের রাস্তা।

বাশার..... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ -এর অর্থ হলো সন্তানের তার মাতৃ উদর হতে বের হওয়ার রাস্তা।

অবশ্য কারো কারো মতে এর অর্থ হলো ঃ সত্য পথ ও বাতিল পথ, যা তিনি মানুষের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং সত্য পথে চলা মানুষের জন্য সহজসাধ্য করেছেন।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের ঐ বাণী যথা ঃ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ 'আমি মানুষের জন্য দুটি রাস্তা তৈরি করেছি- হয়ত সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে আমার শোকর-গুযার বান্দা হবে, নয়ত সে পথভ্রষ্ট হয়ে আমার সাথে নাফরমানী ও কুফরী করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র ঐ কালাম যথা ঃ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلاً।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, سَبِيْلَ বা রাস্তা হলো আদতে দু'টি। যথা ঃ সৌভাগ্যের রাস্তা ও দুর্ভাগ্যের রাস্তা। যেমন আল্লাহ বাণী ঃ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلاً।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে ঃ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো سبيل الخير অর্থাৎ উত্তম রাস্তা।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাকে ইসলামের উপর হিদায়াত দান করেছেন, যার ফলে ইসলামের উপর চলা ও আমল করা তার জন্য অতীব সহজ হয়ে গেছে। السبيل এর অর্থ سَبِيْلَ الْاِسْلَامَ বা ইসলামের রাস্তা।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ সম্পর্কে যত প্রকার ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এর মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যাখ্যাটাই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য, যেখানে এর অর্থ করা হয়েছে 'মাতৃ উদর হতে নির্গমণের রাস্তা।' কেননা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের সাথে এর সমধিক মিল দেখা যায়। এজন্য আমি এরূপ উক্তি করেছি। এর আগে এবং পরের আয়াতেও এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট উক্তি পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই অর্থ সমধিক যুক্তিযুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ 'এর পর তাকে মৃত্যু দিয়ে কবরে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন।' এখানে আল্লাহ বলেন, বান্দার দুনিয়ার যিন্দেগী শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করি অর্থাৎ তার রূহ বা আত্মাকে জড়দেহ হতে কবয করি, যার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর اقبره শব্দের অর্থ হলো সে কবরের অধিবাসী হয়ে যায়। القابر অর্থ হলো الدافن অর্থাৎ দাফনকারী, অর্থাৎ যে স্বহস্তে মৃতের দাফন দিয়ে থাকে। যেমন কবি আ'শার কবিতায় দেখা যায় ঃ

لو اسندت ميتا الى نحرها + عاش ولم ينقل الى قابر

অর্থাৎ 'যদি কেউ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা রাখত, তবে সে জীবত থাকত এবং সে ঐ ব্যক্তির হস্তগত হতো না, যে নিজের হাতে মৃতের দাফন দিয়ে থাকে।'

কিন্তু মৃত্যুর মুকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়! আর কবর বলা হয় তাকে যেখানে মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক মানুষকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ ثُمَّ اِذَاشَاءَ اَنْشَرَهٗ অর্থাৎ 'এর পর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তখনই তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন।' এখানে আল্লাহ বলেন, বান্দার মৃত্যুর পর যখন খুশি তখনই তিনি আবার তাকে পুনর্জীবিত করবেন। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ اَنْشَرَ اللّٰهُ الْمَيِّتَ এর অর্থ হলো মৃতকে পুনর্জীবিত করা এ আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যখন খুশি যেমন মৃত্যুদান করেন, তেমনি যখন খুশি তিনি তখন পুনর্জীবিত অবশ্যই করবেন। যেমন আরব্য কবি আ'শা বলেন ঃ

حتى يقول الناس مما رأوا + ياعجبا للميت الناشر.

অর্থাৎ 'মৃতের পুনর্জীবিত হওয়া দেখে মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে বলবে, তাজ্জবের ব্যাপার, মৃতকে জীবনদানকারী এরূপ কেউ আছে কি ?'

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ 'কখনও নয়, সে সেই কর্তব্য পালন করে নাই, যার নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।' এখানে আল্লাহ বলেন, মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা এবং তাঁর নির্ধারিত হুকুম-আহকামকে যথারীতি সম্পাদন করা। কিন্তু কাফিররা এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে। ফলে মানুষ তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় নাই এবং মাবূদের আনুগত্যও স্বীকার করে নাই। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন-আমর........ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ এর অর্থ হলো আল্লাহ বান্দার জন্য যা ফরয বা অবশ্য করণীয় হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন, তারা তা যথাযথভাবে সম্পাদন করে নাই। হারিস বলেন, নির্ধারিত কোন হুকুম-আহকামই তারা যথাযথভাবে সম্পাদন করে নাই।

(٢٤) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ (٢٥) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ (٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ (٢٧) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ (٢٨) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ (٢٩) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ (٣٠) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ (٣١) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ

২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। ২৫. আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করি, ২৬. অতঃপর আমি যমীনকে উত্তমরূপে বিদীর্ণ করি। ২৭. অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, ২৮. আঙ্গুর, তরি-তরকারি, ২৯. যায়তুন, খেজুর, ৩০. ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা, ৩১. ফল-মূল ও ঘাস।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা আল্লাহদ্রোহী কাফির ও মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, যারা আমার একত্ববাদ বা তাওহীদে বিশ্বাস করে না, তারা তাদের খাদ্য উৎপাদনের কৌশল ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখবে কি যে, তা কিভাবে উৎপাদিত হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ এর অর্থ হলো, মানুষ যেন তার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য করে। তা কে, কিভাবে, কোথা হতে তাদের জন্য সরবরাহ করে থাকে, এ ব্যাপারে তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে কি?

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ। এই আয়াত কাফির-মুশরিকদের শানে অবতীর্ণ, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়।

অতঃপর ক্বারী সাহেবরা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا -এই আয়াতে اَنَّا শব্দের আলিফে জবর হবে- না যের হবে, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন।

অতঃপর মদীনা ও বসরার ক্বারীদের সাধারণ মত এই যে, এখানে اِنَّا অর্থাৎ আলিফটি যেরবিশিষ্ট হবে কেননা তা একটি স্পষ্ট আলাদা আয়াত। অপরপক্ষে কূফার ক্বারীদের সাধারণ অভিমত এই যে اَنَّا শব্দটির আলিফ অক্ষরটিতে যবর হবে, তখন আয়াতটি এই ধরনের হবে যে, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى اَنَّا

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন ঃ এই দুই ধরনের ক্বিরআতই মশ্‌হূর এবং বহুল প্রচলিত।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا --অর্থাৎ 'আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করি'। এখানে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমিই আসমান হতে তোমাদের জন্য প্রচুর পানি বর্ষণ করি।

অতঃপর ঃ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا 'আমি যমীনকে উত্তমরূপে বিদীর্ণ করি।' তারপর সেখানে আমি শস্য, যথা যব, গম, ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদন করি। এছাড়া আঙ্গুর, শাক-সব্‌জী, তরিতরকারী, খেজুর, যায়তুন, ঘন বাগান, ঘাস-ফলমূল ইত্যাদি সবই আমি উৎপন্ন করি। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : قضبا শব্দের অর্থ হলো তরি-তরকারি।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, قضبا শব্দের অর্থ হলো শাক-সব্‌জী। আবূ জা'ফর বলেছেন, এ হলো সব্‌জী।

হুসায়ন...... উবায়দ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যাহ্‌হাক হতে শ্রবণ করেছি, যিনি আল্লাহর বাণী : قضبا শব্দের অর্থ করেছেন কাঁচা শাক-সব্‌জী।

বাশার........ হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : قضبا -এর অর্থ হলো কাঁচা ঘাস। অতঃপর : اَلزَّيْتُوْنَ -এর অর্থ হলো যায়তুনের তৈল।

অতঃপর : نَخْلاً وَّ حَدَائِقَ غُلْبًا-এর অর্থ হলো 'দ্রাক্ষা ও ঘন-সন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা।' غلبا বলা হয় ঘন বৃক্ষরাজী বিশিষ্ট বাগান। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন غلبا শব্দের অর্থ হলো এমন বাগান, যেখানে একটি গাছ অন্যটির অতি নিকটে অবস্থিত অর্থাৎ ঘন-বাগান।

আবূ কুরাইব..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী : وَّ حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো এমন বাগান যা ঘন-সন্নিবেশিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : حَدَائِقَ غُلْبًا - -এর অর্থ হলো طيبة অর্থাৎ পবিত্র বাগ-বাগিচা।

কেউ কেউ বলেন : حَدَائِقَ শব্দের অর্থ হলো সব রকম বৃক্ষের চারা।

আবূ হাশিম...... আসিম-এর পিতা হতো বর্ণনা করেছেন যে, حدائق হলো সব রকম বৃক্ষের চারা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ সিনান........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো সেই সমস্ত বৃক্ষ যা বেহেশতের মধ্যে ছায়া বিতরণ করবে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো– লম্বা লম্বা আঙ্গুর।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো লম্বা লম্বা বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ বাগান। কেউ কেউ বলেন, তা হলো খেজুরের বাগান।

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো ঘন-খেজুরের বাগান।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো খেজুরের বাগান।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে আল্লাহ্‌র বাণী : حَدَائِقَ غُلْبًا সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, حدائق অর্থ হলো বড় বড় খেজুর গাছের বাগান এবং غلبا বলা হয় মোটা গরদানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে।

ইব্‌ন হুমায়দ.....! ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, حَدَائِقَ غُلْبًا -এর অর্থ হলো মাঝারী ধরনের বড় বড় বৃক্ষরাজি।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَاكِهَةً হলো ফলমূল যা সাধারণত মানুষে থেকে থাকে এবং اَبًّا হলো চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য। যথা : ঘাস-উদ্ভিদ-লতা ইত্যাদি। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ কুরাইব্...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاكِهَةً শব্দের অর্থ হলো যা মানুষে খায়, সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন সে, فَاكِهَةً হলো ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ফলমূল, যা মানুষে খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاكِهَةً -তাই যা তোমরা ভক্ষণ করে থাক।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاكِهَةً হলো ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল যা আমরা ভক্ষণ করে থাকি।

হামীদ ইব্‌ন মাসআদাহ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমর সূরা আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা প্রথম হতে তিলাওয়াত করতে করতে যখন فَاكِهَةً وَّ أَبًّا পর্যন্ত পৌছান–তখন তিনি বলেন, فَاكِهَةً কি তা তো অবগত আছি কিন্তু أَبًّا শব্দের অর্থ কি ? অতঃপর তিনি বলেন, এ বিনয় প্রকাশের স্বরূপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন সূরা আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা তিলাওয়াত করতে করতে فَاكِهَةً وَّ أَبًّا পর্যন্ত পৌছান, তখন তিনি বলেন, আমরা তো فَاكِهَةً চিনি, কিন্তু أَبًّا টা কি? তখন হযরত আনাস (রা) হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর জীবনের শপথ করে বলেন, এই শব্দ দ্বারা অধিকতর বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে।

ইব্‌ন মুসান্না...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) যখন فَاكِهَةً وَّ أَبًّا এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তার হাতে একখানা লাঠি ছিল। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেন, الأب কি জিনিস? অতঃপর তিনি নিজেই বলেন, এর অর্থ আমরা যা অবগত হয়েছি, সম্ভবত তাই। অতঃপর তিনি তার হাতের লাঠিখানা ফেলে দেন।

ইব্‌ন মুসান্না...... হযরত উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الأب শব্দটি অধিক বিনয় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আবূ কাতাদাহ...... হযরত উমর (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব, আবূ সায়িব ও ইয়াকূব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম (স) সাতটি খাদ্যশস্যের নাম বলেন এবং গণনা করেন।

অতঃপর তা কাদের খাদ্য তাও উল্লেখ করেন। সর্বশেষে তিনি الأب -এর প্রসঙ্গে বলেন, এটা যমীনে উৎপন্ন হয়, কিন্তু মানুষের খাদ্যদ্রব্য নয়।

আবূ হিশাম...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الأب হলো এমন জিনিস, যা যমীনে উৎপন্ন হয় এবং চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক, মানুষ তা ভক্ষণ করে না অর্থাৎ ঘাস।

আবূ কুরাইব ও আবূ সায়িব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الأب হলো তা, যা চতুষ্পদ জন্তুর আহার্য এবং যমীনে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ আবূ কুরাইব বর্ণিত হাদীসের অর্থ। কিন্তু আবূ সায়িব তার বর্ণিত হাদীসে এরূপ উল্লেখ করেছেন যথা ঃ الأب হলো তা যা যমীনে উৎপন্ন হয় এবং মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু আহার করে।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الأب -এর অর্থ হলো ঘাস ও উদ্ভিদ খাদ্য।

ইব্‌ন বাশার...... আবূ রযীন হতে বর্ণনা করেছেন যে, ابًّا -এর অর্থ হলো বৃক্ষ-লতাদি।

ইব্‌ন হুমায়দ..... আবূ রযীন হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে ابًّا -এর অর্থ হলো চারণভূমি।

ইব্‌ন হুমায়দ..... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ابًّا -এর অর্থ হলো চারণ ভূমি।

আবূ কুরাইব...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, ابًّا হলো তা, যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে থাকে।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ابًّا -এর অর্থ হলো যা চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারে ভক্ষণ করে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ابًّا হলো আল্লাহ্‌র তরফ হতে দেয়, তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের জন্য, প্রকাশ্য নিয়ামত স্বরূপ আহার্য বস্তু।

বাশার...... হাসান হতে আল্লাহ পাকের এ বাণী ঃ أَبًّا সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হলো শুক্‌না ঘাস।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَبًّا -এর অর্থ হলো ভারবাহী পশু যা ভক্ষণ করে তা।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ أَبًّا -এর প্রকৃত অর্থ হলো চারণভূমি।

ইউনুস....... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَبًّا হলো ঐ জিনিস যা আমাদের চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং ابًّا -এর অর্থ হলো যেখানে তোমরা তাদেরকে চারণ করে থাক অর্থাৎ চারণভূমি। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ এ 'তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রীস্বরূপ।'

ইব্‌ন ওয়াহব...... হযরত উমর ইব্‌ন্ খাত্তাব্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَقَضْبًا وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلاً وَّ حَدَائِقَ غُلْبًا وَّ فَاكِهَةً وَّ أَبًّا অর্থাৎ 'আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্‌জী. যায়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য। হযরত উমর (রা) বলেন এর সবগুলোর অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, কিন্তু ابًّا শব্দটির অর্থ কি ? অতঃপর তিনি নিজের জীবনের শপথ পূর্বক বলেন, এটা বিনয় প্রকাশের জন্য বর্ণিত শব্দ। অতঃপর তিনি শপথ পূর্বক বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রকাশ্যভাবে আছে, তোমরা তার অবশ্যই অনুসরণ করবে এবং যে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রকাশ্যভাবে নাই, তোমরা তা পরিত্যাগ করবে।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন ঃ ابًّا শব্দের অর্থ হলো পাকা ফল।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ أَبًّا-এর অর্থ হলো পাকা ফল।

(٣٢) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝ (٣٤) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ (٣٥) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ (٣٦) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ (٣٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝ (٣٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ (٣٩) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ (٤٠) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ (٤٢) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৩২. এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রীরূপে। ৩৩. অতঃপর যখন সেই কর্ণ বিদারী-ধ্বনি উপস্থিত হবে, ৩৪. সেদিন মানুষ নিজের ভাই, ৩৫. নিজের মা, নিজের পিতা ৩৬. এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পলায়ন করবে। ৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ৩৮. সেদিন অনেকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, ৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে, ৪০. এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর, ৪১. ও কালিমাচ্ছন্ন হবে, ৪২. আর এরাই হলো প্রকৃত কাফির ও দুষ্কৃতকারী।

তাফসীর

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ مَتَاعًا لَّكُمْ অর্থাৎ 'এটা তোমাদের জীবিকার সামগ্রীস্বরূপ'। এখানে আল্লাহ বলেন, হে লোকসকল ! আমি এই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী উৎপন্ন করেছি, একমাত্র তোমাদের উপকার ও ফায়দার জন্য; যা খেয়ে তোমরা জীবন ধারণ করে থাক।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্যও'। اَنْعَام শব্দের সঠিক অর্থ হলো উট। অতঃপর তা সব রকমের জন্তু-জানোয়ারের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুফাসসিরগণের নিকট এই উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مَتَاعًالَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُ অর্থাৎ مَتَاعًالَّكُمْ الْفَاكِهَةُ। 'তোমাদের সম্পদ হলো ফলরাজী' এবং وَلِاَنْعَامِكُمْ العشب 'তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য সম্পদ হলো শুক্না ঘাস'।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ 'অতঃপর যখন সেই কর্ণবিদারী ধ্বনি উপস্থিত হবে'। বর্ণিত হয়েছে যে, الصاخة। শব্দটি হলো, কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিশিষ্ট নাম। আর 'সাখ্খুন' শব্দের অর্থ হলো একে অন্যকে উচ্চস্বরে আহবান করা। আর উচ্চস্বরটাই হলো الصاخة। । অতএব এতদার্থে বলা যায়, এ হলো শিংগা ধ্বনি।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ অর্থাৎ 'অতঃপর যখন সেই কর্ণবিদারী ধ্বনি উপস্থিত হবে'। এটা হলো কিয়ামতের নামসমূহের অন্যতম নাম, যা দ্বারা আল্লাহ-পাক তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ অর্থাৎ 'যেদিন মানুষ তার নিজের ভাইয়ের নিকট থেকে পালাবে'। এখানে আল্লাহ পাক বলেন, যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং হযরত ইস্রাফীল (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে শিংগায় ফুঁক দেবেন, সেদিন ভয়ে ত্রাসে মানুষ দিশেহারা পাগলপারা হয়ে দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে এবং নিজের আপনজনদের নিকট হতেও পলায়ন করতে থাকবে, যথা– নিজের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাতে থাকবে এই আশঙ্কায় যে, না জানি তারা কি দাবি করে বসে! সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি 'ইয়া নাফ্সী ইয়া নাফ্সী' অর্থাৎ হে আমি ! আমার কি হবে ! এরূপ বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যস্ত-ত্রস্ত থাকবে। যাকে আল্লাহ পাক তাঁর ভাষায় এরূপ বলেছেন যে, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ অর্থাৎ 'সেদিন ওরা প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে'।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র 'বাণী ঃ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ -এর অর্থ হলো 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের নয়, বরং নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ও বিহ্বল থাকবে।'

আবূ আমারা আলা-মা-রুযী আল-হাসান ইব্‌ন্ হুয়ায়রিস...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি, মেহেরবানীপূর্বক এর জবাব দিন। উত্তরে আল্লাহর নবী বলেন, আমার জানা থাকলে অবশ্যই সে ব্যাপারে তোমাকে অবগত করব। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র নবী! কিয়ামতের দিন পুরুষগণের হাশ্‌র-নশ্‌র কিভাবে হবে ? উত্তরে আল্লাহ্র নবী (সা) বলেন, সবাই বিবস্ত্র ও উলংগ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে এবং হিসাব-নিকাশের জন্য করতে থাকবে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) আবার জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র নবী ! মহিলাদের হাশ্‌র-নশ্‌র কিভাবে সংঘটিত হবে ? উত্তরে দয়ার নবী বলেন, পুরুষগণের মত মহিলারাও সেখানে বিবস্ত্র অবস্থায় উত্থিত হবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় বলেন, হায় কিয়ামতের এই দিনটির জন্য বড়ই আক্ষেপ ! এতদ্‌শ্রবণে আল্লাহ্র নবী বলেন, হে আয়েশা ! তুমি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ ? তুমি জেনে রাখ, আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা সেদিন তোমার পরণে কাপড় থাকুক আর না-ই থাকুক, তাতে তোমার কোন ক্ষতিই হবে না। অতঃপর হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র নবী ! সেই আয়াতটি কি ? উত্তরে আল্লাহ্র হাবীব বলেন, আয়াতটি এই ঃ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ -এর অর্থ হলো কিয়ামতের কঠোর দিনে প্রত্যেক ব্যক্তি দিশেহারা, ত্রস্ত-ব্যস্ততা ও ভীতি-বিহবলতায় অজ্ঞানবৎ হয়ে পড়বে এবং নিজের কি উপায় হবে, তার চিন্তায় তারা বিভোর থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ অর্থাৎ 'অনেকের চেহারা সেদিন উজ্জ্বল থাকবে।' এখানে আল্লাহ পাক বলেন, কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহ দিনে যাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে, তারা অবশ্যই মু'মিন ও ঈমানদার হবেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রাযী ও খুশি থাকবেন। যেমন কোন উৎফুল্ল চেহারার লোককে দেখে বলা হয় ঃ اسفر وجه فلان অর্থাৎ অমুক লোকটার চেহারা খুবই উজ্জ্বল। এভাবে সকালে দিনের আলো যখন প্রকাশিত হয়, তখন বলা হয়ে থাকে ঃ اسفر الصبح অর্থাৎ সকাল ঔজ্জ্বল্যে পৌঁছেছে বা সকাল হয়েছে। অতএব প্রত্যেক উজ্জ্বল বস্তুকেই مسفر বলা হয়ে থাকে। এইভাবে سفر শব্দের অর্থ ঐ স্ত্রীলোক যে তার চেহারার উপর হতে নিকাব বা বোরকার পর্দা উন্মোচিত করে দেয় অর্থাৎ সে মুক্ত চেহারায় চলাফেরা করে। যেমন, কবি তাওবা ইব্‌ন্ আল-হামীরের ভাষায় ঃ

وكنت اذا مازرت ليلى تبرقت + فقدرانى منها الغداة سفورها .

অর্থাৎ 'আমি আমার প্রেমাস্পদ লায়লার সাথে যখনই সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে গমন করেছি, তখনই আমি তাকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমি যখন প্রত্যুষে তার নিকট গেছি, তখন সে তার বোরকার পর্দা উঠিয়ে সহাস্য বদনে সাক্ষাত দান করেছে।'

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ শব্দের অর্থ হলো সহাস্য ও প্রফুল্ল বদনে। এখানে মু'মিন বান্দাদের অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যারা আল্লাহ পাকের অফুরন্ত নিয়ামত প্রাপ্তির কারণে খুশিতে বাগ্‌-বাগ্‌ হবে।

আলী..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مسفرة শব্দের অর্থ হলো مشرقه অর্থাৎ উজ্জ্বল।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ -এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো আহলে জান্নাত বা জান্নাতের অধিবাসী। যারা সেখানে চিরন্তন আরামে বসবাস করবে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ অর্থাৎ 'অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি ধূসর হবে'। আর এরা হলো কাফির-মুশরিক্‌রা, যাদের চেহারা কিয়ামতের দিন ধূলি ধূসরিত ও কালিমাচ্ছন্ন হবে। যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন হিসাবান্তে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারকে আল্লাহ-রাব্বুল মাটিতে পরিণত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন, আর সাথে সাথেই তারা মাটিতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু কাফিরদের আক্ষেপ সত্ত্বেও তারা মাটিতে রূপান্তরিত হতে পারবে না, বরং তাদের চেহারা সেদিন ধূলি ধূসর হবে। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ অর্থাৎ 'তাদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন হবে' এর অর্থ হলো অপমান তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ -এর অর্থ হলো 'তাদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন হবে।' এরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। কেউ কেউ বলেন قترة ও غبرة শব্দ দুইটির অর্থ একই অর্থাৎ ধূলি-ধূসরিত। অবশ্য আরবদের পরিভাষায় 'কাতারাহ' বলা হয় ঐ ধূলা -বালিকে যা বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে উড়ে শূন্যমার্গে গমন করে এবং যে সমস্ত ধূলিকণা মাটির সাথে মিশে থাকে, তাকেই তারা 'গাবারাহ্' বলে।

অতঃপর আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ অর্থাৎ 'এরাই হলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফির ও দুষ্কৃতকারী।' এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, উপরে বর্ণিত কিয়ামতের দিন যারা এই ধরনের বিশেষ গুণে গুণান্বিত হবে, তারা হলো কাফির। তারাই দুনিয়ার যিন্দেগীতে فجرة বা দুষ্কৃতকারী ছিল। তারা এই পার্থিব দুনিয়ায় হালাল-হারাম কোন বাছ-বিচার করেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের পরিণতি হিসেবে এরূপ কঠিন আযাবে গেরেফতার করবেন। আর এ খবরই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সূরার শেষাংশে পরিবেশন করেছেন তাঁর বান্দাদের অবগতির জন্য।

এখানেই সূরা আবাসার তাফসীর সমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ
সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২৯, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ (٢) وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ (٣) وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ (٤) وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

১. যখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে, ২. আর যখন তারকাসমূহ খসে পড়বে, ৩. আর যখন পর্বতসমূহকে চলমান করে দেয়া হবে, ৪. আর যখন দশ মাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো পরিত্যক্তাবস্থায় বিচরণ করবে।

তাফসীর

মুফাসসিরদের মধ্যে اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এর প্রকৃত অর্থ হলো 'যখন সূর্য আলোকবিহীন হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে'।

হাসান ইব্‌ন হারিস...... উবাই ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে মানুষের সামনে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যথা ঃ (১) সূর্য আলোকবিহীন নিষ্প্রভ হবে; (২) নক্ষত্রগুলো খসে খসে পড়বে; (৩) পর্বতসমূহকে অপসারিত করা হবে, তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে তুলার ন্যায়, ধূলার ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকবে, এই সময় জিন্ন-মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতংগ প্রভৃতি ভয়ে-সন্ত্রাসে সবাই একখানে জমায়েত হবে; (৪) যেমন বলা হয়েছে–যখন বন্য-পশুর একত্র সমাবেশ হবে; (৫) দশ মাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে; (৬) এবং সাগরসমূহ যখন উথলিত হবে। এ সময় জিন্নেরা মানুষকে বলিতে থাকবে আমরা তোমাদের জন্য ভাল খাবার আনছি। অতঃপর তারা যখন সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তারা দেখতে পাবে যে, সমুদ্রের পানিতে অগ্নি জ্বলছে। যখন এই নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হবে, তখন ভীষণ শব্দে সাত-স্তরের যমীন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং সপ্ত আসমান ভেঙ্গে খান-খান হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আচমকা এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত হবে, যার ফলে সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো, যখন সূর্য অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো সূর্য অস্তাচলে গমন করবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমারাহ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো সূর্য যখন বিগলিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ইব্ন বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো যখন সূর্য তার আলোকরশ্মি হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

বাশার..... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো, সূর্যের আলো চলে যাবে এবং সে রশ্মিবিহীন হয়ে পড়বে।

ইব্ন হুমায়দ...... সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে যাবে।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো, যখন সূর্য অস্তাচলো গমন করবে।

আবূ কুরাইব...... সাঈদ হতে আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূর্যকে পেচানো হবে। ফারসীতে كور শব্দের অর্থ গুটানো বা পেচানো। কেউ কেউ বলেন এর অর্থ হলো তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

আবূ কুরাইব...... আবূ সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর অর্থ হলো সূর্য টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ ইব্ন্ আবদুর রহমান আল-মাসরূফী...... আবূ সালিহ হতে একইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না...... আবূ সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন য়ে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-এর অর্থ হলো যখন সূর্য নিক্ষিপ্ত হবে।

আবূ কুরাইব...... রবী ইব্ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-এর অর্থ যখন সূর্য নিক্ষিপ্ত হবে।

ইব্ন হুমায়দ...... রবী' ইব্ন খায়সামা হতে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে كورت শব্দের উৎপত্তি تكوير হতে, যার অর্থ পেঁচানো। মাথায় পাগড়ী পেঁচানোকে আরবী ভাষায় تكوير العمامة বলা হয়। কেননা সাধারণত পাগড়ীর কাপড় লম্বা ও বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে। সে কারণে মাথার চারিপাশে তাকে পেঁচানো হয়। এই সাদৃশ্যের কারণে সূর্যের যে রশ্মি তা হতে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরলোকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে, তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এই বিস্তীর্ণ পাগড়ী (অর্থাৎ সূর্যরশ্মি)-কে পেঁচানো হবে গুটিয়ে নেয়া হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সূর্যরশ্মির বিস্তীর্ণ হওয়াকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ অর্থাৎ তারকারাজি যখন খসে খসে পড়বে। অর্থাৎ মহাশূন্যের কোটি কোটি তারকা-নক্ষত্রকে যে বাঁধন পরস্পর সংযুক্ত করে রেখেছে, কিয়ামতের দিন সেই বাঁধন যখন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, তখন সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এ ছাড়া মূল انكدار। শব্দের অর্থের মধ্যেও অন্ধকার শামিল রয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কেবল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নই হয়ে যাবে না, সেগুলো অন্ধকারাচ্ছন্নও হবে। যেমন কবি ইজাযের ভাষায় ঃ

انصب جريان فضاء فانكدر.

অর্থাৎ 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে বা অন্ধকার সব ছেয়ে ফেলেছে।'

আবূ কুরাইব...... রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী : وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ -এর অর্থ যখন তারকাসমূহ খসে পড়বে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমারা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ এর অর্থ হলো, যেদিন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-মাসরূফী......আবূ সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ এর অর্থ হলো, যেদিন তারকারাজী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ এর অর্থ হলো যখন নক্ষত্রগুলো খসে খসে পড়বে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ এর অর্থ হলো, যখন তারকারাজিকে আসমান হতে যমীনের বুকে নিক্ষেপ করা হবে।

অবশ্য কেউ কেউ انْكَدَرَتْ শব্দের অর্থ বলেছেন تغيرت অর্থাৎ 'যখন তা পরিবর্তিত হবে।'

আলী ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ শব্দের অর্থ হলো যখন তারকারজি পরিবর্তিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী : وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ অর্থাৎ 'যখন পর্বতসমূহকে চলমান করে দেয়া হবে।' কিয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন সমস্ত পাহাড় নিজ নিজ স্থান থেকে উৎপাটিত হয়ে যাবে এবং ভারহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীর উপর চলতে থাকবে, যেমন এখন মেঘমালা শূন্যলোকে ভাসছে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মারা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ এর অর্থ হলো যখন পর্বতরাজী গমন করবে অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ অর্থাৎ যখন দশমাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো পরিত্যাক্তাবস্থায় বিচরণ করবে। الْعِشَارُ শব্দটি عشراء -এর বহুবচন যার অর্থ হলো এমন উষ্ট্রী, যে গর্ভাবস্থায় দশমাসে পৌঁছেছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রীর উদাহরণ এই কারণেই দিয়েছেন যে, প্রসব মুহূর্ত যখন নিকটবর্তী হয়, তখন এর বেশি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করা হয়। এ ধরনের উষ্ট্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন আরবদের নিকট খুবই আপত্তিকর অপরাধ। কেননা তাতে মনে হয় যে, উষ্ট্রীর মালিক এতই আত্মসম্বিতহারা হয়ে পড়েছিল যে, নিজের এই মহামূল্য ও অত্যন্ত প্রিয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সে ঠিকমত করতে পারে নাই। এর দ্বারা এই কথাই বুঝান উদ্দেশ্য যে, দুনিয়ার বিপদে যখন মানুষ এরূপ দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন কিয়ামতের দিনে কিরূপ সম্বিতহারা হবে, তা চিন্তার বিষয়। এই দিন প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ঐরূপ হবে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

হাসান ইব্‌ন হুরাইস......উবাই ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীকে তার মনিব নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে।

আবূ কুরাইব......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো যখন দশ মাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীর মালিক তার উষ্ট্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে এবং দুধ দোহন বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ করবে না।

Contents

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো দশ মাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীর দুধ-দোহন বা রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই তার মালিক গ্রহণ করবে না; বরং তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার দেবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মারা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো যখন দশমাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এখানে الْعِشَارُ শব্দের অর্থ হলো দশমাসের পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী।

ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো এমন উষ্ট্রী যা তার মালিকের নিকট খুবই প্রিয় এ কারণে যে, সে আসন্ন প্রসবা; কিন্তু বিপদের কারণে মালিক এতই আত্মসম্বিতহারা হয়ে পড়ে যে, সে এইরূপ প্রিয় সম্পদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো এমন উষ্ট্রী যে দশমাসের পূর্ণগর্ভা এবং আসন্ন প্রসবা।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ এর অর্থ হলো দশ মাসের এমন গর্ভবতী উষ্ট্রী, যার কোন রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারী নাই।

(٥) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝ (٦) وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ (٧) وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝
(٨) وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝ (٩) بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝ (١٠) وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

৫. যখন বন্য পশুগুলোকে একত্রিত করা হবে ৬. এবং সাগরসমূহ যখন উথলিত হবে। ৭। দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে; ৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, ৯. সে কোন্ অপরাধে নিহত হয়েছিল ? ১০. আর যখন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত হবে।

তাফসীর

মুফাসসিরগণের মধ্যে আল্লাহ পাকের এই কালাম وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ এর ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এখানে حُشِرَتْ বা একত্রিত হওয়ার স্থানে مَاتَتْ বা মৃত্যুবরণ করা অর্থ হবে।

আলী ইব্‌ন মুসলিম আত্-তূসী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ এর অর্থ হলো বন্য পশুগুলোকে মৃত্যুর সময় একত্রিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে জিন্ন ও ইনসান ব্যতীত আর সমস্ত সৃষ্টিকেও মৃত্যুর সময় একত্রিত করা হবে। যেহেতু জিন্ন ও ইনসানের হিসাব-নিকাশের প্রয়োজনে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হতে হবে, সে জন্য এদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে।

আবূ কুরাইব......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ এর অর্থ হলো তাদের উপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ আসবে (যেমন كُوْنُوْا تُرَابًا —তোমরা মাটি হয়ে যাও)।

সুফিয়ান ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বন্য পশুদের একত্রিত হওয়ার অর্থ তাদের মৃত্যুবরণ করা।

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ এর অর্থ حُشِرَتْ -এর স্থানে اختلطت শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ পরস্পর মিশে যাবে) প্রকাশ করেছেন।

হাসান ইব্‌ন হুরায়স......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ এর অর্থ যখন বন্য পশুরা পরস্পর মিলিত হবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, حُشِرَتْ শব্দটির অর্থ হবে جمعت বা জমায়েত হওয়া।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ এর অর্থ যখন বন্য পশুদেরকে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য একত্রিত করা হবে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের যা মরযী তা করবেন অর্থাৎ তাদেরকে মাটি হওয়ার নির্দেশ দেবেন।

গ্রন্থকার বলেন, حُشِرَتْ শব্দটির অর্থ جمع হিসেবে অধিক প্রচলিত। যেমন কালাম পাকের ভাষায় جوالطلير محشورة এখানে محشورة শব্দের অর্থ مجموعة বা জমায়েত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা আরবী ভাষায় حَشَرُ শব্দের অর্থ جمع হিসেবে অধিক প্রচলিত। যেমন কালাম পাকের ভাষায় والطير محشورة এখানে محشورة শব্দের অর্থ হলো مجموعة বা একত্রিত পক্ষীরাজী। যেমন আল্লাহ্‌র কালাম فَحَشَرَ فَنَادٰى অর্থাৎ ফিরাউন তার অনুসারী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা দিয়েছিল। এখানে حشر অর্থাৎ جمع অর্থাৎ জমায়েত করে।

অতঃপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ সমুদ্র যখন উথলিত হবে। মুফাসসিরগণ এই আয়াতের سُجِّرَتْ শব্দটির অর্থের মধ্যে মত পার্থক্য করেছেন। অতঃপর কেউ কেউ বলেন ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ اشْتَعَلَتْ অর্থাৎ যখন সমুদ্র উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হবে।

হুসায়ন ইব্‌ন হুয়ায়রিস........ উবাই ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ যখন সমুদ্রের পানিকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। যেমন আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের এই নিদর্শনাবলী যখন প্রকাশ পেতে থাকবে, তখন জিন্নেরা ইনসানকে বলবে, আমরা তোমাদের জন্য কল্যাণ ও মংগলের বারতা আনছি। অতঃপর তারা যখন সমুদ্রের নিকট যাবে তখন তারা একে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মত দেখতে পাবে।

ইয়াকূব......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি একদা একজন ইয়াহূদীকে কথা প্রসংগে জিজ্ঞেস করেছিলেন জাহান্নাম কোথায় ? জবাবে সে ইয়াহূদী বলেছিল সমুদ্রই হলো জাহান্নাম। অতঃপর হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তাকে সত্যবাদী হিসেবেই পেলাম। কেননা আল্লাহ্‌র কালাম وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এবং وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ। এই সমস্ত আয়াত তার কথারই সত্যতা বহন করে।

জুয়ায়রিয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মাক্‌রী......হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সকলকে একত্রিতভাবে পেঁচিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলবেন, তখন সেখানে এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে, যা ক্রমশ উত্তেজিত ও প্রবলতর হতে হতে আগুনে রূপান্তরিত হবে। এটাই আল্লাহ-পাকের এ কালামের অর্থ যথা ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো সমুদ্ররাজীকে কিয়ামতের দিন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ.....শামার ইব্‌ন আতিয়াহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ হলো التَّنُّوْرِ الْمَسْجُوْرِ। এর মত, অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত চুল্লী এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ এর অর্থ -এরই অনুরূপ।

মিহরান...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো যখন সমুদ্রকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। কেউ কেউ سُجِّرَتْ শব্দের অর্থ فاضت বা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আবূ কুরাইব......রবী' ইব্ন খায়সাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ, যখন সমুদ্র প্রবাহিত হবে।

ইব্ন হুমায়দ......রবী' হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......কালবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো যখন সমুদ্র পরিপূর্ণ হবে অর্থাৎ স্ফীত হবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ যখন সমুদ্র প্রবাহিত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো সমুদ্রে পানি না থাকা।

বাশার......হয়রত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া, এমনকি সেখানে একফোঁটা পানিও অবশিষ্ট না থাকা।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো সমুদ্রের পানি এর তলদেশে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

হুসায়ন......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ হলো যখন সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যাবে।

হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ......হাসান হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ এর অর্থ যখন সাগর শুকিয়ে যাবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ سُجِّرَتْ শব্দের অর্থ ملئت বা فاضت অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া বা স্ফীত হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় ইরশাদ করেছেন ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ অর্থাৎ সাগর যখন উদ্বেলিত হবে। সাধারণত আরবরা পরিপূর্ণ নদ-নদীকে مسجور শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে থাকে।

ক্বারী সাহেবগণ سُجِّرَتْ শব্দের পঠন পদ্ধতিতে মতভেদ করেছেন। মদীনা ও কূফার ক্বারীগণ সাধারণত سُجِّرَتْ এর جيم অক্ষরটির উপর তাশ্দীদ সহকারে পড়ার পক্ষপাতী। কিন্তু বস্রার কিছু ক্বারী উক্ত অক্ষরটিকে তাশদীদ ছাড়া পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন ঃ দু'টি ক্বিরআতই (পঠন পদ্ধতি) বহুল প্রচলিত এবং এতে শব্দের অর্থের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ দেখা যায় না। সুতরাং এখানে বলা যেতে পারে, দুটি কিরআতই শুদ্ধ এবং শোভনীয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ঘোষণা وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ 'যখন আত্মাগুলো পুনরায় দেহের সাথে সংযোজিত হবে।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো একই ধরনের ব্যক্তিদের একই স্থানে একত্রিত করা। যেমন ঃ

আবূ কুরাইব......হযরত উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো এমন দুই ব্যক্তি, যারা একইরূপ আমলের কারণে জান্নাতবাসী হবে অথবা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

ইব্ন বাশার.....হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো এমন দুই ব্যক্তি যাদের কৃতকর্ম বা আমল একইরূপ হওয়ার কারণে তারা বেহেশ্ত্বাসী হবে, অন্যথায় দোযখে যাবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো এমন দুই ব্যক্তি, যাদের নেক আমল একই ধরনের হওয়ার কারণে তারা জান্নাতী হবে এবং এমন দুই ব্যক্তি, যাদের গুনাহের আমল একইরূপ হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবে।

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত নুমান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে খুতবা দিতে শোনেন। তিনি তাঁর খুতবার মধ্যে আল্লাহ পাকের এই কালাম তিলাওয়াত করেন ঃ

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلاَثَةً- فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ- وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ- وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ.

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে ঃ (১) ডানপার্শ্বে অবস্থানকারীগণ এবং এই ডানপার্শ্বে অবস্থানকারীগণ অতি উত্তম শ্রেণী; (২) বামপার্শ্বে অবস্থানকারীগণ এবং বামপার্শ্বে অবস্থানকারীগণ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং (৩) অগ্রবর্তী শ্রেণী যারা হিদায়াতের সূর্য হতে সরাসরি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তারা আগেই অন্তর্ধান করেছে-এরাই হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী শ্রেণী। অতঃপর হযরত উমর (রা) তিলাওয়াত করেন وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ যার অর্থ হলো এক শ্রেণীর লোক হবে জান্নাতের অধিকারী এবং অপর শ্রেণীর লোক হবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

হান্নাদ......হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) হতে, তিনি বলেছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে আল্লাহ পাকের এই আয়াত وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন ঃ সৎ ও নেককার ব্যক্তি পরস্পর জান্নাতে বসবাস করবে এবং বদকার ও অসৎ ব্যক্তি তার সাথীদের সাথে জাহান্নামী হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ......নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) সূত্রে নবী করীম (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। এক শ্রেণী তাদের নেক আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে এবং অপর শ্রেণী তাদের অসৎ কৃতকর্মের জন্য দোযখের কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে। এই প্রসংগে তিনি এই আয়াতও তিলাওয়াত করেন ঃ

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلاَثَةً- فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ- وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ- وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ.

এর অর্থ পূর্বের হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন যখন মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে আল্লাহ পাকের এই কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ সম্পর্কে বলেন, সত্য কথা এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দলের সাথে অবস্থান করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ একই ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা একই সংগে জমায়েত বা সমবেত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো একই সম্প্রদায়ের লোকেরা একইসংগে অবস্থান করবে। যেমন ইয়াহূদী ইয়াহূদীদের দলভুক্ত হবে এবং খ্রিস্টান খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবূ কুরাইব......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের সাথীর সাথে একত্রিত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের সাথীর সাথে অবস্থান করবে। অবশ্য কারো কারো মতে এর অর্থ হলো দেহের সাথে আত্মার সংযোজন সাধিত হবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো, রূহগুলি পুনরায় দেহের সাথে মিলিত হবে।

ইব্‌ন মুসান্না......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো দেহের সাথে আত্মার পূণর্মিলন।

উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ হলো রূহকে দেহের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হাসান ইব্‌ন আরিফ আল-তাহাবী......ইকরামা হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব......শা'বী হতে আল্লাহ পাকের এই কালাম ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন যে, দেহের সাথে আত্মার পুনঃ সংযোজন সাধিত হবে।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যা কিছুই আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাফ্‌সীরই অধিক বাস্তবধর্মী, যেমন وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلاَثَةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ অর্থাৎ 'যারা যালিম বা অত্যাচারী তাদেরকে ও তাদের সহকর্মীদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে।' অতএব বিভিন্ন আয়াতের নিদর্শনাবলী হতে জানা যায় এবং যা অকাট্য ফয়সালা, তা হলো সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অবস্থান নেককারদের সাথে হবে এবং দুস্কৃতকারীদের অবস্থান খারাপ লোকদের সাথে হবে। যার অভিব্যক্তি হলো এই আয়াত ও وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ যখন ভাল ভালোর সাথে এবং খারাপ খারাপের সাথে মিলবে।

মাতার ইব্‌ন মুহাম্মদ......আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ অর্থ যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে এই নিদর্শন প্রকাশ পাবে এবং সর্বশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাবে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এর মাধ্যমে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে, তখন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ অর্থাৎ 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তাকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল ?'

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াত পাঠের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। অতঃপর ক্বারী আবূ দুহা মুসলিম ইব্‌ন সাবিহ একে وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سَاَلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ পড়েছেন যার অর্থ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তাকে তারা কোন্ অপরাধে হত্যা করেছে।

আবূ সায়িব......মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ এর অর্থ হলো যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা তার হত্যার বিনিময় তলব করবে।

সাত্তার ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-আম্বারী......আবূ দুহা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ অর্থাৎ যখন জীবিত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হয়েছিল।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এই দুইটি ক্বিরআত বা পঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার নিকট سُئِلَتْ বা এই শব্দটির س অক্ষরের উপর ضم বা পেশ সহকারে পড়া অধিক উত্তম এবং সাথে সাথে এর পরবর্তী শব্দ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ এই আয়াতের قُتِلَتْ শব্দটির ق অক্ষরও ضم বা পেশবিশিষ্ট হওয়া উত্তম। অতঃপর তিনি বলেন, المؤدة। শব্দের অর্থ হলো المدفونة حية। অর্থাৎ জীবিত সমাধিস্থ বা প্রোথিত কন্যা। আর জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা তাদের কন্যাদের সাথে এইরূপ যার পর নাই ঘৃণ্য ও মারাত্মক দুর্ব্যবহার করত। যেমন কবি ফরযদকের ভাষায় ঃ

ومنا الذى احيا الوئيد وغالب – وعمرو مننا وحاملون ودافع

অর্থাৎ 'আমাদের মধ্যে এরূপ অনেকেই আছে, যারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতে রক্ষা করেছে এবং এতে জয়ীও হয়েছে। আমরসহ আমরা অনেকেই এইরূপ ঘৃণ্য কাজের চরম বিরোধী।' এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ এই আয়াত যা অন্য ক্বিরআতে এরূপ পড়া হয় وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سَالَتْ অর্থাৎ যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ অর্থাৎ সে কোন্ অপরাধে নিহত হয়েছিল ? জাহিলিয়াতের যুগে বর্বর আরবরা তাদের মেয়ে সন্তানদেরকে এরূপ জঘন্যভাবে জীবন্ত প্রোথিত করে হত্যা করত, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ-পাক তাদের সেই দোষকে এখানে তুলে ধরেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কায়স ইব্ন আসিম, আত-তামিমী নবী করীম (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমি আমার আট-আটটি কন্যা সন্তানকে জাহিলিয়াতের যুগে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছি। আমার উপায় কি ? জবাবে তিনি বলেন, প্রত্যেকের পক্ষ হতে আলাদা আলাদাভাবে এক-একটি কুরবানী আদায় কর।

ইব্ন হুমায়দ......রবী' ইব্ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ এর তাৎপর্য হলো আরবেরা জাহেলিয়াতের যুগে নিজেদের কন্যা সন্তানদেরকে যে জীবন্ত সমাধিস্থ করত, সে ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আবূ কুরাইব্ ......রবী' ইব্ন খায়সামা হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ এর অর্থ হলো ঐ সমস্ত কন্যা সন্তান, যাদেরকে জাহিলিয়াতের যুগে তাদের পিতারা নির্মমভাবে জীবন্ত সমাধিস্থ করত। এর সাথে সাথেই তিনি তিলাওয়াত করেন بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ অর্থাৎ তাকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল ?

অতঃপর আল্লাহু জাল্লা-শানুহুর বাণী ঃ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ অর্থাৎ যখন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আমলনামা, যা তার ভালমন্দ কাজের সমন্বয়ে লিখিত হয়েছে এবং এখন গোপন রাখা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তা তার সম্মুখে খুলে দেয়া হবে। এটাই এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ এর অর্থ হলো, হে বনী আদম! তোমার কৃতকর্মের খতিয়ান হলো এই সহীফা বা আমলনামা। পার্থিব জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ এতে সংরক্ষিত আছে। কিয়ামতের দিন তা তোমার সামনে খুলে দেয়া হবে।

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতে বা পঠন পদ্ধতিতে মতবিরোধ করেছেন। মদীনার ক্বারীদের অভিমত, এই আয়াতের نُشِرَتْ শব্দটির ش অক্ষরটি তাশ্দীদ্ ছাড়া পড়তে হবে। কূফার কিছু কিছু ক্বারীর অভিমতও তাই।

কিন্তু মক্কার কোন কোন ক্বারী ও কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, نُشِّرَتْ শব্দটির ش অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। যেমন তারা কালাম পাকের এই আয়াতকে দলীল স্বরূপ পেশ করেন ঃ اَنْ يُؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً এবং এখানে مَنْشُوْرَةً শব্দ যা তাশদীদ ছাড়া ব্যবহৃত হয় নি। আর এখানে তাশদীদ সহকারে পাঠ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেননা এটা একটা সম্প্রদায়ের জন্য খবরস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যদি এককের জন্য কোন খবর হতো, তবে তাশদীদের প্রয়োগ হতো না। যেমন বলা হয় هذه كباش مذبوحة অর্থাৎ এই সেই যবেহকৃত ছাগী। مذ بوحة শব্দের অনুরূপ হলো منشورة শব্দ, যেখানে তাশদীদ ব্যবহৃত হয় নি।

(١١) وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝ (١٢) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ (١٣) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝
(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝ (١٥) فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ (١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে ১২. এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে ১৩. এবং যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে ১৪. তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে। ১৫. আমি শপথ করি সেই নক্ষত্রগুলোর ১৬. যারা ভ্রাম্যমান, প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আকাশমণ্ডলের অন্তরাল দূরীভূত হবে অর্থাৎ এখন যা দেখা যায় না, তখন সবই দৃশ্যমান হবে। বর্তমানে উর্ধ্বলোকে মেঘমালা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ইলাহিয়াত সত্যতা সহকারে সকলের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ এর অর্থ যখন আকাশের আবরণ অপসারিত ও দূরীভূত হবে। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তার ক্বিরআতে كُشِطَتْ শব্দকে قُشِطَتْ পড়েছেন অর্থাৎ ك এর স্থানে ق অক্ষর দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু উভয়ের অর্থ একই। এটা আরবদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তারা একই ধরনের উচ্চারিত শব্দকে পরিবর্তন করে ব্যবহার করে। যেমন তারা كافور শব্দকে قافور ও বলে এবং قشط কে كشط বলে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ অর্থাৎ যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন জাহান্নামের আগুনকে উদ্দীপিত করা হবে অতঃপর তা ভীষণ আকার ধারণ করবে।

বাশার......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ এর অর্থ যখন জাহান্নাম আল্লাহ্র গযব ও বনী আদমের গুনাহের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হবে।

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতের মধ্যে মতবিরোধ করেছেন। অতঃপর মদীনার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত হলো سُعِّرَتْ শব্দটির ع অক্ষরটির উপর তাশ্দীদ হবে। যার অর্থ জাহান্নামকে বারবার প্রজ্জ্বলিত ও তার অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হবে। কিন্তু কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত হলো سُعِرَتْ শব্দটির ع অক্ষরটি তাশ্দীদ ছাড়াই পড়তে হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ দু' ধরনের ক্বিরআতই (পঠনরীতি) বহুল প্রচলিত। অতএব যেভাবেই পড়া হোক না কেন, তাই বিশুদ্ধ হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ। অর্থাৎ যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে। এখানে আল্লাহ পাক বলেন, হাশরের ময়দানে যখন বান্দাদের মামলাসমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন জান্নাত তাদের এত নিকটে আনয়ন করা হবে যে, তারা এর সব নিয়ামত স্বচক্ষে দেখতে থাকবে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ কুরাইব্......রবী' ইব্‌ন খায়সামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ। এর অর্থ হলো ঐ হাদীসের অনুরূপ যেখানে বলা হয়েছে যে, فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ। অর্থাৎ একদল জান্নাতী ও অপর দল জাহান্নামী।

ইব্‌ন হুমায়দ......রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ এর অর্থ হলো ঐ হাদীসের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ্‌র নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের ময়দানে হিসাবান্তে লোকজন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল জান্নাতী হবে এবং অন্যদল জাহান্নামী। অর্থাৎ সমস্ত বান্দার শেষ আশ্রয়স্থল হয় জান্নাত হবে, নয়ত জাহান্নাম।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ অর্থাৎ তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে যে, সে কি নিয়ে এসেছে। এখানে আল্লাহ পাক বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। যে ব্যক্তির আমলনামা নেককাজ দ্বারা পরিপূর্ণ হবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যার আমলনামা পাপকাজে পরিপূর্ণ হবে, সে হবে দোযখী। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ এর অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত পাবে।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ! হাদীসে নবী করীম (সা) এর ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন ঃ আল্লাহ-পাক اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ বলে যা বর্ণনা করেছেন ঃ তার জবাব স্বরূপ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ। অর্থাৎ, আমি শপথ করি সেই নক্ষত্রগুলোর—যারা ভ্রাম্যমান, প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়। মুফাসসিরগণ اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ। اَلْكُنَّسِ। এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হলো পাঁচটি তারার সমন্বয়, যারা ভ্রাম্যমান, প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়। তারা পাঁচটির নাম হলো ঃ জহল, আতারদ্, বাহরাম, জোহরা এবং মুশ্‌তারী।

হান্নাদ্......খালিদ ইব্‌ন উরওরাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, ماالْجَوَارِ। اَلْكُنَّسِ অর্থাৎ যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়, তা কি ? জবাবে তিনি বলেন, তা হলো তারকারাজি।

ইব্‌ন মুসান্না......খালিদ ইব্‌ন উরওয়াহ হতে, তিনি বলেছেন যে, আমি একজনকে এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করিতে শুনেছিলাম যে, اَلْجَوَارِ। اَلْكُنَّسِ কি ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, তা তারকারজি, যারা দিনে অদৃশ্য থাকে এবং রাত্রিতে পরিদৃশ্যমান ও ভ্রাম্যমান হয়।

আবূ কুরাইব......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এরা হলো তারকারাজি।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমরা কি জানো খুন্নাস্ কি ? জবাবে তিনিই বলেন, এরা হলো তারকারাজি, যারা রাতে ভ্রাম্যমান এবং দিনে অদৃশ্য থাকে।

ইউনুস......আবূ সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْجَوَارِ। اَلْكُنَّسِ। হলো তারকারাজি।

মুহাম্মদ ইব্ন বাশার......বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ হলো ভ্রাম্যমান তারকারাজি যারা পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তিত হয়।

আবূ সায়িব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটা হলো তারকারাজি।

আবূ কুরাইব......হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ হলো ঐ সমস্ত তারকা, যারা রাত্রিতে প্রকাশিত হয় এবং দিনে অদৃশ্য থাকে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ ঐ সমস্ত তারকা, যারা রাত্রিতে প্রকাশ পায় এবং দিনের বেলায় অদৃশ্য থাকে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ ঐ সমস্ত তারকা, যারা দিনের বেলায় অদৃশ্য থাকে।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ ঐ সমস্ত তারকা যারা প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়। এগুলো প্রতি বৎসর বিলম্বে আবর্তিত হয়। অবশ্য কারো কারো মতে এর অর্থ হলো বন্য গরু যারা জংগলে অদৃশ্যাবস্থায় থাকে।

হাসান ইব্ন আরফাহ......হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন, মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি আবূ মাইসারাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ কি ? জবাবে তিনি বলেন তা হলো বন্য-গরু এবং আমি তা অবলোকন করেছি।

ইব্ন বাশার......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ এর অর্থ বন্য-গরু।

ইব্ন হুমায়দ......উমর ইব্ন শুরাহ্বীল্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ কি ? আপনি কি তা দেখেছেন ? জবাবে হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ দেখেছি। তা হলো একটি গরু। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন আমিও দেখেছি-যা একটি গরু।

আবূ কুরাইব......আবূ মাইসারা হতে বর্ণনা করেছেন। যাকে আবদুল্লাহ এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি একইরূপ উত্তর দেন।

ইউনুস......হাজ্জাজ ইব্ন মান্‌যার হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ শা'সা জাবির ইব্ন যায়দকে اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্ক জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এ হলো গরু।

ইউনুস...... আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেছেন যে তা হলো সেই গরু যে নেকড়ে বাঘের ভয়ে পলায়নপর।

ইউনুস......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ সায়িব......ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ হলো বন্য-গরু।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যখন ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এ ব্যাপারে মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করা হলো যে اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ কি ? জবাবে তিনি বলেন আমি জানি না। এতদশ্রবণে ইব্রাহীম তাকে ধমক দিয়ে বলেন, কেন তুমি জান না, তুমি নিশ্চয়ই জান। যখন আমরা এ ব্যাপারে হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি তো বলেন, তা হলো গরু। অতঃপর ইব্রাহীম বলেন তা হলো বন্য-গরু।

ইয়াকূব...... হামীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি মুগীরা, ইব্রাহীম ও মুজাহিদকে এ ব্যাপারে আলোচনারত অবস্থায় দেখেন যে, তারা আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে ইব্‌রাহীম মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যাপারে তুমি যা শুনেছ তা বল। তখন মুজাহিদ বলেন মানুষেরা এর অর্থ বলে তো তারকারাজি, কিন্তু আমি এর অর্থ শুনেছি অন্যরূপ। তখন ইব্‌রাহীম বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে, অথচ তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদকে اَلْجَوَارِ اَلْكُنَّسِ। সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি জবাবে বলেন, আমি এর অর্থ জানি না। তবু লোকেরা মনে করে যে এর অর্থ হলো গরু। তখন ইব্‌রাহীম তাকে বলেন, তুমি কি জান না - তা তো গরু। তখন মুজাহিদ বলেন, হযরত আলী (রা) হতে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তা হলো তারকারাজি। তখন ইব্‌রাহীম বলেন, লোকেরা হযরত আলীর কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হরিণ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ الْجَوَارِ ۙ الْكُنَّسِ এর অর্থ হলো হরিণ।

আবূ কুরাইব......হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ এর অর্থ হলো হরিণ।

ইয়াকূব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ الْجَوَارِ ۙ الْكُنَّسِ এর অর্থ আমরা মনে করতাম, তা হলো হরিণ। অতঃপর সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এর অনুরূপ জবাব দেন।

হুসায়ন ...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ আ'লার বাণী ঃ اَلْخُنَّسِ ۙ الْجَوَارِ ۙ الْكُنَّسِ -এর অর্থ হলো হরিণ। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন জিনিসের শপথ করেছেন, যা কখনও অদৃশ্য হয়ে যায়, কখনও ভ্রাম্যমান থাকে এবং কখনও প্রত্যাগমন করে। আরবদের নিকট كنوس বা مكانس শব্দের অর্থ হলো এমন স্থান, যেখানে সাধারণত বন্য-গরু বা হরিণ বসবাস করে। এর একবচন শব্দ হলো مكنس বা كناس যেমন কবি আল্‌- আ'শা বলেছেন ঃ

فلما لحقنا الحى اتلع انس – كما اتلعت تحت المكانس ربرب

এখানে ব্যবহৃত المكانس। শব্দটি বহুবচন যার একবচন শব্দ হলো مكنس যেমন তারাফা ইব্‌ন আল্‌-আবদ الكناس। শব্দের ব্যবহারে বলেছেন ঃ

كان كناسى ضالة تكنفانها – واطرف قسئ تحت صلب مديل

অতঃপর الكناس। শব্দের অর্থ যে বন্য-হরিণই, তা আউস ইব্‌ন হাজারের নিম্নোক্ত কবিতায় স্পষ্ট; যেমন ঃ

الم تر ان الله انزل مزنة – وعفر الظها فى الكناس تقمع

অর্থাৎ 'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনি সুন্দর সুন্দর মেটে রংয়ের হরিণও সৃষ্টি করেছেন, যারা জংগলের মধ্যে নাকের ভিতর পোকা ঢোকার কারণে মাথা দোলাতে থাকে।' এখানে হরিণের অবস্থান যে জংগলে, তা পরিষ্কার বলা হয়েছে।

অতঃপর الكناس। শব্দের ব্যাখ্যায় আহলে আবরদের বিভিন্ন মতামত পেশ করা হলো। এর সঠিক অর্থ আল্লাহ পাকই অধিক অবগত।

(১৭) وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ (১৮) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ (১৯) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ (২০) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝

১৭. আর রাত্রির শপথ, যখন তা বিদায় গ্রহণ করে, ১৮. আর প্রভাতকালে যখন আবির্ভাব হয়। ১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত পয়গাম বাহকের উক্তি ২০. যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ জাল্লা শানুহু وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ অর্থাৎ রাত্রির শপথ করেছেন যখন তা বিদায় গ্রহণ করে। মুফাসসিরগণ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ -এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো যখন রাত গমনোদ্যত হয়।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হলো যখন রাত্রি বিদায় গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হলো রাত্রি যখন চলে যেতে থাকে।

আবদুল হামীদ ইব্‌ন বয়ান আল্-ইয়াশকারী......আবূ যুবিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা হযরত আলী (রা)-এর সাথে পূর্বদিকে ভ্রমণের সময় যখন ফজরের নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি এই আয়াত পাঠ-করেন ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ অর্থাৎ রাত্রি যখন বিদায় গ্রহণ করে।

আবূ কুরাইব...... আবূ আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আলীর সাথে কতিপয় ব্যক্তি প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হন। অতঃপর তারা যখন এক বাজারের নিকট উপস্থিত হন, তখন ফজরের সময় উপস্থিত হয়। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ অর্থাৎ রাত্রি যখন গমনোদ্যত হয়। অতঃপর وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ 'আর প্রভাতকালের যখন আবির্ভাব হয়।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হলো রাত্রির আগমন এবং নির্গমন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ রাত্রি যখন বিদায় গ্রহণ করে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হলো যখন তা গমনোদ্যত হয়।

হুসায়ন........যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ اِذَا اَدْبَرَ বা যখন তা বিদায় গ্রহণ করে।

আবূ কুরাইব....... আবূ আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আলী (রা) এমন সময় ঘর হতে নির্গত হন, যখন মুয়াযযিন ফজরের আযান দেওয়া শুরু করেন। তখন তিনি তিলাওয়াত করেন

وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ অতঃপর তিনি বলেন, এ সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? এটাই হলো সেই সময়।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হলো রাত্র যখন গমনোদ্যত হয়। অতঃপর তিনি ফজরের আগমন সম্পর্কে পূর্বের আকাশের দিকে ইংগিত করেন। অবশ্য কেউ কেউ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন যে, যখন রাত্রি তার অন্ধকারসহ আগমন করে।

ইব্‌ন আবদুল আলা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ রাত্রির অন্ধকার যখন লোকদেরকে ঢেকে ফেলে।

হুসায়ন ইব্‌ন আলী ......আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ যখন রাত্রি আগমন করে। একথা বলার সময় তিনি পশ্চিম আকাশের দিকে ইশারা করেন।

গ্রন্থকার বলেন, এর গৃহীত ব্যাখ্যা আমার নিকট রাত্রি যখন বিদায় গ্রহণ করে। কেননা এর পরবর্তী আয়াতই হলো وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, অর্থাৎ যখন উষার আবির্ভাব হয়। অতএব এখানে এটা প্রকাশ্য যে, রাত্রির বিদায়ের পরই প্রভাতকালের শুভ আগমন ঘটে।

অতঃপর তখন আরবরা এইরূপ বলে থাকে, عسعس الليل বা سعسع الليل 'যখন রাত্রি বিদায় গ্রহণ করে।' যেমন কবি রূবা ইব্‌ন আল্-ইযাজের ভাষায় ঃ

يا هند ما اسرع ما تسعسعا – ولو رجا بيع الصبى يتبعا

এখানে سعسع শব্দের প্রয়োগ দেখান হয়েছে। অতঃপর عسعس এর প্রয়োগে কবি আলকামা ইব্‌ন কারাতের কবিতায় যথা ঃ

حتى اذا الصبح له تنفسا – وانجاب عنها ليلها وعسعسا

অর্থাৎ 'যখন প্রভাতের আগমন ঘটল, তখন রাত্রির তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরীভূত হলো এবং রাত বিদায় গ্রহণ করল।'

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ প্রভাতকালের যখন আবির্ভাব হয় অর্থাৎ যখন দিনের আলো দিগন্তে প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত বিশ্ব চরাচর অন্ধকার হতে মুক্তিলাভ করে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ কুরায়ব......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ এর অর্থ দিবসের যখন সূত্রপাত হয়।

বাশার ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ এর অর্থ যখন সূর্যের আলো প্রকাশ পায় এবং দিনের আগমণ শুরু হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত পয়গাম বাহকের উক্তি। যিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ) এবং তিনি কুরআনকে অবতীর্ণ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (সা)-এর উপর। এটাই এ আয়াতের তাফসীর।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এর অর্থ হলো হযরত জিব্‌রাঈল (আ)।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এর অর্থ হযরত জিব্‌রাঈল (আ)।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ অর্থাৎ 'যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।' এখানে সমস্ত বিশেষণ হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কাজই তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত নয় এবং একই সংগে ذِىْ الْعَرْشِ مَكِيْنٍ অর্থাৎ আরশের অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অর্থাৎ খুবই সম্মানিত।

(٢١) مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ۝ (٢٢) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُوْنٍ ۝ (٢٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝ (٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝ (٢٥) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝ (٢٦) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝

২১. সেখানে তার আদেশ প্রতিপালিত হয় এবং তিনি বিশ্বাসভাজন ২২. এবং (হে মক্কাবাসী) তোমাদের এই সহচর উন্মাদ নন। ২৩. তিনি সেই পয়গামবাহককে স্বচ্ছ দিগন্তে দর্শন করেছেন। ২৪. আর তিনি গায়বের (ওহীর) ব্যাপারে কৃপণতা-প্রবণও নন। ২৫. আর এই কুরআন কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাণীও নয়। ২৬. এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা কোন্ পথে চলেছ ?

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর কথা বলেছেন। তিনি ফেরেশ্‌তাদের নেতা এবং আসমানের সমস্ত ফেরেশ্‌তা তাঁর নেতৃত্বাধীনে সদা কর্মরত রয়েছেন। অতএব তিনি اَمِيْنٍ অর্থাৎ বিশ্বস্তও। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র কালামের সাথে নিজের কোন কথা যোগ করে দেওয়ার মত কোন অবিশ্বাসের কাজ করেন না, বরং তিনি বড়ই আমানতদার। আল্লাহ্‌র নিকট হতে যে ওহী তিনি প্রাপ্ত হন, তাই তিনি সঠিকভাবে তাঁর রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। এটাই এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা।

আবূ সায়িব...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ এর অর্থ হলো হযরত জিব্‌রাঈল (আ), যিনি সত্তর হাজার নূরের পর্দা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত অতিক্রম করতে পারেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর আত-তূসী......আবূ সালেহ্ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খালিদ আল-আক্‌তা......মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ এর তাৎপর্য হলো হযরত জিব্‌রাঈল (আ)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর বিশেষণ বা গুণাবলী বর্ণনা করা।

বাশার...... ইয়াজিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ এই আয়াতে হযরত জিব্‌রাঈল (আ)–এর বিশ্বস্ততা ও সম্মানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

হুসায়ন......যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ এই আয়াতে হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ তোমাদের এই সাথী উন্মাদ নন। এখানে সাথী বলতে হযরত রাসূলে করীম (সা) -কে বুঝান হয়েছে। তাঁকে মক্কাবাসীদের সঙ্গী এ কারণে বলা হয়েছে, কেননা তিনি তাঁদের নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং তিনি তাদের গোত্র ও জাতিরই একজন। যিনি

তাদের মধ্যে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং সমাজের ছোট বড় সবার নিকট যিনি বুদ্ধিমান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত ছিলেন। যার দ্বারা জীবনে কোনদিন পাগলামীর কিছুই প্রকাশিত হয়নি। অতএব এমন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে পাগল বলা হে মক্কাবাসী! তোমাদের জন্য মোটেও উচিত নয়। বরং তিনি সত্যের ধারক-বাহক এবং আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। এটাই এই আয়াতের প্রকৃত তাফসীর।

সুলায়মান ইব্ন উমর ইব্ন খালিদ আল্-বারকী...... মায়মূন ইব্ন মিহ্রান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ এর অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) স্বয়ং।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ। অর্থাৎ তিনি সেই পয়গাম বাহককে স্বচ্ছ দিগন্তে দর্শন করেছেন। এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন, আমার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সেই পায়গামবাহী ফেরেশ্তা হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব সূরতে পূর্ব দিগন্তে দর্শন করেছেন। এখানে উজ্জ্বল দিগন্ত বলা হয়েছে সূর্যোদয়ের দিক হিসেবে পূর্ব দিগন্তকে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ। এর অর্থ হলো উজ্জ্বল দিগন্ত।

ইব্ন আবদুল আ'লা ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা اَلْاُفُقِ। সম্পর্কে তাই আলোচনা করতাম, তা হলো সূর্যোদয়ের স্থান।

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ। এর সম্পর্কে আমরা এটাই আলোচনা করতাম যে, اَلْاُفُقِ। তাই, যেখান হতে দিনের সূচনা হয়।

ইউনূস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ। তাই, যে স্বচ্ছ দিগন্তে নবী করীম (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে অবলোকন করেছিলেন।

ঈসা ইব্ন উসমান ইব্ন ঈসা আর-রাম্লী...... ওলীদ ইব্ন ইযার হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবূ আহ্ওয়াযকে আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ। সম্পর্কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, হযরত নবী করীম (সা) এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব সূরতে ছয়শত ডানা সহ পরিদর্শন করেন।

ইব্ন হুমায়দ...... আমির হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে মাত্র একবার পরিদর্শন করেছিলেন। এ ছাড়া যতবারই হযরত জিব্রাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর দরবারে আগমন করেছিলেন, সাধারণত তিনি দাহইয়াতুল ক্বাল্বীর সূরতে আগমন করেন। স্বচ্ছ দিগন্তে যখন তিনি তাঁকে অবলোকন করেন, এই সময় হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর আকৃতি গোটা পূর্বদিগন্ত বিস্তৃত ছিল, যার উপর সবুজ মখমলের চাদর আবৃত ছিল। এটাই আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ।। এ ছাড়া আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ। আয়াতটিও হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর শানে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ। অর্থাৎ আর তিনি গায়বের (ওহীর) ব্যাপারে কৃপণতা প্রবণও নন। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

ক্বারী সাহেবগণ بِضَنِيْنٍ শব্দের ক্বিরআতের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন। মদীনা ও কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, بِضَنِيْنٍ শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর ض হবে, যার অর্থ কৃপণ নয়; বরং অকৃপণ অর্থাৎ ওহীর জ্ঞানকে

লোকদের নিকট পৌঁছাবার ক্ষেত্রে তিনি আদৌ কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু মক্কা, বসরা ও কূফার কিছু কিছু ক্বারীর অভিমত হলো যে, بِضَنِيْنٍ শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটি ظ হবে যার অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে সমস্ত খবরকে তিনি যথাযথভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এটাই বিভিন্ন তাফসীরকারকগণের অভিমত।

ইব্‌ন বাশার......যির হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এখানে ظَنِيْنٌ শব্দের অর্থ হলো সন্দেহবিহীন বা ত্রুটিহীন এবং ضَنِيْنٌ শব্দের অর্থ হলো বখিল বা কৃপণ।

বাশার......ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো বখিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো তিনি যা জানেন, তা তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করতে আদৌ কার্পণ্য করেন না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো এই কুরআন গায়বের বস্তু ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর নবী (সা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করেন এবং তিনি কোন কথা মানুষের নিকট লুকিয়ে রাখেন নি। অজ্ঞাত জগতের যে সেব তত্ত্ব ও তথ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি নাযিল করেন এবং তাঁর নিকট উদঘাটিত করেন, যেমন আল্লাহ্‌র নিজস্ব সত্তা, গুণ, ফেরেশ্‌তা, মৃত্যুর পর জীবন, কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং অন্যান্য যে বিষয়েই হোক না কেন, তিনি তা তোমাদের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ ও বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......যির হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এখানে আমাদের ক্বিরআত অনুযায়ী ظَنِيْنٌ শব্দের অর্থ-দোষ-ত্রুটিমুক্ত এবং ضَنِيْنٌ শব্দের অর্থ বখিল যা অন্যদের ক্বিরআত।

মিহ্‌রান...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো বখিল বা কৃপণ।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাঁর গায়বের কুরআনকে হযরত জিব্‌রাঈল আমীনের মারফত বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর নিকট প্রেরণ করেন এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আ) যেমন তাঁর দায়িত্ব আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালনে এতটুকু কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। তদ্রূপ রাসূলে করীম (সা) তা মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে আদৌ বখিলী করেননি, বরং উভয়েই আল্লাহ্ প্রদত্ত এই মহান যিম্মাদারীকে ঠিক ঠিকভাবে প্রতিপালন করেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......আমির হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এই আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

আবূ কুরাইব্ ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِيْنٍ অর্থাৎ ظ অক্ষর দিয়ে পড়ার পক্ষপাতি, যার অর্থ হলো দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

ইব্‌ন মুসান্না......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ضَنِيْنٌ না পড়ে ظَنِيْنٌ পড়তেন। আবূ মুয়াল্লা বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন যুবায়রকে ضَنِيْنٌ কি জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

ইয়াকূব.....সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যিনি وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِيْنٍ পড়তেন, তাকে ضَنِيْنٌ এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ। এর অর্থ হলো তিনি যে দায়িত্বসহ প্রেরিত হয়েছিলেন, তা প্রতিপালনের ব্যাপারে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ছিলেন।

বাশার......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

আবূ কুরাইব......যির হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর অর্থ হলো ঐ কুরআন যা আল্লাহ্ পাকের নিকট সংরক্ষিত ছিল, অতঃপর তিনি গায়ব হতে একে মানুষের হিদায়ত ও কল্যাণের জন্য প্রকাশ করেন। যা মানুষের নিকট পৌঁছানের দায়িত্ব ছিল হযরত নবী করীম (সা) -এর এবং তিনি তা ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় জনগণের নিকট পৌঁছে দেন।

হুসায়ন......যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা) গায়বের এই জ্ঞানকে লোকের নিকট পৌঁছাবার ব্যাপারে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ছিলেন।

এই আয়াতের দুইটি ক্বিরআত যথা ঃ ضَنِيْنٍ ও ظَنِيْنٌ যা আহলে আরবদের নিকট বহুল প্রচলিত, তবে আরও একটি ক্বিরআত পরিলক্ষিত হয় যা হলো وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَعِيْفٍ অর্থাৎ তিনি গায়বের (ওহীর) জ্ঞানকে লোকদের নিকট পৌঁছাবার ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন না।

তবে গ্রন্থকার বলেন ঃ তাঁর নিকট প্রথম দুইটি ক্বিরআতই বহুল প্রচারিত হওয়ার কারণে পসন্দনীয়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ 'এই কুরআন কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাণীও নয়।' এখানে আল্লাহ পাক বলেন, তোমাদের নিকট প্রেরিত এই কুরআন কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয় যা তোমাদের অভিমত। বরং এটা হলো আল্লাহ্র কালাম যা শাশ্বত সত্য ও চিরন্তন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থাৎ 'তোমরা কোন্ পথে কোথায় চলেছ' এখানে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, আমার কালামের সত্য দাওয়াতকে উপেক্ষা করে তোমরা উদভ্রান্ত আর দিশেহারা হয়ে কোথায়, কোন পথে, কোনদিকে যাত্রা শুরু করেছ? ও পথ সত্যিকারের পথ নয় সীরাতুল মুস্তাকীমই আসল, আদি ও অকৃত্রিম পথ, যা তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ এর অর্থ হলো সত্যপথ পরিহার করে তোমরা কোথায় কোন্দিকে যাত্রা শুরু করেছ? অথচ আমার কুরআন তোমাদের সত্যিকারের রাহ্বার, আর আমার বাণীর অনুসরণই তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র রাস্তা। এখানে আল্লাহ্র কালাম যদিও ঃ اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থাৎ 'তোমরা কোন পথে চলছে'? তথাপিও এর বাক্যের বর্ণনাভঙ্গিটা বস্তুত এরূপ যেন اِلَى اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ। অর্থাৎ 'তোমরা কোন্দিকে চলছে ?' আহ্লে আরবদের এই বর্ণনাভঙ্গি নীচের কবিতায় লক্ষণীয়। যথা ঃ

تصيح بنا حنيفة ان رأتنا – وأى الارض تذهب للصياح –

অর্থাৎ 'হুনাইফা আমাদেরকে দর্শন করে চিৎকার করেছিল' আর সে চিৎকার করার জন্য কোথায় গমন করবে ? এখানে اى ارض تذهب অর্থাৎ الى اى ارض تذهب। লক্ষণীয়।

(২৭) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (২৮) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝ (২৯) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৭. এটা তো সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ স্বরূপ, ২৮. তোমাদের মধ্যকার এমন লোকদের জন্য, যারা সরল সঠিক পথে চলতে চায়। ২৯. আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এই মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন গোটা বিশ্ব জগতের মানুষের ও জিন্নের জন্য উপদেশের আকর স্বরূপ; আর তা হতে কেবল সেই ব্যক্তি বা সত্তা উপকৃত হতে পারে, যে সত্য নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করে সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলতে বদ্ধপরিকর। অতএব যারা এরূপ করবে, তারাই সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যপন্থী হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারবে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ এর অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে যারা সরল পথে চলতে চায়, কেবল তারাই সত্যের অনুসারী হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَمَا تَشَاؤُنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না—যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাক চান। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনই মূল্য নাই, বরং তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সবই সেই সর্ব নিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের হাতে সীমাবদ্ধ। তিনি তোমাদের জন্য যে ফয়সালা করেন, তাই চূড়ান্ত।

ইব্ন হুমায়দ......সুলায়মান ইব্ন মূসা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত ঃ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ হযরত নবী করীম (সা) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তখন আবূ জাহল বলে, এটা তো আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে সরল সোজা পথে চলব। তখন তার জাবাবে আল্লাহ্ পাকের এই কালাম অবতীর্ণ হয় যে, وَمَا تَشَاؤُنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের চাওয়ার কোনই মূল্য নাই, যদি আল্লাহ পাক না চান।

ইব্ন বাশার......সুলায়মান ইব্ন মূসা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহ্র বাণী ঃ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ অবতীর্ণ হয়, তখন আবূ জাহল বলে যে, সত্য গ্রহণ করা এবং না করা, এতো সম্পূর্ণ আমেদের ইচ্ছা ও মরযীর ব্যাপার। আমরা ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করব, অন্যথায় বর্জন করব। এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ পাকের এই কালাম অবতীর্ণ হয় যে, وَمَا تَشَاؤُنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

ইব্নুল বারকী......সুলায়মান ইব্ন মূসা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহ্র বাণী ঃ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ অবতীর্ণ হয়, তখন কাফির সর্দার আবূ জাহল বলতে থাকে যে, সত্য গ্রহণ ও বর্জন তো আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। যদি আমরা চাই তবে তা গ্রহণ করব এবং যদি না চাই তবে বর্জন করব। এর জবাব স্বরূপ সাথে সাথেই আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে পরবর্তী এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, وَمَا تَشَاؤُنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া না চাওয়ার কোনই মূল্য নাই, বস্তুত আল্লাহ পাক যেটা চান, সেটাই সংঘটিত হয়ে থাকে।

সূরা اِذَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১৯, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ (٢) وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ (٣) وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

(٤) وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ (٥) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۞

১. আকাশ যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, ২. নক্ষত্রমণ্ডলী যখন বিক্ষিপ্ত হবে, ৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে, ৪. আর কবরসমূহ যখন খুলে দেওয়া হবে। ৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।

তাফসীর

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই সূরার প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের বিভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন, যথা আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে যাবে, নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে খসে খসে পড়তে থাকবে, আর সমুদ্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে এমনভাবে স্ফীত ও উদ্বেলিত হবে যে, তা তটভূমিকে প্লাবিত করে ফেলবে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ এর অর্থ হলো যখন সাগরসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে স্ফীত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ এর অর্থ যখন লবণাক্ত ও লবণবিহীন সমুদ্রসমূহ মিলিত হয়ে উদ্বেলিত হবে।

ইব্ন আবদুল আলা.......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ এর অর্থ হলো ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলদেশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং এর পানি মাটির গভীর তলায় চলে যাবে। অবশ্য কাল্বি বলেন ঃ এর অর্থ হলো সমুদ্র পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে স্ফীত হয়ে প্রবল আকার ধারণ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ অর্থাৎ 'কবরসমূহ উন্মোচিত হবে।' এখানে ইস্রাফীল (আ)-এর দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—যখন কবরসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং মুর্দাগণ স্ব-স্ব কবর হতে বের হয়ে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ পেশ করার জন্য সমবেত হতে থাকবে। বর্ণিত

হয়েছে যে, এখানে بُعْثِرَتْ শব্দটিকে بُعْثِرَةْ বা بُحْثِرَةْ দু'ভাবেই পড়ার নিয়ম রয়েছে। এটাই এ আয়াতের তাফসীর।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ এর অর্থ হলো যখন কবরসমূহ খুলে দেওয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে'। এখানে আল্লাহ পাক বলেন, মানুষ তার পার্থিব জীবনে যে সব ভাল কাজ করে প্রেরণ করেছে, কিয়ামতের দিন সে তার সেই ভাল আমলের পূর্ণ ফল ভোগ করবে। একে বলা হয়েছে قَدَّمَتْ এবং اَخَّرَتْ শব্দের অর্থ হলো তার ঐ সমস্ত নেক আমল, যা তার মৃত্যুর পরেও সুন্নত হিসেবে প্রচলিত থাকে। অবশ্য এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......আল্-কার্‌তাজী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এর অর্থ হলো قَدَّمَتْ তার মৃত্যু পূর্ব আমলসমূহ এবং اَخَّرَتْ হলো এমন কাজ যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরও প্রচলিত থাকে।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, قَدَّمَتْ শব্দের অর্থ হলো ব্যক্তি জীবনের ঐ সমস্ত ফরয আমল, যা সে আমল করেছে এবং اَخَّرَتْ শব্দের অর্থ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ সমস্ত ফরয কাজ, যা সে পরিত্যাগ করেছে।

আবূ কুরাইব্......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এই আয়াতে قَدَّمَتْ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক তার প্রতি যে বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা; এবং اَخَّرَتْ শব্দের অর্থ হলো ঐ সমস্ত কাজ, যা ব্যক্তি নিজের জন্য অবশ্য করণীয় হিসেবে নির্ধারিত করে নিয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এর অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মসমূহ, যা সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য করেছে, সে সম্পর্কে সে অবগত হবে এবং যার প্রতি সে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও আমল করে নাই, তাও সে দেখবে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এর অর্থ হলো তার ঐ সমস্ত ভাল কাজ, যা সে আগে করেছে এবং আল্লাহ্ পাকের ঐ সমস্ত হক বা নির্দেশ, যা সে প্রতিপালিত করে নাই।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এর অর্থ হলো তার ঐ সমস্ত আমল, যা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন করেছে, مَا قَدَّمَتْ ; আর যেখানে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে তা হলো اَخَّرَتْ-এর অর্থ।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এর অর্থ হলো مَاقَدَّمَتْ তার ঐ সমস্ত আমল যা সে সম্পন্ন করেছে এবং مَا اَخَّرَتْ তার ঐ সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যা সে পরিত্যাগ করেছে। অথবা مَا قَدَّمَتْ তার ঐ সমস্ত নেক আমল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে তা বাস্তবায়িত করে নাই। অথবা مَا اَخَّرَتْ হলো যা মানুষ তার জীবনে ভাল বা মন্দকাজ করেছে এবং সেইসব কাজের যে ফলাফল ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানব সমাজে তার অন্তর্ধানের পর প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হয়েছে, তা وَاَخَّرَتْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

ইয়া'কূব......ইব্‌রাহীম আত্–তাইমী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এই আয়াতে মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ আমল করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে, তা مَّا قَدَّمَتْ -এর মধ্যে গণ্য। আর যে সব কাজ করা হতে সে বিরত ছিল, তা وَاَخَّرَتْ -এর মধ্যে শামিল।

(٦) يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝ (٧) ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝
(٨) فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করে রেখেছে? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম বানিয়েছেন ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। ৮. অনন্তর তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ঐ সকল লোককে উদ্দেশ্য করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যারা দয়াবান পরোয়ারদিগারের অসীম দয়া ও অনুগ্রহ পেয়েও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে। এরা হলো আল্লাহদ্রোহী কাফির।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ এর অর্থ হলো যারা তোমাদেরকে সেই মহান প্রতিপালক হতে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, তারা হলো তোমাদের চরম ও পরম শত্রু শয়তান।

অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ অর্থাৎ 'যিনি তোমাকে সুঠাম দেহের অধিকারী ও সুসামঞ্জস্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন।' এখানে বনী আদমকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা এই ফরমান জারী করেছেন যাতে তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং কুফরী যিন্দেগী পরিহার করে।

অতঃপর ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের فَعَدَلَكَ শব্দের ক্বিরআতে (পঠন পদ্ধতিতে) মতবিরোধ করেছেন। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও বসরার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এটাই যে, فَعَدَّلَكَ শব্দের د (দাল) অক্ষরটি তাশ্দীদ্যুক্ত হবে। অপরপক্ষে কূফার অধিকাংশ ক্বারীর মতে উপরোক্ত শব্দটির د (দাল) অক্ষরটি তাশ্দীদ্বিহীন হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ উপরোক্ত দুইটি ক্বিরআতই 'আহলে যবান' বা আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ও বিশুদ্ধ হিসেবে খ্যাত। অতএব যে কোন ক্বিরআতেই এই আয়াতটি পড়া সংগত।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ -এর অর্থ হলো, তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত তোমার মাতাপিতা অথবা চাচা ও মামার অনুরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

আবূ কুরাইব...... ইসমাঈল হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ -এর অর্থ, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে কুকুর বা গাধার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ইব্ন হুমায়দ...... ইসমাঈল হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ এর অর্থ হলো তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে শূকর বা গাধার আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ইয়াকূব......ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ -এর তাৎপর্য হলো তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে বানর অথবা শূকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।

মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আল-কাজ্জাজ...... মূসা ইব্ন আবূ রিবাহ্ আল-খামীর স্বীয় পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে প্রশ্ন করেন যে, তোমার সন্তানাদি আছে কি? জবাবে সে বলে যে, হে আল্লাহ্র

নবী! আমার এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই, তবে আশা করছি যে, অতি সত্তর হয়ত একটি ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন সে আকৃতি প্রকৃতিতে কার মত হবে? জবাবে সে ব্যক্তি বলে যে, হয়ত তার পিতার মত নয়ত তার মাতার অনুরূপ। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) বলেন, ছেড়ে দাও, এরূপ বলিও না। কেননা আল্লাহ্ পাক যখন কোন বীর্যকে কোন মাতৃগর্ভে স্থিতিশীল করেন, তখন তার বংশক্রমকে হযরত আদম (আ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি কি কুরআন মজীদের এই আয়াত তিলাওয়াত কর নাই ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত যে কোন আকৃতি-প্রকৃতিতে গঠন করতে পারেন এবং তিনি তা করেও থাকেন।

(৯) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ○ (১০) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ○ (১১) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ○ (১২) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○ (১৩) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ○

৯. কখনো নয়, বরং (আসল কথা হলো) তোমরা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছ। ১০. অথচ অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে ১১. যারা সম্মানিত লেখক। ১২. তারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানে। ১৩. নিশ্চয়ই নেক্কার লোকেরা সুখ-শান্তিতে থাকবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের দাবির অসারত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, হে কাফিররা! তোমরা দাবি করছ যে, স্রষ্টা মিথ্যা, পরকালের শাস্তি ও শান্তি সবই অবাস্তব। অতএব কিয়ামত, বেহেশ্ত-দোযখ, হিসাব-নিকাশ সবই মিথ্যা। সাবধান! এইরূপ কখনো নয়। এটাই كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ এর ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে, বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ -এর অর্থ হলো بِالْحِسَابِ অর্থাৎ তার পরকালের হিসাব-নিকাশকে মিথ্যা মনে করত।

হারিস ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ এর অর্থ হলো تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ বা হিসাব-নিকাশের দিনকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ এর অর্থ হলো ঐ কঠিন দিন যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁর বান্দাদের আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ 'অবশ্যই তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত আছে।' এখানে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের শানে বলেন, তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির কর্মফল রেকর্ড করার জন্য ন্যায়বাদী পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে। যারা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তোমাদের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ভালমন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখেছে। তোমাদের কোন কাজই তাদের অগোচরে থাকে না যত গোপনেই তোমরা তা সম্পন্ন কর না কেন। অতঃপর كِرَامًا كَاتِبِيْنَ এর অর্থ যারা তোমাদের এই রিপোর্ট সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা আল্লাহ্ পাকের নিকট খুবই সম্মানিত আর তোমাদের আমলনামা তারাই লিপিবদ্ধকারী। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

ইয়াকূব......আইউব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ -এর অর্থ হলো তোমরা যা বল এবং কর, তা সবই তারা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ -এর অর্থ হলো 'তারা তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল' অর্থাৎ তোমরা যে কাজই কর না কেন, তা তাদের অগোচরে থাকে না। চাই তোমরা অন্ধকারে, নিঃসঙ্গ একাকীত্বে, নির্জন অরণ্যে কিংবা এমন স্থানে, যেখানে কেউই দেখতে পারবে না বলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে কোন পাপের কাজ করলে তাও তাদের অজানা থাকে না। তারা অত্যন্ত আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে এই রেকর্ড তৈরি ও লিপিবদ্ধ করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই নেক্কার লোকেরা আরাম-আয়েশে থাকবে'। এখানে ঐ সমস্ত লোকের কথা বলা হয়েছে যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ পাকের ফরয বিধি-বিধানসমূহ অত্যন্ত যত্নের সাথে আদায় করেছে এবং অবৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মতৎপরতা হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেকে দূরে রেখেছে। এরাই সেদিন জান্নাতের চির শান্তিময় স্থানে আরাম-আয়েশের মধ্যে কালাতিপাত করবে।

(١٤) وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۚ (١٥) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○ (١٦) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○ (١٧) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ (١٨) ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ (١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ

১৪. নিশ্চয়ই পাপী লোকেরা জাহান্নামে থাকবে। ১৫. শেষ বিচারের দিন তারা এতে প্রবেশ করবে ১৬. এবং সেখান থেকে কখনই অন্তর্হিত হতে পারবে না। ১৭. আর তুমি কি জান সেই প্রতিফল দিবস কি রকমের? ১৮. আবার (জিজ্ঞেস করি) তুমি কি জান সেই প্রতিফল দিবস কি রকমের ? ১৯. এটা সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সামর্থ্য কারো হবে না, বরং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, যারা আল্লাহদ্রোহী পাপী, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্র বাণী يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ অর্থাৎ তারা শেষ বিচারের দিন এতে প্রবেশ করবে। এখানে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ঐ সমস্ত কাফির-মুশ্রিকদের কথা বলেছেন, যারা তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ الدِّيْنِ -এর অর্থ হলো ক্বিয়ামতের দিন। যেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে বারবার ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ অর্থাৎ 'তারা সেখান থেকে কখনই অন্তর্হিত হতে পরবে না', বরং আল্লাহ্র দুশমন, কাফির সেখান হতে মুহূর্তের জন্যও বের হতে পারবে না। এটা হবে তাদের বদ আমলের প্রতিফল, যেরূপ নেক্কার বান্দারা জান্নাতের চরম শান্তিময় স্থানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ 'তুমি কি জান, সেই বিচারের দিনটি কি'? এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল (সা) -কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সা) ! তুমি কি জান সেই শেষ

বিচারের দিনটির স্বরূপ কি? যেদিন প্রতিটি মানুষের জীবনের ছোট বড় সব রকমের কর্মফলের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে। কিয়ামতের দিনের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা প্রকাশের জন্য এভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ। এই আয়াত দ্বারা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব প্রকাশই মূখ্য উদ্দেশ্য এবং সেদিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক বান্দাকে তার কর্মফলের ভিত্তিতে প্রতিফল প্রদান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বাণী ঃ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ 'আবার (জিজ্ঞাসা করি) তুমি কি জান, সেই প্রতিফল দিবস কি ধরনের? এখানে কিয়ামতের দিবসের কাঠিন্য ও গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য পুনরায় এভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। যেরূপ পরবর্তী আয়াতের ঘোষণা ঃ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ 'এটা সেই দিন যেদিন কারো জন্য কিছু করার সামর্থ্য কারো থাকবে না'। এখানে কিয়ামতের দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহর বাদশাহী খতম করে দেবেন। নিজেই আহ্কামুল হাকিমীন অবস্থায় হিসাব-নিকাশ গ্রহণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সেদিন তাঁর সামনে কেউ কারো জন্য কোন সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না বরং সবাই নিজের কর্মফলের খাতিরে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী, অর্থাৎ হায় আমার কি হবে। হায় আমার কি হবে। এরূপভাবে বিলাপ করতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'সেদিন সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহই'। এখানে কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় দিনের বর্ণনা করা হয়েছে, যেদিন মানুষের সমস্ত নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে। সেদিন কেউই কারো সামান্যতম উপকার বা অপকার কোন কিছুই করার অধিকার রাখবে না। বরং সবাই স্ব-স্ব কৃতকর্মের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ -এর তাৎপর্য হলো, সেদিন নির্দেশ দেওয়ার একমাত্র মালিক বা অধিপতি হবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই, অন্য কেউ নয়।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পাকের কালাম ঃ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ -এর অর্থ কিয়ামতের দিনে নির্দেশ প্রদানকারী সত্তা হবেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-ই। তাঁর সম্মুখে কোন কিছু বলার ক্ষমতা সেদিন কারোই থাকবে না।

ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত ঃ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسًا এর يَوْمَ শব্দটির م অক্ষরটি কি হরকত বিশিষ্ট হবে, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। হিজায ও কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, م অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হবে, যথা يَوْمَ । কিন্তু বস্রার কোন কোন ক্বারীর অভিমত এই যে, উপরোক্ত অক্ষরটি পেশযুক্তি হবে। কেননা يَوْمُ শব্দটি يفعل -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। আর আহলে আরব যখন يوم শব্দটিকে يفعل–تفعل বা افعل এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে, তখন তা পেশবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন ঃ هذا يوم افعل كذا। অবশ্য يوم কে যখন فعل ماضى -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তখন সেখানে যবর হয়ে থাকে। যথা কবিতা ঃ

على حين عاتبت المشيب على الصبى – وقلت الما يصح والشيب وازع

অর্থাৎ 'যখন বৃদ্ধ তার বাল্যকালের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ ও আফসোস করছিল, তখন আমি তাকে বললাম, কি কারণে চিৎকার করছ? আসলে বৃদ্ধাবস্থা তো তোমার পরবর্তী জীবনের জন্য সাবধান বা সতর্ককারী স্বরূপ।'

সূরা আল-ইন্ফিতারের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৩৬, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ (٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ (٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ (٤) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ (٥) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ (٦) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ

১. মাপে কমদাতাদের জন্য ধ্বংস। ২. তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের নিকট হতে গ্রহণের সময় তারা পুরামাত্রায় গ্রহণ করে, ৩. কিন্তু তাদেরকে যখন মেপে কিংবা ওযন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। ৪. ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক ভয়াবহ দিনে পুনরুত্থিত হবে। ৫-৬. যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম, যারা কায়-কারবারের সময় পরিমাপে কম দিয়ে থাকে। লোকদের নিকট হতে গ্রহণের সময় পুরামাত্রায় গ্রহণ করে, কিন্তু দেওয়ার সময় কম করে দেয়। طفيف শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট নগণ্য জিনিস। مطففين হলো মূল শব্দ, যা تطفيف হতে নির্গত। পরিভাষায় تطفيف শব্দের অর্থ হলো ওজনে বা পরিমাপে চুরি করে কম দেওয়া। এইভাবে যারা মানুষকে ঠকিয়ে থাকে, তারাই মুতফ্‌ফিফীন। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ সায়িব...... আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের একব্যক্তি আহবান করে বলেন, 'হে আবূ আবদুর রহমান! মদীনার লোকেরা পরিমাপে পূর্ণমাত্রায় দিত কি ? অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম এই সূরার প্রথম হতে يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন সেখানকার লোকদের মধ্যে ওজন বা পরিমাপে কম দেওয়ার প্রবণতা যথেষ্ট ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করেন। এর পর লোকেরা ঠিক ঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে শুরু করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যারা ওজন ও পরিমাপে কম দিয়ে লোকদেরকে ঠকায়, তারা সবাই জাহান্নামী। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ অর্থাৎ যারা মাপে কম দেয়, তাদের পরিণাম খুবই মন্দ।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ অর্থাৎ 'যারা লোকদের নিকট হতে গ্রহণের সময় পূরামাত্রায় গ্রহণ করে। তারা এমন সুন্দর হাত সাফাই দেখিয়ে লোকের নিকট হতে কোন মাল ওজন করে নেবার সময় বেশি নিয়ে থাকে, যা মালের মালিক আদৌ ধরতে সক্ষম হয় না। অপরপক্ষে আবার ঐ মাল যখন তারা অন্যের নিকট বিক্রি করে, তখন যেমন আল্লাহ্ পাকের কালামের ভাষায় ঃ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ যখন তারা অন্যের জন্য মাপে অথবা ওজন করে, তখন কম করে দেয়। এজন্য আহলে হিজাযের পরিভাষায় প্রচলিত দেখা যায় وزنتك حقك অর্থাৎ আমি তোমার হক বা প্রাপ্যকে ওজন করে দিয়েছি এবং وكلتك طعامك অর্থাৎ وزنت لك বা وكلت لك অর্থাৎ আমি তোমার প্রাপ্যকে মেপে দিয়েছি।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ - لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক ভয়াবহ দিনে পুনরুত্থিত হবে'। এখানে ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে তাদের কঠোর পরিণতির কথা স্মরণ করান হয়েছে, যারা ওজনে বা পরিমাপে কমবেশি করে থাকে। কিয়ামতের দিন তারা তাদের কবর হতে যখন পুনরুত্থিত হবে, তখন তারা স্বচক্ষেই এর পরিণতি ও প্রতিফল উপলব্ধি করতে পারবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে। এখানে يَوْمَ يَقُوْمُ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী দিনটির ব্যাখ্যা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে; যাতে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনের প্রতি সরাসরি ইংগিত করা হয়েছে। সেদিন সকলে কবর হতে উত্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। এই দিন পাপী লোকেরা তাদের অন্যায় অপকর্মের প্রতিফল হিসেবে এমন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে যে, তাদের দেহ হতে ঘাম এত অধিক নির্গত হবে, যাতে তাদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার উপক্রম হবে। এমতাবস্থায় তারা তিনশত বৎসর মতান্তরে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করবে।

আলী ইব্ন সাঈদ আল্-কিন্দী...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা) يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর বখ্যায় বলেছেন যে, সে দিন লোকেরা তাদের পাপের পরিমাণ হিসেবে কেউ মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে।

ইব্ন ওয়াকী...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হলো সেদিন পাপীরা তাদের ঘামের মধ্যে তাদের অপকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

হামীদ ইব্ন মাস্আদাহ...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ সেদিন পাপী ব্যক্তি তাদের পাপের কারণে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

ইব্ন ওয়াকী...... হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে পাপীরা তাদের পাপের অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

ইব্ন ওয়াকী........ হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হলো যেদিন মানুষ কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ্র দরবারে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সাল্ফ আল্-আস্কালানী...... হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মানুষ

যখন হিসাব-নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন পাপের পরিমাণ হিসেবে কেউ কেউ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব...... হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হলো সেদিন মানুষ বিচারের জন্য আল্লাহ পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, সেদিন পাপের কারণে কেউ কেউ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হলো তারা সেদিন একশত বৎসর দণ্ডায়মান থাকবে।

তামীম ইব্ন মুন্তাসির...... হযরত ইব্ন উমর (রা) রাসূলে করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য যখন লোকেরা হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হবে, তখন পাপীদের পাপ অনুপাতে ঘামের মধ্যে অনেকেই হাবুডুবু খেতে থাকবে।

ইব্ন হুমায়দ....... হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন ওয়াকী...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হলো পাপীরা সেদিন তাদের পাপের কারণে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম সুলাইমী...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হযরত নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি বশীর ইব্ন গাফ্ফারীকে বলেন, তুমি সেদিন কি করবে যেদিন মানুষেরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দুনিয়ার হিসেবে তিনশত বৎসর যাবত হিসাব-নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান থাকবে এবং এ সময়ের মধ্যে কোনরূপ নির্দেশ হবে না। উত্তরে বশীর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এ সময় হতে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এতদশ্রবণে আল্লাহ্র নবী (সা) বলেন ঃ তুমি যখনই নিদ্রার জন্য বিছানায় গমন করবে, তখনই কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিন ও হিসাবের কঠোরতা হতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ইয়াহইয়া ইব্ন তাল্হা আল্-ইয়ারবুয়ী...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ্ (রা) হতে আল্লাহ্ পাকের এই বাণী يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সম্পর্কে উক্তি করেছেন যে, সেদিন মানুষ তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী করে একইভাবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকবে। এ সময় তাদের সাথে কেউই কোন কথা বলবে না। প্রত্যেক নেক্কার ও বদকারের দেহ হতে ঘর্মরাজী বিপুল পরিমাণে নির্গত হতে থাকবে। অতঃপর তাদের প্রতি এইরূপ একটি ধ্বনি আসবে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার আজকের এই ন্যায়বিচার কি সংগত নয়, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর সুন্দর আকৃতিতে সুবিন্যস্ত ও রিযকাদীর ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তোমরা তাঁকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে পরিত্যাগ করেছিলে? তদুত্তরে সবাই একবাক্যে বলবে, 'নিশ্চয়ই হ্যাঁ'। এই হাদীসটি বিস্তারিতভাবে অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ কুরাইব......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মানুষের বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে চল্লিশ বৎসর যাবত দণ্ডায়মান থাকবে। এই সময় তারা বিবসনা ও বিবস্ত্র অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হবে। ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে কিন্তু কেউই তাদের সাথে কোনরূপ কথাবার্তা বলবে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এর অর্থ হলো এই সময় লোকেরা কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য তিনশত বৎসর দন্ডায়মান থাকবে।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এই আয়াতের অর্থ হলো সেদিন আল্লাহ্র দরবারে হিসাব-নিকাশের জন্য মানুষের অপেক্ষার সময় হবে তিনশত বৎসর পর্যন্ত।

আলা ইব্ন যিয়াদ আল-আদাবী বর্ণনা করেছেন যে, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পরেছি, কিয়ামতের দিনটি মুমিন বান্দাদের জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত হবে এমন কি এর পরিমাণ হবে এক ওয়াক্ত ফরয নামাযের সমান।

মিহ্রান ......ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী (স) يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এই আয়াত সম্পর্কে এরূপ বলেছেন যে, সেদিন মানুষ পাপের পরিমাণে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

ইয়াকূব......হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এই আয়াতের অর্থ হলো সেদিন মানুষ হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে যে, ঘামের মধ্যে পাপীরা তাদের অপকর্মের পরিমাণ হিসেবে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান......হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা) এই আয়াত ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সম্পর্কে বলেছেন যে, সেদিন পাপীরা তাদের পাপের অনুরূপ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

(৭) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝ (৮) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝ (৯) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝
(১০) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (১১) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৭. কখনও নয়; নিশ্চয়ই পাপী ব্যক্তির আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে। ৮. আর তুমি কি জান তা কি? ৯. তা হলো লিপিবদ্ধ কর্ম বিবরণী। ১০. সেদিন মিথ্যাচারীদের জন্য অনিবার্য ধ্বংস রয়েছে। ১১. যারা বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ পাকের ইরশাদ, আল্লাহদ্রোহী মুশরিকরা কিয়ামতের দিন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে, তা আদৌ সত্য নয়। তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আল্লাহ্র দরবারে হিসাব পেশ সবই অবাস্তব। বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাদের আমলনামা সিজ্জীন নামক স্থানে সংরক্ষিত আছে। যার অবস্থান হলো সপ্তস্তর যমীনের নীচে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন প্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

ইব্ন বাশার......মুগীস ইব্ন সামি হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ হলো পাপী লোকদের আমলনামা সপ্তস্তর যমীনের নীচে সিজ্জীন নামক স্থানে থাকবে।

ইব্ন হুমায়দ......মুগীস ইব্ন সামি হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ -এর অর্থ হলো যমীনের সর্বশেষ স্তরে পাপীদের আমলনামা থাকবে। অর্থাৎ তা সপ্তস্তর যমীনের নীচে ভারী লোহার জিঞ্জির দ্বারা আবদ্ধ থাকবে।

ইউনুস......হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা যখন আমরা কা'বের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে রবী ইব্ন খায়সাম, খালিদ ইব্ন উরওরা ও অন্যান্য সাথীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। এই সময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কা'বের নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, সিজ্জীন কি আমাকে বলুন। জবাবে কা'ব বলেন, তা হলো সপ্তস্তর যমীনের সর্বশেষ স্তর, যেখানে কাফিরদের রূহ অবস্থান করবে।

বাশার......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, তা হলো সপ্তস্তর যমীনের সর্বশেষ স্তর, যেখানে কাফিরদের রূহ ও তাদের খারাপ আমলসমূহ অবস্থান করবে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে سجين শব্দের অর্থ 'সপ্তস্তর যমীনের শেষস্তর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ হলো পাপীদের আমলনামা এমন কিতাবে সংরক্ষিত হবে, যা সপ্তস্তর যমীনের নীচে থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম فِىْ سِجِّيْنٍ এই অর্থ হলো কাফির-মুশরিকদের আমলনামা সাত তবক যমীনের নীচে থাকবে। তা আর উপরে উঠতে পারবে না।

হারিস......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উমর ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, سِجِّيْنٍ শব্দের অর্থ হলো যমীনের সপ্তম স্তর।

হুসায়ন......যাহ্হাক বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী لَفِىْ سِجِّيْنٍ -এর অর্থ হলো যমীনের সর্বশেষ স্তর।

ইব্ন বাশার ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ যমীনের সর্বশেষ স্তর যা হলো সপ্তম স্তর।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ হলো যমীনের সর্বশেষ স্তর। অবশ্য কেউ কেউ বলেন سِجِّيْنٍ শব্দের অর্থ হলো দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশ।

ইব্ন হুমায়দ......শিমুর হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবারের নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ -এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রথমে পাপী ব্যক্তির রূহ আসমানের দিকে উত্থিত হতে থাকে। কিন্তু আসমান তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে যমীনের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যমীনও তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তা আস্তে আস্তে নিম্নের দিকে গমন করতে থাকে এবং অবশেষে যমীনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে অবস্থান করে। সেখানে তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয় যে, সে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবূ কুরাইব......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ হলো যমীনের সর্বশেষ স্তর, যে পর্যন্ত ইবলীসের গমন ক্ষমতা রয়েছে।

অবশ্য সিজ্জীন শব্দের অর্থ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, তা জাহান্নামের একটি খোলা গর্ত, যে সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর বাণী উল্লেখিত আছে।

ইসহাক ইব্ন ওহাব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সিজ্জীন হলো দোযখের একটি খোলা গর্ত।

অবশ্য কোন কোন আরবের সিজ্জীন সম্পর্কে অভিমত এই যে, তা একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড, যা সপ্তস্তর যমীনের নীচে সংরক্ষিত আছে এবং সেখানে দণ্ডযোগ্য লোকদের আমলনামা লিখিত হয়ে থাকে।

ইব্ন ওয়াকী......হযরত বারা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, سِجِّيْن হলো যমীনের সর্বশেষ স্তর।

আবূ কুরাইব,.....হযরত বারা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন পাপী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথমে ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। এই সময় অন্যান্য ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, এই খবীস রূহটি কোন্ ব্যক্তির? জবাবে ফেরেশতারা ঐ ব্যক্তির নাম ও দুনিয়ার পরিচয় পেশ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা যখন দুনিয়ার আসমানের নিকটবর্তী হয়ে সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তাদের জন্য আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। এই পর্যায়ে নবী করীম (সা) আল্লাহ পাকের এই বাণী তিলাওয়াত করেন ঃ

لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ

অর্থাৎ 'এদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যেমন উটের পক্ষে সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ অসম্ভব।' এই সময় আল্লাহ পাকের তরফ হতে এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, যমীনের সর্বশেষ স্তরে সংরক্ষিত সিজ্জীন নামক স্থানে এদের আমলনামা রাখা হোক।

নাযর ইব্ন আলী......হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ এর অর্থ হলো সপ্তস্তর যমীনের নীচে সংরক্ষিত একটি প্রস্তর খণ্ড, যার নীচে পাপীদের আমলনামা রাখা হয়।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী وَمَا اَدْرَاكَ مَاسِجِّيْنُ অর্থাৎ 'তুমি কি জান তা কি?' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি সিজ্জীন কি, তা কি অবগত আছ? অতঃপর আল্লাহ পাক স্বয়ং এর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তা হলো كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ কার্য বিবরণী। এখানে مَرْقُوْمٌ শব্দের অর্থ مَكْتُوْبٌ বা লিখিত। মুফাসসিরগণের নিকট এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ এর অর্থ হলো كِتَابٌ مَّكْتُوْبٌ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ কার্য বিবরণী ।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ এই আয়াতে مَّرْقُوْمٌ অর্থ হলো পাপীদের পাপের লিখিত কার্য বিবরণী।

ইউনুস........ ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ এর অর্থ হলো লিপিবদ্ধ কার্য বিবরণী।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ 'সেইদিন মিথ্যাচারীদের জন্য অনিবার্য ধ্বংস রয়েছে।' এখানে অবিশ্বাসী আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের শানে এরূপ বলা হয়েছে। যারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ও মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যই এই ধ্বংসের বারতা।

ইউনুস......যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ যারা বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এখানে কাফির-মুশরিকদের শানে এ বাক্য বলা হয়েছে। কেননা তারা কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে অবিশ্বাস করত।

অতঃপর তিনি কালাম পাকের আয়াত...... وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

(١٢) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ (١٣) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ (١٤) كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১২. আর একে মিথ্যা প্রতিপন্ন এমন লোকেরাই করে থাকে, যারা সীমালংঘনকারী, পাপী। ১৩. যখন তার নিকট আমার আয়াতগুলি তিলাওয়াত করা হয়, তখন বলে, এগুলো তো আগের কালের লোকদের কাহিনী। ১৪. কখনও এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তঃকরণসমূহে তাদের কর্মদোষে মরিচা জমে গেছে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ পাক সীমা লংঘনকারী মিথ্যাচারী পাপী হিসেবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন, যারা কিয়ামতের দিবসের হিসাব-নিকাশ ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লার বাণী وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ এখানে যারা কিয়ামতকে অস্বীকারকারী, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তারা পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী বৈ আর কিছুই নয়। এখানে اَثِيْمٍ শব্দের অর্থ হলো প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্যকারী। যখন তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিদর্শনাবলী তাঁর হাবীব ও রাসূল (সা) পেশ করেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুরে বলতে থাকে যে, এ তো পুরাকালের উপকথা।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ 'তাদের এই উক্তি আদৌ সত্য নয়, বরং তাদের এইরূপ বলার কারণ এই যে, অত্যধিক পাপের কারণে তাদের হৃদয়ে মরিচা জমে গেছে।' তাই সত্য ও হিদায়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের আর নাই। এটাই মুফাসসিরগণের অভিমত। এ ছাড়া নবী করীম (সা) হতেও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। যথা ঃ

আবূ কুরাইব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন বান্দা অন্যায় কাজ করে, তখন তার হৃদয়ের উপর একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে তৎক্ষণাৎ তা হতে তওবা করে, তবে দাগটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর বারবার যদি অন্যায় কাজ সংঘটিত হতেই থাকে, তখন পাপের কালিমা গোটা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর এটাই হলো মরিচা, যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।

মুহম্মদ ইব্ন বাশার......নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন মু'মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার স্বচ্ছ হৃদয়ে একটি কাল দাগ পড়ে, যদি সে সাথে সাথেই তওবা ও ইস্তিগফার করে, তবে ঐ পাপের কালিমা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যথায় তা বৃদ্ধি পেতে পেতে সমস্ত হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। এটাই হলো মরিচা, যে সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ কখনও এরূপ নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।

আলী ইব্ন সাহল......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বান্দা কোন অন্যায়-অপরাধ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে সাথে সাথে তওবা করে, তবে ঐ দাগ পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যথায় তা বৃদ্ধি পেতে পেতে সমস্ত হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। এই সম্পর্কেই আল্লাহ-তা'আলার এই ঘোষণা ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আবূ সালিহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন বান্দা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তঃকরণের উপর একটা কাল দাগ পড়ে। আর যখন সে ঐ গুনাহ হতে তওবা করে এবং মাগফিরাত কামনা করে, তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এটাই হলো সত্যিকারের মরিচা যে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ঘোষণা হলো ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আবূ সালেহ হতে ভিন্ন সনদেও এই ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

আলী ইব্‌ন সাহল রামলী......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো পুনঃ পুনঃ পাপকাজ করার ফলে হৃদয় পাপের কালিমায় সমাচ্ছন্ন হয়ে মৃতবৎ হওয়া।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো বার বার গুনাহের কারণে হৃদয় অন্ধ হয়ে মৃতবৎ হওয়া।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন তাল্‌হা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এই আয়াতের অর্থ হলো গুনাহের কারণে বান্দার হৃদয়ে কাল দাগ পড়তে পড়তে তা সমস্ত হৃদয়াকাশকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে।

ঈসা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন ঈসা......আ'মাশ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ আমাদেরকে হস্ত তালুর সাথে হৃদয়ের তুলনা পেশ করে দেখান এবং বলেন, যখন কোন বান্দা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার হৃদয় সংকুচিত হয়ে যায়। এই বলে তিনি হাতের একটি আঙ্গুল গুটিয়ে ফেলেন। এইরূপ বার বার গুনাহের তুলনা দিয়া তিনি হাতের সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে ফেলেন এবং বলেন, পাপের কারণে ঠিক এভাবেই হৃদয় কালিমাচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

আবূ কুরাইব্......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ক্বলব বা হৃদয় হাতের তালুর অনুরূপ। অতঃপর তিনি এক-একটি পাপকাজের সাথে তুলনা দেখিয়ে এক-একটি আঙ্গুল বন্ধ করতে থাকেন। এভাবে তিনি সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ করে বলেন, এটাই হৃদয়ে মরিচা ধরার উদাহরণ।

আবূ কুরাইব্ একই সনদে আর একবার মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হৃদয় হাতের তালুর অনুরূপ। মানুষ যখনই কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখনই তার হৃদয়ও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই বলে তিনি নিজের একটি আঙ্গুল বন্ধ করেন। এভাবে তুলনা সহকারে তিনি সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ করেন এবং বলেন, এটাই হৃদয়ে মরিচা পড়ার তুলনা, যা উক্ত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হলো বার বার গুনাহের কারণে হৃদয় পাপের কালিমায় সমাচ্ছন্ন হওয়া।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হলো গুনাহের কারণে সমস্ত হৃদয় পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন ও আবৃত হয়ে যাওয়া।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো বার বার পাপের ফলে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হওয়া।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো তাদের কৃত অপকর্মই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরাবে।

ইব্‌ন হুমায়ন......আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো বান্দার অর্জিত পাপের কারণে তার হৃদয় সমাচ্ছন্ন হওয়া।

ইব্‌ন হুমায়দ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এই আয়াতের অর্থ হলো গুনাহের কারণে হৃদয় মৃতবৎ হয়ে পড়া।

মিহরান ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এই আয়াতে رَانَ শব্দের অর্থ হৃদয় সংকুচিত হওয়া। অতঃপর তিনি নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো একের পর এক বন্ধ করে দেখান, এভাবেই গুনাহের কারণে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো বান্দার কৃত বদ আমলসমূহ—যা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হওয়ার কারণে তার আত্মা মৃতবৎ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হলো বার বার গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। যার ফলে হৃদয় পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হলো তাদের হৃদয় পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন হওয়া, যার ফলে সেখানে পূণ্যের অবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থ হলো যখন মানুষ কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার স্বচ্ছ হৃদয়ে একটি কাল দাগ অঙ্কিত হয়ে যায়। এইভাবে পাপের আধিক্যের ফলে এক পর্যায়ে গোটা হৃদয়াকাশই পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেন, এই আয়াতের অনুরূপ আর একটি আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখ আছে। যথা ঃ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি অন্যায় করে এবং তার গুনাহ তাকে চতুর্দ্দিক হতে ঘিরে ফেলে, তারা হলো জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।'

(١٥) كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝ (١٦) ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝
(١٧) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

১৫. কখনও এরূপ নয়, নিঃসন্দেহ এই লোকগুলো সেদিন তাদের প্রভুর দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে। ১৬. অতঃপর এরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৭. তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এটা সেই দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ব্যক্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যারা শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যাপারটিকে অমূলক ও ভিত্তিহীন বলে মনে করে। এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে। অপরপক্ষে নেককার লোকেরা তাঁর দর্শন লাভের মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে।

কেউ কেউ مَحْجُوْبُوْنَ শব্দের অর্থের মধ্যে মতভেদ করেছেন। তাদের মতে اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ এর অর্থ হলো এ লোকগুলো সে দিন তাদের প্রভুর করুণা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হবে।

আলী ইব্‌ন সাহল......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ এর অর্থ হলো সেদিন আল্লাহ পাক তাদের দিকে না দৃষ্টিপাত করবেন, না তাদেরকে পবিত্র করবেন, বরং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

সাঈদ ইব্‌ন আমর......ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হতে যিনি এই আয়াত اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ সম্পর্কে বলতেন যে, এরা ঐ শ্রেণীভুক্ত, যারা অন্যের ধন-সম্পদকে অবৈধভাবে কুক্ষিগত করত। অবশ্য কারো কারো মতে এই আয়াতের অর্থ হলো কাফির-মুশ্‌রিকরা সেদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের প্রভুর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দর্শনলাভের যে মর্যাদা নেককার লোকদের ভাগ্যে জুটবে, তা হতে এই পাপীরা মাহরূম বা বঞ্চিত থাকবে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ অর্থাৎ 'এরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' কেননা এটাই হবে তাদের কর্মফলের সঠিক প্রতিদান। এ সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে বলবেন, যেমন তাঁর ভাষায় هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ 'এটাই সে দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে।' কিয়ামতের কঠিন আযাবে যখন আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিকরা গেরেফতার হবে, তখন দুনিয়াতে তারা এই সংবাদকে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করে যে পরিত্যাগ করেছিল, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরূপ বলবেন যে, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, আজ তার মজা বা প্রতিফল তোমরা ভোগ করতে থাক।

(১৮) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۝ (১৯) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝ (২০) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ (২১) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ (২২) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

১৮. কখনও এরূপ নয়, নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিদের আমলনামা ইল্লিঈনে থাকবে। ১৯. আর তুমি কি জান, ইল্লিঈনে রক্ষিত আমলনামা কি ? ২০. তা লিপিবদ্ধ কার্য বিবরণী। ২১. যা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ২২. নিশ্চয়ই নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে।

তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা এখানে كَلاَّ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, কাফির-মুশ্‌রিকরা যে ধারণা করেছে, কোনরূপ বিচার-আচার বা শাস্তি-পুরস্কার হবে না, তা আদৌ সত্য নয়; বরং বদকার লোকদের ন্যায় নেককার লোকদের আমলনামাও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আর পূণ্যবান ব্যক্তি তারাই, যারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত ফরয কাজগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করে এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ হতে বিরত থাকে।

ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে আব্‌রার কারা, এই প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, নেককার ব্যক্তি তারাই, যারা কারো মনোকষ্টের কারণ হয় না।

ইসহাক ইব্‌ন যায়দ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْاَبْرَار। ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা কারো মনে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না, এরাই ইল্লিনের অধিবাসী হবে। মুফাসসিরগণের মধ্যে ইল্লিনের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, তা হলো সপ্তম আসমান।

ইউনুস......হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত কা'ব (রা)-কে যখন ইল্লিন কি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। উত্তরে হযরত কা'ব বলেন, তা হলো সপ্তম আসমান, যেখানে মু'মিন ব্যক্তিদের আত্মা অবস্থান করে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো সর্বোচ্চ আকাশ।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন......হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ-এর পিতা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী اِنَّ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ। এর অর্থ হলো সপ্তম আকাশে পূণ্যবান ব্যক্তিরা অবস্থান করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী عِلِّيُّوْنَ এর অর্থ হলো সপ্তম আসমান বা আকাশ।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো আল্লাহর নিকটবর্তী আকাশ। কেউ বলেন عِلِّيِّيْنَ হলো আরশের ডানদিকের স্থান বা পায়া।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো আরশের ডানদিকের স্থান বা পায়া।

আমর ইব্‌ন ইসমাঈল.......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এখানে ইল্লিন শব্দের অর্থ হলো পবিত্র আরশের ডানদিকের পায়া।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো, এটা সপ্তম আকাশের উপর অবস্থিত, আরশের ডানদিকের পায়ার নিকটবর্তী স্থান।

ইব্‌ন হুমায়দ.....আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব আল্-আহবার-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর বাণী اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন কোন মু'মিন বান্দার রূহ কব্‌য করা হয়, তখন ফেরেশ্‌তারা তা আসমানের দিকে নিয়ে যায়। এই সময় যে সমস্ত ফেরেশ্‌তার সাথে ঐ রূহের দেখা হয়, তারা সবাই তার জন্য সুসংবাদ প্রদান করতে থাকে। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ ক্রমাগত খোলা হতে থাকে। এমনকি সবশেষে তা আরশের নিকটবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তা অবস্থান করতে থাকে। যা তার জন্য কিয়ামতের কঠিন আযাব হতে নাজাতপ্রাপ্তির সূচনা স্বরূপ। আর এই সময় নিকটবর্তী ফেরেশতারাও তার জন্য সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যায়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন عِلِّيِّيْنَ শব্দের অর্থ হলো জান্নাত।

আবূ সালেহ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো জান্নাত।

অবশ্য কারো কারো মতে এটা হলো সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার নিকটবর্তী একটি স্থান।

কূফার জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন মু'মিন বান্দার রূহ কব্‌য করা হয়, তখন তা আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তা দ্বিতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই

সময় প্রথম আসমানের সম্মনিত ফেরেশ্‌তারা তার অনুগমন করেন। অতঃপর এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম আকাশ অতিক্রম করে সিদ্‌রাতুল মূন্‌তাহার নিকটবর্তী হয়। আজলাহ বলেন, আমি যাহহাককে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এটা যেহেতু আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার শেষ প্রান্ত, সেজন্য এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই সময় আল্লাহর তরফ হতে ঐ রূহের নিকট সিলমোহরকৃত একটি নিরাপত্তানামা প্রেরিত হয়। এটাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সত্যতাকে প্রমাণ করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

كَلاَّ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ. كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ.

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, ইল্লিন শব্দের অর্থ হলো আসমানে আল্লাহর নিকটতম স্থান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ। এর অর্থ হলো পূণ্যবান ব্যক্তিদের আমলনামা একটি গ্রন্থে সংরক্ষিত অবস্থায় আসমানে আল্লাহর নিকট থাকবে। এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইল্লীন শব্দটিকে দুইভাবে, যথা عِلِّيِّيْنَ এবং عِلِّيُّوْنَ -কে বহুবচন শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হলো কোন জিনিসের উপর কোন জিনিসের অবস্থান, উপরেরও উপর, অথবা ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর স্থান। এ জন্য বহুবচন শব্দে এখানে ياء এবং نون কে একত্র করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ এর অর্থ হলো উচ্চ হতে উচ্চতর আসমান বা উঁচু হতে উঁচুতর স্থান। অবশ্য এর উদ্দেশ্য হলো সপ্ততম আসমান বা সিদরাতুল মুনতাহা বা আরশের পায়া। তবে সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন আল্লাহ পাক এখানে পবিষ্কারভাবে বলেছেন যে, নেকব্যক্তিদের আমলনামা ইল্লীনে থাকবে, যার অবস্থান অধিকাংশের মতানুসারে সপ্ততম আকাশের উপর। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

অতঃপর আল্লাহ-জাল্লা-শানুহুর বাণী ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ অর্থাৎ তুমি কি জান ইল্লীন কি ? এখানে আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে এই রূপ উক্তি করেছেন এর উত্তর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর কালামেই দিয়েছেন। যথা ঃ كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ অর্থাৎ এটা হলো লিপিবদ্ধ কার্য বিবরণী। যাতে পূণ্যবান ব্যক্তিদের জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপত্তা ও জান্নাতের খোশ্‌-খবর সম্বলিত খবর থাকবে। যেমন এই সম্পর্কে কা'ব আল্‌-আহবার ও যাহহাক ইব্‌ন মুজাহিম হতে হাদীস আগেই বর্ণিত হয়েছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ। এর অর্থ হলো প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ও নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তামণ্ডলী নেক বান্দাদের আমলনামা দর্শন করতে থাকবে। যাতে ঐ বান্দার জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের খোশ্‌-খবর থাকবে। মুফাসসিরগণের মতে এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ। এর অর্থ হলো আসমানবাসী ঐ সমস্ত ফেরেশতা, যারা নেককার বান্দার আমলনামা দর্শন করতে থাকবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ। এর অর্থ হলো আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা তা দেখতে থাকবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ। এর অর্থ হলো প্রত্যেক আকাশের সম্মানিত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তারা তা দর্শন করবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ এর অর্থ হলো ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, অর্থাৎ ফেরেশতারা মু'মিনগণের আমলনামা দর্শন করতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ। নিশ্চয়ই নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে হবে। এখানে মুত্তাকী পরহেযগার আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের প্রতিফলের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা তাদের সৎকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তথা আল্লাহর হুকুম-আহ্‌কাম যথাযথ প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকার কারণে কিয়ামতের দিন এমন নিয়ামতের অধিকারী হবেন, যা কোনদিনই শেষ হবার নয়। আর এই নিয়ামতরাজী তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে।

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ (٢٤) تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۚ (٢٥) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۙ (٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۙ

২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। ২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাবে। ২৫. তাদেরকে মোহর করা ভাণ্ড হতে বিশুদ্ধ শরবত পান করানো হবে। ২৬. যার দ্বারা তা মোহর করা থাকবে, তা কস্তুরী। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায়, তারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেহেশ্‌তীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তারা জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত আসনে বসে বেহেশ্‌তের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যরাজী ও নিয়ামতসমূহ দর্শন করতে থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلَى الْاَرَائِك-এর অর্থ হলো মণিমুক্তা খচিত সুসজ্জিত আসনে বসে জান্নাতের নিয়ামতরাজী দর্শন করতে থাকবে।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الْاَرَائِك। শব্দের অর্থ হলো সুসজ্জিত ছাপর-খাট।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাবে। এখানে বেহেশ্‌তীদের কথা বলা হয়েছে। যারা তাদের কর্মফলের প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের অবর্ণনীয় নিয়ামতরাজী ভোগ ও দর্শনে আত্মহারা হবে। আর এর চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হতে থাকবে।

ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ পাকের বাণী تَعْرِفُ শব্দটির ক্বিরআতের মধ্যে মতভেদ করেছেন। আবূ জাফর ব্যতীত মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর মতে تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ এই আয়াতে تَعْرِفُ শব্দটির ت অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হবে, কেননা তা দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে نَضْرَةَ النَّعِيْمُ এর জন্য। এবং نَضْرَةَ শব্দটির نون অক্ষরটিও যবরবিশিষ্ট হয়েছে। অবশ্য ক্বারী আবূ জাফর تَعْرِفُ শব্দটিকে يُعْرِفُ পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সে কারণে তিনি يُعْرِفُ শব্দটির ي অক্ষরে পেশ এবং نضرة শব্দটির ن অক্ষরেও পেশ পড়ার পক্ষপাতী।

অবশ্য গ্রন্থকারের নিকট বিশুদ্ধ মত হলো, মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর মতেরই অনুরূপ এবং তা হলো تَعْرِفُ শব্দটির ت অক্ষরে এবং نضرة শব্দটির ن অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ অর্থাৎ তাদেরকে উত্তম-উৎকৃষ্ট মানের মুখবন্ধ বিশুদ্ধ শরবত পান করানো হবে। যে শরবত পানে তারা নেশাগ্রস্ত ও মাতাল হবে না। এটা আল্লাহ প্রদত্ত জান্নাতীদের জন্য অন্যতম নিয়ামত। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এর অর্থ হলো শরবত।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এর অর্থ হলো বিশুদ্ধ শরবত।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এর অর্থ হলো শরবত।

ইব্ন হুমায়দ.......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী الرحيق। শব্দের অর্থ الخمر। অর্থাৎ শরবত।

ইব্ন আবদুল আ'লা ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এর অর্থ হলো বিশুদ্ধ শরবত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ হলো শরবত।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এই আয়াতে الرَّحِيْقِ مَّخْتُوْمٍ। এর অর্থ হলো বিশুদ্ধ সুরা।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ এর অর্থ হলো শরবত।

আবূ কুরাইব......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الرحيق। শব্দের অর্থ হলো শরবত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থাৎ 'যার দ্বারা তা মোহর করা থাকবে, তা কস্তুরী।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ হলো ঐ বিশুদ্ধ শরবতের সাথে মিশ্‌ক-এর সৌরভ মিশ্রিত থাকবে।

ইব্ন হুমায়দ......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এই আয়াতে ختام শব্দের অর্থ মোহর বা সিল করা নয় ,বরং মিলিত বা মিশ্রিত করা।

ইব্ন বাশার......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো, যে সব পাত্রে সেই শরবত রক্ষিত হবে, তার মুখ মাটি বা মোমদ্বারা বন্ধ করার পরিবর্তে মিশ্‌ক-এর মুখবন্ধ লাগিয়ে দেওয়া হবে।

মুহম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-মুহারিবী ......আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হলো خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো خلط مسك অর্থাৎ মিশ্‌ক মিশ্রিত।

আবূ কুরাইব......আবদুল্লাহ ইব্ন মাখতূম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো যার দ্বারা সেটি মোহর করা থাকবে, তা কস্তুরী।

ওয়াকী......আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো এর স্বাদ ও সুগন্ধি হবে মিশ্‌কের মত।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাতের শরবতের বোতলগুলোর মুখবন্ধ থাকবে মিশ্‌ক-এর দ্বারা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ رحيق مختوم ختامه مسك -এর অর্থ হলো তাদেরকে মোহর করা পাত্র হতে বিশুদ্ধ শরবত পান করানো হবে এবং যার দ্বারা তা মোহর করা থাকবে তা কস্তুরী।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক বেহেশ্‌তীদেরকে শরাব পানে আপ্যায়িত করবেন, যার সাথে মিশ্‌ক মিশ্রিত থাকবে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো বেহেশ্‌তী শরবত কাফুর বা কর্পূর মিশ্রিত হবে এবং এর মুখবন্ধ হবে মিশ্‌কের।

ইব্‌ন আবদুল আলা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো বেহেশ্‌তী শরবত পরিশেষে মিশ্‌ক মিশ্রিত হবে।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পাক জান্নাতীগণকে এমন শরবত দ্বারা আপ্যায়িত করবেন, যাতে মিশ্‌ক-এর ঘ্রাণ মিশ্রিত থাকবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... ইব্‌রাহীম ও হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এই আয়াতের অর্থ হলো যার দ্বারা এর মুখবন্ধ থাকবে, তাহলো মিশক বা কস্তুরী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবূ দার্‌দা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো বেহেশ্‌তী শরবত হবে রৌপ্যের মত উজ্জ্বল শাদা ধব্‌ধবে রংয়ের। যদি দুনিয়ার কোন মানুষ সেই শরবতের মধ্যে একটি আংগুল ঢুকিয়ে বের করে নেয়, তবে তার সমস্ত শরীর সুঘ্রাণে ভরে যাবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো মিশ্‌ক মিশ্রিত মাটি দ্বারা বেহেশ্‌তী শরবতের মুখবন্ধ থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হলো যে মাটি দ্বারা এর মোহর করা থাকবে, তা মিশ্‌ক।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এই আয়াতের অর্থ এই যে, যে মাটি দ্বারা বেহেশ্‌তী শরবতের বোতলগুলি সিল করা হবে, তা সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌ক স্বরূপ হবে।

অবশ্য গ্রন্থকারের মতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, পরকালে জান্নাতীরা যে শরবত পান করবে, তার সুগন্ধি হবে মিশ্‌ক-এর ন্যায়।

ক্বারী সাহেবগণ خِتَامُهُ مِسْكٌ এই আয়াতাংশের خِتَامُهُ শব্দটির পঠনের মধ্যে মতভেদ করেছেন। ক্বারী কিসাঈ ব্যতীত মিসরের অধিকাংশ ক্বারী সাহেবের অভিমত এই যে, শব্দটি خِتَامُهُ হবে। কিসাঈর মতে তা হবে خَاتَمُهُ مِسْكٌ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে মিসরের ক্বারীদের পঠন পদ্ধতিই উত্তম এবং তা হলো خِتَامُهُ مِسْكٌ, কেননা অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এইরূপ পঠনের পক্ষে। ختام এবং خاتم এই শব্দ দুইটির বাহ্যিক উচ্চারণে পার্থক্য থাকলেও শব্দ দুইটির অর্থ প্রায় কাছাকাছি। যদিও خاتم শব্দটি হলো اسم বা বিশেষ্য এবং خِتَامٌ শব্দটি مصدر।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ অর্থাৎ যারা অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায়, তারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতার জয়ী হতে চেষ্টা করে। এখানে আল্লাহ তাঁর নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য বান্দাদেরকে প্রতিযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর নেককার পরহেযগার বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত এমন উপাদেয় শরবত

ও অন্যান্য নিয়ামতরাজীর ব্যবস্থা রেখেছেন যার কোন উপমা এই পার্থিব জগতে নাই। অতএব এমন জিনিস প্রাপ্তির জন্য সকলের প্রতিযোগিতায় আসা উচিত, যাতে অন্যের চাইতে বেশি নিয়ামতরাজীর মালিকানা লাভ করতে পারে।

(২৭) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ○ (২৮) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ○ (২৯) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ○

২৭. সেই শরবতে তাস্নীম মিশ্রিত হবে। ২৮. এটি একটি ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ পান করবে। ২৯. অপরাধী লোকেরা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন যে, জান্নাতীদের পেয় শরবতের সাথে তাসনীম মিশ্রিত হবে। আর 'তাসনীম' শব্দের অর্থ উচ্চতা। কোন ঝর্ণাকে 'তাসনীম' বলার তাৎপর্য এই যে, তাহা উচ্চস্থান হতে প্রবাহিত হয়ে নিম্নের দিকে আসে। অতএব এখানে এর অর্থ এই যে, ঐ শরবত এমন পানির সাথে মিশ্রিত হবে যা তাদের কক্ষ ও মনযিলের উপরের দিক হতে তাদের জন্য পেশ করা হবে। মুজাহিদ ও কালবীর অভিমত এইরূপ।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী تَسْنِيمٌ শব্দের অর্থ হলো উচ্চতা।

ইব্ন আবদুল আ'লা......কালবী হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্র বাণী تَسْنِيمٌ এমন শরবত যা জান্নাতীদের কক্ষ ও মনযিলের উপরের দিক হতে তাদের জন্য পেশ করা হবে। এটা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের জন্য খালেস শরবত। কোন কোন মুফাসসিরগণের মতে তাসনীম এমন একটি ঝর্ণাধারায় প্রবাহমান শরবত যা, উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের এবং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য খাস হবে।

আবূ কুরাইব...... আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী تَسْنِيمٌ শব্দের অর্থ তা একটি বেহেশতী ঝর্ণা, যার খালেস শরবত কেবলমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্ত জান্নাতীদের জন্য খাস হবে। তা সাধারণ জান্নাতবাসীদের পানের জন্য দেওয়া হবে না।

ইব্ন বাশার......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাসনীম মিশ্রিত শরবত কেবল ডানপন্থী আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত নেক বান্দাদের জন্য বরাদ্দকৃত হবে, সাধারণ মু'মিনদের তা প্রদান করা হবে না।

ইব্ন হুমায়দ...... মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ-এমন একটি ঝর্ণাধারায় প্রবাহমান শরবত, যা আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত হবে। সাধারণ জান্নাতীরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

মিহরান......মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ অর্থাৎ তা এমন একটি ঝর্ণা, যার শরবত কেবলমাত্র আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ পান করবেন এবং তারা হবেন ডানপন্থী জান্নাতী বান্দা।

তালহা ইব্ন ইয়াহইয়া......মালিক ইব্ন হারিস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এর অর্থ হলো তাসনীম নামের এই বিশেষ শরবত, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত জান্নাতীদের জন্য বরাদ্দকৃত হবে। সাধারণ জান্নাতীরা তা পান করতে পারবে না।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ অত্যন্ত বাস্তব কথা। সাধারণ শ্রেণীর বেহেশতী বান্দারা তাসনীম শরবতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

ইব্‌ন হুমায়দ......মালিক ইব্‌ন হারিস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণীর : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এই আয়াতে তাসনীম শব্দ দ্বারা বেহেশতের সেই বিশেষ প্রবাহমান শরবতের ঝর্ণাকে বুঝান হয়েছে যার শরবত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য নির্ধারিত হবে। সাধারণ জান্নাতীরা এর স্বাদও গ্রহণ করতে পারবে না।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ এই আয়াতে তাসনীম শরবতকে কেবলমাত্র আল্লাহ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য খাস করা হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর জান্নাতীরা এর স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে না।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ এর অর্থ হলো এমন একটি বেহেশতী ঝর্ণা যার সাথে শরবত মিশ্রিত হবে।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এর অর্থ হলো এটা এমন একটি গোপন শরবতের ঝর্ণা, যা আল্লাহ পাক বেহেশতীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এই আয়াতে তাসনীমকে এমন উত্তম শরবত বলা হয়েছে, যা কেবল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য আল্লাহ পাক বরাদ্দ করেছেন। সাধারণ বেহেশতীরা এর স্বাদ গ্রহণ হতে মাহরূম হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে,আল্লাহর বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এমন উৎকৃষ্টমানের শরবত, যা কেবল আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত নেকবান্দাদের জন্য বরাদ্দ হবে, সাধারণ জান্নাতীরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এর অর্থ হলো এমন শরবতের ঝর্ণা যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য খাস হবে। সাধারণ জান্নাতীরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

ইউনুস বলেন, তাসনীম হলো ঐ শরবতের ঝর্ণা যা আরশের নিম্ন হতে প্রবাহিত হয়েছে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী : مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ এখানে তাস্‌নীম হলো অতীব উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শরবত, যা বেহেশ্‌তীদের জন্য তাদের কক্ষ ও মনযিলের উপরের দিক হতে পেশ করা হবে এবং তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য খাস হবে। সাধারণ বেহেশতীরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

আহলে আরব عَيْنًا শব্দটির শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মতভেদ করেছেন। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদের নিকট উক্ত শব্দটির শেষ অক্ষর যবরবিশিষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, এর আগে يَسْقَوْنَ عَيْنًا উহ্য রয়েছে। অথবা তা প্রশংসা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে - যার ফলে عَيْنًا এই শব্দের শেষ অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হয়েছে। অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ عَيْنًا শব্দটি যবরবিশিষ্ট হওয়ার জন্য দুইটি কারণের উল্লেখ করেছেন। যথা :

এই تسنيم শব্দটির দ্বারা বিশেষ কোন ঝর্ণা অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর কালামে আছে اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ كِفَاتًا অর্থাৎ 'আমি কি যমীনকে একমাত্র তোমাদের বসবাসের জন্য সৃষ্টি করি নি ?' এখানে এই বিশেষ অর্থের কারণে كفاتا হয়েছে।

অপর কারণটি হলো এটা যে, কোন ঝর্ণার নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব عين শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্ট কোন বিশেষ ঝর্ণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং تسنيم শব্দটি معرفة বা নির্দিষ্ট কোন ঝর্ণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এটাই তার নিকট গ্রহণীয় যে, 'তাসনীম' নির্দিষ্ট ও 'আইনুন' শব্দটি অনির্দিষ্ট ঝরণাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ অপরাধী লোকেরা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এখানে ঐ সমস্ত কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করত এবং যাবতীয় অন্যায়-অপকর্মে তৎপর থাকত এবং তারা ঈমানদার লোকদের কাজ-কারবার ও আচরণের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কেননা তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত না। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ এই আয়াতের অর্থ এই যে, দুনিয়ায় অন্যায়-অপকর্মকারী পাপী লোকেরা ঈমানদার লোকদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের প্রতি ইংগিত করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। আসলে তারাই ছিল মিথ্যাবাদী ও দুষ্কৃতকারী।

(৩০) وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝ (৩১) وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝
(৩২) وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝ (৩৩) وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝

৩০. তাদের পাশ দিয়ে যখন তারা গমন করত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত। ৩১. আর নিজেদের ঘরে যখন স্বজনের নিকট ফিরে যেত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত। ৩২. এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, এরাই তো পথভ্রষ্ট। ৩৩. অথচ তাদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠান হয় নি।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিন মুসলমানদের প্রতি বেঈমান কাফিরদের বাস্তব আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কেননা পাপীরা মু'মিনদের ঈমান ও আচার-আচরণকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে মনে করত এবং সেজন্য দুনিয়াতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এমনকি যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন মুশ্‌রিকরা তাদের প্রতি কটাক্ষ করে ইশারা করত। আর এই আল্লাহদ্রোহী কাফিররা যখন নিজেদের আপনজনের নিকট ফিরে যেত, তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরত। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ এর অর্থ হলো, তারা মু'মিনদের কাজকর্ম ও আমল-আকীদা দর্শনে আশ্চর্য হয়ে ফিরে যেত।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَاِذَا نْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ এই আয়াতের অর্থ এই যে, যখন কাফির-মুশরিকরা কোন মু'মিন-মুসলমানের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক

শব্দ উচ্চারণ করত, তখন তারা বড়ই খুশি ও আনন্দিত হতো। কিন্তু এর প্রতিফল স্বরূপ তারা আলমে আখিরাতে কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

আহলে আরব فَاكِهِيْنَ ও فَكِهِيْنَ এই শব্দ দুইটির অর্থের মধ্যে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ فاكهين শব্দে অর্থ হলো ناعمين অর্থাৎ সুখ-সম্ভোগ বা হাসি-ঠাট্টা সহকারে ফেরা এবং فكهين শব্দে অর্থ হলো فرحين বা উৎফুল্ল চিত্তে ফিরে আসা।। এটা ঐ শব্দ দুইটির মত যথা ঃ طامع বা লোভী এবং طمع বা লোভ এবং باخل বা কৃপণ এবং بخل বা কৃপণতা ইত্যাদি।

'অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ অর্থাৎ যখন পাপীরা মুমিনদেরকে দেখে, তখন তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিয়ে বলে উঠে, নিশ্চয়ই এরাই তো পথভ্রষ্ট ও গুমরাহের দল। এদের কথার জবাবে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَمَا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ তাদেরকে তো ওদের অর্থাৎ মু'মিন মুসলমানগণের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করা হয় নি। এখানে মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহ্, রাসূল, হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব ইত্যাদির প্রতি ইয়াকীন রাখত এবং সে হিসেবে কাজও করত—যা কাফিরদের দৃষ্টিতে নেহায়েত বাজে ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতো। যদ্দরুন তারা মুসলমানদের প্রতি যদৃচ্ছা আচরণ করত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۙ (٣٥) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ (٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۙ

৩৪. কিন্তু আজ ঈমানদারগণ কাফিরদের প্রতি উপহাস করছে। ৩৫. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা অবলোকন করছে, ৩৬. কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেল তো ?

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন ঐ কাফিরদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, যারা দুনিয়াতে ঈমানদারগণের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কিয়ামতের হিসাবান্তে যখন কাফিরদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামে প্রেরণ করবেন এবং সেখানে তারা ভীষণ শাস্তিতে গেরেফতার হবে; তখন মু'মিনগণ জান্নাতে আনন্দ সহকারে উচ্চ আসনে বসে তা দেখতে পাবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে, এরা নিজেদের কাজের বেশ চমৎকার প্রতিফল লাভ করছে। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ.-এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ কাফিরদের দুরবস্থা দেখে উপহাস করতে থাকবে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে আনন্দ সহকারে উচ্চ আসনে বসে তা দেখতে থাকবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বেহেশতীগণ যাতে দোযখীদের অবস্থা দেখে সুখানুভব করতে পাবে, এ রকম কিছু খিড়কী জানালা বেহেশতে থাকবে। বেহেশতীগণ এই সমস্ত জানালাপথে দোযখবাসী কাফিরদের অবস্থা দেখে প্রতিশোধের হাসি হাসবে যে, সত্য সত্যই কাফিরেরা তাদের কৃতকর্মের সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ. এই আয়াত সম্পর্কে হযরত কা'ব বলেছেন বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে কিছু কিছু ছিদ্রের ব্যবস্থা থাকবে, যখন মু'মিনগণ তাদের দুনিয়ার শত্রু কাফিরদের শাস্তি অবলোকন করতে চাইবে, তখন ঐ ছিদ্রগুলি খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতীরা উচ্চ আসনে সমাসীন থেকে কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে দেখবে।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হযরত কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বেহেশতী ও দোযখীদের মাঝখানে এমন কিছু সংখ্যক ছিদ্র থাকবে, যার মধ্য দিয়ে জান্নাতীরা জাহান্নামীদের কঠিন শাস্তি অবলোকন করতে পারবে।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, বেহেশতের মধ্য দিয়ে বেহেশতীগণ জাহান্নামীদের কঠিন শাস্তি দেখতে পাবে এবং তখন তারা প্রতিশোধের হাসি হাসতে থাকবে এবং কাফিররা তাহাদের কর্মফলের সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে দেখে খুশি হবে।

ইব্ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ. এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বেহেশতের মধ্যে উচ্চ আসনে সমাসীন দেখবে। অপরপক্ষে জান্নাতীরা দোযখীদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে দেখবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে, তারা তাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেল তো ? এই আয়াতের মধ্যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ নিহিত রয়েছে। দুনিয়াতে কাফিররা মুসলমানদেরকে যে কষ্ট দিত এবং তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত; তার প্রতিশোধ হিসেবে আল্লাহ্ পাক আলমে আখিরাতে যখন কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করতে থাকবেন, তখন মু'মিনগণ জান্নাতে আনন্দ সহকারে উচ্চ আসনে বসে তা দেখতে পাবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে, ওরা নিজেদের কাজের বেশ চমৎকার প্রতিফল এখন লাভ করছে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ এই আয়াতের অর্থ হলো কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ এই আয়াতের মর্ম এই যে, কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনে এ কারণেই দগ্ধ করা হবে যে, তারা মু'মিন বান্দাদের ঈমান ও আচার-আচরণের প্রতি দুনিয়াতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

সূরা মুতাফ্ফিফীনের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ
সূরা ইন্‌শিকাক্

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ (٢) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ (٣) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝
(٤) وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ (٥) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ২. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার প্রকৃতিগত কর্তব্য। ৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে ৪. এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। ৫. আর এভাবেই সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে, যা তার জন্য প্রকৃতিগত কর্তব্য।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে, ফেটে চৌচির হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ 'এবং সে এভাবেই স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ প্রতিপালন করবে, যা তার প্রকৃতিগত এবং অবশ্য করণীয় ও বাঞ্ছনীয়।' এখানে وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا বলা হয়েছে, যার তরজমা হলো ঃ সে তার প্রভুর নির্দেশ শুনবে। কিন্তু আরবী ভাষার প্রচলনে দেখা যায় এ اذن। এর অর্থ সে হুকুম শুনল বা মান্য করল। শুধু এতটুকু নয়, বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, সে হুকুম শুনে একজন অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তা পালন করল এবং এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করল না। যেমন নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক তাঁর নির্দেশ স্বরূপ কুরআন মজীদকে তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করেন, যিনি এর যাবতীয় হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে প্রতিপালন করেন এবং এতে একটুকু অমান্য করেন নি। যেমন কবির ভাষায় ঃ

صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به + وان ذكرت بسئو عندهم أذنوا.

অর্থাৎ 'যখন তাদের নিকট কোন ভাল কথা বলা হতো, তখন মনে হতো তারা বধির, কিছুই শোনে না, কিন্তু যখন তাদের নিকট কোন খারাপ বলা হতো, তখন তা খুবই আগ্রহের সাথে শুনতে ও প্রতিপালন করত।' অতএব

اَذِنَتْ لِرَبِّهَا এর অর্থ সে তার প্রভুর নির্দেশ শুনবে বা প্রতিপালন করবে। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের তাফ্সীর।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-এর অর্থ হলো সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে।

আবূ কুরাইব্......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-এর অর্থ হলো সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে এবং প্রতিপালন করবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-এর অর্থ হলো سمعت অর্থাৎ সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে।

হারিস......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-এর অর্থ হলো ঃ সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে ও প্রতিপালন করবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-এর অর্থ اى سمعت واطاعت অর্থাৎ সে তার প্রভুর নির্দেশ শুনবে এবং প্রতিপালন করবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ এর অর্থ হলো سمعت واطاعت এটাই এ আয়াতের বিশেষ ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্ন্ সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ حقت-এর অর্থ হলো حققت لطاعة لربها অর্থাৎ সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করবে।

ইব্ন হুমায়দ......সাঈদ ইব্ন্ যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ حقت শব্দের অর্থ হলো وحق لها অর্থাৎ এটা তার প্রকৃতিগত দাবি যে, সে তার প্রভুর নির্দেশ প্রতিপালন করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ অর্থাৎ 'যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে।'

ইব্ন আবদুল আ'লা......আলী ইব্ন্ হুসায়ন সূত্রে হযরত নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে এক দস্তরখানের মত ছড়িয়ে বিছিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর এতে মানুষের জন্য কেবলমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে। অতঃপর আমাকেই সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে এবং এই সময় হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র ডানদিকে হবেন। আল্লাহ্র শপথ, ইতিপূর্বে তিনি তাঁকে অবলোকন করেন। অতঃপর আমি তাঁকে বলব, হে আমার রব! আপনি আমাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনি তাহাদের জন্য শাফাআত করুন। অতঃপর আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারাই ময়দানের চতুর্দিকে জমায়েত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন, ঐ স্থানের নাম মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত স্থান।

মুহাম্মদ ইব্ন্ আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مدت এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন যখন যমীন সম্প্রসারিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম ঃ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। এখানে মৃতদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে যমীন বাইরে ফেলে দেবে। অনুরূপভাবে মানুষের আমলের যত সাক্ষ্য-প্রমাণ এতে পাওয়া যাবে, তা সবই পুরাপুরিভাবে বহিষ্কৃত হবে। কোন জিনিসই এতে লুক্কায়িত কিংবা গোপন থাকবে না। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ এর অর্থ হলো যত মৃত মানুষ তার গর্ভে থাকবে, তাদের সকলকে তা বাইরে ফেলে দেবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ এর অর্থ হলো পৃথিবী তার গর্ভে মৃত মানুষসহ খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য যা কিছু বোঝাস্বরূপ ধারণ করে, সেদিন তার সব কিছুকে সে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ অর্থাৎ সে এইভাবেই স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ প্রতিপালন করবে, যা তার স্বভাবগত ধর্ম এবং অবশ্য করণীয় ও বাঞ্ছনীয়।

আহলে আরব আল্লাহর বাণী ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এই আয়াতের جواب সম্বন্ধে মতভেদ করেছেন এবং একইভাবে وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ এই আয়াতের جواب স্বরূপ কোন্ আয়াত এসেছে, সে সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদের অভিমত অনুযায়ী আল্লাহর বাণী ঃ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيْهِ এই আয়াত প্রথমে হবে এবং এর পর হবে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এই আয়াত। অবশ্য কালাম পাকে এই ব্যাপারে تقديم ও تاخير অর্থাৎ আগের আয়াত পরে এবং পরের আয়াত আগে আনয়ন করা হয়েছে। অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ ও মুফাসসিরের অভিমত এই যে, اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এই আয়াতের جواب স্বরূপ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ এই আয়াত এসেছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এর জবাব স্বরূপ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيْهِ এই আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে চেষ্টা করছ, অতএব তোমরা তাঁর সাথে গিয়ে অবশ্যই মিলিত হবে এবং তোমাদের আমলের পরিপ্রেক্ষিতে ভাল বা মন্দ প্রতিফলপ্রাপ্ত হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার নিকট বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এই আয়াতের জবাব محذوف বা গোপন রয়েছে যা এরূপ ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اى الانسان ما تقدم من خير او شر অর্থাৎ যখন কিয়ামতের সময় আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন লোকেরা তাদের ভাল বা মন্দ সমস্ত আমলই দেখতে পাবে। যা এই আয়াতে উক্ত হয়েছে যথা ঃ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيْهِ

(٦) يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ۝ (٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝

(٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ (٩) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝

৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট উপনীত হওয়া পর্যন্ত কর্ম সম্পাদনে চেষ্টিত থাক, পরে তুমি তাঁর সাথেই সাক্ষাত্ করবে। ৭. অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে। ৯. এবং সে তার আপনজনের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট উপনীত হওয়া পর্যন্ত সব সময় কর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত ও চেষ্টিত থাক। কেননা তোমার ভাল আমলই তোমাকে তাঁর নিকটবর্তী করবে এবং তোমার বদ আমলই তোমার ধ্বংস ও তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। আর অবশ্যই তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ এই আয়াতের অর্থ হলো প্রত্যেক মানুষ তার ভাল বা মন্দ যে আমলই হোক না কেন, অবশ্যই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ। এই আয়াতের অর্থ হলো হে বনী আদম! তোমাদের প্রচেষ্টা খুবই দুর্বল। অতএব তোমরা যতটুকু চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে সক্ষম, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুসরণেই হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তি ছাড়া কেউই কিছু করতে সক্ষম হয় না।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا এই আয়াতের অর্থ হলো তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে কৃচ্ছ্র সাধনা করে থাক।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا এই আয়াতের অর্থ হলো عَامِلٌ اِلٰى رَبِّكَ عَمَلاً অর্থাৎ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে আমল করে থাক।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ অর্থাৎ 'যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে', তার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। এমন হবে যে, আল্লাহ রাহমানুর রহীম তার আমলের প্রতি লক্ষ্য করে তার সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দেবেন এবং তার নেক আমলের দরুন অসীম নিয়ামত প্রদান করবেন। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য আল্লাহ্‌র নবী (সা) এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যে মন্তব্য পেশ করেছেন, তাও উদ্ধৃত করা হলো। যথা ঃ

ইব্‌ন ওয়াকী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপ বলতে শুনেছি, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার হিসাব নিকাশ সহজভাবে গ্রহণ করুন। হযরত আয়েশা বলেন এতদশ্রবণে আমি তাকে প্রশ্ন করি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সহজ হিসাব-নিকাশের অর্থ কি? জবাবে তিনি বলেন, যাদের গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তা মার্জনা করে দেবেন, তাদের হিসাব অত্যন্ত সহজ হবে। অপরপক্ষে যাদের হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইয়াকূব......হযরত আয়েশা (রা) হতে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন কোন নামাযের সময় এরূপ বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ ! আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করুন। অতঃপর তিনি গৃহে আসার পর জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সহজ হিসাব-নিকাশ এর অর্থ কি? জবাবে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তজ্জন্য পাকড়াও করবেন না; বরং মার্জনা করে দেবেন, এটাই সহজ হিসাব। হে আয়েশা! জেনে রাখ, সেদিন যে ব্যক্তির হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, সে ধ্বংস হবে।

নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তির হিসাব সহজভাবে গৃহীত হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে এবং যার হিসাব-নিকাশে কড়াকড়ি করা হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর তিনি আরো বলেন, সহজ হিসাব তাই যে, গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে মার্জনা করে দেবেন।

ইব্‌ন বাশার......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব-নিকাশে কঠোরতা ও কড়াকড়ি করা হবে, সে ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

এতদশ্রবণে আমি প্রশ্ন করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক কি ঘোষণা দেন নাই فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। অর্থাৎ তার হিসাব-নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে? জবাবে আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলেন, যাদের হিসাব সহজে হবে, তাদের আমলনামা নামমাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হবে এবং তাদের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করা হবে। অপরপক্ষে যাদের হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি করা হবে, তারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

ইব্‌ন ওয়াকী...... হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি করা হবে, সে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ পাক কি বলেন নাই فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। অর্থাৎ তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে? জবাবে নবী করীম (সা) বলেন, সহজ হিসাব যাদের হবে, তাদের আমলনামা নামমাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হবে এবং তাহাদের গুনাহসমূহ মার্জিত হবে। অপরপক্ষে যাদের হিসাব গ্রহণে বড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। এর অর্থ হলো, সহজভাবে হিসাব-নিকাশ ঐ ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হবে, যাদের পাপ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তা মার্জনা করে দেবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতগুলিও তিলাওয়াত করতে থাকেন। যথা ঃ وَيُخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ অর্থাৎ 'তারা হিসাবের বাড়াবাড়ি ও কঠোরতাকে ভয় করত।' অতঃপর أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ। অর্থাৎ 'তারা ঐ ব্যক্তি, যাদের উত্তম আমলগুলি আমার নিকট গৃহীত হয়েছে এবং তাদের অপরাধগুলিও মার্জনা করা হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী হবে'।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। এর অর্থ হলো গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তা মার্জনা করে দেবেন এবং এটাই সহজ হিসাব-নিকাশ। অপরপক্ষে যাদের হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইব্‌ন বাশার......হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তির হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি করা হবে, সে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এতদশ্রবণে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করেন, তবে আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। এর সার্থকতা কি? জবাবে তিনি বলেন, হে আয়েশা, যাদের নামমাত্র হিসাব হবে, তারাই এই দলভুক্ত। অপরপক্ষে যাদের হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে, তারা অবশ্যই শাস্তিভোগ করবে।

এখন যদি কেউ এরূপ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ পাক এরূপ ঘোষণা কেন দিলেন فَسَوْفَ يُحَاسَبُ অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আসলে محاسبه দুই ব্যক্তি ছাড়া হয় না। এর উত্তর এই যে, এটা আল্লাহর তরফ হতে বান্দার জন্য গুনাহের স্বীকৃতিস্বরূপ, যা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে, একেই আল্লাহ পাক محاسبه বা يحاسب শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

আমর ইব্‌ন আলী......হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে গ্রহণ করা হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তখন হযরত আয়েশা প্রশ্ন করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হলে আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ এই আয়াতের অর্থ কি ? যথা ঃ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا। জবাবে তিনি বলেন, যাদের হিসাব সহজে হবে, তা নামমাত্র হিসাব হবে এবং যাদের হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে, তারা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا অর্থাৎ 'সে তার আপনজনের দিকে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।' এরা হবে জান্নাতী, যাদের নামমাত্র হিসাব-নিকাশ হওয়ার কারণে অতি সহজেই তাদের হিসাব সম্পন্ন হবে এবং খুশিমনে তারা বেহেশতে গমন করবে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য কেউ কেউ নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন। যথা ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا এই আয়াতের অর্থ হলো যার হিসাব সহজে গ্রহণ করা হবে, সে ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে, যারা জান্নাতের অধিবাসী।

(١٠) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝ (١١) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝ (١٢) وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝ (١٣) اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝ (١٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝ (١٥) بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝

১০. আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক হতে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৩. এই ব্যক্তি তার পরিজনদের মধ্যে সানন্দে কালাতিপাত করেছিল। ১৪. সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনই আল্লাহ্র নিকট ফিরতে হবে না। ১৫. নিশ্চয়ই ফিরে যাবে, তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে তাঁর নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন না করে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমলনামা পিছন দিক হতে দেওয়া হবে। সম্ভবত তা এভাবে হবে যে, সে লোকটি তো ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তি হতে আগেই নিরাশ হবে। কেননা সে নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে তো পুরাপুরি অবহিত থাকবে। এজন্য প্রকাশ্যভাবে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ তার জন্য লজ্জার কারণ বিধায় সে নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এভাবেও সে নিজের সর্ব প্রকার কাজকর্মের লিখিত রিপোর্ট নিজ হাতে গ্রহণ করা হতে রক্ষা পাবে না। সে তা সামনে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করুক অথবা হাত পিছনের দিকে লুকিয়ে রাখুক, উভয় অবস্থায়ই তার হাতে তা অবশ্যই এসে পৌছবে। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য কেউ কেউ নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন। যথা ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন্ আমর........মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَمَّامَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তার হাত লুকিয়ে পিছন দিকে রাখবে, সে অবস্থায় সে তার আমলনামা প্রাপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا অর্থাৎ সে তার ধ্বংস বা মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং বিলাপ করে বলতে থাকবে হায়, হায়! আমার আজ কি দশা হলো। এইরূপ শাস্তি ও অপমানের চাইতে মৃত্যুই তো শ্রেয়। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য ثبور শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

হুসায়ন......যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণীঃ يدعوا ثبورا এর অর্থ يدعوا بالهلاك অর্থাৎ ধ্বংসকে আহ্বান করবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَيَصْلَىٰ سَعِيْرًا অর্থাৎ 'সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

ক্বারীগণ এই আয়াতের يصلى শব্দটির পঠনে মতভেদ করেছেন। মক্কা, মদীনা ও শামের অধিকাংশ ক্বারীর মতে يُصَلِّى শব্দটির ى অক্ষরটি পেশযুক্ত এবং لام অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহপাক এইরূপ আল্লাহদ্রোহীদের জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার মত দিবেন এবং তাদেরকে জ্বালানোর মত জ্বালাবেন। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا অর্থাৎ 'জাহান্নামীদের শরীরের চামড়া যখনই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তখনই আবার তাদের নতুন চামড়া সৃষ্টি হবে।' এটা অবশ্যই অধিক শাস্তির উদ্দেশ্যেই হতে থাকবে। অবশ্য মদীনার কোন কোন ক্বারী এবং বসরা ও কূফার অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, يَصْلَى শব্দটির ى অক্ষরটি যবরযুক্ত হবে এবং لام অক্ষরটি তাশদীদ ছাড়া হবে, অর্থাৎ তারা সেখানে পৌঁছাবে এবং প্রজ্জলিত হতে থাকবে জাহান্নামের আগুনে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اِنَّهُ كَانَ فِىْ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا অর্থাৎ 'সে ব্যক্তি তার পরিজনদের মধ্যে সানন্দে কালাতিপাত করেছিল।' সে এরূপ মনে করত যে, মনে যা চায় তা করতে আপত্তি কি? জবাবদিহী করার তো প্রশ্নই নাই। এভাবে সে প্রবৃত্তির পরামর্শে পরিচালিত হয়ে সদা-সর্বদা অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত থাকত এবং এতে সে আনন্দ অনুভব করত। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা। অধিক ব্যাখ্যা স্বরূপ কেউ কেউ এরূপ বলেছেন। যথা ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهُ كَانَ فِىْ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا অর্থাৎ সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে সানন্দে কালাতিপাত করছিল, এটা তার দুনিয়ার জীবনের অবস্থা।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ অর্থাৎ 'সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনই আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যাতে হবে না।' এখানে আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করত। যার ফলে ভালমন্দের কোন তোয়াক্কা না করে মন চাহত যিন্দেগীর অনুসরণ করত এবং শাস্তি ও শান্তির কথায় ভ্রূক্ষেপও করত না। অবশ্য নবী করীম (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ اللهم انى اعوذبك من الحور بعد الكور অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনয়ন করার পর কুফরীর দিকে প্রত্যাগমন করা হতে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য কেউ কেউ নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এই আয়াতের يحور শব্দের অর্থ يبعث অর্থাৎ পুনরুত্থিত হবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এর অর্থ তারা এরূপ মনে করত যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এর অর্থ তারা এরূপ মনে করত যে, পরকাল বলে কিছুই নেই। অতএব সেখানে প্রত্যাবর্তনের কথা অবান্তর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইব্‌ন আবদুল আলা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এর অর্থ ان لن ينقلب ও ان لن يبعث অর্থাৎ তারা না প্রত্যাবর্তন করবে এবং না পুনরুত্থিত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ.......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এর অর্থ لن يرجع অর্থাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

ইউনুস......যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ এর অর্থ ان لن ينقلب অর্থাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ بَلٰى 'তারা নিশ্চয়ই ফিরে যাবে তাদের প্রতিপালকের নিকট।' কেননা তিনিই তো সকলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, অতএব প্রত্যাগমন অবশ্যই তাঁর দিকেই হবে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا। 'কেননা তার প্রতিপালক তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।' এখানে আল্লাহ বলেন, যারা পথভ্রষ্টতার কারণে এরূপ মনে করে যে, আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না, আমি তাদেরকে এমনি ছেড়ে দেই নি; বরং দুনিয়ার প্রতিটি আমলের হিসাব-নিকাশ আমার নিকট জমা হচ্ছে, যার প্রতিফল সে অবশ্যই আলমে আখিরাতে প্রাপ্ত হবে।

(١٦) فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ (١٧) وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ (١٨) وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ (١٩) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ (٢٠) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ (٢١) وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩

১৬. আমি শপথ করেছি অস্তরাগের, ১৭. রাত্রির, এবং তা যা কিছু আচ্ছন্ন করে তার ১৮. এবং শপথ করি চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯. নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হবে। ২০. সুতরাং ওদের কি হলো যে, ওরা বিশ্বাস করে না? ২১. যখন ওদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন ওরা সিজদা করে না (সিজদা)।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমাকাশ যে রক্তিমবর্ণ ধারণ করে, তার শপথ করেছেন। এই আয়াতে বর্ণিত شفق শব্দের অর্থ অনেকের নিকট সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের লালিমা। অবশ্য কেউ কেউ شفق শব্দের অর্থ দিন বলেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল......ইব্‌ন হাওসাব বলেছেন, আমি মুজাহিদকে شفق কি এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন; شفق শব্দের অর্থ সূর্যের আলো।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ الشفق। শব্দের অর্থ হলো النهار। كله অর্থাৎ সমস্ত দিন।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ এই আয়াতে আল্লাহ পাক দিনের শপথ করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য কারো কারো মতে شفق শব্দের অর্থ সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়ের লালিমা। গ্রন্থকারের মতে আল্লাহ এই আয়াতের দ্বারা প্রথমে রাতের এবং পরে দিনের শপথের দিকে ইংগিত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ 'রাত্রের শপথ, যখন তা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে।' এখানে وَسَقَ শব্দের অর্থ হলো جمع বা জমা করা বা হওয়া। কেননা দিনের পর যখন রাত্রির যাত্রা শুরু হয়, তখন দিনের বেলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা সব মানুষ ও জীবজন্তু রাত্রির অন্ধকারের কারণে একত্রিত হয়ে থাকে। অবশ্য নবী করীম (সা) ৬০ সা-কে এক وسق বলেও বর্ণনা করেছেন। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা। এ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا وَسَقَ শব্দের অর্থ হলো যা জমায়েত করে।

ইব্‌ন বাশার ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ রাত্রির শপথ, যখন সে সকলকে সমবেত বা একত্রিত করে।

ইয়াকূব......আবূ রাজা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হলো وما جمع অর্থাৎ যা সে জমায়েত বা সমবেত করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ শপথ ঐ রাত্রির, যেখানে মানুষ, পশুপক্ষী, জীবজন্তু সকলেই একত্রিত হয়ে রাত্রি যাপন করে।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হলো রাতের শপথ, যখন তা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ وما اظلم অর্থাৎ রাতের অন্ধকার যা আচ্ছন্ন করে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হলো তারকারাজি বা পশুপক্ষী বা জীবজন্তুর একত্রিত হওয়া।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا وَسَقَ শব্দের অর্থ হলো وما جمع।

ইউনুস ...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا وَسَقَ অর্থ দিনের পর রাত্রির অন্ধকারে মানুষ, জীবজন্তুর কাছিয়ে গুটিয়ে সমবেত হওয়া।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ রাত্রি যা সমাচ্ছন্ন করে।

জাবির......মুজাহিদ হতে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ وما دخل فيه অর্থাৎ যা কিছু এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বা প্রবেশ করে।

আবু কুরাইব .....সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ وما جمع।

ওয়াকী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا وَسَقَ এর অর্থ وما جمع।

হান্নাদ...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ রাত্রির আগমন ও এর সমাচ্ছন্নতা।

আবদুল্লাহ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হলো রাত্রির আগমনে মানুষ, পশু-পক্ষী, জীবজন্তুর একত্রিত হয়ে অবস্থান করা।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হলো রাত্রির আগমনের কারণে মানুষ, পশু-পক্ষী ও জীব-জন্তুর নিজ নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন ও সমবেত হওয়া।

Contents

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ রাত্রির কারণে সকলের সমবেতভাবে অবস্থান করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ শপথ ঐ রাতের, যখন তারকারাজি একত্রিত হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ অর্থাৎ 'শপথ ঐ চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়।' এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই। অবশ্য এ সম্পর্কে নিম্নের অভিমতগুলিও প্রণিধানযোগ্য। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ -এর অর্থ اِذَا اسْتَوٰى অর্থাৎ যখন চন্দ্র পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়।।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ যখন চন্দ্র পূর্ণচন্দ্রে রূপান্তরিত হয় এবং পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

হান্নাদ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ اِذَا اسْتَوٰى অর্থাৎ যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

ইয়াকূব ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ -এর অর্থ হলো চাঁদের প্রথম উদয় অবস্থা হতে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়া।

আবূ কাদিনা ......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ তেরই রাতের চন্দ্র বা পূর্ণিমার চাঁদ।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ দুটি সূত্রে......মুজাহিদ হতে অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

জারীর......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ اِذَا اسْتَوٰى অর্থাৎ যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

আবূ কুরাইব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ اِذَا اسْتَوٰى

ইব্‌ন আবদুল আ'লা ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِذَا اتَّسَقَ অর্থ যখন তা পূর্ণচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِذَا اتَّسَقَ -এর অর্থ اِذَا اسْتَوٰى অর্থাৎ যখন তা পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়।

হুসায়ন......যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ চাঁদের প্রথম উদয় অবস্থা হতে আস্তে আস্তে বড় হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়া।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এর অর্থ যখন তা পরিপূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।' ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং তাঁর শিষ্যরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মক্কা এবং কূফার অধিকাংশ ক্বারীর

অভিমত এই যে, لَتَرْكَبُنَّ এই শব্দে ت ও ب অক্ষর দুইটি জবর বিশিষ্ট হবে। এই শব্দের অর্থে মধ্যেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ تركبن অর্থ হে মুহাম্মদ! তুমি এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

ইয়াকূব......মুজাহিদ হতে, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবেন।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ নিশ্চয়ই তোমরা একের পর আরেক অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

আবূ সালেহ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ حالا بعد حال অর্থাৎ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থাৎ حالا بعد حال

ইব্‌ন বাশার......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَكًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ স্বয়ং নবী করীম (সা)।

হান্নাদ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ হলো حالا بعد حال অর্থাৎ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্তি।

ইব্‌ন বাশার ......হাসান হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব........হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ حالا عن حال

ইব্‌ন বাশার...... মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ حالا بعد حال

ইব্‌ন হুমায়দ......সাঈদ হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ওয়াকী ......ইকরামা হতেও একইরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ তোমাদের কাজগুলো এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ حالا بعد حال অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তর বা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ امرا بعد امر অর্থাৎ এক কাজের পর অন্য কাজ সম্পন্ন হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ ......ভিন্ন সূত্রেও মুজাহিদ হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য কারো কারো মতে لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর অর্থ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি এক আসমান হতে অন্য আসমানে উন্নীত হবেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, تركبن শব্দের অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা) এক আসমান হতে অন্য আসমানে উন্নীত হতে থাকবেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......মাস্‌রূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ হে মুহম্মদ (সা) ! আপনি নিজে একের পর এক আসমান অতিক্রম করতে থাকবেন।

আবূ কুরাইব......শাবী হতে এর অর্থ বর্ণনা করেছেন سماء بعد سماء অর্থাৎ এক আসমানের পর অন্য আসমান।

আবূ কুরাইব......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ سماء فوق سماء অর্থাৎ এক আসমানের উপর অন্য আসমানে উন্নীত হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ الاخرة بعد الاولى। অর্থাৎ দুনিয়ার যিন্দেগীর পর আখিরাতের যিন্দেগী।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ কিয়ামতের আগে আসমান লালবর্ণ ধারণ করবে, অতঃপর তা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ السماء। অর্থাৎ আসমান।

আলী ইব্‌ন সাঈদ......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ আসমান যার অবস্থা এভাবে পরিবর্তিত হবে যে, প্রথমে তা লালবর্ণ ধারণ করবে, অতঃপর তা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

আবূ সায়িব......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ হলো আকাশ—যা লাল হবে, ফেটে চৌচির হবে, অতঃপর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এইভাবে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইবরাহীম......ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এই আয়াত তিলাওয়াতের পর বলেন, এর অর্থ হলো আসমান, যা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ আকাশ।

মিহ্‌রান......হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

আবূ কুরাইব ......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق এর অর্থ আসমান যা এক বর্ণ ধারণের পর অন্য বর্ণ ধারণ করবে।

কূফার কিছু সংখ্যক ক্বারী এবং মদীনার অধিকাংশ ক্বারী لَتَرْكَبُنَّ শব্দটির ت শব্দটির উপর যবর এবং ب শব্দটিকে ضمة বা পেশ দ্বারা পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ لَيَرْكَبُنَّ পড়ার পক্ষেও মত পেশ করেছেন। গ্রন্থকারের মতে শব্দটি لَتَرْكَبَنَّ অর্থাৎ ت ও ب অক্ষরটিকে যবর দ্বারা পড়াই উত্তম। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করা এবং বলা, হে মুহাম্মদ (সা)। তুমি এক অবস্থা হতে অবশ্যই অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হবে এবং এখানে এভাবে নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার অর্থই হলো গোটা উম্মতে মুসলমানকে বলা—যারা কিয়ামতের সেই কঠিন বিপদের দিনে হিসাব-নিকাশের মধ্যে গেরেফতার হয়ে কঠিন অবস্থায় সম্মুখীন হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ 'সুতরাং তাদের কি হলো যে, ওরা বিশ্বাস করে না?' এখানে আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করে এইরূপ উক্তি করেছেন; যারা কিয়ামত,

হাশর-নশর, পরকালের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-শান্তিকে অস্বীকার করত এবং নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে জীবনকে পরিচালিত করত। আল্লাহ্‌ পাকের একত্ববাদকে তারা অস্বীকার করত এবং তদনুরূপ আমলও করত। আল্লাহ্‌ পাক এদের জন্য শপথ করে বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা একের পর আরেক অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَا لَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ এর অর্থ হলো ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি—যারা আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদকে অস্বীকার করত।

অতঃপর আল্লাহর পাকের কালাম ঃ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ 'যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না।' এখানে আল্লাহ্‌ পাক ঐ সমস্ত নাফরমান বান্দার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ পাকের হাজারো নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তাঁর শোকর স্বরূপ সিজদা করে না। গ্রন্থকার বলেন ঃ سجده শব্দের ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(٢٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۞ (٢٣) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۞ (٢٤) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ (٢٥) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞

২২. বরং এই কাফিররা তাকেই মিথ্যা মনে করে। ২৩. অথচ এরা যা কিছু তাদের আমলনামায় সঞ্চয় করেছে, আল্লাহ্‌ তা ভালভাবেই জানেন। ২৪. অতএব এদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। ২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত কাফির-মুশরিকের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছে, আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন। এর অর্থ এই যে, তারা নিজেদের বুকে কুফরী হিংসা-বিদ্বেষ, সত্যের প্রতি শত্রুতা ও দুষ্ট মানসিকতার যে পুঁতিগন্ধময় আবর্জনায় স্তূপ জমা করে রেখেছে, আল্লাহ পাক তা ভালোভাবেই জানেন। আর মুশরিকদের এই অবস্থা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

অবশ্য কেউ কেউ নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন। যথা ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يُوْعُوْنَ শব্দের অর্থ হলো يكتمون অর্থাৎ যা তারা গোপনে করে।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ এর অর্থ মানুষ যেমন তার ধন-সম্পত্তির বাজেট বিভিন্ন কাজ ও খাতের জন্য নির্ধারিত করে, তদ্রূপ আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষের প্রত্যেকটি ভাল ও মন্দ আমলের জন্য প্রতিফল নির্ধারিত করেন। যেহেতু মানুষের অন্তরেই ভালমন্দ কাজের প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ পাক মনের ঐ গোপন অভিসন্ধিগুলি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। কেননা তাঁর বিশেষ গুণ হলো ঃ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ 'তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।'

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يُوْعُوْنَ শব্দের অর্থ فِىْ صُدُوْرِهِمْ অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরে যা লালন করত।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ এদেরকে কঠিন শাস্তিদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। এখানে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন হে মুহাম্মদ (সা)! যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আপনি তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, এখানে ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা তওবা করেছে, সদকা দিয়েছে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করেছে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তকে মেনে নিয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং নেক আমল করেছে। নেক আমল ঐ সমস্ত কাজকে বলা হয়েছে, যথা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরয হুকুমগুলোকে প্রতিপালন করেছে এবং নিষেধগুলোকে পরিত্যাগ করেছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ 'তাদের জন্য অশেষ অফুরন্ত শুভ প্রতিফল রয়েছে।' এখানে আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতিফলের জন্য সুসংবাদ দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাদের আমলের প্রতিফল স্বরূপ আলমে আখিরাতে তাদের জন্য অশেষ অফুরন্ত শুভ প্রতিফল রয়েছে—যা কখনও এবং কোনদিনই শেষ হবে না। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

অবশ্য কেউ কেউ নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ غير منقوص অর্থাৎ অফুরন্ত নিয়ামতরাজী তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ -এর অর্থ غير محسوب অর্থাৎ বেহিসাব প্রতিফল।

এখানেই اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরার তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২২, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ (٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ (٣) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۙ (٤) قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ (٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ

১. রাশিচক্রবিশিষ্ট আকাশের শপথ, ২. আর অংগীকারকৃত দিবসের, ৩. এবং শপথ দর্শকের এবং সে জিনিসের, যা পরিদৃষ্ট হয়। ৪. গর্তকর্তারা ধ্বংস হয়েছে, ৫. যাতে দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল।

তাফসীর

হযরত আবূ জাফর (র) বলেন, আল্লাহ পাক এখানে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ বলে শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণ البروج শব্দের অর্থে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ البروج শব্দের অর্থ القصور বা প্রাসাদ করেছেন। অন্যান্যদের অভিমত নিম্নরূপ। যথা ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ.....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এই আয়াতে البروج শব্দের অর্থ القصور বা প্রাসাদরাজি। অবশ্য কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন 'আকাশমণ্ডলের বিশাল প্রকাণ্ড গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ হলো আকাশের প্রাসাদসমূহ।

অবশ্য কারো কারো মতে এর অর্থ الكواكب বা নক্ষত্ররাজি।

কেউ কেউ বলেছেন وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ ذَاتِ النُّجُوْمِ বা নক্ষত্ররাজিপূর্ণ আকাশ।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ ذَاتِ النُّجُوْمِ বা নক্ষত্ররাজিপূর্ণ আকাশ।

ইব্ন হুমায়দ......ইব্ন আবূ নাজিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এই আয়াতে الْبُرُوْجِ শব্দের অর্থ النُّجُوْمِ বা নক্ষত্ররাজি।

বাশার ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর আয়াতে الْبُرُوْجِ। শব্দের অর্থ নক্ষত্ররাজি।

অবশ্য কেউ কেউ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ বলেছেন ذات الرمل والماء অর্থাৎ বালু ও পানিময় আকাশের শপথ।

হাসান......সুফিয়ান ইব্‌ন-হুসায়ন হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ ذَاتِ الرمل وَالْمَاءِ অর্থাৎ বালু ও পানিময় আকাশের শপথ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর অর্থ ذَاتِ المنازل الشمس والقمر অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের মনযিলময় আকাশের শপথ। الْبُرُوْجِ শব্দটি برج শব্দের বহুবচন; যার অর্থ সুউচ্চ প্রাসাদ। যেমন কালাম পাকের ভাষায় দেখা যায়, যথা ঃ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ অর্থাৎ 'যদিও তোমরা সুরক্ষিত ও সুউচ্চ প্রাসাদেও অবস্থান কর।'

কেউ কেউ বলেন, الْبُرُوْجِ। শব্দের অর্থ বারো বুর্জ; যা চন্দ্র ও সূর্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিক্রমণ করার ফলে দিনরাত্রির সৃষ্টি হয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ অর্থাৎ 'অংগীকারকৃত দিবসের শপথ।' এটা হলো কিয়ামতের দিন। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের অনুরূপ ভাল বা মন্দ প্রতিফল প্রদান করা হবে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা। এতদ্ভিন্ন হযরত নবী করীম (সা) হতে এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যথা ঃ

আবূ কুরাইব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী বলেছেন اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ। এর অর্থ হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

ওয়াকী...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ। হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

হাসানও অনুরূপ উক্তি করেছেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিবস।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা ......হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ। হলো কিয়ামতের দিন।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ ।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ বা কিয়ামতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ অপর সূত্রে.\....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ এর অর্থ হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ......আবূ মালিক আল-আশআরী সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ এর অর্থ হলো يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ অর্থাৎ 'শপথ দর্শকের এবং সেই জিনিসের, যা পরিদৃষ্ট হয়।'

মুফাসসিরগণের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন شاهد শব্দ দ্বারা জুমু'আর দিবস এবং مشهود শব্দ দ্বারা আরাফা বা হজ্জের দিন বুঝান হয়েছে।

ইয়াকূব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে شاهد শব্দের অর্থ হলো জুমু'আর দিন এবং مشهود অর্থ হলো আরাফাতের দিন।

ইউনুস বলেন, হাসানও অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

ইবনুল মুসান্না......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এর অর্থ হলো জুমু'আ ও আরাফাতের দিন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে شاهد শব্দের অর্থ জুমু'আর দিন এবং مشهود শব্দের অর্থ আরাফাতের দিবস।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, الشاهد হলো মানুষ এবং المشهود হলো কিয়ামতের দিন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ হলো দুনিয়ার দুটি সম্মানিত দিনের নাম। যেমন বলা হয়েছে شاهد হলো জুমু'আর দিন এবং مَشْهُوْدٍ হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে الشاهد হলো জুমু'আর দিন এবং المشهود হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ......হারিস ইব্‌ন আলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে شاهد হলো জুমু'আর দিন এবং مشهود হলো আরাফাতের দিন।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে شاهد শব্দের অর্থ জুমু'আর দিন এবং مشهود শব্দের অর্থ আরাফাতের দিন।

আবূ কুরাইব ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, شاهد হলো জুমু'আর দিন এবং مشهود হলো আরাফাতের দিন।

আবূ কুরাইব, ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক আল-রাযী.......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূলের বাণী ঃ اَلْمَشْهُوْدُ শব্দের অর্থ আরাফাতের দিন এবং شاهد শব্দের অর্থ জুমু'আর দিন।

সাহল ইব্‌ন মূসা......সাঈদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই شاهد হলো দিবসসমূহের সরদার বা নেতা জুমু'আর দিন এবং مَشْهُوْدٌ হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَشْهُوْدُ হলো আরাফাতের দিন এবং شاهد হলো জুমু'আর দিন, যন্মধ্য এমন একটি বরকতপূর্ণ বিশেষ সময় রয়েছে, যখন যে কোন ভালকাজের জন্য দু'আ করলে তা অবশ্যই গৃহীত হয় এবং বিপদাপদ হতে মুক্তি প্রার্থনা করলে অবশ্যই বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ......আবূ মালিক আল-আশ'আরী হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই شاهد হলো জুমু'আর দিন এবং مَشْهُوْدٌ হলো আরাফাতের দিন। অতএব আমাদের জন্য জুমুআর দিনই উৎকৃষ্ট ও উত্তম।

সাঈদ ইব্‌ন রবী'......হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, দিবসসমূহের নেতা হলো জুমু'আর দিন এবং তাই হলো شاهد ।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন الشاهد অর্থ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এবং اَلْمَشْهُوْدُ অর্থ কিয়ামতের দিন।

আবূ কুরাইব........হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشاهد। হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং اَلْمَشْهُوْدُ হলো يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ ذٰلِكَ يوم مجموع له الناس অর্থাৎ এটায়, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং সেই দিবসই হলো يَوْمَ الْمَشْهُوْدُ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... শাব্বাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন الشاهد। হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং দলীল হিসেবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا এবং তারা اَلْمَشْهُوْدُ সম্পর্কে বলেন, তা হলো يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন এবং এর সপক্ষে দলীল স্বরূপ এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ ذلك يوم مجموع له الناس এবং সেই দিবসই হলো يَوْمُ الْمَشْهُوْدِ।

ইব্‌ন হুমায়দ......হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشاهد। শব্দের অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং اَلْمَشْهُوْدُ এর অর্থ يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

সাঈদ ইব্‌ন রবী'......হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَشْهُوْدٍ হলো يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন।

অবশ্য কারো কারো মতে الشاهد। হলো الانسان। বা মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدُ হলো কিয়ামতের দিন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ -এই আয়াতের অর্থে الشاهد। অর্থ বনী আদম এবং اَلْمَشْهُوْدُ। অর্থ কিয়ামতের দিন।

মুহম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে الشاهد। হলো মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدُ। হলো কিয়ামতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইব্‌ন আবূ নাজিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشاهد। অর্থ মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدُ। অর্থ يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, شاهد হলো বনী আদম এবং مَشْهُوْدٍ হলো কিয়ামতের দিন।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ الشاهد। অর্থ হলো الانسان। বা মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدُ। হলো يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন। যেমন আল্লাহ পাকের ভাষায় وذلك يوم مشهود অর্থাৎ 'তাই হলো নির্ধারিত দিবস।'

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, شاهد অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং اَلْمَشْهُوْدُ। অর্থ يَوْمَ الْجُمُعَةِ বা জুমুআর দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এর অর্থ হলো الشاهد। হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং اَلْمَشْهُوْدُ। জুমুআর দিন।

অবশ্য কারো কারো মতে الشاهد। অর্থ হলো আল্লাহ পাক স্বয়ং এবং اَلْمَشْهُوْدُ হলো يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিন।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشاهد। হলেন আল্লাহ পাক স্বয়ং এবং اَلْمَشْهُوْدُ। হলো কিয়ামতের দিন।

অবশ্য কারো কারো মতে اَلشَّاهِد হলো ঈদুল আযহার দিন এবং اَلْمَشْهُوْد হলো জুমু'আর দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ......সাবাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত হাসান ইব্‌ন আলীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতের তাৎপর্য কি ? জবাবে তিনি বলেন شَاهِد হলো কুরবানীর দিন এবং مَشْهُوْد হলো يَوْمُ الْجُمُعَةِ বা জুমুআর দিন।

কেউ কেউ বলেন ঃ اَلشَّاهِد হলো ঈদুল আযহা বা বক্‌রা ঈদের দিন এবং اَلْمَشْهُوْد হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ এই আয়াতে اَلشَّاهِد শব্দের অর্থ হলো আরাফাতের দিন এবং اَلْمَشْهُوْد শব্দের অর্থ হলো কিয়ামতের দিন।

কেউ কেউ বলেন ঃ اَلْمَشْهُوْد অর্থ হলো يَوْمُ الْجُمُعَةِ বা জুমু'আর দিন।

আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান......হযরত আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন 'তোমরা জুমু'আর দিন অধিক নামায পড়, কেননা ঐ দিনই হলো يَوْمُ الْمَشْهُوْدِ। ফেরেশতামণ্ডলী ঐদিনে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।'

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ অর্থাৎ 'গর্ত-কর্তারা ধ্বংস হয়েছে।' এখানে গর্তকর্তা বলে সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা বড় বড় গর্তে অগ্নি কুণ্ডলি জ্বালিয়ে তাতে ঈমানদার লোকদের নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের জ্বলে ভস্ম হয়ে যাওয়ার বীভৎস দৃশ্য তারা কৌতুক সহকারে উপভোগ করেছে।

এই গর্তকর্তা কারা এই সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এরা হলো অগ্নি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত কিতাবধারী সম্প্রদায়।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় মুহাজিরগণ কোন জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পরস্পর আলোচনা করতে থাকেন যে, অগ্নি উপাসকদের জন্য কিরূপ আইন-কানুন হবে? তারা তো আহলে কিতাবও নয় এবং আরবের মুশরিকদেরও দলভুক্ত নয়? তখন হযরত আলী (রা) বলেন, আসলে তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের জন্য শরাব পান করা বৈধ ছিল। এই সময় পারস্যের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজ সহোদরার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চারিদিকে যখন এই ঘটনা প্রকাশ পায়, তখন বাদশাহ জনতার মধ্যে এরূপ প্রচার করে দেয় যে, ভগ্নির সাথে বিবাহ করাকে খোদা বৈধ করে দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ এ বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে। তখন বাদশাহ তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করে। এতদসত্ত্বেও যারা বাদশাহের এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করত, তাদেরকে সে জ্বলন্ত আগুন ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করতে থাকে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এই সময় হতে অগ্নি পূজকদের ধর্মে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে যথা মা, বোন ও কন্যার সাথে পরস্পর বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হয়েছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ অর্থাৎ গর্ত-কর্তারা ধ্বংস হয়েছে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ এরা ছিল ইয়েমেনের অধিবাসী। সেখানকার মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হলে তারা পরস্পর এরূপ অংগীকার করে যে, শান্তির খাতিরে তারা কেউই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে না এবং সীমালংঘন করবে না। কিন্তু কাফিররা তাদের অংগীকার ভংগ করে সুবিধামত সময়ে মুসলমানদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেককে হতাহত ও বন্দী করে এবং তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এতদর্শনে

একজন মু'মিন ব্যক্তি তাদের নিকট এইরূপ প্রস্তাব পেশ করে যে, এর চেয়ে তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যে, তোমরা এক গর্তে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত কর, অতঃপর মু'মিনদেরকে সেখানে উপস্থিত করে বল, যদি তোমরা আমাদের ধর্ম কবূল কর, তবে রক্ষা পাবে, অন্যথায় এই অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হতে হবে। তারা তাই করল এবং বহু সংখ্যক মু'মিনকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে ভস্মীভূত করল। এই সময় একজন মুমিনাহ বৃদ্ধা আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে ইতস্ততঃ করলে তার কোলের শিশু পুত্র তাকে সম্বোধন করে বলে যে, মাতা! আদৌ ইতস্তত না করে অতি সত্ত্বর ঐ আগুনের গর্তে প্রবেশ করুন। আদতে তা আগুনের গর্ত নয়, বরং মু'মিনের জন্য জান্নাতের বাগিচা স্বরূপ ছিল।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ -এর অর্থ হলো গর্ত করে যারা মু'মিনদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারত, তারা ধ্বংস হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ। এই আয়াতে গর্তকর্তা, বলে যাদেরকে বুঝান হয়েছে, এরা ছিল বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক। তারা তাদের আবাসভূমিতে একটি প্রকাণ্ড গর্ত করে সেখানে অগ্নিকূণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে। অতঃপর জোরপূর্বক তাদের মতবাদ গ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে বহু সংখ্য নারী-পুরুষকে সেখানে সমবেত করে এবং যারা তাদের ধর্মমত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে ঐ অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে এবং অন্যদেরকে মুক্তি প্রদান করে। সম্ভবত এই জঘন্য কাজ দানিয়াল ও তার সাংগপাংগদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ অর্থাৎ গর্তকর্তারা ধ্বংস হয়েছে, এরা ছিল নাজরানের অধিবাসী। তারা লোকদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য বড় বড় অগ্নিকুণ্ডের গর্ত সৃষ্টি করেছিল।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ এই আয়াতে বর্ণিত গর্তকর্তারা ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক। এরা প্রকাণ্ড গর্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে মু'মিন নারী-পুরুষদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য সকলকে তার নিকট একত্রিত করত এবং কুফরী গ্রহণ না করলে তাকে ঐ অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষেপ করত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুয়াম্মার......সুহায়ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন এক বাদশাহের নিকট এক যাদুকর থাকত। সে তার বৃদ্ধ বয়সে বাদশাহকে বলল, আমার নিকট হতে যাদু শিখে নেয়ার জন্য একজন প্রতিভাবান যুবককে নিযুক্ত করুন। বাদশাহ একন যুবককে নিযুক্ত করে দিল। সে প্রত্যহ য্যাদুকরের নিকট যাদু শিক্ষার জন্য যাতায়াত করত। বাদশাহ ও যাদুকরের বাড়ির মাঝখানে এক পাদ্রীর আস্তানা ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সেখানেও গমন করত এবং পাদ্রীর কথাবার্তা শুনত। পাদ্রীর গুণে মুগ্ধ হয়ে অবশেষে যুবকটি তার প্রতি ঈমান আনল। সে প্রত্যহ যাতায়াতের পথে কিছুক্ষণ পাদ্রীর আস্তানায় অবস্থান করত, ফলে যাদুকর ও বাদশাহ তার অহেতুক বিলম্বের কারণে মারধর করত। যুবকটি পাদ্রীর নিকট তা ব্যক্ত করলে, তিনি বলেন, তখন তুমি বলবে আমার পরিবারের লোকজনের কারণে আমার আসতে বিঘ্ন ও বিলম্ব হয়েছে। অপরপক্ষে তোমার পরিবারের লোকেরা যখন তোমার বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন বলবে যাদুকরের ওখানে বিলম্ব হয়েছে। এইভাবে নির্বিবাদে কিছুদিন কাটার পর যুবকটি একদিন গৃহ হতে বের হয়ে দেখল বিরাট এক হিংস্র জন্তু পথিমধ্যে পথিকদের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তখন যুবকটি মনে মনে ভাবল, আজ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে যাদুকরের যাদু সঠিক না পাদ্রীর দীন সঠিক, তা পরীক্ষা করার। অতঃপর সে হাতে একখণ্ড প্রস্তর নিয়ে এই বলে ঐ

হিংস্র জন্তুর দিকে নিক্ষেপ করল যে, হে আল্লাহ! যদি যাদুকরের যাদু হতে পাদ্রীর সংগ আমার জন্য উত্তম হয়, তবে এই পাথরের আঘাতে হিংস্র জন্তুটি নিপাত কর। এই বলে পাথর নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই প্রাণীটি ধ্বংস হলো। তখন সমবেত লোকজন যুবকের আশ্চর্য শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হলো। অতঃপর যুবকটি যখন পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হলো। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি উত্তম শক্তির অধিকারী হয়েছ, এজন্য হয়ত তোমাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সাবধান! এই সময়ে আমার নাম প্রকাশ করো না। এ ছাড়া যুবকটি এরূপ আশ্চর্য শক্তির অধিকারীও হলো যে, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করতে পারত, কুষ্ঠ ব্যধিকে সারাতে সক্ষম ছিল, সাধারণ রোগ-পীড়ার তো কোন কথাই নাই। এ সময় বাদশাহের এক উযীর অন্ধ হয়ে যান। তিনি লোক মারফত যুবকের আশ্চর্য শক্তির খবর জানতে পেরে বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে রোগমুক্তির জন্য আবেদন করেন। তখন যুবকটি বলে, রোগমুক্তি দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আমি কোন হেকিম বা ডাক্তার নই। তবে আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, তবে আপনার রোগমুক্তির জন্য আমি দু'আ করতে পারি। উযীর এতে রাযী হয়ে ঈমান আনলেন এবং যুবকের দু'আর সাথে সাথেই তিনি তার হারান দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে উযীর আগের মত আবার যখন বাদশাহের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অন্ধ হও নাই, কে তোমাকে রোগমুক্ত করল? জবাবে উযীর বললেন, হ্যাঁ আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আমার রব্ব-ই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে দিয়েছেন। এতদশ্রবণে বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে বলল, আমি ছাড়া তোমার আর কোন প্রভু আছে নাকি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার এবং আপনার একমাত্র প্রভু হলেন আল্লাহ। এতে বাদশাহ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করতে লাগল এবং বলল, কে তোমাকে একথা শিক্ষা দিয়েছে, তার নাম বল। অগত্যা উযীর সেই যুবকের নাম প্রকাশ করলেন। তখন বাদশাহ যুবকটিকে তার দরবারে হাযির করে তাকে ঐ দীন পরিত্যাগ করতে বলল। যুবক সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করায় তার উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হলো এবং এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর নাম প্রকাশ করে দিল। এতে বাদশাহ পাদ্রীকে তার দরবারে আনয়ন করে সত্য-দীন পরিত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু পাদ্রী তা প্রত্যাখ্যান করায় বাদশাহ তাকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার নির্দেশ দিল। এভাবে পাদ্রীর জীবন নাশের পর বাদশাহ তার পুনঃ দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত উযীরকে সত্য দীন পরিত্যাগের নির্দেশ। কিন্তু উযীরও তা মানতে অস্বীকার করায় বাদশাহ তাকেও করাতদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করার নির্দেশ প্রদান করে। অতঃপর বাদশাহ উক্ত যুবককে সত্য-দীন হতে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দেয়, অন্যথায় তাকেও হত্যা করার হুমকি প্রদান করে। তখন যুবকটি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলে বাদশাহ কয়েকজন লোকসহ যুবককে এক পাহাড়ের চূড়ায় প্রেরণ করে, উদ্দেশ্য সেখান হতে ফেলে দিয়ে যুবকের প্রাণনাশ করা।

সেখানে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়ে বাদশাহের লোকজন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো কিন্তু যুবকটি নিরাপদে পুনরায় বাদশাহের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো। বাদশাহ যুবককে দেখে তার সাথীদের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আল্লাহ পাক আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর বাদশাহ যুবককে হত্যা করার জন্যে সমুদ্রে প্রেরণ করল, উদ্দেশ্য তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা। কিন্তু এবারও বাদশাহের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো এবং তার লোকজন পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলেও যুবকটি নিরাপদে আবার বাদশাহের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো। বাদশাহ তাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং বলল, তোমার সাথীরা কোথায়? জবাবে যুবকটি বলল, আল্লাহ পাক আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন, তারা ধ্বংস হয়েছে। তখন বাদশাহ খুবই রাগান্বিত হয়ে বলল, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে হত্যা করব। তখন যুবকটি তাকে বলল, আমি যেভাবে বলি, সেভাবে ছাড়া, আপনি কিছুতেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। সত্যিই যদি আপনি আমাকে হত্যা-ই করতে চান, তবে জনতার উপস্থিতিতে باسم رب الغلام 'এই যুবকের রব্বের নামে' বলে আমার উপর তীর নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। অবশেষে

বাদশাহ তাই করল এবং এতে যুবকটি মরে গেল। তখন সমবেত জনতা চীৎকার করে বলে উঠল যে, আমরা এই যুবকের খোদার প্রতি ঈমান আনলাম। তখন বাদশাহের পারিষদরা বলল, আপনি যে পরিস্থিতি হতে বাঁচতে চেয়েছিলেন, এখন তো তাই দেখা দিল। লোকেরা আপনার ধর্মমত পরিত্যাগ করে এই যুবকের ধর্মকে বিশ্বাস করে নিয়েছে। বাদশাহ এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে ক্রোধে জ্বলতে লাগল এবং রাজপথের পার্শ্বে গর্ত খুননের নির্দেশ দিল। তাতে আগুনের কুণ্ডলি জ্বালাল এবং যে সমস্ত লোক ঈমান হতে বিরত থাকত রাযী হলো না, তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে মারল। এই সময় সেখানে একজন মু'মিন মহিলা তার শিশুসহ উপস্থিত হলে, আগুনের লেলিহান শিখা দর্শনে সে ভীত হয়ে পড়ে। এ সময় তার শিশুটি তাকে বলতে থাকে, মাত! আপনি ঘাবড়াবেন না, আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, আগুনের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তখন সে মহিলাটি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারিণী হয়।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, যারা মু'মিন নর-নারীগণের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল, তারা ছিল কাফির বা আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

আম্মার......রবী' ইব্ন আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, গর্তের অধিবাসীরা ছিল একদল মু'মিন-নরনারী, যখন তাদের মূর্তিপূজক যালিম বাদশাহ তাদেরকে সঠিক ও সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তখন বাদশাহ তাদের শাস্তির জন্য গর্ত খননের নির্দেশ দিল এবং তাতে আগুনের কুণ্ডলি জ্বালাল। তখন যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হতে বিরত থাকতে রাযী হলো না, বাদশাহ তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করিয়ে জ্বালিয়ে মারল। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক মু'মিন নর-নারীদেরকে ঐ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হতে এভাবে নিষ্কৃতি প্রদান করেন যে, তাদের শরীরে আগুনের তাপ লাগার আগেই তাদের রূহকে কবয করে নেন। তখন আল্লাহ্র ইংগিতে ঐ অগ্নিকুণ্ড প্রবল আকার ধারণ করে এবং তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে যারা এর নিকটবর্তী স্থানে বসেছিল, তাদেরকে আচমকা গ্রাস করে ধ্বংস করে দেয়। এদের সম্পর্কেই কালাম পাকের এই আয়াত। যথা ঃ

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فِىْ الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقُ فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ 'এদের জন্য দুনিয়াতে আছে কঠিন শাস্তি এবং আখিরাতে রয়েছে দোযখের ভয়াবহ আযাব।' এই সূরার শুরু যে শপথ শব্দ দ্বারা হয়েছে যথা ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর جواب কি, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ আছে। উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এর জবাব হলো اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ এই আয়াত।

বাশার......... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, শপথের জবাব হিসেবে এখানে اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ এই আয়াত এসেছে। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদের নিকট কসমের জবাব হলো قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ এই আয়াত। অবশ্য তিনি বলেছেন, সঠিক উত্তর আল্লাহ পাকই জ্ঞাত আছেন।

কারো কারো মতে কসমের জবাব قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ এই আয়াত প্রথম হবে, অতঃপর কসমের আয়াত। যথা قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ অতঃপর وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের অভিমতও এরূপ যে, কসমের জবাব হলো قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ মুফাসসিরগণের অভিমত قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ সম্পর্কে এটাই যে, আল্লাহ পাক গর্তকর্তাদের প্রতি এখানে

অভিসম্পাত করেছেন, যারা মু'মিন নর-নারীদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে প্রজ্জ্বলিত আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করতে। এর প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ পাক খবর স্বরূপ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقُ। অর্থাৎ 'তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা।'

অতঃপর الاخدود। শব্দের অর্থ হলো গর্ত, যা কাফিররা মু'মিন নর-নারীদের শাস্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্নস্থানে খনন করেছিল।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ। অর্থাৎ (সেই গর্তকর্তারা ধ্বংস হয়েছে) যাতে দাউদাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল। যা তারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিন নর-নারীগণের শাস্তির জন্য গর্তের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং যার লেলিহান শিখা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ।

(٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ (٧) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝ (٨) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

৬. যখন তারা সে গর্তের মুখে উপবিষ্ট ছিল ৭. এবং ওরা বিশ্বাসীদের প্রতি যা করেছিল, তা দেখছিল। ৮. এই ঈমানদারগণের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল কেবল এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ। এর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাফিররা ঈমানদার নর-নারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে যে অগ্নিকুণ্ড গর্তে প্রজ্জ্বলিত করেছিল, তারা ঐ অগ্নিকুণ্ডের কাছে এ কারণেই বসেছিল; যাতে ঈমানদার ব্যক্তিদের বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে এবং উৎকট নারকীয় আনন্দে উৎফুল্ল হতে পারে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ এই আয়াতে কাফিররা ঈমানদারদেরকে অগ্নিকুণ্ডে কিভাবে পুড়িয়ে মারত, তা বর্ণিত হয়েছে। তারা ঈমানদার নর-নারীদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের গর্তে নিক্ষেপ করে তাদের বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য এর পাশে বসে উপভোগ করতে। যা আল্লাহ পাকের বর্ণিত এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। যথা ঃ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ অর্থাৎ 'ওরা বিশ্বাসীদের প্রতি যা করেছিল, তা নিজেরাই দেখেছিল।' এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ এই আয়াতে বর্ণিত شهود বা প্রত্যক্ষকারী বলা হয়েছে কাফিরদেরকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَانَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ এই আয়াতে আল্লাহপাক ঈমানদার লোকদের সাথে কাফিরদের শত্রুতা করার একমাত্র কারণটি বর্ণনা করেছেন। যা ছিল ঈমানদার ব্যক্তিদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার ভাষায় ঃ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ। অর্থাৎ তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর প্রতি। আর তাদের এই ঈমান আনা—এটা ছিল তাদের জন্য বিশেষ গুণ।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ العزيز। শব্দের অর্থ হলো الشديد فى انتقامه ممن انتقم منه। অর্থাৎ 'তিনি যার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, অতি কঠোরভাবে তিনি তা নিয়ে থাকেন।' অতঃপর الحميد। শব্দের অর্থ হলো ঃ المحمود باحسانه الى خلقه। অর্থাৎ 'যিনি আপন সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে স্বপ্রশংসিত।'

(৯) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ (১০) إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আর সেই আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন। ১০. যারা ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উপর নির্যাতন করেছে, অতঃপর তা থেকে তওবা করে নি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে এবং তাদের জন্য ভস্ম হওয়ার শাস্তিও নির্দিষ্ট আছে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম শক্তি ও কুদরতের ঘোষণা দিয়ে বলছেন, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাকিছু পরিদৃশ্যমান, তার সবকিছুর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন তিনিই।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই দেখছেন। এখানে ঐ সমস্ত কাফিরদের কাজকর্ম দেখার কথা বলা হয়েছে যা তারা ঈমানদার নর-নারীর সাথে করত। অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ। অর্থাৎ যারা ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উপর যুলুম ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছে, তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষেপ করেছে, এরা হলো আল্লাহদ্রোহী কাফির। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এই আয়াতে فَتَنُوْا। শব্দের অর্থ حرقوا। অর্থাৎ যারা ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে অগ্নিকূণ্ডে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করেছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا এই আয়াতে فَتَنُوْا শব্দের অর্থ عذابوا। অর্থাৎ যারা আযাব দিয়েছে বা শাস্তি প্রদান করেছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ। এই আয়াতে বর্ণিত فَتَنُوْا শব্দের অর্থ হলো حرقوهم بالنار অর্থাৎ তাদেরকে অগ্নিকূণ্ডে ভস্মীভূত করেছিল।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এর অর্থ حرقوهم অর্থাৎ তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়েছিল।

ইব্‌ন হুমায়দ......জাফর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এর অর্থ حرقوهم অর্থাৎ তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا অর্থাৎ অতঃপর তারা তা হতে তওবা করে নাই। এখানে কাফিরদের কথা বলা হয়েছে। যারা ঈমানদার নর-নারীর প্রতি এজন্যই অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিল যে, তারা আল্লাহ পাকেরএকত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করেছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলারই ঘোষণা ঃ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ (فِى الْاٰخِرَةِ) অর্থাৎ তাদের জন্য আলমে আখিরাতে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (فِى الدُّنْيَا) এবং তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে দহন যন্ত্রণা। যেমন ঃ

আম্মার......রবী' হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আলমে আখিরাতে তারা জাহান্নামের আযাবে গেরেফতার হবে এবং দুনিয়াতে রয়েছে তাদের জন্য কঠিন দহন যন্ত্রণা।

(১১) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝ (১২) اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝

১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান, এটাই মহা সাফল্য। ১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই শক্ত।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী সৎকর্মশীল মু'মিন নর-নারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন; যাদেরকে আল্লাহদ্রোহী কাফিররা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার কারণে ধরে ধরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষেপ করত।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এর অর্থ হলো তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুসরণ করত। হারাম কাজ হতে দূরে থাকত এবং হালাল কাজে লিপ্ত থাকত। এদের জন্যই আল্লাহপাকের সুসংবাদ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থাৎ তাদের জন্য এমন জান্নাত বা মনোরম বাগ-বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশে স্রোতাস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহিত। তাঁদের জন্য পানীয় স্ব রূপ সরবরাহ করা হবে শরবত, দুধ ও বিশুদ্ধ মধু। আর এটাই হবে ঐ সমস্ত মু'মিন নর-নারীর জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। কেননা পার্থিব দুনিয়ায় আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের কারণে হালাল-হারাম বাছ-বিচারের ফলে, তাদের যে কঠিন জীবন এখানে পরিচালিত করতে হয়, তাদের উত্তম প্রতিদান ও প্রতিফল স্বরূপ তারা জান্নাতের এই অসীম নিয়ামতের অধিকারী হবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ এই আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব ও নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই শক্ত। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি খুবই কঠিন। এ ব্যাপারে তিনি আদৌ কোনরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন করেন না। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গর্তকর্তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নিদর্শন ও শিক্ষা গ্রহণের বস্তু হিসেবে এই ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—যাতে তারা তা হতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি হতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেতে পারে। অন্যথায় তারাও আল্লাহদ্রোহী গর্তকর্তাদের ন্যায় কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

(١٣) اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ ۚ (١٤) وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ ۙ (١٥) ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ ۙ
(١٦) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ ؕ (١٧) هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ الۡجُنُوۡدِ ۙ (١٨) فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَ ؕ

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। ১৪. আর তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল, ১৫. সম্মানিত আরশের অধিপতি। ১৬. তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। ১৭-১৮. তোমরা কি ফিরাউন ও সামূদের সৈন্যদের খবর জানতে পাও নাই?

তাফসীর

এখানে মুফাসসিরগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ" এই আয়াতের অর্থে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে নিজেই সৃজন করেছেন। অতঃপর তিনিই তাদেরকে মৃত্যুদান করে আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন—যা يُعِيۡدُ শব্দের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়।

হুসায়ন......যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ -এর অর্থ হলো الخلق। অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।

ইউনুস ......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, "يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ" -এর অর্থ হলো আল্লাহপাক প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন আবার ধ্বংসের পর কিয়ামতের দিন সমস্তকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

অবশ্য কারো কারো মতে "يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ" -এর অর্থ হলো তিনি পাপীদেরকে বারবার শাস্তি প্রদান করবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ" এর অর্থ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পুনঃপুনঃ শাস্তি প্রদান করবেন।

গ্রন্থকারের নিকট এই আয়াতের এটাই উপযুক্ত অর্থ। কেননা আল্লাহ পাকের অন্য আয়াত দ্বারা এর বাস্তবতা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। যথা ঃ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ অর্থাৎ 'তাদের জন্য আখিরাতে নির্ধারিত আছে জাহান্নাম এবং পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে দহন শাস্তি।' অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের শাস্তির শুরু হলো দুনিয়া হতে, যার পুনরাবৃত্তি হবে আলমে আখিরাতে। আর আল্লাহ পাক প্রতিশোধ গ্রহণে যে অতি কঠোর, তা اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের পরিচয় শুধুমাত্র কঠোর শাস্তি প্রদানকারী হিসেবেই নয়, বরং তিনি সৃষ্টির জন্য ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। যেমন বর্ণিত হয়েছে وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। তিনি তাঁর পাপী-তাপী বান্দাদের পাপ মোচনের জন্য সদাতৎপর, আর তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুবই মহব্বত করেন। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ এর অর্থ হলো الحبيب বা বন্ধু।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ এর অর্থ হলো الرحمن বা দয়ালু।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ "ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ" এর অর্থ ذوالعرش الكريم বা মহান আরশের মালিক। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ" এর অর্থ ذُوالْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ।

ক্বারী সাহেবগণ المجيد। শব্দের ক্বিরআতে (পঠনে) মতবিরোধ করেছেন। মদীনা, মক্কা ও বসরার অধিকাংশ ক্বারীর মতে এবং কূফার কোন কোন ক্বারীর মতে এর শেষ অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট হবে। অবশ্য কূফার অধিকাংশ ক্বারীর মতে المجيد। শব্দটি العرش। শব্দটির صفت বা বিশেষণ হওয়ার কারণে যেরবিশিষ্ট হবে। গ্রন্থকারের মতে দুটি পদ্ধতিই বিশেভাবে প্রচলিত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ 'তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।' তাঁর ইচ্ছাশক্তির বিরোধিতা করার মত ক্ষমতা কারো নাই। তিনি বান্দার শত-সহস্র পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন সে খালেসভাবে তওবা করে থাকে, তখন তিনি সে ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করে দেন। অপরপক্ষে অত্যাচারী যালিমরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহ্‌র শক্তির মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। কেননা আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে, তিনিই তার একমাত্র অধিপতি। তাঁর বিশেষ পরিচয় "اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার নিকট ফিরাউন ও সামূদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ? যারা নিজেদের জনশক্তির অহমিকায় পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণের প্রতি অত্যচার করেছিল, যার পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ এই আয়াতে ফিরাউন ও সামূদ জাতির কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা জনশক্তির অহমিকায় এরাই আল্লাহদ্রোহিতার সয়লাব বইয়ে দিয়েছিল, যার পরিণতিতে তারা আল্লাহ পাকের কঠোর আযাব বা গযবে গেরেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

(١٩) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝ (٢٠) وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝ (٢١) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ (٢٢) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

১৯. বরং যারা কুফরী করেছে, তারা তো মিথ্যা আরোপ করায় রত। ২০. অথচ আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ২১. বস্তুত এটাই সম্মানিত কুরআন, ২২. যা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ঐ সমস্ত সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফির বান্দার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, হাশর-নশর, আখিরাত ইত্যাদি জিনিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। যেমন ফিরাউন ও সামূদ জাতির লোকেরা করেছিল এবং যারা ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহ পাকের গযবে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। কেননা আল্লাহ্‌র ভাষায় ঃ "وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ" অর্থাৎ 'আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন'। কাজেই সীমা অতিক্রম করে কারো পক্ষে নাজাত বা মুক্তির আশা করা আদৌ উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ অর্থাৎ 'এটাই সেই সম্মানিত কুরআন' যা সম্পর্কে কাফিররা বিভিন্ন ধরনের উক্তি করত যে, এটা কবিতা বা ছন্দময় কথার মালা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ -এর অর্থ قُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ বা মহিমান্বিত কুরআন।

আবূ কুরাইব ......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ -এর অর্থ হলো قُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ বা মহা সম্মানিত কুরআন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ 'সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।' এখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, এই মহিমান্বিত কুরআন সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

ক্বারী সাহেবগণ محفوظ শব্দের ক্বিরআতের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন। হিজাযের ক্বারী আবূ জাফর ও ইব্‌ন কাসীর, কূফার ক্বারী আসেম, আমাশ, হামযা ও কিসাঈ এবং বসবার ক্বারী আবূ আমর محفوظ শব্দটির শেষ অক্ষরে যের দিয়ে পড়ার পক্ষপাতি। কিন্তু মক্কার ক্বারী ইব্‌ন মাহিসিন এবং মদীনার ক্বারী নাফে محفوظ শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থকারের নিকট محفوظ শব্দটি যের বা পেশ দিয়ে পড়ায় তেমন কোন আপত্তি নাই। কেননা এই দুই পদ্ধতির কিরআতই বহুল প্রচলিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فى لوح শব্দের অর্থ ام الكتاب বা মূল কিতাব।

বাশার.......কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, লাওহে মাহফূয বা সুরক্ষিত ফলক। আল্লাহ্‌র নিকট এর তাৎপর্য এই যে, কুরআনের এই লিখন অক্ষয়, অব্যয়, চিরস্থায়ী ও আমোঘ। এটা আল্লাহ্‌র এমন এক সুরক্ষিত ফলকে খোদিত, যাতে কোনরূপ রদবদল বা পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটতে পারে না। এতে যা লিখিত আছে, তা অবশ্যই কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবে। সারা দুনিয়ার লোক একত্রিত হয়ে এর প্রতিরোধ করতে চাইলেও তা করতে সক্ষম হবে না।

আমর ইব্‌ন আলী......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ এর অর্থ হলো এই মহা সম্মানিত কুরআন সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ এর অর্থ فِيْ جبهة اسرافيل অর্থাৎ হযরত ইসরাফিল (আ)-এর পেশানীতে তা লিপিবদ্ধ।

এখানেই সূরা বুরূজের তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الطَّارِقُ

সূরা তারিক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১৭, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ (٢) وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝ (٣) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ (٤) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ (٥) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ (٦) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ (٧) يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ (٨) إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ (٩) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ (١٠) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

১. আকাশের শপথ এবং শপথ রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর। ২. তুমি কি জানো রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী কি? ৩. তা এক উজ্জ্বল তারকা। ৪. এমন কোন প্রাণ নাই যার জন্য কোন সংরক্ষক নিযুক্ত নাই। ৫. অতএব মানুষ প্রণিধান করুক না কেন, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬. তাকে সবেগে স্খলিত পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৭. যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের মধ্য হতে নির্গত হয়। ৮. নিঃসন্দেহে সে স্রষ্টা তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। ৯. যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে, ১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও তার জন্য আসবে না।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশমণ্ডলের ও রাত্রির অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের শপথ করেছেন। এটাই এর তাফসীর। অবশ্য এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। যথা :

মুহাম্মদ ইব্‌ন-সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এর অর্থ وَالسَّمَاءِ وَمَا يَطْرُقُ فِيهَا অর্থাৎ 'শপথ আসমানের এবং রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর।'

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ এই আয়াতে বর্ণিত الطارق শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী এবং দিনের আলোতে আত্মগোপনকারী বস্তু বা গ্রহ-নক্ষত্ররাজি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَالطَّارِقُ শব্দের অর্থ তারকারাজির আত্মপ্রকাশ, যা রাত্রিতে হয়ে থাকে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ الطارق। শব্দের অর্থ النجم। বা তারকা।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ" এই আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন হে নবী! তুমি কি জান রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী কি? আল্লাহ পাক এর জবাব নিজেই দিয়ে বলেছেন "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" অর্থাৎ রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী বস্তু হলো জ্বল জ্বল করা তারকা। এটাই মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" এর অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" এর অর্থ উজ্জ্বল জ্বল জ্বল করা নক্ষত্ররাজি।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" এর অর্থ হলো জ্বল জ্বল করা তারকা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর.....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" এর অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "الثَّاقِبُ।" শব্দের অর্থ হলো উজ্জ্বল জ্বল জ্বলে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা.......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ।" এর অর্থ উজ্জ্বল জ্বল জ্বল করা নক্ষত্র।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ। এই আয়াতে বর্ণিত النجم। শব্দের অর্থ আরববাসীদের নিকট সুরাইয়ানক্ষত্র এবং "الثَّاقِبُ।" শব্দের অর্থ জুহল নক্ষত্র যা বহু উর্ধ্বে অবস্থিত এবং উজ্জ্বল জ্বল জ্বল করা অবস্থায় দেখা যায়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ।" অর্থাৎ 'এমন কোন প্রাণী নাই, যার জন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নাই।'

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতে বর্ণিত لَمَّا শব্দটির ক্বিরআতে মতপার্থক্য করেছেন, মদীনার ক্বারী আবূ জাফর এবং কূফার ক্বারী হামযার মতানুযায়ী শব্দটির ميم অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। ক্বারী হাসানের অভিমতও এইরূপ।

আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম ঃ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ এই আয়াতে বর্ণিত لَمَّا শব্দটির ميم অক্ষরটিকে তাশদীদ সহকারে পড়তেন। মদীনার ক্বারী নাফে ও বসরার ক্বারী আবূ আমরের অভিমতও তাদের অনুরূপ। অবশ্য لَمَّا শব্দটির ميم অক্ষরটিকে যদি তাশদীদ ব্যতীত পড়া হয়, তবে তখন আয়াতটি এরূপ হবে "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ" যার পরিপ্রেক্ষিতে لام অক্ষরটি إن এর জওয়াব স্বরূপ ব্যবহৃত হবে। অবশ্য لَمَّا শব্দটির ميم অক্ষরটিকে তাশদীদ সহকারে পড়ার বিপক্ষে অনেকেই অভিমত পেশ করেছেন, যন্মধ্যে ব্যাকরবিদ ফাররাও অন্যতম। তাদের মতে (هذيل) হুযায়লের ক্বিরআতে لَمَّا এর স্থানে لا। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যথা "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ" এটিও বিশুদ্ধ ক্বিরআত হিসেবে পরিচিত।

আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ.....ইব্‌ন আওন হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইব্‌ন সিরীনের নিকট এই আয়াত, যথা ঃ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ তিলাওয়াত করলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আশ্চর্য হয়ে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! তুমি কি তিলাওয়াত করলে, আয়াত হবে ঃ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য অবশ্যই একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, যারা ভালমন্দ সমস্ত কাজের সংরক্ষণকারী। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ.......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ এর অর্থ এমন কোন প্রাণ নাই, যার জন্য কোন সংরক্ষক ফেরেশতা নিযুক্ত হয় নাই।

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ এর অর্থ হলো, হে বনী আদম! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হায়াত-মউত, রিযক-দৌলত ও যাবতীয় কাজের সংরক্ষক হিসেবে ফেরেশতামণ্ডলী নিযুক্ত করেছেন। যারা সব সময় স্ব স্ব দায়িত্বে সদা মোতায়েন ও ব্যস্ত রয়েছেন। তোমাদের মৃত্যুর পর পরই তারা তোমাদের আত্মাকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশর-নশর ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তারা যেন নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে। কেননা তারা আল্লাহ পাকের কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারে; যখন নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব এই যে, আল্লাহ্‌র ভাষায় ঃ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ অর্থাৎ তাকে সবেগে স্খলিত পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে আহলে আরবদের অভিমত অনুযায়ী دافق শব্দটির অর্থ مدفوق শব্দের মত হবে অর্থাৎ সবেগে স্খলিত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ অর্থাৎ যা নির্গত হয় নরের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির মধ্যে হতে।

মুফাসসিরগণ الترائب শব্দের অর্থ ও এর অবস্থান স্থিতি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ ترائب শব্দের অর্থ পুরুষের বুকের অস্থি বা মহিলাদের পাঁজরের হাড়।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ.......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে ترائب শব্দের অর্থ বুকের অস্থি বা পাঁজরের হাড়।

আবূ সালেহ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে বর্ণিত الترائب শব্দের অর্থ নারীদের পঞ্জরাস্থি।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, الترائب এর অর্থ বুকের অস্থি বা পাঁজরের হাড়।

ইব্‌ন মুসান্না......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে বর্ণিত الصُّلْبِ শব্দের অর্থ নরের মেরুদণ্ড এবং الترائب শব্দের অর্থ নারীর পঞ্জরাস্থি।

আবূ কুরাইব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, التَّرَائِبِ শব্দের অর্থ হলো বক্ষদেশ।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে বর্ণিত الصلب শব্দের অর্থ মেরুদণ্ড এবং الترائب শব্দের অর্থ বক্ষদেশ। কেউ কেউ বলেন ঃ বক্ষ ও স্কন্ধদেশের সমস্ত অংশকে الترائب বলা হয়।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الترائب বলা হয় বক্ষ ও স্কন্ধদেশের সমস্ত অংশকে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الترائب। বলা হয় গলার নীচের অংশকে।

ইব্ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, الصلب। হলো নরের মেরুদণ্ড এবং الترائب। হলো নারীর পঞ্জরাস্থি। কারো কারো الترائب। শব্দের অর্থ হলো দুটি হস্ত, দুটি পদ এবং দুটি চক্ষু।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ। এই আয়াতে বর্ণিত الترائب। শব্দের অর্থ মানবদেহের বিভিন্ন অংগ-প্রতংগের সমষ্টি, যথা ঃ দুই হাত, দুই পা ও দুইটি চক্ষু।

ইব্ন হুমায়দ......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে বর্ণিত الترائب। শব্দের অর্থ হলো اليدان والرجلان। বা দুইটি হাত ও দুইটি পা।

মিহরান....... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, الصلب। হলো নরের বীর্য এবং الترائب। হলো নারীর বীর্য।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এই আয়াতে বর্ণিত الترائب। শব্দের অর্থ হলো ব্যক্তির দুই হাত, দুই পা ও দুইটি চক্ষু।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক......মুয়াম্মার ইব্ন আবূ হাবীবাহ আল-মাদানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ এর অর্থ নর-নারীর প্রজনন শুক্র, যা দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হয়। তা মেরুদন্ড ও পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী দেহ সত্তা হতে নিঃসৃত হয়। এ জন্য বলা হয়েছে ঃ মানুষকে সেই পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পিঠ ও বুকের মাঝ হতে বের হয়।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।' এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের বহিঃপ্রকাশ করার জন্য মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ আমি যেভাবে সবেগে স্খলিত এক ফোঁটা নাপাক বীর্য হতে তোমাদেরকে এমন সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, তেমনি তোমাদের মৃত্যুর পর আবার তোমাদের অস্তিত্ব প্রদানে আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। মুফাসসিরগণ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এই আয়াতে বর্ণিত رجعه শব্দটির ه অক্ষরটি কার ইংগিতবাহী, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তা ماء শব্দটির অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো স্খলিত বীর্য, যাকে আল্লাহ পাক পুনরায় স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

ইব্ন মুসান্না...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো الصلب। বা পৃষ্ঠদেশ।

উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল.....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ-এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই তিনি পানিকে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

নাসর ইব্ন আবদুর রহমান...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই তিনি স্খলিত বীর্যকে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথে বের করতে সক্ষম।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো في الاحليل। বা প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথের মধ্যে।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই তিনি পানিকে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হলো নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে প্রথমে যেরূপ নাপাক পানি বা বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন, তার মৃত্যুর পর আবার তাকে ঐ পানি হতে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই তিনি মানুষকে তার সৃষ্টির প্রথমে যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক স্খলিত বীর্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে অবশ্যই সক্ষম।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক স্খলিত বীর্যকে নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই সক্ষম। তিনি তা হতে তাঁর ইচ্ছামত কিছু সৃষ্টি করা এবং না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। কারো কারো মতে এই আয়াতের অর্থ হলো ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তার বৃদ্ধাবস্থা হতে পুনরায় বাল্যাবস্থায় রূপান্তরিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

ইব্ন হুমায়দ......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক বৃদ্ধকে যুবকে, যুবককে শিশুতে এবং শিশুকে বীর্যতে রূপান্তরিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যেরূপ তিনি বীর্য হতে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে বৃদ্ধাবস্থায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনে সম্পূর্ণ-রূপে সক্ষম।

গ্রন্থকার বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে যে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত হয়েছে, এর মধ্যে তার নিকট গ্রহণীয় মত এই যে, আল্লাহ পাক বীর্য হতে মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম, ঠিক একইভাবে মৃত্যুর পর মানুষের জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। যেমন আল্লাহ পাকের কালাম ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ অর্থাৎ যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে; এই আয়াতটি উপরোক্ত আয়াত اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ। এই আয়াতের অর্থের সাথে সম্পৃক্ত। স্পষ্টত এখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ। অর্থাৎ যেদিন গোপন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে, যা কিয়ামতের সময় অনুষ্ঠিত হবে। এই সময় পার্থিব জীবনে মানুষের প্রতিটি কৃতকাজকর্ম প্রকাশ হবে এবং কিছুই গোপন থাকবে না। যার ভিত্তিতে প্রত্যেকের শেষ পরিণতি শাস্তি বা শান্তির জন্য নির্ধারিত হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ......আতা ইব্ন আবূ বিরাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ। এই আয়াতে বর্ণিত السرائر। বা গোপন তথ্যাদির অর্থ হলো নামায-রোযা ও নাপাকির গোসল ইত্যাদি। যারা এ নির্দেশগুলো বাস্তব জীবনে সঠিকরূপে প্রতিপালন না করা সত্ত্বেও করেছে বলে দাবি করে, তাদের নিকট হতে এই ব্যাপারে কড়াকড়িভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ এর অর্থ যেদিন মানুষের কৃত গোপন কার্যাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং তা সকলের সামনে প্রকাশিত হবে।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ এই আয়াতের অর্থ হলো যেদিন মানুষের গোপন তথ্যাদি পরীক্ষিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ সেদিন তার কোন শক্তি-সামর্থ্য থাকবে না এবং তাকে সাহায্যকারীও কেউই হবে না। এই আয়াতে আল্লাহ পাক কাফিরদের কথা ব্যক্ত করেছেন, যারা কিয়ামতের

দিন কঠিন ভয়াবহ শাস্তিতে গেরেফতার হবে। কিন্তু আক্ষেপ, সে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন রাস্তাই তাদের থাকবে না। কেননা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করার মত ক্ষমতা যেরূপ কারো হবে না, তদ্রূপ তার সাহায্যকারীও কেউই থাকবে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لاَ نَاصِرٍ এই আয়াতের অর্থ হলো ঃ ينصره من الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তার কোন শক্তি এবং সাহায্যকারী থাকবে না।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لاَ نَاصِرٍ এই আয়াতে বর্ণিত قوة ও ناصر শব্দের অর্থ শক্তি ও সাহায্যকারী অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পাপীদের জন্য আল্লাহ্‌র আযাব হতে পরিত্রাণ লাভের কোন রাস্তাই থাকবে না। তারা না শক্তির সাহায্যে আল্লাহ্‌র আযাবের মুকাবিলা করতে পারবে, না তাদের সাহায্য ও সুপারিশ করার জন্য কেউই তৎপর হবে।

আলী ইব্‌ন সাহল......সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لاَ نَاصِرٍ এই আয়াতে বর্ণিত القوة শব্দের অর্থ العشيرة বা নিকটাত্মীয় এবং الناصر শব্দের অর্থ হলো الحليف বা অংগীকাবকারী।

(১১) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ (১২) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ (১৩) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ
(১৪) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ؕ (১৫) اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ (১৬) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚۖ
(১৭) فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۠

১১. শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের, ১২. এবং দীর্ণ বক্ষ যমীনের, ১৩. নিশ্চয়ই এটা এক পরীক্ষিত চূড়ান্ত বাণী ১৪. এবং এটা কোন প্রহসন নয়। ১৫. এই লোকেরা কিছু ষড়যন্ত্র করেছে, ১৬. এবং আমিও একটা বিশেষ পরিকল্পনা করেছি। ১৭. অতএব হে নবী, এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও এবং কিছু সময় তাদের অবস্থায় পরিত্যাগ কর।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এই আয়াতে ذَاتِ الرَّجْعِ আকাশমণ্ডলকে বলা হয়েছে। رجع শব্দের অভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু আরবী ভাষায় ব্যবহারিক অর্থ বৃষ্টিপাত—যে জন্য শব্দটি এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এটা একবার বর্ষণ হয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং বর্ষা ঋতুতে বারবার এবং অন্যান্য ঋতুতে একাধিকবার বর্ষিত হয়ে থাকে। আর বৃষ্টিপাত মাঝে মাঝে সব ঋতুতেই হয়ে থাকে। সাধারণত বৃষ্টিপাতের ফলেই শুষ্ক যমীন নব জীবনপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্যশস্যের যোগান দিয়ে থাকে। এটা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ মেঘমালা।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ হলো বারিপূর্ণ মেঘপুঞ্জ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এই আয়াতে বর্ণিত الرجع শব্দের অর্থ হলো বৃষ্টিপাত।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এই আয়াতের অর্থ হলো বৃষ্টিপূর্ণ আকাশের শপথ, যার দ্বারা মানুষের রিযক উৎপন্ন হয় এবং তা বারবার বর্ষিত হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ আয়াতে বৃষ্টিকে رجع বলার কারণ এই যে, দুনিয়ার সমুদ্রসমূহ হতে পানি বাষ্পরূপে উত্থিত হয়ে পুনরায় তা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ হলো বারবার বৃষ্টিপাতের ফলে বান্দার রিযকের বন্দোবস্ত হয়ে থাকে, যদি তা না হতো, তবে মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীর দুনিয়ায় জীবন ধারণ করা সম্ভব হতো না; বরং সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ হলো প্রতি বৎসর বর্ষিত বৃষ্টিপাত।

হুসায়ন......যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এই আয়াতে বর্ণিত رجع শব্দের অর্থ হলো বৃষ্টিপাত।

কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হলো ঃ চন্দ্র-সূর্য—যা বারবার উদিত ও অস্তমিত হয়ে থাকে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ এর অর্থ চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি, যা আকাশে বারবার উদিত ও অস্তমিত হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ অর্থাৎ 'দীর্ণবক্ষ যমীনের শপথ।' এর তাৎপর্য এই যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাতের ফলে শুষ্ক যমীন সজীব হয়ে উঠে, যার ফলে এর বুক বিদীর্ণ করে গাছপালা ও লতা-গুল্ম, শাক-সব্জী ও অন্যান্য ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ। এই আয়াতে বর্ণিত ذَاتِ الصَّدْعِ এর অর্থ ذات النبات অর্থাৎ বৃক্ষরাজিপূর্ণ যমীনের শপথ—যা যমীনের বক্ষ বিদীর্ণ করে উদগত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ। এর অর্থ হলো দীর্ণবক্ষ যমীনের শপথ, যা উদ্ভিদ উদগত হওয়ার কারণে বিদীর্ণ হয়ে থাকে।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ এর অর্থ উদ্ভিদ সম্বলিত পৃথিবীর শপথ! যা উদগত হওয়ার ফলে যমীনের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে থাকে।

হযরত ইকরামা (রা)-কে উক্ত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ এর অর্থ দীর্ণবক্ষ যমীনের শপথ! যা ফলের গাছ ও উদ্ভিদরাজি উদগত হওয়ার কারণে বিদীর্ণ হয় এবং যা তোমরা অবলোকন করে থাক।

ইব্‌ন উবায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ। এর অর্থ উদ্ভিদরাজি, যা মাটিভেদ করে উদগত হয়ে থাকে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ এই আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে তিনি কালাম পাকের এই আয়াতও তিলাওয়াত করেন। যথা ঃ

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا الخ অর্থাৎ 'আমি যমীনের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাতে দানা, অংগুর ইত্যাদি উৎপন্ন করি।'

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ এই আয়াতের তাৎপর্য النبات। বা উদ্ভিদরাজি।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ। 'এই কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী।' অর্থাৎ এটা হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ধারণকারী যাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ। এই আয়াতে فصل শব্দের অর্থ হলো حق বা সত্য।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ। এই আয়াতে বর্ণিত فصل শব্দের অর্থ حكم বা আদেশ।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ অর্থাৎ 'এটা প্রহসন নয়।' এর মধ্যে আজে-বাজে, বাতিল কোন কিছুর অবতারণা আদৌ করা হয় নি; বরং এটা সম্পূর্ণ সত্য বর্ণনাযুক্ত গ্রন্থ।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ এর অর্থ এটি বাতিল গ্রন্থ নয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ এই আয়াতে বর্ণিত هزل শব্দের অর্থ لعب বা খেলাধূলা।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا। অর্থাৎ 'তারা ভীষণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে' এবং তারা আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত রাসূল, আযাব-সওয়াব ও আখিরাতের প্রতি মিথ্যা ভাবাপন্ন এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী। যার সঠিক জবাব স্বরূপ আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاَكِيْدُ كَيْدًا। এবং 'আমিও ভীষণ কৌশল করি' এবং তাদেরকে পাপকর্মে অহরহ লিপ্ত রাখি—যাতে পরকালের কঠিন আযাবে তারা গেরেফতার হয়।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম ঃ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ। এবং হে মুহাম্মদ! তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে বেশি ব্যস্ততা দেখিও না, বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا। বরং তুমি তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ প্রদান কর, যাতে তাদের পাপের ভার আরো পরিপূর্ণ করতে পারে এবং জাহান্নামের কঠিন আযাবে গেরেফতার হয়।

আবূ সালিহ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا। এই আয়াতে বর্ণিত رُوَيْدًا। শব্দের অর্থ قريبا বা অতি সত্ত্বর।

বাশার ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে رُوَيْدًا। শব্দের অর্থ القليل। বা কম সময়ের জন্য।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا। এর অর্থ হে নবী! তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অবকাশ দাও এবং তাদের ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করো না। কেননা আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবার জন্য যথেষ্ট এবং এজন্য যা কিছু করণীয়, সব কিছুরই বন্দোবস্ত তাঁর নিকট অবশ্যই রয়েছে এবং যথা সময়ে তারা এতে পাকড়াও হবে।

সূরা তারিকের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى
সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১৯, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ (٢) الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ (٣) وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ (٤) وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ (٥) فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۙ (٦) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ (٧) اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۙ

১. হে নবী! তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। ৩. যিনি তকদীর নির্ধারণ করেছেন ও পরে পথ দেখিয়েছেন। ৪. যিনি উদ্ভিদ তৃণাদি উৎপাদন করেছেন। ৫. পরে সেগুলোকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। ৬. আমি তোমাকে পাঠ করাতে থাকব, যাতে তুমি তা বিস্মৃত না হও, ৭. অবশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়েই জ্ঞাত।

তাফসীর

মুফাসসিরগণ আল্লাহ্র বাণী ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, হে নবী! তুমি তোমার মহান শ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের নামের তসবীহ কর; যাঁর সমতুল্য আর কেউই নাই। আর কেউ কেউ যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়তেন।

ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম......হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তিলাওয়াত করার পর سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলতেন। উবাই ইব্ন-কাবও এরূপ করতেন।

ইব্ন বাশার...... হযরত আলী (রা) হতে এইরূপ শ্রবণ করেছেন যে, যখনই তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখনই এই তসবীহ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়তেন।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখনই তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى। তিলাওয়াত করতেন, তখনই বলতেন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى এবং যখনই সূরা কিয়ামার শেষ আয়াত যথা ঃ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ 'তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?'

তিলাওয়াত করতেন; তখন বলতেন سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبَلٰى 'হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম।'

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই আয়াত তিলাওয়াত করে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াতের পর سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়তেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে মাগরিবের নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই সূরা তিলাওয়াত করার পর سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলতে শুনেছি।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাকের নামের মাহাত্ম্যকে সমুন্নত করা হয়েছে। কেননা তসবীহযোগ্য নাম মাত্র একটিই। তাই কালামের ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা কর। এর দ্বারা কাফির-মুশরিকদের পূজিত তথাকথিত প্রভু লাত, মানাত, উযযা ও হোবলের পূজার অসারতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা এরা মানুষের হাতে গড়া মূর্তি বৈ কিছুই নয়, কাজেই তাদের মধ্যে প্রভুত্বের কোন সত্তাই থাকতে পারে না। আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ভুল ধারণা পোষণের ফলেই দুনিয়ায় বহু প্রকারের বাতিল আকীদা ও মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে এবং এ কারণেই আল্লাহ্র মহান পবিত্র সত্তার জন্য ভুল নামের প্রচলন ঘটেছে। অতএব আকীদা বা মৌল বিশ্বাস ও মতাদর্শকে নির্ভুল ও সঠিক করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলাকে কেবল সে সব সুন্দর ও নির্দোষ নামে স্মরণ করতে হবে, যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ও শোভনীয় বিবেচিত হতে পারে।

কারো কারো মতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই আয়াতের অর্থ হলো হে নবী মুহাম্মদ! তোমার রবের যিকির নামাযের দ্বারা সুসম্পন্ন কর। কেননা তাঁর প্রতি ভয় রাখা ও তাঁর নামের যিকির করা তোমার জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

গ্রন্থকারের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই আয়াত দ্বারা বাতিল মা'বূদদের পূজা-অর্চনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করার জন্য বলা হয়েছে। যেমন হযরত নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, যখনই তাঁরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তিলাওয়াত করতেন, তখনই سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলতেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى অর্থাৎ 'যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।' এখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা বলা হয়েছে, যিনি পৃথিবীর সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং এদের ভারসাম্য ও অনুপাত ঠিকভাবে কায়েম করেছেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে এমন আকার-আকৃতি ও রূপ-প্রতিকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে জিনিসের তা থেকে ভিন্নতর কোনরূপ চিন্তাই করা যায় না।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ 'যিনি তকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং পরে পথ দেখিয়েছেন', এখানে কারো কারো মতে فهدى শব্দের তাৎপর্য হলো তিনি মানুষকে ভাল ও মন্দের রাস্তা বলে দিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুকে চারণভূমির সন্ধান দিয়েছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর........ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدَّرَ فَهَدٰى এর অর্থ হলো তিনি মানুষের জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, فهدى এর তাৎপর্য হলো আল্লাহপাক হিদায়াতকে সকলের জন্য উম্মুক্ত রেখেছেন, যারা এর অভিলাষী হবে, তারা অবশ্যই তা প্রাপ্ত হবে। অন্যথায় গুমরাহীর অতল গহবরে নিমজ্জিত হবে।

মিসরের সমস্ত ক্বারী وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى এই আয়াতে বর্ণিত قدر শব্দের دال অক্ষরটির উপর তাশদীদ দেয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কিসাঈর অভিমত এই যে, এটা তাশদীদ ছাড়া হবে। গ্রন্থকারের মতে তাশদীদ সহকারে পড়াই উত্তম, কেননা অধিকাংশের অভিমতই গ্রহণীয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى অর্থাৎ 'যিনি উদ্ভিদ-তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন।' যা খেয়ে জীবজন্তু ও পশুপক্ষী জীবন ধারণ করে থাকে।

ইয়াকূব ইব্‌ন মুকাররাম......আবূ রযীন হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَخْرَجَ الْمَرْعٰى শব্দের অর্থ النبات বা তৃণাদি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى এর অর্থ যিনি ভূচরের জন্য খাদ্য ও তৃণাদি উৎপন্ন করে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى অর্থাৎ 'পরে তিনি সেগুলোকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।' এখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি কেবল বসন্ত ঋতু-ই আনেন না, শীতের জরাও তিনি এনে দেন। তিনি যে শ্যামল-সবুজ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন, তার মনোরম সতেজতা ও শ্যামলিমা দেখে চক্ষু জুড়ায়। মন আনন্দে নেচে উঠে। আবার তিনি-ই সেই উদ্ভিদকে পীতবর্ণ, শুষ্ক ও কালো করে এমন আবর্জনায় পরিণত করেন যা বাতাসে উড়ে নিয়ে যায়, বন্যা ভাসিয়ে কোন সুদূরে বিলীন করে দেয়। এটা পরস্পর বিরোধী দৃশ্য। এ কারণে কেউ এই দুনিয়ায় কেবল বসন্তের মনোরম দৃশ্যই অবলোকন করবে, শীতের জরা তাকে কখনও স্পর্শ করবে না; এরূপ ভুল ধারণায় পড়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই উচিত নয়।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ غُثَاءً اَحْوٰى এর অর্থ هشيما متغير। বা ধূসর আবর্জনা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ غُثَاءً اَحْوٰى এর অর্থ হলো কালো আবর্জনা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ غُثَاءً اَحْوٰى এর অর্থ পীতবর্ণ ধারণের পর শুষ্ক হওয়া।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى এর অর্থ তিনিই সেই উদ্ভিদকে পীতবর্ণ, শুষ্ক ও কালো করে এমন আবর্জনায় পরিণত করেন, যা বাতাসের উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিংবা বন্যা ভাসিয়ে কোন সুদূরে বিলীন করে দেয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى অর্থাৎ 'আমি তোমাকে পাঠ করাতে থাকব, যাতে তুমি তা বিস্মৃত না হও।' اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। এ বাণী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা তিনি কুরআনের শব্দসমূহ ভুলে যাওয়ার ভয়ে বার বার আবৃত্তি করতেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ওহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই নবী করীম (সা) ভুলে যাওয়ার ভয়ে তার প্রথমাংশ আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে নিশ্চয়তা দিলেন এবং বললেন ঃ ওহী নাযিল হওয়ার সময় তুমি চুপচাপ শুনতে থাক। আমি তোমাকে তা পড়িয়ে দেব এবং তা চিরকালের জন্য তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى এর তাৎপর্য এই যে, কুরআন অবতরণের সময় তার শব্দসমূহ ভুলে যাওয়ার ভয়ে নবী করীম (সা) তা বারবার আবৃত্তি করতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বলা হলো ঃ ওহী নাযিল হওয়ার সময় তুমি চুপচাপ থাক। আমি তোমাকে তা পড়িয়ে দেব, এবং চিরকালের জন্য তা তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে। অবশ্য কোন আয়াত যদি আল্লাহ্র নির্দেশে মনসূখ বা বাতিল হয়, সেগুলো ব্যতীত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى এর তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র তরফ হতে ওহী স্বরূপ যা পাঠ করতেন, তা কখনও বিস্মৃত হতেন না। অবশ্য আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। কেউ কেউ বলেন এখানে تَنْسٰى শব্দের অর্থ হলো تَرَكَ বা পরিহার করা। আবার কারো কারো মতে এর অর্থ 'হে মুহাম্মদ (সা) তুমি তোমার প্রভুর তরফ হতে যা পাঠ করবে, কখনও তার আমল পরিহার করবে না অবশ্য আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন এবং তা মনসূখ বাতিল বলে ঘোষণা দেবেন, তা ব্যতীত।'

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى। অর্থাৎ 'তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যা কিছু আছে সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।' এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পাক সবকিছুই, প্রতিটি জিনিসই জানেন; তা বাহ্যিক হোক, কি গোপনীয়। কিন্তু যে প্রসংগে এখানে আয়াতটি বলা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিবেচনা করলে মনে হয় নবী করীম (সা)-এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত আমলের সাথে সাথে, তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর পড়ার সংগে সংগে যে তা পড়ে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ্ তাও যেরূপ জানতেন; তদ্রূপ তিনি ভুলে যাওয়ার ভয়ে যে এরূপ করছিলেন; আল্লাহ্ তাও জানতেন। কাজেই তাঁকে এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো যে, আপনি তা কখনও ভুলে যাবেন না।

(৮) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝ (৯) فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝ (১০) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝
(১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝ (১২) الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝ (১৩) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৮. আমি তোমার পথকে সহজতম করে দেব। ৯. কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি তা কল্যাণকর হয়। ১০. যে ব্যক্তি ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ১১. আর যে তা উপেক্ষা করবে সে চরম হতভাগ্য, ১২. সে ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সে তাতে না মরবে, না বাঁচবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমাকে একটি সহজ শরীয়ত দান করেছি, যার উপর আমল করা খুবই সহজ।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى। এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'হে মুহাম্মদ (সা) তুমি আমার পথভোলা, গুমরাহ বান্দাদেরকে সৎপথে আনয়নের জন্য উপদেশ ও নসীহত প্রদান করতে থাক। তাদেরকে দোযখের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর, হয়ত তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতেও পারে।' এখানে আল্লাহ্ পাক فَذَكِّرْ এই নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে তাঁর হাবীবকে বলছেন 'হে নবী! আমি দীনের তাবলীগের ব্যাপারে তোমাকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চাই না। অন্ধকে পথ দেখানো এবং বধিরকে শোনানো তোমার দায়িত্ব নয়, বরং তোমার দায়িত্ব হলো সকলকে নসীহত করা এই মনে করে যে, কেউ না কেউ তা থেকে অবশ্যই উপকৃত হচ্ছে, কল্যাণ লাভ করছে।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে'। কেননা কেবল এরূপ ব্যক্তিই চিন্তা করবে, আমি ভুল পথে যাচ্ছি না তো? অতএব যে লোক তাকে হিদায়াত ও গুমরাহীর পার্থক্য বুঝাবে এবং সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভের পথ দেখাবে, তার উপদেশ কেবল এই ব্যক্তিই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى। অর্থাৎ 'তুমি উপদেশ দাও, যদি তা কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে'। এখানে মানুষকে কল্যাণ ও হিদায়াতের দিকে আহবান করার জন্য নবী করীম (সা)-কে বলা হয়েছে। কাকেও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় নি; বরং উপদেশ প্রদানের ফলেই হয়ত অনেকে তা গ্রহণের জন্য তৈরি হয়ে যাবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى 'আর যে তা উপেক্ষা করবে, সেই-ই চরম হতভাগ্য' এবং তার পরিণতি এরূপ হবে; যেমন আল্লাহ্র বাণী اَلَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى অর্থাৎ সে ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নিকে نَارَ الْكُبْرٰى বা 'ভয়াবহ অগ্নি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ ثُمَّ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى 'অতঃপর সে তাতে না মরবে, না বাঁচবে।' অর্থাৎ সেখানে তার মৃত্যু না হওয়ার ফলে আযাব হতেও নিষ্কৃতি মিলবে না। ঠিক তেমনি বাঁচার মত বাঁচবেও না। সুতরাং সে ব্যক্তি জীবনের কোন স্বাদ-ই উপভোগ করতে সক্ষম হবে না। কেউ কেউ বলেন, পুরাকালে আরবে এরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল যে, যখন কেউ কঠিনভাবে কোনরূপ বিপদগ্রস্থ হতো, তখন তার জন্য তারা এরূপ বলত ঃ لَاهُوَ حَىٌّ وَلَا هُوَ مَيِّتٌ অর্থাৎ 'না সে জীবিত বা মৃত, বরং কিংকর্তব্যবিমূঢ়।' আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ বাক্য, তাঁর পবিত্র কালামেও তাই অতি চমৎকার উপমাসহ ব্যবহার করেছেন।

(১৪) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ (১৫) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۙ (১৬) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ (১৭) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۙ (১৮) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ (১৯) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۙ

১৪. নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে, যে পবিত্র, ১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। ১৬. কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ। ১৭. অথচ পরকাল অধিক কল্যাণময় ও চিরস্থায়ী, ১৮. পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল। ১৯. ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির জন্য মুক্তি ও সফলতার কথা বর্ণনা করেছেন, যে কুফর ও শিরক হতে তওবা করে ঈমান এনেছে, খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করে ভাল অভ্যাস আয়ত্ব করেছে এবং ঈমান বিরোধী আমল পরিত্যাগ করে, ঈমান অনুযায়ী নেক আমল অবলম্বন করেছে।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এর অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি শিরক হতে পবিত্র হয়েছে, সে কল্যাণ লাভ করেছে।'

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না......হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এর অর্থ হলো যে ব্যক্তির আমল পবিত্র, সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ-ভীতি সহকারে ভালকাজ করেছে, সে কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করেছেন।

সা'দ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম........ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এই আয়াতের অর্থ হলো যে ব্যক্তি কালেমা لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ পাঠ করল, সে মুক্তি ও কল্যাণপ্রাপ্ত হলো। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত প্রদান করল, সে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করল।

ইব্ন হুমায়দ......আবুল আহওয়াস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এর অর্থ ঃ যে শিরক ও কুফরী হতে তওবা করে ঈমান এনে পবিত্র হলো, সে কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হলো।

মুহাম্মদ ইব্ন আমারা......আবুল আহ্‌ওয়াস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এই আয়াতে বর্ণিত تَزَكّٰى শব্দের অর্থ কুফর ও শিরক হতে তওবা করে ঈমান গ্রহণ, খারাপ চরিত্র পরিত্যাগ করে ভাল চরিত্র গ্রহণ এবং ঈমান বিরোধী আমল পরিত্যাগ করে নেক আমল করা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমারা ভিন্ন সূত্রে......আবূল আহ্‌ওয়াস হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমাদের কারো নিকট কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন নিয়ে আগমন করে, তখন তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ প্রদান করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে যে, পবিত্র এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।' এখানে নামায আদায়ের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করার কথা বলা হয়েছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এর অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তার মালকে পবিত্র করেছে এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছে, সে সফলতা অর্জন করেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ تَزَكّٰى শব্দের অর্থ সাদ্‌কাতুল ফিত্‌র।

আমর ইব্ন আবদুল হামিদ......আবূ খাল্‌ফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি আবুল আলিয়ার নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেন, আগামীকাল যখন তুমি ঈদের জামাতে যাবে, তখন আমার সংগে যাবে। অতঃপর আমি তার সাথে গমনকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞেসে করলেন, তুমি কিছু পানাহার করেছ কি? তদুত্তরে আমি বললাম হ্যাঁ, করেছি। অতঃপর তিনি এই আয়াত ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى তিলাওয়াত করে বললেন ঃ নিশ্চয়ই মদীনাবাসীরা পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদ্‌কা হিসেবে অন্য কিছুকে গণ্য করতেন না। অর্থাৎ তারা পানি পান করানোকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করতেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এবং সে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। এখানে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ অর্থ দিল হতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা এবং মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা। এই উভয় পন্থায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাকেই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র যিকর বলা হয়।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এর অর্থ একান্ত এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র নামের যিকর করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌গতপ্রাণ হওয়া এবং সর্বক্ষণ দিল ও মুখে তাঁর স্মরণ করা। অতঃপর فَصَلّٰى অর্থাৎ সে নামায আদায় করে। এখানের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَصَلَّى এর অর্থ ঃ صَلَّى الْخَمْسِ صَلٰوةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে صَلَّى শব্দের অর্থ ঈদুল ফিতরের নামায। কারো কারো মতে এখানে صَلَّى শব্দের অর্থ দু'আ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অথচ 'তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাক।' এখানে আল্লাহ পাক সমস্ত মানব গোষ্ঠীকে সম্বোধন করে বলছেন, তোমরা কেবল বৈষয়িক সুখ-শান্তি, আনন্দ-স্ফূর্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের চিন্তায় মশগুল আছ এবং এসবেরই জন্য তোমরা নিজেদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতা নিযুক্ত করেছ। এখানে তোমরা যা কিছু লাভ কর, মনে কর তাই তোমাদের আসল পাওনা এবং যা হতে বঞ্চিত হও, মনে কর তাই তোমাদের আসল ক্ষতি বা লোকসান। আসলে পরকালই হলো স্থিতিশীল এবং তার নিয়ামতসমূহ হলো অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا। এর অর্থ তোমরা দুনিয়ার নশ্বর জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাক।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ 'পরকাল অধিক কল্যাণময় ও চিরস্থায়ী।' এখানে পরকালের জীবনকে দুই দিক দিয়া দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। একটি এই যে, সেখানকার আরাম-আনন্দ ও স্বাদ-সুখ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের তুলনায় উত্তম ও অধিক এবং দ্বিতীয় এই যে, ইহকাল নশ্বর ও স্থিতিহীন এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী।

ইব্‌নে হুমায়দ......আরফাযা আস-সাকাফী হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তিলাওয়াত করা শুরু করেন। অতঃপর তিনি যখন بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, তখন তার সংগীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আমরা কি আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি ভালবাসি? এতদশ্রবণে তার সাথীরা সকলেই চুপচাপ থাকলে, তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, আমরা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে এই কারণেই বেশি ভালবাসি যে, দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, খাওয়া-পরা, সুন্দরী নারী ইত্যাদির আকর্ষণে আমরা মোহিত। আসলে এই সবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাথী, আখিরাতের যিন্দেগীই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

ক্বারী সাহেবগণ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا এই আয়াতের ক্বিরআতের (পঠন পদ্ধতি) মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন। মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর মতে بَلْ تُؤْثِرُوْنَ হবে। কিন্তু ক্বারী আবূ আমরের অভিমত এই যে, تُؤْثِرُوْنَ না হয়ে يُؤْثِرُوْنَ হবে। ক্বারী উবাই بَلْ اَنْتُمْ تُؤْثِرُوْنَ পড়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন এবং এই ক্বিরআত প্রথম ক্বিরআত بَلْ تُؤْثِرُوْنَ অর্থাৎ ت যোগে পড়ার মতকে সমর্থন করে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى অর্থাৎ 'পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহেও এ কথা বলা হয়েছে।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতে বর্ণিত هٰذَا শব্দটির দ্বারা কিসের ইংগিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এর আয়াতসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى। এই আয়াতে বর্ণিত هٰذَا শব্দ দ্বারা সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এর সমস্ত আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ....... আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ

اَلْأُوْلٰى وَصُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى -এর অর্থ, এই সূরার ঘটনা হযরত ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফায়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ পাক এই সূরায় যা বর্ণনা করেছেন তা হযরত ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফাতেও বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার মধ্যে যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন, তা পূর্বেই হযরত ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ)-এর প্রতি অবতরণকৃত সহীফাতেও নাযিল করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ কেবল وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى এই আয়াতটি পূর্ববর্তী সহীফাতেও বর্ণিত হয়েছে।

বাশার........ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى। এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটি وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى সহীফায়ে ইব্‌রাহীম ও মূসাতেও উল্লেখিত আছে।

ইউনুস......ইবন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى وَصُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى। এই আয়াতে বর্ণিত হযরত ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফাতেও যে আয়াতটি বর্ণিত হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে; তা হলো وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ অভিমত তার নিকট এই যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

এই আয়াত কয়টি পূর্ববর্তী সহীফা, হযরত ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, সেখানেও বর্ণিত আছে। অতঃপর صحف শব্দটি বহুবচন, এর একবচন শব্দ হলো صحيفة।

বাশার......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহীফা তাঁর নিকট রমযানের প্রথম রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাওরাত রমযানের ষষ্ঠ রাত্রিতে, যাবুর রমযানের দ্বাদশ রাত্রিতে, ইন্‌যীল অষ্টাদশ রাজনীতে এবং ফুরকান রমযানের চব্বিশতম রজনীতে অবতীর্ণ হয়।

সূরা আ'লার তাফ্‌সীর এখানেই সমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

সূরা গাশিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২৬, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ (٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ (٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ (٤) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ (٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ (٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ (٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝

১. তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের খবর পৌঁছেছে কি? ২. সেদিন অনেকেই হবে অধোবদন, ৩. কঠোর ক্লান্তি-শ্রান্তিতে কাতর; ৪. ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে, ৫. তাদেরকে ফুটন্ত কূপের পানি পান করতে দেয়া হবে। ৬. আর কাঁটাযুক্ত ঘাস ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। ৭. যা ওদেরকে না পরিপুষ্ট করবে, না ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে বলছেন 'হে মুহাম্মদ (সা) তোমার নিকট কি সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের কাহিনী বা খবর পৌঁছেছে। মুফাসসিরগণ غَاشِيَةَ শব্দের অর্থে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন এর অর্থ হলো কিয়ামতের খবর। যার বিভীষিকায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْغَاشِيَةَ শব্দটি কিয়ামতের অন্যতম নাম। যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তার বান্দাদের সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এই আয়াতে বর্ণিত اَلْغَاشِيَةَ শব্দের অর্থ হলো اَلسَّاعَةُ বা কিয়ামত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এই আয়াতে বর্ণিত اَلْغَاشِيَةُ শব্দের অর্থ হলো اَلسَّاعَةُ বা কিয়ামত। কেউ কেউ বলেন ঃ اَلْغَاشِيَةَ শব্দের অর্থ ঐ অগ্নি, যা কাফিরদের মুখমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করবে।

আবূ কুরাইব......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এখানে বর্ণিত الْغَاشِيَةِ। শব্দের অর্থ হলো اَلنَّارُ বা আগুন। এখানে আল্লাহ্ পাক الْغَاشِيَةِ। শব্দ ব্যবহার করে তাঁর অসীম জ্ঞানের সন্ধান বান্দার সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা এর অর্থ কিয়ামত বা দোযখের আগুন দুই-ই হতে পারে; যা সকলকে সমাচ্ছন্ন করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তারাবাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ অর্থাৎ 'সেদিন অনেকেই হবে অধোবদন'। এরা হবে আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিক যারা স্বীয় অপরাধ ও পাপের কারণে লজ্জিত ও শংকিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে অধোবদনে দণ্ডায়মান হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত خَاشِعَةٌ এর অর্থ হলো ذَلِيلَةٌ বা লজ্জিত ও অপমানিত হওয়া।

ইব্‌ন আবদুল আলা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ خَاشِعَةٌ এর অর্থ হলো خَاشِعَةٌ فِى النَّارِ। অর্থাৎ দোযখে অধোবদন অবস্থায় থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এর অর্থ তারা দোযখের মধ্যে শাস্তির কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এর অর্থ তারা এরূপ আমল করবে, যাতে তারা দোযখের কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এর অর্থ হলো যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে অহঙ্কারবশত আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হবে, তারা দোযখে প্রবিষ্ট হবে।

ইবন আবদুল আ'লা.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এর অর্থ তারা দোযখের কঠিন শাস্তির কারণে কঠোর ক্লান্তি-শ্রান্তিতে কাতর হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ এর অর্থ দোযখবাসীদের চেয়ে আর কেউই কঠোর ক্লান্তি-শ্রান্তিতে কাতর হবে না।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً 'ওরা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে'। এখানে উপরোক্ত আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের কথা বলা হয়েছে, যারা জাহান্নামের তীব্র অগ্নি শিখায় ভস্মীভূত হবে।

ক্বারী সাহেবগণ উপরোক্ত আয়াতের تَصْلٰى শব্দটির ক্বিরআতে মতবিরোধ করেছেন। কূফার অধিকাংশ ক্বারীর মতে تَصْلٰى শব্দটির ت অক্ষরটি জবরবিশিষ্ট হবে এটা ক্বারী আবূ আমেরেরও অভিমত। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলেন, উক্ত অক্ষর পেশবিশিষ্ট হবে, যেমন তার পরবর্তী শব্দ تُسْقٰى এর ت অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট।

গ্রন্থকার বলেন ঃ উপরে বর্ণিত উভয় ক্বিরআতই বিশুদ্ধ।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ অর্থাৎ 'তাদেরকে দোযখের ফুটন্ত কূপের পানি পান করতে দেয়া হবে।' এখানে দোযখীদের পানীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত গরম হবে, তাদের পিপাসা দূরীকরণের জন্য ঐ ফুটন্ত পানিই সরবরাহ করা হবে। কিন্তু এতে পিপাসা দূর হওয়া তো দূরের কথা, আরো বেশি পিপাসার্ত ও কষ্টের সম্মুখীন হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ এর অর্থ এমন পানি তাদের পান করার জন্য দেয়া হবে, যা হবে টগবগে ফুটন্ত।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পাকের কালাম ঃ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে এমন ফুটন্ত টগবগে কূপের পানি পান করতে দেয়া হবে, যা দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম হতে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।

ইয়াকূবও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তবে তিনি দুনিয়া সৃষ্টির সাথে আকাশরাজি সৃষ্টির কথাও সংযোজিত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ এর অর্থ টগবগে ফুটন্ত কূপের পানি হতে।

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ এর অর্থ জাহান্নামবাসীদেরকে এমন টগবগে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা আসমান ও যমীন সৃষ্টির আদি হতে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ এর অর্থ উত্তপ্ত কূপের পানি, বা টগবগে ফুটন্ত পানি, যা ভীষণ উত্তপ্ত।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ এর অর্থ ঃ اٰنِيَةٍ حاضرة বা এমন ফুটন্ত পানি যা সেখানে উপস্থিত হবে, তা দোযখবাসীদেরকে পান করতে দেয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ অর্থাৎ 'তাদের জন্য খাদ্য হিসেবে কাঁটাযুক্ত ঘাস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।' এখানে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যার নাম 'দারী', আরবদের নিকট الضَّرِيْعُ হলো একপ্রকার ঘাসের নাম; যাকে তারা الشِّبْرِق -ও বলে থাকে। আহ্‌লে হিজায শুকনো ঘাসকে উক্ত নামে অভিহিত করে থাকে।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত الضَّرِيْعُ শব্দের অর্থ কাঁটাযুক্ত ঘাস।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ উবায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٍ শব্দের অর্থ কাঁটাযুক্ত ঘাস।

ইয়াকূব.....ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٍ শব্দের অর্থ হলো এক প্রকার কাঁটাযুক্ত ঘাস। আহ্‌লে কুরায়শ যখন তা সবুজ থাকত, তখন একে শাব্‌রাক বলত এবং যখন তা শুষ্ক হয়ে যেত, তখন তাকে الضَّرِيْعُ বলত।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত الضَّرِيْعُ শব্দের অর্থ শাব্‌রাক।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ضَرِيْعٍ শব্দের অর্থ শুকনা কাঁটাযুক্ত ঘাস।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এর অর্থ শুকনো কাঁটাযুক্ত ঘাস।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٌ বলা হয়েছে জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত একপ্রকার নিকৃষ্টতম খাদ্যকে, যা কাঁটাযুক্ত হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ...... সুরাইক ইব্‌ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٌ শব্দের অর্থ শাব্‌রাক।

আবূ কুরাইব্‌......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٌ শব্দের অর্থ الحجارة। বা প্রস্তর অর্থাৎ জাহান্নামীদের জন্য পাথর ছাড়া অন্য কোন খাদ্য থাকবে না।

কেউ কেউ বলেন, الضَرِيْعُ। শব্দের অর্থ হলো এক প্রকার আগুনের বৃক্ষ।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٌ এই আয়াতে বর্ণিত ضَرِيْعٌ শব্দের অর্থ এক প্রকার আগুনের গাছ।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ এই আয়াতে বর্ণিত الضَرِيْعُ। বলা হয় দোযখের এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছকে এবং দুনিয়াতে الضَرِيْعُ। বলা হয় কাঁটাযুক্ত পত্রহীন শুকনো গাছকে।

কেউ কেউ বলেন الضَرِيْعُ। হলো জাহান্নামের এক প্রকার আগুনের তৈরি কাঁটা।

অতএব আল্লাহ পাকের বাণী : لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ অর্থাৎ এই কাঁটাযুক্ত ঘাস যা দোযখীরা খাদ্য হিসেবে প্রাপ্ত হবে, সেগুলো না তাদেরকে পরিপুষ্ট বানাবে এবং না তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। এটা কিয়ামতের দিনের অবস্থা হবে, যখন দোযখীরা জাহান্নামে এবং জান্নাতীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ (٩) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ (١٠) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
(١١) لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝ (١٢) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ (١٣) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝
(١٤) وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ (١٥) وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝ (١٦) وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

৮. সেদিন অনেকের মুখমণ্ডলগুলো আনন্দোজ্জ্বল হবে, ৯. কেননা সেদিন তারা নিজেদের চেষ্টা ও সাধনার জন্য পরিতৃপ্ত হবে। ১০. তারা উন্নত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। ১১. সেখানে তারা কোনরূপ বাজে কথাবার্তা শুনবে না। ১২. তথায় প্রবহমান ঝর্ণাধারা হবে। ১৩. তাতে উচ্চ আসনসমূহ থাকবে ১৪. এবং পানির পাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে। ১৫. এতে সারি সারি উপাধান থাকবে ১৬. এবং মূল্যবান সুকোমল শয্যা বিছানো হবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দাদের অবস্থা কিরূপ হবে; সে প্রসংগে বলছেন যে, সেদিন তাদের মুখমণ্ডল চাকচিক্যময় হাসি-খুশিতে ভরপূর হবে। কেননা সেদিন তারা তাদের পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের পুরস্কার যথাযথভাবে পাওয়ার কারণে খুবই খুশি ও পরিতৃপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী : فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ 'তারা উন্নত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।' যেখানে তারা কোনরূপ বাজে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ শুনবে না বা দেখবে না। এটা জান্নাতের অসংখ্য ও অপরিমেয় নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম নিয়ামত স্বরূপ হবে। এখানে لاغية শব্দের অর্থ আজে বাজে বা বেহুদা

কথাবার্তা। অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের অভিমত এই যে, لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً এই আয়াতে বর্ণিত لَاغِيَةً শব্দের অর্থ حَالِفَةٌ عَلَى الْكَذِبِ। অর্থাৎ মিথ্যা হলফ বা শপথকারী।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً এই আয়াতে বর্ণিত لَاغِيَةً শব্দের অর্থ ঃ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا اذًى وَلَا بَاطِلًا অর্থাৎ 'তারা সেখানে কোনরূপ কষ্টদায়ক বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করবে না।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً এই আয়াতে বর্ণিত لَاغِيَةً শব্দের অর্থ ঃ شَتْمًا অর্থাৎ গালি-গালাজ।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً এর অর্থ ঃ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا بَاطِلًا وَلَا شَاتِمًا অর্থাৎ তারা সেখানে কোনরূপ বাজে কথাবার্তা ও গালি-গালাজ শ্রবণ করবে না।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ক্বারী সাহেবগণ تَسْمَعُ শব্দের ক্বিরআতের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন। কূফার অধিকাংশ ক্বারী এবং মদীনার কোন কোন ক্বারী, যেমন আবূ জাফর প্রমুখের মতে تَسْمَعُ শব্দটির ت অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হবে। কিন্তু ক্বারী ইব্‌ন মুহসিনের অভিমত অনুযায়ী অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট হবে, যথা تُسْمَعُ ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ দুইটি ক্বিরআতই প্রসিদ্ধ, অতএব যেভাবেই তা পড়া হোক না কেন (تَسْمَعُ বা تُسْمَعُ) তা শুদ্ধ হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ অর্থাৎ 'সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা।' এখানে জান্নাতের বহমান প্রস্রবণের কথা বলা হয়েছে, যার প্রবাহ কোনদিনই স্তব্ধ বা বন্ধ হবে না। সেখানে উচ্চ আসনসমূহ থাকবে, সেখানে বসে জন্নাতীরা বেহেশ্‌তের নিয়ামতরাজি দর্শন ও উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

কেউ কেউ বলেন ঃ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مَّرْفُوْعَةٌ শব্দের স্থানে مَوْضُوْعَةٌ বা সজ্জিত শব্দ হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مَّرْفُوْعَةٌ শব্দের অর্থ হবে مَوْضُوْعَةٌ বা সুসজ্জিত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ 'সেখানে প্রস্তুত থাকবে সংরক্ষিত পানপাত্র।' এখানে اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ পানপাত্রসমূহ। অতঃপর مَوْضُوْعَةٌ শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ প্রবহমান নদী; যা সব সময় পরিপূর্ণ থাকে এবং কোন সময়ের জন্য খালি হয় না। যখনই বেহেশতীরা পান করবার আগ্রহ প্রকাশ করবে, তখনই তাকে পরিপূর্ণ পাবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ অর্থাৎ 'গির্দা-বালিশসমূহ সারিবদ্ধভাবে থাকবে' এবং فِيْهَا وَزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ অর্থাৎ জান্নাতে মূল্যবান সুকোমল গালিচা বিছানো থাকবে। এখানে বেহেশতের আয়েশ- আরামের জন্য প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ই পার্থিব দুনিয়াতেও আরাম-আয়েশের উপকরণ হিসেবে অবশ্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই জান্নাতী এই আয়েশী উপকরণগুলো অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ এর অর্থ সারি সারি সাজান উপাধান বা বালিশ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ এখানে نَمَارِقُ শব্দের অর্থ اَلْمَجَالِسُ। বা বসিবার স্থানসমূহ।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত النمارق। শব্দের অর্থ الوسائل। বা বালিশসমূহ।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ অর্থাৎ 'মূল্যবান সুকোমল বিছানো গালিচা'. যা আরাম-আয়েশের অন্যতম বিশেষ উপকরণ। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত অনবদ্য নিয়ামত স্বরূপ।

আহ্‌মদ ইব্‌ন মানসূর......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন যে, আমি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে একদা গালিচার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مَبْثُوْثَةٌ শব্দের অর্থ اَلْمَبْسُوْطَةُ। বিছানো শয্যা।

(١٧) اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ (١٨) وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ (١٩) وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ (٢٠) وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

১৭. তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে একে সৃষ্টি করা হয়েছে; ১৮. এবং কিভাবে আকাশ ঊর্ধ্বে স্থাপিত হয়েছে ১৯. এবং কিভাবে পর্বতমালাকে সংস্থাপিত করা হয়েছে ২০. এবং ভূতলকে কিভাবে সমতল করা হয়েছে?

তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত কয়টিতে তাঁর কুদরতের অন্যতম নিদর্শনাবলী হিসেবে আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের জন্য বর্ণনা করেছেন যারা পরকালের কথাবার্তা শুনে বলত যে, এসব কেমন করে হবে? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ্ বলছেন, এরা কি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশের উপর দৃষ্টিপাত করে না? তাদের নিত্য ব্যবহৃত এই উষ্ট্র কিরূপে সৃষ্টি হলো, এই আকাশমণ্ডল কিভাবে শূন্যে স্থাপিত হলো, এই পাহাড়রাজি কিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, এই পৃথিবী কিভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে ? এই সব কি তাদের মনে কোনরূপ প্রশ্নই জাগায় না? বস্তুত যদি এসব হতে পারে, তবে পরকালে আর একটি জগত সৃষ্টিতে অসুবিধা কি? সেখানে বেহেশ্‌ত ও দোযখ কেন নির্মিত হতে পরবে না? তাই আরবের বিশাল ধূসর মরুভূমিতে চলাচলের কাজে ব্যবহারের জন্য যে সব গুণবিশিষ্ট ও ক্ষমতাসম্পন্ন জন্তুর প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ্ পাক ঠিক সেইসব গুণের ধারক হিসেবে উষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছেন। যার অনুরূপ কোন সৃষ্টি করতে সমস্ত সৃষ্টি জগতই অক্ষম।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন পথভ্রষ্ট বান্দাদের সামনে জান্নাতের অসংখ্য ও অতুলনীয় নিয়ামতরাজির বর্ণনা পেশ করলেন, তখন তারা একে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করে বসল। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেন ঃ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ অর্থাৎ তারা কি উষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তাকে ঊষর বিশাল মরুভূমিতে চলাচলের কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জন্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা তারা সব সময় স্বচক্ষে দর্শন ও কাজে ব্যবহার করে থাকে।

ইবনুল মুসান্না........ আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন, একদা সুরাইহ্ সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, চলুন আমরা উষ্ট্রের সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করি যে, কিভাবে একে আল্লাহ্ পাক তৈরি করলেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ অর্থাৎ 'এই আকাশমণ্ডলী কিভাবে ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত হলো?' এটাও আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়। কেননা আকাশমণ্ডলীর মহাশূন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস, বৃষ্টিপাত, মেঘমালার আনাগোনা, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজির সংস্থাপন ইত্যাদি কিরূপে হলো? এটা কোন সৃষ্টি জীবের সৃষ্টি নয়, বরং তাদের পক্ষে এইরূপ সৃষ্টি সম্ভবও নয়; বরং তা আল্লাহ্ পাকের অসীম শক্তির নমুনামাত্র।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 'এবং এই পাহাড়রাজি কিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে?' যা কখনও কাৎ হয়ে পড়ে যায় না। বরং ধরিত্রীর পক্ষ ভেদ করে ঊর্ধমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরত ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ এই আয়াতের অর্থ এই যে, এই পর্বতমালা ধরিত্রীর বক্ষভেদ করে কিভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এর অভ্যন্তরে নানা রঙ ও বর্ণের মাটি, পাথর ও বিবিধ প্রকারের খনিজ পদার্থ কেমন করে সঞ্চিত হতে পারল? এ সব কি কোন মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক, অতুলনীয় বিজ্ঞানী ও শিল্পী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব? অবশ্যই নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 'এবং এই ধরণী কিভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে?' যা আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ অর্থাৎ তারা কি ভূ-মণ্ডল দেখে না, কিভাবে একে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? যিনি আপন কুদরতের দ্বারা এতকিছু করতে সক্ষম, তিনি কি বেহেশতের মধ্যে তাঁর ইচ্ছামত সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।

(٢١) فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝ (٢٣) اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝ (٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝ (٢٥) اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝ (٢٦) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

২১. অতএব (হে নবী!) তুমি কেবল উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। ২২. এদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও। ২৩. অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, ২৪. আল্লাহ্ পাক তাকে কঠিন কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। ২৫. তাদেরকে তো আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৬. অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ আমারই দায়িত্ব।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে নবী! তুমি কেবল লোককে হিদায়াতের জন্য উপদেশ প্রদান করতে থাক; কেননা তোমার দায়িত্বই হলো উপদেশ দেয়া। এর পরেও

যারা সত্যদীন গ্রহণ করা হতে বিমুখ থাকবে; তাদের জন্য জবরদস্তি দীনকে মানতে বাধ্য করা তোমার কাজ নয়; বরং তোমার কাজ হলো সত্য-মিথ্যা, ভালমন্দ, ভুল-ঠিক-এর পার্থক্য স্পষ্ট করে বলে দেয়া এবং অন্যায় ও বাতিল পথে যারা চলবে, তার অনিবার্য পরিণতির কথা সকলকে জানিয়ে দেয়া। অতএব তুমি তোমার নিজ দায়িত্বে অবশ্যই নিয়োজিত থাকবে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ এই আয়াতে বর্ণিত مُصَيْطِرٍ শব্দের অর্থ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও।

বাশার .....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ এর অর্থ আমার প্রত্যেক বান্দার জন্য তুমি জবরদস্তিকারী তো আদৌ নও।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর.......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, بِمُصَيْطِرٍ শব্দের অর্থ جَبَّارٍ বা জবরদস্তিকারী।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ এই আয়াতে নবী করীম (সা)-কে প্রচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দীন প্রচারের কাজ হতে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা)-কে দারোগা হিসেবে প্রেরণ করেন নাই যে, লোকদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করবেন। বরং উপদেশ ও নসীহত প্রদানের পরও কেউ যদি হিদায়াত গ্রহণ না করে, তবে তার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-কে নীরব থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং জোর-জবরদস্তি পূর্বক দীন গ্রহণে বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কালাম পাকে আছে ঃ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই উপদেশ মু'মিনদের জন্য উপকারী।'

ইব্‌ন বাশার......জাবির ইব্‌ন্ আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী বলছেন 'আমি আল্লাহ্‌র তরফ হতে এরূপ আদিষ্ট হয়েছি যে, যতক্ষণ না লোকেরা কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্বীকার করে; ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যেন তাদের সাথে যুদ্ধ পরিচালিত করতে থাকি। অতঃপর যখন তারা উক্ত কালেমাকে স্বীকার করে পড়তে থাকবে, তখন তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা আমার তরফ হতে প্রাপ্ত হবে। অবশ্য কেউ কারো হক নষ্ট করলে তজ্জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সে ব্যক্তি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ অর্থাৎ 'হে নবী! তুমিতো উপদেশ প্রদানকারী মাত্র; ওদের উপর জবরদস্তিকারী নও।'

ইব্‌ন হুমায়দ......আবূ জুবায়র মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন; আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমিতো একজন উপদেশদানকারী মাত্র। এদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও।'

ইউসুফ ইব্‌ন মূসা......হযরত জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে একইরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে ও অস্বীকার করবে।' এখানে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহম্মদ (সা)! তুমি তোমার কওম বা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করতে থাক। এর মধ্যে যারা তোমার উপদেশ শ্রবণ করা সত্ত্বেও সত্য দীনকে গ্রহণ করবে না এবং মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে ও আমাকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ পাক তাকে কঠিন কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।' তাদের কুফরির জন্য দুনিয়াতে তাদেরকে যেরূপ শাস্তি প্রদান করবেন, তদ্রুপ আখিরাতেও তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ অর্থাৎ 'তাদেরকে তো আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণও আমারই দায়িত্ব।' এখানে আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহকে অস্বীকারকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যাই চিন্তা করুক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে এবং পার্থিব যিন্দেগীতে তাদের কৃত যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের হিসাবও আমার নিকট পেশ করতে হবে। বিনা হিসাব-নিকাশে এমনিতেই কাকেও ছেড়ে দেয়া হবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ অর্থাৎ যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অস্বীকার করে, তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ পাক অবশ্যই কঠোরভাবে গ্রহণ করবেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ এর অর্থ নিশ্চয়ই তাদেরকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাদের হিসাব-নিকাশও অবশ্যই আমি গ্রহণ করব।

সূরা গাশিয়ার তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْفَجْرِ

সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৩০, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالْفَجْرِ ۙ (٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ (٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ (٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ
(٥) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۗ

১. শপথ ফজরের, ২. শপথ দশ রাতের, ৩. শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় ৪. এবং শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয়, ৫. এ সবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কি?

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'ফজর' বা ইশার শপথ করেছেন। মুফারসসীরগণ এর শব্দের ব্যাখ্যার মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন এর অর্থ হলো দিবস।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْفَجْرِ এর অর্থ হলো النَّهَار। বা দিন। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো صَلاَةُ الصُّبْحِ। বা সকালের নামায, যাকে ফজরের নামাযও বলা হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْفَجْرِ এর তাৎপর্য হলো ফজরের নামায। কেউ কেউ বলেন এর অর্থ উষাকাল।

ইয়া'কূব...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالْفَجْرِ এর অর্থ প্রভাতকাল।

ইউনুস...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْفَجْرِ বলে আল্লাহ্ পাক তার শপথ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ অর্থাৎ 'দশ রত্রির শপথ।' মুফাসসিরগণ এই দশ রাত সম্পর্কে মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন এটা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রি।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক এখানে যে দশ রজনীর শপথ করেছেন, তা হলো যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর তাৎপর্য হলো এটা যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ মুহররম মাসের প্রথম দশ রজনী।

ইউনুস...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ যিলহজ্জের প্রথম হতে দশ রজনী পর্যন্ত।

ইয়া'কূব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক এই সূরার মধ্যে যে দশ রাত্রির শপথ করেছেন, এটা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রজনী।

ইব্‌ন বাশার...... মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَلَيَالٍ عَشْرٍ এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে দশ রাতের শপথ করেছেন, তা দশই-যিলহজ্জের রাত্রি, এ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন।

ইয়াকূব ইব্‌ন আলিয়া...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ দশই যিলহজ্জ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ দশই যিলহজ্জের রাত্রি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ দশই যিলহজ্জ।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ সম্পর্কে এরূপ বলাবলি করতাম যে, তা যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত বৎসরের মধ্যে ঐ দশ রজনী উত্তম, যা আল্লাহ্ পাক হযরত (সা)-এর জন্য বর্ধিত করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ এই দশটি রজনী সমস্ত বৎসরের মধ্যে উত্তম।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রজনী।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এর অর্থ যিলহজ্জের প্রথম দশ রজনী।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ মুহারম মাসের প্রথম দশ রাত্রি।

গ্রন্থকারের মতে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, এটা যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি। এ মতের উপর অনেকেই একমত।

যায়দ ইব্‌ন খাব্বাব...... হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ এই আয়াত সম্পর্কে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এটার অর্থ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রজনী।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْ فِىْ ذَلِكَ قَسَمٌ অর্থাৎ 'শপথ জোড় ও বেজোড়ের এবং রাত্রির, যখন তার অবসান হয়। এ সবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কি?' মুফাসসিরগণ الوتر। শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, الشفع। শব্দের অর্থ হলো কুরবানীর দিন এবং الوتر। শব্দের অর্থ হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। হলো আরাফাতের দিন এবং الوتر। হলো কুরবানীর দিন।

ইয়া'কূব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। হলো কুরবানীর দিবস এবং الوتر। হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। হলো কুরবানীর দিন এবং الوتر। হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। হলো কুরবানীর দিন এবং الوتر। হলো আরাফাতের দিন। কেউ কেউ বলেন ঃ الشفع। হলো কুরবানীর দিনগুলি।

ইয়া'কূব...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এই আয়াতে বর্ণিত الشفع। হলো, কুরবানীর দিন এবং والوتر হলো আরাফাতের দিবস।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। হলো কুরবানীর দিন এবং والوتر হলো আরাফাতের দিন।

মিহরান...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দশরাতের, জোড় ও বেজোড়ের যে শপথ করেছেন, তা এ কারণে যে, এদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে অন্য সমস্ত দিনের এবং রাতের উপর। অতঃপর الشفع। শব্দের অর্থ হলো কুরবানীর দিন এবং الوتر। হলো আরাফাতের দিন।

বাশার...... আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইকরামা বলতেন الشفع। হলো কুরবানীর দিন এবং الوتر। হলো আরাফাতের দিন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা....... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আরাফাতের দিন হলো الوتر। এবং কুরবানীর দিন হলো الشفع। এবং যিলহজ্জের ৯ তারিখ হলো আরাফাতের দিন এবং ১০ তারিখ হলো কুরবানীর দিন।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, والشفع হলো কুরবানীর দিন এবং والوتر হলো আরাফাতের দিন। কেউ কেউ বলেন ঃ الشفع। হলো কুরবানীর পরের দুইদিন এবং الوتر। হলো তৃতীয় দিন।

ইউনুস...... যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর অর্থ الشفع। হলো কুরবানীর পরের দুই দিন এবং الوتر। হলো শেষ দিন। যেমন আল্লাহ্ পাকের কালামের ভাষায় ঃ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য প্রথম দুই দিন ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে যেরূপ নির্দোষ, তদ্রুপ যে বিলম্ব করে, তারও কোন অপরাধ নেই'। কেউ কেউ বলেন ঃ الشفع। হলো সমস্ত সৃষ্টি জগত এবং الوتر। হলো একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الوتر। হলো একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং الشفع। হলো তোমরা সহ সমস্ত সৃষ্টি জগত।

কারো কারো মতে الشفع। হলো ফজরের নামায এবং الوتر। হলো মাগ্‌রিবের নামায।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত সৃষ্টিই হলো জোড় যেরূপ আসমান-যমীন, স্থলভাগ-জলভাগ, জিন্ন-ইন্‌সান ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তাই হলো বেজোড় অর্থাৎ তিনি একক, অংশীহীন।

ইয়াকূব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি'। যেমন বেঈমান-ঈমানদার, ভাল-মন্দ, হিদায়াত-গুমরাহী, রাত্র-দিন, আসমান-যমীন, জিন্ন-ইন্‌সান ইত্যাদি এবং একমাত্র বেজোড় একক সত্তা হলেন মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আবদুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসেল...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনিই একমাত্র একক, অংশীহীন, মহান স্রষ্টা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমারাহ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الشفع। অর্থ হলো জোড় এবং و الوتر অর্থ হলো বেজোড়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এই আয়াতে বর্ণিত الْوَتْرِ। শব্দের, অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জিনিসই হলো شفع বা জোড়। কেউ কেউ বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হলো সৃষ্টি জগত যা জোড় ও বেজোড়ে সৃষ্টি হয়েছে।

ইব্‌ন সাওর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত সৃষ্টিই জোড় ও বেজোড়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট; কাজেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে সৃষ্টির শপথ করেছেন।

ইব্‌ন সাওর...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত সৃষ্টিই জোড় ও বেজোড়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট; কাজেই তিনি তাঁর সৃষ্টি-জগতের শপথ করেছেন।

হযরত হাসান (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ পাক সমস্ত সৃষ্টি জগতকে জোড় ও বেজোড়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি তাঁর সৃষ্টির শপথ করেছেন যা তোমরা দর্শন করতে সক্ষম বা অক্ষম। কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ হলো পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায; যন্মধ্যে জোড়ও রয়েছে যেমন, ফজর ও যোহর এবং বেজোড়ও রয়েছে যথা, মাগরিবের নামায।

বাশার...... ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর অর্থ ঃ হলো الصلاة। বা নামায।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......... হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর তাৎপর্য হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, যন্মধ্যে জোড় ও বেজোড় রাকাত রয়েছে। ইম্‌রানও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... রবী' ইব্‌ন আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর অর্থ হলো মাগ্‌রিবের নামায অর্থাৎ তার প্রথম দুই রাকাত হলো شفع বা জোড় এবং শেষ বা তৃতীয় রাকাত হলো وتر বা বেজোড়।

নাসর ইব্‌ন আলী........ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর অর্থ হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামায; যন্মধ্যে জোড় ও বেজোড় উভয়ই রয়েছে।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যিনি বসরার একজন শায়খ ইমরান ইব্‌ন ইসাম (রা) সূত্রে সরাসরি নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামায, যন্মধ্যে জোড় ও বেজোড় রয়েছে।

আবূ কুরাইব...... ইম্‌রান ইব্‌ন ইসাম হতে (যিনি বসরার একজন নামী শায়খ), তিনি ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের নামায—যন্মধ্যে জোড় ও বেজোড় উভয়ই আছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এর অর্থ নামায—যন্মধ্যে জোড় ও বেজোড় সবই শামিল।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন; যাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেন যে; তা হলো জোড় ও বেজোড় সংখ্যা।

হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা) নবী করীম (সা) হতেও এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ...... জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اَلشَّفْعُ। হলো দুইদিন এবং وَالْوَتْرِ হলো একদিনের নাম।

গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জোড় ও বেজোড়ের শপথ করে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জিনিসের-ই শপথ করেছেন। কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস হয় জোড় না হয় বেজোড়; হয় যুক্ত, নয়ত একক ও অনন্য হবে। কাজেই তিনি জোড় ও বেজোড়কে কোন কিছুর সাথে নির্দিষ্ট করেন নি।

ক্বারী সাহেবগণ وَالْوَتْرِ শব্দের واو অক্ষরটির ক্বিরআতে মতপার্থক্য করেছেন। মক্কা, মদীনা ও বসরার অধিকাংশ ক্বারী ও কূফার কোন কোন ক্বারীর অভিমত এই যে, واو অক্ষরটি 'যের' বিশিষ্ট হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আরবী ভাষায় যেহেতু দুইটি ক্বিরআতই বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ, সেহেতু واو অক্ষরটি 'যের' বা 'যবর' দ্বারা পড়াতে কোনরূপ অশুদ্ধ হবে না।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ 'এবং রাত্রির শপথ যখন এর অবসান হয়।' কেউ কেউ বলেন, তা হলো মুজদালিফাতে অবস্থানের রাত্রি।

ইউনুস......আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর অর্থ হলো রাত্রির শপথ যখন তা অবসান-প্রায় হয়ে আসে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে যে অন্ধকার সারা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, রাত্রির শেষে উষার আগমনে এর অবসান হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর অর্থ যখন রাত্রির অবসান হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মারাহ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর অর্থ রাত্রির যখন অবসান হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইব্‌ন আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ এর অর্থ যখন রাত্রির শেষ হয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর অর্থ যখন রাত্রির অবসান হয়।

ইউনুস....... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ অর্থাৎ যখন রাত্রি চলে যায়।

ইব্‌ন হুমায়দ....... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর অর্থ যখন রাত্রি শেষ হয়ে যায়।

ক্বারী সাহেবগণ يَسْرِ শব্দের ক্বিরআতে (পঠন পদ্ধতিতে) মতপার্থক্য করেছেন। শাম ও ইরাকের অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, يَسْرِ শব্দটি ى ব্যতীত হবে অর্থাৎ কেবলমাত্র سر হবে। অবশ্য ক্বারীগণের বিশেষ একটি জামাত يَسْرِ শব্দটিকে ي সহ পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ অর্থাৎ 'এই সবের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কি ?' এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন, উপরে তিনি যে সমস্ত জিনিসের শপথ করেছেন, নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান মানুষের জন্য তা হতে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কেননা এ জিনিস কয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে,

এক মহা শক্তিমান আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্বলোকের উপর নিজস্ব শক্তিবলে রাজত্ব করেছেন। তিনি এরূপ কোন কাজই করেন না যা যুক্তি বিরোধী, উদ্দেশ্যহীন ও অবাঞ্ছিত এবং তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সুস্পষ্টরূপে এক বিজ্ঞানমূলক পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল।

আবূ কুরাইব ও আবূ সায়িব........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لِّذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ ঃ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

আলী ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী لِّذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ জ্ঞানী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত ذِىْ حِجْرٍ বলা হয়েছে জ্ঞানী-গুণী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে।

ইব্‌ন হুমায়দ.....হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لِّذِىْ حِجْرٍ -এর অর্থ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

মিহরান....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لِذِىْ حِجْرٍ -এর অর্থ জ্ঞানী গুণী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত لِذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ ذِى عقل বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لِذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ জ্ঞানী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ আম্মারাহ..... মুজহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত لِذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ জ্ঞানী-গুণী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি।

হাসান ইব্‌ন আরাফা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لِذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ لذى عقل বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত لِذِىْ حِجْرٍ এর অর্থ لذى حلم বা ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لذى حجر এর অর্থ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত لذى حجر এর অর্থ জ্ঞানী-গুণী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত لذى حجر এর অর্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি।

(٦) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ (٧) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ (٨) الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۝ (٩) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ (١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝ (١١) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝

৬. তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক আদ্ বংশের, ৭. ইরাম গোত্রের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল? ৮. দুনিয়ার দেশসমূহে যাদের মত কোন জাতি পয়দা করা

হয় নাই। ৯. আর সামূদ জাতির প্রতি, যারা 'কুরা' উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ১০. সেই সংগে লৌহ শলাকাধারী ফিরাউনের প্রতিও? ১১. যারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমালংঘন করেছিল।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে আ'দ-ই-ইরাম বা প্রাচীনতম আদ জাতির ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন, যাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক হূদ (আ)-কে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তারা হিদায়াত কবূল না করায় তাদের উপর আযাব নাযিল হয়েছিল। মুফাসসিরগণ ارم। শব্দের অর্থ বর্ণনায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইরাম হলো একটি শহরের নাম। অবশ্য কারো কারো মতে ইস্কান্দার শহরকে ইরাম বলা হতো।

ইউনুস......কারযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ। বা 'স্তম্ভশালী ইরাম শহর' দ্বারা ইস্কান্দার শহরকে বুঝান হয়েছে। আবূ জাফর ও অন্যান্যদের অভিমত অনুযায়ী ইরাম হলো দামেশক নগরী।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ হিলালী (যিনি বসরার অধিবাসী)...... আল-মাক্বিরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এই আয়াতে বর্ণিত ইরাম শব্দ দ্বারা দামেশক শহরকে বুঝান হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ইরাম একটি জাতির নাম।

মুহাম্মদ ইব্ন আমারাহ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ارم। হলো একটি امة। বা জাতি।

কারো কারো মতে এর অর্থ হলো القديمة। বা পুরাতন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ارم। শব্দের অর্থ হলো القديمة। বা পুরাতন।

কেউ কেউ বলেন, ইরাম হলো আদ জাতির একটি সম্প্রদায়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এই আয়াতে বর্ণিত ارم। শব্দের অর্থ হলো এটা আদ্ জাতির অন্তর্গত একটি দল বা সম্প্রদায়।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাম হলো আ'দ জাতির অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়।

কেউ কেউ বলেন, আদ জাতির পিতামহের নাম ছিল ইরাম।

ইব্ন হুমায়দ......ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ। এই আয়াতে বর্ণিত ইরাম-এর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ যথা ঃ আ'দ ইব্ন্ ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম্ ইব্ন নূহ।

কারো কারো মতে ارم। শব্দের অর্থ হলো ধ্বংসকারী।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এই আয়াতে ارم। শব্দের ব্যাখ্যায় الهالك। শব্দের ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ ইরামকে ধ্বংসকারী বা তার বংশধরদের ধ্বংসকারী।

গ্রন্থকার বলেন ঃ বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, ইরাম হলো একটি শহরের নাম, যেখানে আদ জাতি অবস্থান করত। এইজন্য আদ শব্দের সাথে তার সংযোগ করা হয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এটা একটা সম্প্রদায়ের নাম।

মুজাহিদ বলেন, ইরাম হলো প্রাচীনতম আদ জাতি, যার প্রতি আল্লাহ্ পাক হযরত হূদ (আ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হিদায়াত গ্রহণ না করায় তাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়েছিল এবং তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ذَاتِ الْعِمَادِ বা স্তম্ভশালী। শব্দটি আল্লাহ পাক এখানে আ'দ জাতি পরিচয় স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। এটার কারণ এই যে, তারা শারীরিক আকার-আকৃতিতে খুবই লম্বা ছিল। অথবা এরূপ বলার কারণ এই যে, তার উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও দালান-কোঠা নির্মাণ করত। সম্ভবত দুনিয়ায় উঁচু স্তম্ভের উপর ইমারত তৈরির কাজ সর্ব প্রথম এ জাতির লোকেরাই শুরু করেছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ এর অর্থ উচ্চ প্রাসাদের নির্মাণকারী, যা উঁচু স্তম্ভের অনুরূপ।

মুহম্মদ ইব্ন্ আমারাহ........মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ বা সুউচ্চ প্রাসাদের মালিক, তারা পশুপালনের জন্য চারণভূমি ও জলাশয়ে গমন করলেও কাজকর্ম শেষে স্ব-স্ব আবাস ভূমিতে ফিরে যেত।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ এর অর্থ সুউচ্চ প্রাসাদের মালিক।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ এর অর্থ উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও দালান-কোঠার মালিক।

কেউ কেউ বলেন, ذَاتِ الْعِمَادِ বা 'স্তম্ভশালী' কথাটি আ'দ্ জাতির পরিচয় স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইউনুস.......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এই আয়াতে প্রাচীন আ'দ্ জাতিকে ইরাম বলা হয়েছে। এই কারণে যে, তারা নূহের পৌত্র ও সাম-এর পুত্র, ইরাম-এর বংশধর ছিল। এদেরকে ذَاتِ الْعِمَادِ বা 'স্তম্ভশালী' বলার কারণ এই যে, তারা উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও দালান-কোঠা নির্মাণ করত। দুনিয়ার উঁচু স্তম্ভের উপর ইমারত দাঁড় করানোর কাজ সর্ব প্রথম এই জাতির লোকেরাই শুরু করেছিল।

কারো কারো মতে তাদের শারীরিক কাঠামো ও শক্তির বর্ণনার জন্য ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হুসায়ন.....যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ এর অর্থ অদ্ভুত দৈহিক শক্তির মালিক বা অধিকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ অর্থাৎ 'যাদের মত কোন জাতি দুনিয়ার দেশসমূহে আর পয়দা করা হয় নি'। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আ'দ্ জাতির কথা উল্লেখ করেছেন যারা তৎকালীন পৃথিবীতে এক অতুলনীয় জাতি ছিল। শক্তি ও জাঁকজমকের দিক দিয়া তখনকার দুনিয়ায় তাদের সমতুল্য অন্য কোন জাতিরই অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি দৈহিক শক্তিতে ও গঠনে আল্লাহ পাক তাদেরকে খুবই সমৃদ্ধশালী বানিয়েছিলেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ অর্থাৎ 'যাদের সমতুল্য আর কোন জাতি দুনিয়ায় পয়দা করা হয় নি'। কথিত আছে যে, দৈহিক গঠনে তাদের উচ্চতা ছিল বার গজ। এর সাথে পার্থিব জাঁকজমকের দিক দিয়াও তখনকার দুনিয়ায় তাদের সমতুল্য অন্য কোন জাতিরই অস্তিত্ব ছিল না।

ইউনুস.....ইব্‌ন যায়দ হতে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমতের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর এই আয়াতের বর্ণিত ها সর্বনামটি কিসের ইংগিত বহনকারী, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা العماد। বা প্রাসাদের দিকে ইংগিতকারী এবং কারো কারো মতে এটা ঃ ارم। এর দিকে ইংগিতকারী, যা একটি শহরের বা জাতির নাম। এ জন্য ها স্ত্রীবাচক সর্বনামটি, العماد। (যা পুরুষবাচক শব্দ)-এর প্রতি ইংগিতকারী নয়; বরং তা ইরাম এই স্ত্রীবাচক শব্দের প্রতি ইংগিতকারী। কেউ কেউ বলেন, আ'দ্ জাতি যেখানে বসবাস করত, তার নাম ছিল দামেশক বা ইস্কান্দার নগরী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ 'আর সামূদ জাতির সাথে, যারা উপত্যকায় প্রস্তর ভূমিসমূহ খোদাই করেছে, যারা পর্বত খোদাই করে তার অভ্যন্তরে বড় বড় ইমারত, ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল। যেমন আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ অর্থাৎ 'তারা পাহাড়-পর্বত খোদাই করে তার অভ্যন্তরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে আরামের সাথে বসবাস করত। আরবরা جاب শব্দের অর্থ করত প্রবেশ করা ও কর্তন করা। যেমন নাবিগা যুবয়ানীর কবিতা ঃ

اتاك ابو ليلى يجوب به الدجى –وجى الليل جواب الفلاة محميم

এই কবিতায় বর্ণিত, يجوب শব্দের অর্থ يدخل ويقطع বা প্রবেশ করা ও কর্তন করা বর্ণিত হয়েছে।

আলী.......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ এই আয়াতে বর্ণিত جَابُوا الصَّخْرَ শব্দের অর্থ তারা পর্বত খোদাই করে গৃহ নির্মাণ করত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ সামূদ জাতি কুরা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মারাহ.....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ তারা পর্বত খোদাই করে সেখানে বড় বড় ইমারত, ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ সামূদ জাতির লোকেরা পর্বত খোদাই করে তার অভ্যন্তরে বড় বড় ইমারত বালাখানা নির্মাণ করেছিল।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, جَابُوا الصَّخْرَ এর অর্থ, তারা পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করত।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ এর অর্থ তারা কুরা উপত্যকায় পর্বত খোদাই করে তার অভ্যন্তরে বড় বড় ইমারত, ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ সামূদ জাতি এরূপ কুশলী কারিগর ছিল যে, তারা পাথর কেটে কেটে তার অভ্যন্তরে আলিশান ইমারত-বালাখানা নির্মাণ করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ অর্থাৎ 'লৌহ শলাকাধারী ফিরাউনের সাথে এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী! তুমি কি দেখ নাই তোমার রব লৌহ শলাকাধারী ফিরাউনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিল? মুফাসসিরগণ ذِى الْاَوْتَادِ শব্দের ব্যাখ্যায়

মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ذِى الْأَوْتَادِ শব্দ দ্বারা সম্ভবত ফিরাউনের সৈন্যদেরকে 'লৌহ শলাকার' সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এর সোজা অর্থ লৌহ শিরস্ত্রাণধারী সেনাবাহিনী।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ এই আয়াতে বর্ণিত الْأَوْتَادِ শব্দের অর্থ সেনাবাহিনী যাদের দ্বারা ফিরাউন তার বিশাল সাম্রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, কোন কোন সময় ফিরাউন তার অধীনস্থ লোকদেরকে লৌহ শলাকায় গেঁথে শাস্তি দিত ও পীড়ন করত। যার জন্য তার উপাধি 'লৌহ শলাকাধারী' হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ الْأَوْتَادِ এর তাৎপর্য এই যে, কখনও কখনও ফিরাউন লোকদেরকে লৌহ শলাকায় গেঁথে পীড়ন করত ও শাস্তি দিত।

কেউ কেউ বলেন, ذِى الْأَوْتَادِ শব্দের অর্থ সৈন্য-সামন্তদের বিপুলতাও হতে পারে। অর্থাৎ তার সেনাবাহিনী এত বিশাল ও বিরাট ছিল যে, যেখানে তারা অবস্থান করত, সেখানে চারদিকে কেবল তাদের তাঁবুর লৌহ শলাকাই দৃষ্টিগোচর হতো।

ইব্ন সাওর......আবূ রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা ফিরাউন একজন মহিলার দেহের চারস্থানে লৌহ শলাকা গাঁথে; অতঃপর যখন সে তার পিঠে আর একটি লৌহ শলাকা প্রোথিত করে, তখন সে মারা যায়।

ইব্ন হুমায়দ......সাঈদ ইব্ন্ যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ এর অর্থ এই যে, ফিরাউন তার বিরুদ্ধাচারী নর-নারীদেরকে তাদের হাতে-পায়ে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে পীড়ন করত ও শাস্তি দিত।

মুহাম্মদ ইব্ন্ আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ذِى الْأَوْتَادِ এর অর্থ এই যে, ফিরাউন লোকদেরকে লৌহ শলাকায় গেঁথে পীড়ন করত ও শাস্তি দিত।

কেউ কেউ বলেন, ذِى الْأَوْتَادِ অর্থ এই যে, ফিরাউনের এমন একটি প্রাসাদ ছিল, যেখানে সে লোকদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে লৌহ শলাকার দ্বারা শাস্তি প্রদান করত।

ইব্ন হুমায়দ.....সাঈদ ইব্ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, ذِى الْأَوْتَادِ এর অর্থ ফিরাউন লোকদেরকে লৌহ শলাকা দ্বারা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল, তাই 'যুল-আওতাদ' রূপে পরিচিত।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ 'এরাই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমালংঘন করেছিল।' এখানে আল্লাহ পাক কওমে আ'দ, সামূদ, ফিরাউন এবং তাদের লোক-লস্করের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র নির্দেশের অবমাননা করে আল্লাহর যমীনে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এখানে فِى الْبِلَادِ বলে ঐ স্থানকে বুঝান হয়েছে, যেখানে তারা বসবাস কবত।

(١٢) فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝ (١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ (١٤) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝ (١٥) فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ۝

১২. অতঃপর তারা সেখানে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ১৩. তখন তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। ১৪. বস্তুত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ১৫. কিন্তু

মানুষের অবস্থা এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত প্রদান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা)-কে অবগত করানোর জন্য পূর্ববর্তী আল্লাহদ্রোহী কওম বা জাতির প্রতি তাঁর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। কওমে আ'দ, সামূদ ও ফিরাউনকে তিনি তাদের পাপাচার, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিশোধ হিসেবে প্রবল বায়ু দ্বারা যমীনের বুকে ধসিয়ে ও সাগরে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। যদিও তৎকালীন পৃথিবীতে তারাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানে-গুণে, শৌর্য-বীর্যে তাদের অনুরূপ আর কেউই ছিল না। কিন্তু তারা আল্লাহ্র যমীনে অত্যাচার আর অবিচারের স্টীম রোলার চালানোর জন্য এবং পুনঃ পুনঃ বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র তরফ হতে তাদের উপর আযাবের চাবুক বর্ষিত হয়েছিল। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী سَوْطَ عَذَابٍ এর অর্থ, যা দ্বারা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল, তা।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ এর অর্থ অতঃপর তোমার প্রতিপালক ওদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন।' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী! পূর্বে যে সমস্ত আল্লাহদ্রোহী অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর তোমার প্রতিপালক তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছেন। আল্লাহ পাকের এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখাকে বুঝাবার জন্য ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে বসার কথা বলা হয়েছে। এটা শব্দ কয়টি ইংগিতমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ لَبِالْمِرْصَادِ এর অর্থ, তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ এই আয়াতে বর্ণিত مِرْصَادِ শব্দের অর্থ يرى ও يسمع অর্থাৎ তিনি দেখেন ও শোনেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে مِرْصَادِ শব্দের অর্থ গোপন ঘাঁটি, যেখানে অবস্থান করে আল্লাহ্ পাক আল্লাহদ্রোহী অত্যাচারী কাফিরদের অন্যায়-অপকর্মাদি পরিদর্শন করেন।

ইব্ন হুমায়দ......যাহহাক হতে এই আয়াত সম্পর্কে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন তাঁর কুরসী জাহান্নামের উপর সংস্থাপন করার নির্দেশ দান করবেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে স্বীয় ইযযত ও জালালের শপথ করে বলবেন, আজ কোনই অত্যাচারী যালিমকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবে না। এটাই হলো لَبِالْمِرْصَادِ এর তাৎপর্য।

হিকাম ইব্ন বাশার...... আমর ইব্ন কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল আছে। একটি পুলের উপর হবে আমানত। যখন কেউ তা অতিক্রম করবে, তখন সে বলে দেবে, হে আমার প্রতিপালক! এই ব্যক্তি আমানতদার এবং এই ব্যক্তি খিয়ানতকারী। দ্বিতীয় পুলটির উপর হবে রেহেম বা আত্মীয়তা স্থাপনকারী, যখন কেউ তা অতিক্রম করবে, তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এই ব্যক্তি আত্মীয়তা স্থাপনকারী এবং এই ব্যক্তি বিচ্ছিন্নকারী এবং সর্বশেষ পুলটির উপর হবেন রাব্বুল আলামীন স্বয়ং, যা اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিহরান...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল আছে। যার একটির উপর হবে রহমত, অন্যটির উপর আমানত এবং সর্বশেষ পুলটির উপর স্বয়ং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার অবস্থান হবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ এই আয়াতে বর্ণিত مِرْصَادِ শব্দের অর্থ عمل بنى آدم বা বনী আদমের আমলসমূহ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهٗ অর্থাৎ মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি ও মান-সম্মানরূপ নিয়ামত প্রদান করেন, তখন সে খুশিতে বাগ্ বাগ হয়ে (فَيَقُوْلُ) বলতে থাকে ঃ رَبِّىْ اَكْرَمَنِ 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে আমার জীবনকে ভরে দিয়েছেন।

(١٦) وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۚ (١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ (١٨) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ (١٩) وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ

১৬. আর যখন তাকে (পরীক্ষামূলক) বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার জীবনোপকরণ তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। ১৭. এরূপ ধারণা অমূলক; বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না, ১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। ১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাক।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যখন তিনি কোন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রুযী-রিযক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে আল্লাহ্ পাকের নাশোকরী করতে থাকে এবং বলে ঃ رَبِّىْ اَهَانَنِ অর্থাৎ 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন।' কিন্তু রুযী রোযগারে কিছু কষ্ট হলেও শারীরিক সুস্থতা, যা আল্লাহ পাকেরই দান, তার জন্যও কোনরূপ শোকর জ্ঞাপন করে না।

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ এই আয়াতে অবশ্যই বনী আদমের নাশোক্‌রী ও কুফ্‌রী মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

ইউনুস.......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ এই আয়াতে বর্ণিত قدر শব্দের অর্থ ضيق বা সংকীর্ণ করা।

ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ এই আয়াতের পঠন-পদ্ধতিতে মতবিরোধ করেছেন। মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত قدر শব্দটির د অক্ষরটি তাশদীদ ছাড়াই হবে। অবশ্য ক্বারী আবূ জাফর এর বিরোধিতা করেছেন। তার মতে উপরোক্ত অক্ষরটি তাশ্‌দীদসহ পঠিত হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, অক্ষরটি তাশ্‌দীদ ছাড়াই পঠিত হবে। কেননা এটাই অধিকাংশের অভিমত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ অর্থাৎ 'কখনও এরূপ নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতে বর্ণিত كَلاَّ শব্দের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত ব্যক্তির ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন, যারা এরূপ মনে করে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিই সব কিছুর মূল। কাজেই যে ধন-সম্পদের মালিক হয়, সে ইযযত-সম্মানেরও অধিকারী হয় এবং যে তা হতে বঞ্চিত হয়, সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এই জীবন দর্শন আদৌ সত্য নয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ এই আয়াতে বনী আদমের নাশোকরীর অভিব্যক্তি রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের নিকট প্রকৃত সম্মানের পাত্র সেই, যে ব্যক্তি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, দুনিয়ার মাল-সম্পদ ও প্রতিপত্তির সাথে আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে মান-সম্মান প্রাপ্তির কোনই সম্পর্ক নাই। কেন্না দুনিয়ার ধন-সম্পদ তো মানুষকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রদান করা হয়। কাজেই আল্লাহ্‌র নিকট সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি ধন-সম্পদ নয়, বরং আল্লাহভীরুতা।

হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, كَلاَّ শব্দটির ব্যবহার এ কারণে হয়েছে যে, মানুষের সম্মান প্রাপ্তি ও অসম্মানিত হওয়ার কারণ; ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক হওয়া বা না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং তা নিম্নে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না। এখানে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, সম্মান ও অসম্মান প্রাপ্তির মানদণ্ড পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি আদৌ নয়, বরং তা পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের সাথে সম্পৃক্ত। যারা এরূপ পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তারাই আল্লাহ্ পাকের নিকট সম্মানিত হবে, অন্যথায় নয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلاَ تَحَاضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ 'তোমরা কখনও ইয়াতীমের সাথে ভাল ব্যবহার করে না এবং গরীব-মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে আদৌ উৎসাহিত কর না।'

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতে মতপার্থক্য করেছেন। মদীনার ক্বারী আবূ জাফর এবং কূফার অধিকাংশ ক্বারী সাহেবের অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত تُكْرِمُوْنَ ও تَحَاضُّوْنَ শব্দ দুইটির প্রথম অক্ষর যবরযুক্ত 'تَ' হবে এবং تَحَاضُّوْنَ শব্দটির ح অক্ষরের পর 'ا' অক্ষরটি থাকবে; যার অর্থ হলো ঃ পরস্পরকে উৎসাহিত করা; কিন্তু মক্কার কোন কোন ক্বারী এবং মদীনার অধিকাংশ ক্বারী সাহেবের অভিমত এটাই যে, উপরোক্ত শব্দ দুটির প্রথম অক্ষর যবরযুক্ত ('يَ') হবে এবং يحاضون শব্দটির الف। অক্ষরটি বিলুপ্ত হয়ে يحضون হবে। যার অর্থ তারা ইয়াতীমদের অন্নদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করত না। বসরার ক্বারীগণের অভিমতও এইরূপ; তারাও يحضون পড়ার পক্ষপাতী।

অবশেষে গ্রন্থকার বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের ক্বিরআত সম্পর্কে যে মতপার্থক্য বর্ণিত হলো, এতে এমন কিছুই যায়-আসে না; বরং সব রকম ক্বিরআতই সহীহ-শুদ্ধ ও বহুল প্রচলিত।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا অর্থাৎ 'তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাক।' এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তদানীন্তন আরব সমাজের একটি চিত্র তুলে

ধরেছেন এবং বলেছেন, হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকারী নারী ও শিশুদেরকে মীরাস হতে বঞ্চিত রাখছ, এটা আদৌ তোমাদের জন্য বৈধ ও উচিত নয়; বরং তাদের প্রাপ্য ধন-সম্পদের সঠিক অংশ তাদের প্রদান করা তোমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন ইয়াসার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতে বর্ণিত التُّرَاثَ শব্দের অর্থ الميراث বা উত্তরাধিকার।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতে বর্ণিত التُّرَاثَ শব্দের অর্থ মীরাস।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতে বর্ণিত اَكْلاً لَّمًّا শব্দের অর্থ ঃ اَكْلاً شَدِيْدًا অর্থাৎ তোমরা মীরাসের সব মাল সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা মীরাসের সমস্ত মাল (নিজের ও অপরের অংশ) আত্মসাৎ করে থাক।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَكْلاً لَّمًّا শব্দের অর্থ হক-নাহক সমস্ত মীরাসের মালামালকে আত্মসাৎ করা বা খাওয়া।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَكْلاً لَّمًّا শব্দের অর্থ اَكْلاً شَدِيْدًا বা সম্পূর্ণরূপে খাওয়া বা সবই খেয়ে ফেলা।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَكْلاً لَّمًّا এর অর্থ اَكْلاً شَدِيْدًا বা সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা।

ইউনুস......যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এর তাৎপর্য এই যে, তদানীন্তন আরব সমাজে নারী ও শিশুদেরকে মীরাস হতে বঞ্চিত রাখা একটি সাধারণ রীতি ছিল। তারা মনে করত যে, কর্মক্ষম পুরুষরাই কেবল মীরাস পাওয়ার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে লোক অধিক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতো, সে নির্দ্বিধায় অন্যের সমস্ত ধন-সম্পত্তি দখল করে বসত। প্রকৃত হক তথা অধিকার ও কর্তব্যের মূল্য বা গুরুত্ব তাদের দৃষ্টিতে আদৌ ছিল না। তারা হালাল-হারামের কোন ধারই ধারত না।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতে বর্ণিত لَمًّا শব্দের অর্থ ঃ سفا বা সম্যক ও সমস্ত।

ইব্ন আবদুর রহীম বারকী...... বকর ইব্ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا এই আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হক-নাহক ও হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে অন্যের ধন-সম্পত্তি ভোগ-দখল করে থাক।

(২০) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞ (২১) كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۞ (২২) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ (২৩) وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۞

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যন্ত ভালবাস। ২১. কখনও নয়, বরং যেদিন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে ২২. এবং তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে সর্ব সমক্ষে উপস্থিত করা হবে। সে দিন মানুষ স্মরণ করতে থাকবে; কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

তাফসীর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের অত্যাধিক ধনলিপ্সার কথা উল্লেখ করে বলছেন, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যন্ত ভালবাস; অর্থাৎ জায়েয-নাজায়েয বা হালাল ও হারামের কোন চিন্তা তোমাদের নাই। যেভাবে ও যে কোন পন্থায় তোমরা ধন-সম্পত্তি করায়ত্ত্ব করতে পার, নির্বিচারে তাই তোমরা করে বস। এরূপ করতে তোমাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ জাগে না। উপরন্তু তোমরা যতই ধন-সম্পদের মালিক হওনা কেন, তোমাদের আরো অধিক পাওয়ার লোভ ও লালসার আগুন নির্বাপিত হয় না। তাদের এই অধিক ধনলিপ্সাকে তুলনা দেওয়ার জন্য গ্রন্থকার জাহিলিয়াতের যুগের অন্যতম কবি যুহায়রের একটি কবিতার পংক্তি উদ্ধৃতিস্বরূপ পেশ করেছেন। যথা ঃ

فلما وردن الماء درقا جمامه – وضعن عصى الحاضر المتخيم

অর্থাৎ 'যখন আমরা পরিপূর্ণ কূপের নিকট অবতরণ করলাম; তখন সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তাঁবু ফেলার বন্দোবস্ত করলাম'। কারণ অফুরন্ত পানির যেখানে ব্যবস্থা, সেখানে তাঁবু ফেলতে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে অসুবিধার কোনই কারণ নাই।

আলী...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এই আয়াতে বর্ণিত جما শব্দের অর্থ شديد। বা অত্যাধিক, খুব বেশি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এর অর্থ তোমরা অধিক ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حُبًّا جَمًّا এই আয়াতে বর্ণিত جَمًّا শব্দের অর্থ الكثير। বা অধিক, অত্যধিক।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এই আয়াতে বর্ণিত حُبًّا جَمًّا শব্দের অর্থ حُبًّا شَدِيْدًا। অর্থাৎ অতিশয় ভালবাসা।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী حُبًّا جَمًّا এর অর্থ, তারা অধিক ধন-সম্পদকে অত্যাধিক ভালবাসিত।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এর অর্থ ঃ তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। এর কারণ এই যে, তোমরা মনে করেছ, দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তোমরা যা খুশি তাই করতে পার এবং এ ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যা বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক এখানে كَلَّا বা কখনও নয় এই অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا অর্থাৎ 'যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে'। কিয়ামত যখন আরম্ভ হবে তখন অত্যাধিক ভূ-কম্পনের ফলে যমীন বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হবে।

আলী..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا এই আয়াতে বর্ণিত دَكًّا دَكًّا শব্দের অর্থ অত্যধিক ভূকম্পন, যার ফলে যমীন বালুকাময় হয়ে যাবে।

ইউনুস...... হারমালাহ্ ইব্ন ইম্‌রান হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا 'এবং যখন তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন'। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে মুহম্মদ (সা)! তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

ইব্ন বাশার...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন যমীনকে দৈর্ঘে-প্রস্থে লম্বা-চওড়া করা হবে এবং জিন্ন-ইন্সানসহ সমস্ত সৃষ্টজীবকে সেখানে একত্রিত করা হবে। অতঃপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন পৃথিবীর উপরস্থ আসমান (প্রথম আকাশ) ধ্বংস করে এর অধিবাসিদেরকে দুনিয়ার যমীনে একত্রিত করা হবে। দুনিয়ার সমস্ত জিন্ন ও ইনসানের কয়েক গুণ অধিক সংখ্যক অধিবাসী হবে প্রথম আসমানের বাসিন্দারা। প্রথম আকাশের অধিবাসীরা যখন যমীনের উপর অবতীর্ণ হতে থাকবে, তখন তাদের সংখ্যাধিক্য দর্শন করে যমীনের অধিবাসীরা আতংকিত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে- আমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের মধ্যে আছেন? এতদশ্রবণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, 'পরম পবিত্র আমাদের রব আমাদের সাথে নন, তিনি পরে আগমন করবেন'।

অতঃপর দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা যমীনে অবতরণ করতে থাকবে। যাদের সংখ্যা প্রথম আকাশের অধিবাসী ও দুনিয়ার সমস্ত জিন্ন-ইনসানের সংখ্যার কয়েক গুণ অধিক হবে। এরা যখন যমীনে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদের সংখ্যাধিক্য দর্শনে যমীনবাসীরা হতচকিত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে 'তোমাদের সাথে কি আমাদের প্রতিপালক আছেন'? এতদশ্রবণে তারা ভীত-চকিত হয়ে বলবে, 'পরম পবিত্র রব আমাদের সাথে নন, তিনি পরে আগমন করবেন।' এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসমানের সমস্ত অধিবাসী ক্রমান্বয়ে যমীনের উপর অবতীর্ণ হতে থাকবে এবং তাদের সকলের নিকট একই ধরনের প্রশ্ন করা হবে এবং সকলে একই প্রকার জবাব দান করবে।

এইভাবে সপ্তম আসমানের অধিবাসীরাও যমীনে অবতরণ করতে থাকবে। যাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সমস্ত অমানের অধিবাসীর সংখ্যা ও জিন্ন-ইনসানের সংখ্যার কয়েক গুণ হবে। এদের সাথে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও আগমন করবেন এবং সমস্ত জিন্ন-ইনসান ও ফেরেশতারা এই সময় মহাপ্রভুর সম্মুখে কাতারবন্দী হয়ে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর একজন আহবানকারী বলতে থাকবে, 'যারা দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নামের জপনা করতে তারা কোথায়? তোমরা জান্নাতে গমন কর।' এতদশ্রবণে বিরাট একদল লোক জান্নাতে গমন করবে।

অতঃপর আহবানকারী দ্বিতীয়বার বলবে 'যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য আরামকে হারাম করে তাদের পার্শ্বদেশসমূহকে বিছানা হতে দূরে রাখতে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ও আশান্বিত অবস্থায় তাদের প্রভুকে আহবান করতে এবং তাদের রিযক হতে আল্লাহর পথে খরচ করতে' তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। এতদশ্রবণে আর একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর উক্ত আহবানকারী তৃতীয়বার এরূপ বলতে থাকবে যে, 'ঐ সমস্ত ব্যক্তি কোথায় যাদেরকে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবার আল্লাহ্র যিকির হতে বিরত রাখতে পারে নাই। যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করছে এবং ঐ দিবসকে ভয় করেছে, যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ ভয়ে বিহবল হয়ে পড়বে। তোমরা বেহেশতে প্রবিষ্ট হও।' এতদশ্রবণে আরো একদল লোক খাড়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এইভাবে তিন দল লোক জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর জাহান্নাম হতে একটি গরদান বের হবে, যার চক্ষু দুইটি হবে উজ্জ্বল চকচকে এবং সে সুন্দরভাবে বলবে, 'আমি অত্যাচারী যালিমদের জন্য নিয়োজিত হয়েছি'। এই বলে সে পাখি যেভাবে খুঁটে খুঁটে দানা খায়, সেও সেভাবে অত্যাচারী যালিমদের কাতার হতে বেছে নিয়ে জাহান্নামে প্রেরণ করবে।

অতঃপর সে দ্বিতীয়বার তার গরদান বের করে বলবে, 'আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত হয়েছি যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট প্রদান করেছে'। এই বলে পাখি যেভাবে দানা খায়, সেভাবে ঐ ধরনের পাপীদেরকে বেছে বেছে জাহান্নামে প্রেরণ করবে। অতঃপর সে তার গরদান তৃতীয়বার বের করবে। আউফ ও আবূ মিনহাল বলেন, মনে হবে যেন সে বলবে 'আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত, যারা দুনিয়াতে ছবির সাথে জড়িত (ছবি তুলত বা ছবির ব্যবস্থা করত)'। অতঃপর সে পাখি যেভাবে দানা খায়, সেভাবে ঐ ধরনের পাপীদেরকে বেছে বেছে জাহান্নামে প্রেরণ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট সকলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং তাদের আমলনামাসমূহ মীযানে পরিমাপ করা হবে।

মূসা...... ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশের সমস্ত অধিবাসীদেরকে যমীনে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করবেন। এ সময় সমস্ত ফেরেশতা যমীনের উপর একত্রিত হবে। এইভাবে আল্লাহ্ পাক দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানের সমস্ত ফেরেশতাকে যমীনে অবতরণের নির্দেশ প্রদান করবেন। যারা পরোয়ারদিগারের নির্দেশ অবনত মস্তকে মান্য করে সারিবদ্ধভাবে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। এই সময় পরোয়ারদিগারে আলা সেখানে অবতীর্ণ হবেন, তাদের বামদিকে জাহান্নাম অবস্থান করবে। এ সময় হাশরের ময়দানে কাতার ছাড়া আর কিছুই পরিদৃশ্যমান হবে না। আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা সাত সারিতে দণ্ডায়মান হবেন। এই অবস্থার পর (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর) তারা আবার স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করবে। একে আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। যথা وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতামণ্ডলী উপস্থিত হবে।'

অতঃপর আল্লাহ্ পাক আরো বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ-

অর্থাৎ 'হে মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায়! যদি তোমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয় যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করে অন্য কোথাও যেতে সক্ষম, তবে তোমরা চলে যাও। কিন্তু তোমরা যেখানেই যাবে তা আল্লাহ্ পাকের সুলতানাতের অধীনস্থ অবশ্যই হবে।'

অতঃপর আরো আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَائِهَا

'এবং যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ফেরেশতারা তার চতুর্দ্দিকে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে'।

আবূ কুরাইব...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন মানুষেরা একই অবস্থায় সত্তর বৎসর যাবত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের কোন

বিচারাচার হবে না, এমনকি তাদের প্রতি কেউই দৃকপাতও করবে না। ক্রন্দন করতে করতে যখন তাদের চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের চক্ষু হতে রক্তাশ্রু ঝরতে থাকবে এবং পরস্পর এরূপ বলাবলি করতে থাকবে 'আজ কে আমাদের জন্য পরোয়ারদিগারের নিকট সুপারিশ করবে। যাতে তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করে এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে আমাদের নিষ্কৃতি দেন। তখন কেউ কেউ বলবে, এ কাজের জন্য তোমাদের আদি পিতা, হযরত আদম (আ) হতে উত্তম ব্যক্তি আর কে আছেন? আল্লাহপাক স্বহস্তে তাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার আত্ম তার জড়দেহে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন এবং সর্ব প্রথম তাঁর সাথে কথোপকথনও করেছিলেন। অতঃপর সকলে যখন হযরত আদম (আ)-কে পরোয়াদিগারের নিকট সুপারিশ করবার জন্য অনুরোধ করবে, তখন তিনি সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন। এভাবে তারা অন্যান্য সমস্ত নবী-রাসূলের নিকট হাযির হয়ে সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবে কিন্তু কেউই সুপারিশ করতে রাজী হবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশেষে তারা আমার নিকট আগমন করে সুপারিশের কথা বললে আমি সাথে সাথেই ফাহাসের নিকটবর্তী হব। এই সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ফাহাস কি? জবাবে তিনি বলেন, তা হলো আরশের পায়া। আমি সেখানে সিজদায় পড়ে থাকব। অতঃপর আল্লাহ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করে আমাকে সিজদা হতে তুলে জিজ্ঞেস করবেন, হে মুহাম্মদ (সা)! ব্যাপার কি? (যদিও তিনি সবকিছু সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল, তবুও এইরূপ করবেন)। তখন আমি বলব, প্রভু হে! তুমি আমাকে শাফাআতকারী মনোনীত করেছ, কাজেই আমার সুপরিশে তোমার বান্দাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করে শেষ কর। জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন, হে নবী! তোমার সুপারিশ গৃহীত হলো, আমি অনতিবিলম্বে আমার বান্দাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আগমন করছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এরূপ কথোপকথনের পর যখন আমি অন্যান্যদের সাথে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকব, তখন হঠাৎ বিকট শব্দ সহকারে প্রথম আসমানবাসী ফেরেশতাদেরকে যমীনে অবতরণ করতে দেখব। এদের সংখ্যা দুনিয়ায় বসবাসকারী জিন্ন ও ইনসানের অনুরূপ হবে। তারা যখন যমীনের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের নূরের আলোকে সমস্ত যমীন আলোকিত হয়ে যাবে। তারা সারিবদ্ধভাবে আগমন করতে থাকবে। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তেমাদের সাথে কি আমাদের প্রতিপালক আছেন? জবাবে তারা বলবে না, তিনি পরে আগমন করবেন। অতঃপর একইভাবে অন্যান্য সমস্ত আসমানের ফেরেশতারা অবতরণ করবে এবং তাদের সাথে একইরূপ বাক্য বিনিময় হবে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেঘের ন্যায় অসংখ্য ফেরেশতা সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হবেন যারা সর্বক্ষণ নিম্নরূপ বিভিন্ন তাসবীহ ও তাহলীলে মশ্‌গুল থাকবে। যথা ঃ সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকূত, সুবহানা রাব্বিল আরশি যিল জাবারূত; সুবহানাল হাইউ আল্লাযী লা ইয়ামূত; সুবহানাল্লাযী ইয়াওমুল খালায়েকে অলা ইয়ামূতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার-রূহ; কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন; সুবহান রাব্বুনাল আলা, সুবহানা যিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়ায়া; সুবহানা আবাদান আবাদান ইত্যাদি!

অতঃপর আল্লাহ পাকের তরফ হতে একজন ঘোষক এরূপ বলতে থাকব যে, 'হে জিন্ন ও মানুষের বংশ-ধরেরা! তোমাদের সৃষ্টির পর হতে আমি তোাদের সাথে কথাবার্তা বলি নাই। আজ আমি তোমাদের সাথে কথোপকথন করব ও তোমাদের আমলসমূহ পরিদর্শন করব। অতঃপর তিনি যাদের আমলনামা দেখে সন্তুষ্ট হবেন, তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা প্রদান করবেন এবং যাদের প্রতি নারাজ হবেন, তাদের জন্য জাহান্নামের একটি লম্বা গরদান মোতায়েন করবেন, যে তাদেরকে বেছে বেছে জাহান্নামে প্রেরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলবেন ঃ হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করি নাই যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো

না। কেননা, সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর তিনি আরো বলবেন, এই সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে দুনিয়াতে করা হয়েছে। হে পাপীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।

অতঃপর আল্লাহ পাক জিন্ন-ইনসান, পশু-পাখির সকলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন এবং যার প্রাপ্য যা তা প্রদান করবেন। হিসাবান্তে তিনি জীবজন্তু ও পশু-পাখির ক্ষেত্রে এরূপ ফরমান জারী করবেন, যথা ঃ كُنُوْا تُرَابًا অর্থাৎ 'তোমরা মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যাও'। এতদর্শনে কাফিররা আফসোস করে বলতে থাকবে, 'হায়, আজ আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম, তবে কতইনা উত্তম হতো!

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا এই আয়াতে বর্ণিত صَفًّا صَفًّا এর তাৎপর্য এই যে, ফেরেশতারা হাশরের ময়দানে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে।

হাসান বিন্ আরাফা...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ কথিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা জাহান্নামকে শিকল দ্বারা টানতে টানতে সেখানে উপস্থিত করবে। এতে সত্তর হাজার শিকল লাগানো থাকবে এবং প্রতিটি শিকল ধরে সত্তর হাজার ফেরেশতা টানতে থাকবেন এবং এভাবে তাকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবেন।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ এর তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে উপস্থাপিত করা হবে এবং তা এভাবে যে, এতে সত্তর হাজার শিকল লাগান আছে এবং প্রত্যেকটি শিকলে সত্তর হাজার ফেরেশতা মোতায়েন করা হবে, যারা একে টেনে সেখানে উপস্থিত করবেন।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের দুই দিকের একদিকে জান্নাত ও অপরদিকে জাহান্নাম থাকবে।

ইব্ন আবদুল আ'লা.......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ এর অর্থ ঃ 'সেদিন জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।'

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ অর্থাৎ 'সেদিন মানুষেরা স্মরণ করবে'। পার্থিব যিন্দেগীতে কৃত তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে স্মরণ করবে এবং তজ্জন্য লজ্জিতও হবে। কিন্তু তখন তা স্মরণ করা ও সেজন্য লজ্জিত হওয়ায় কি লাভ! যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ 'এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে'? কোনই উপকারে আসবে না, বরং অনুশোচনায় অধিক দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

আলী....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى এই আয়াতে বর্ণিত انى শব্দের অর্থ ঃ كيف له বা তার জন্য কিরূপ হবে?

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۝ (٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝ (٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝ (٢٧) يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ (٢٨) ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ (٢٩) فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝ (٣٠) وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝

২৪. সে বলবে 'হায়! আমার এই জীবনের জন্য যদি আমি পূর্ব থেকে কিছু সৎকর্ম করে রাখতাম! ২৫. অতঃপর সেদিন আল্লাহ যেরূপ আযাব দেবেন, সেরূপ আযাব দেবার মত আর কেউ থাকবে না ২৬. এবং

আল্লাহ যেরূপ বাঁধবেন, তেমন দৃঢ়রূপে বন্ধনকারীও কেউ থাকবে না। ২৭. (অপরদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে ফিরে এস। ২৯. তুমি আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ يَالَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى 'হায় আফসোস! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু সৎকর্ম করে রাখতাম'! এখানে আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহদ্রোহী কাফিররা যেভাবে বিলাপ ও অনুশোচনা করতে থাকবে, তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পার্থিব দুনিয়ায় নেক আমল না করার জন্য তারা সেদিন এভাবে বিলাপ করতে থাকবে যে, হায়! হায়! সারা জীবন বৃথাই মায়া-মরীচিকার পিছনে ব্যয় করলাম। কেন চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু সওগাত অগ্রিম জমা করলাম না? তা হলে আজ আল্লাহ পাকের গযব হতে মুক্তি পেয়ে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম!

ইব্ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى। এই আয়াতে বর্ণিত لِحَيَاتِى বা 'আমার এই জীবন' বলে আখিরাতে চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝান হয়েছে। কেননা সেখানে আর কোন দিন মৃত্যুর আগমন হবে না।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পাকের কালাম ঃ يَالَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى এর অর্থ আখিরাতের দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী হায়াত বা জীবন, যা কোনদিন শেষ হবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পাকের বাণী ঃ يَالَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى এই আয়াতে 'হায়াত' বলে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝান হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّايُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ. وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ.

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতে বর্ণিত يُوْثِقُ ও يُعَذِّبُ এই শব্দ দুটির ক্বিরাআতে মতপার্থক্য করেছেন। মিসরের সমস্ত ক্বারী এই ব্যাপারে একমত যে, উপরোক্ত শব্দ দুটির ذ ও ث অক্ষর 'জের' -বিশিষ্ট হবে। একমাত্র ব্যাকরণবিদ কিসাঈ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তার মতে উপরোক্ত শব্দ দুটির ذ ও ث অক্ষর 'যবর' বিশিষ্ট হবে এবং এ ব্যাপারে দলীল স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ তিলাওয়াত করতেন।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ কিলাবাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা) এরূপ তিলাওয়াত করতেন; যথা ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّايُعَذَّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ. যার অর্থ 'সে দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি দিবার কেউই দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে না' এবং আল্লাহর বাণী ঃ وَلَا يُوْثَقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ. অর্থাৎ 'তাঁর মত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধকারী সেদিন দুনিয়াতে আর কেউই থাকবে না।'

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّايُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ এই আয়াতের অর্থ এই যে, সেদিন আল্লাহ্ পাক যে আযাব প্রদান করবেন, তেমন আযাব দেবার মত আর কেউই সেদিন পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না এবং আল্লাহ্ সেদিন যেভাবে পাপীদেরকে লৌহ জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন; তেমনভাবে দুনিয়াতে বাঁধার মত আর কেউ সেদিন থাকবে না।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থাৎ

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে প্রত্যাবর্তন কর'। এখানে 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সেই লোকদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে পূর্ণ প্রশান্তি ও স্থির মানসিকতার সাথে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের এই সমস্ত বান্দাকে ফেরেশতারা আহবান করে, আল্লাহর তরফ হতে এরূপ সুসংবাদ দিতে থাকবেন যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে প্রত্যাবর্তন কর'।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে বর্ণিত الْمُطْمَئِنَّةُ শব্দের অর্থ ঃ المصدقة বা সত্যবাদী আত্মা।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ। এই আয়াতে النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ বলে ঐ সমস্ত মু'মিন বান্দার কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ওয়াদা অনুযায়ী প্রশান্তির সাথে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ ও হাসান (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 'হে প্রশান্ত আত্মা'! তাদেরকে এরূপ বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধকে প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছে এবং তদ্রূপ আমলও করেছে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে বর্ণিত 'প্রশান্ত আত্মা' তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকই তাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক এবং সর্বাবস্থায় তাঁর বিধি-নিষেধ অনুগত দাসের মত প্রতিপালন করে থাকে।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াত ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই তাদের একমাত্র রব এবং তাঁর বিধি-নিষেধগুলোও তারা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ। তাদেরকে বলা হয়েছে যারা সদা সর্বদা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর এবং এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই তাদের রব বা প্রতিপালক।

মুহম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ الْمُطْمَئِنَّةُ। শব্দের অর্থ আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালনে সদা-তৎপর এমন ব্যক্তি।

ইয়াকূব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে বর্ণিত الْمُطْمَئِنَّةُ। শব্দের অর্থ প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি।

খালাফ ইব্ন আসলাম...... শায়খ আল-হাবায়ী হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক এই আয়াতকে এভাবে তিলাওয়াত করতেন; يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে বর্ণিত المطمئنة। শব্দের অর্থ সম্পর্কে কালবি বলেছেন যে, এর অর্থ ঃ الْمُؤْمِنَةُ। বা বিশ্বাসী।

আবূ কুরাইব...... সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এই আয়াত يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً তিলাওয়াত করলে, হযরত আবূ বকর

সিদ্দীক (রা) বলেন, 'অতি উত্তম বাক্য'। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনার মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আপনার নিকট এইরূপ বলবে।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ এই আয়াতে মৃত্যুর সময় মু'মিন বান্দাদের নিকট আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা আবৃত্তি করতে থাকবেন এবং فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এই আয়াতে কিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দাদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা হবে।

আবূ কুরাইব...... উসামা ইব্ন যায়দ সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ। এই আয়াত মৃত্যুপথযাত্রী মু'মিন বান্দার নিকট ফেরেশতারা সুসংবাদ হিসেবে তিলাওয়াত করে থাকে।

কেউ কেউ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কবর হতে পুনরুত্থানের সময় ফেরেশতারা এটা মু'মিন বান্দাদের নিকট তিলাওয়াত করবে যার ফলে তাদের আত্মাগুলো স্ব-স্ব দেহে প্রবিষ্ট হবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً। এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাসমূহ, তাদের স্ব-স্ব জড়দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হবে।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ অর্থাৎ 'আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার তৈরি জান্নাতে প্রবেশ কর।' এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে তাদের স্ব-স্ব জড়দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। অতঃপর সকলে আবার পূর্বের দেহাকৃতিতে সৃষ্ট হবে।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পাকের বাণী ঃ اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً এই আয়াতে আত্মাসমূহকে পুনরায় জড়দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন ঃ মৃত্যুপথ যাত্রী বান্দার জন্য বলা হয়েছে।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً এই আয়াত মৃত্যুর সময়, মৃত্যুপথ যাত্রী বান্দার নিকট পঠিত হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ অর্থাৎ 'তোমরা আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'। এই আয়াতের ব্যাখায় মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এর অর্থ তোমরা আমার নেককার বান্দগণের অন্তর্ভুক্ত হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।

বাশার........ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এই আয়াতের অর্থ ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ طَاعَتِىْ অর্থাৎ তোমরা আমার বিধি-নিষেধের অনুসরণকারী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।

আবূ কুরাইব...... যাহ্‌হাক ইব্ন মুজাহিমের ভ্রাতা মুহাম্মদ ইব্ন মুজাহেম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এর অর্থ اى فى طَاعَتِىْ বা আমার নির্দেশের অনুসরণ কর এবং ادْخُلِىْ جَنَّتِىْ এর অর্থ ঃ اى فى رحمتى বা আমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট হও।

বসরার কোন কোন আহলে আরব فَادْخُلِى فِى عِبَادِى এর অর্থ 'আমার দলভুক্ত হও', করে থাকেন। অপরপক্ষে কূফার কোন কোন আহলে আরব আল্লাহ পাকের এই বাণী يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এই আয়াতে বর্ণিত المطمئنة। শব্দের অর্থ بالايمان বা ঈমানদার করে থাকেন।

অবশ্য সালফে সালিহীনের অনেকেই আল্লাহ্ পাকের এই কালাম ঃ فَادْخُلِى فِى عِبَادِى এই আয়াতে বর্ণিত عِبَادِى এর স্থানে عِبِيْدِى পড়তেন এবং এর সাথে اَدْخُلِى جَنَّتِى বলতেন।

আহমদ ইব্ন ইউসুফ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আব্বাস) আল্লাহ পাকের এই আয়াত فَادْخُلِى فِى عِبَادِى এর স্থানে فَادْخُلِى فِى عَبْدِى পড়তেন এবং এরূপ পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা তাঁর বান্দা হতে হলে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য।

খালাফ ইব্ন আসলাম...... শায়খ আল-হাবায়ী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَادْخُلِى فِى عِبَادِى এর স্থানে فَادْخُلِى فِى عَبْدِى হবে। কাল্বীও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং وَادْخُلِى جَنَّتِى -এর অর্থ আত্মার জড়দেহে প্রত্যাবর্তন।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে ঃ فَادْخُلِى فِى عِبَادِى -এর সঠিক ব্যাখ্যা فَادْخُلِى فِى عِبَادِى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ 'তোমরা আমার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও'। কেননা এর উপর অধিকাংশ আলিম ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।

সূরা ফাজরের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ
সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২০, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ (٢) وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ (٣) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ؕ (٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ (٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ (٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ؕ

১. আমি শপথ করছি এই শহরের। ২. আর অবস্থা এই যে, (হে নবী!) এই শহরে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ করা হয়েছে। ৩. আর শপথ পিতার এবং সন্তান-সন্তুতির। ৪. বস্তুত আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। ৫. সে কি এরূপ মনে করে যে, তার উপর কারও আধিপত্য চলবে না? ৬. সে বলে, আমি প্রচুর সম্পদের অপব্যবহার করেছি। ৭. সে কি এরূপ মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নাই?

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র শহর মক্কার শপথ করে তাঁর নবী হযরত মুহম্মদ (সা)-কে পরবর্তী বিষয়সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ্...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এই আয়াতে বর্ণিত শহর হলো পবিত্র মক্কা নগরী।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এই আয়াতে বর্ণিত اَلْبَلَد। শব্দের অর্থ পবিত্র মক্কা নগরী।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এর অর্থ হলো ঃ الحرام। বা পবিত্র নগরী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এই আয়াতে বর্ণিত بِهٰذَا الْبَلَدِ। হলো মক্কা নগরী।

সাত্তার ইব্‌ন আবদুল্লাহ...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এই আয়াতে বর্ণিত اَلْبَلَد। অর্থ মক্কা নগরী।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে বর্ণিত الْبَلَدِ হলো মক্কাভূমি।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ 'এবং (হে নবী!) এই শহরে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, 'হে মুহাম্মদ (সা)! এই পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি ও বন্দীমুক্তি সবই আপনার জন্য বৈধ বা হালাল। প্রয়োজনের তাগিদে যা খুশি আপনি তাই করতে পারেন।

মুহাম্মদ বিন সা'দ্ ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে বর্ণিত পবিত্র ভূমি মক্কাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ হওয়ার সনদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দেয়া হয়েছে এবং মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কাউকেও হত্যা করা ও মুক্তিদানের ব্যাপারে সার্বভৌম সিদ্ধান্তের অধিকার দিলেন। সেদিন তিনি ইব্ন খাত্তালকে হত্যার নির্দেশ দিয়াছিলেন, যাকে কাবাঘরের চত্ত্বর হতে গেরেফতার করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর আর কোন মুসলমানের জন্য সেখানে রক্তপাত করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ পাক হেরেম শরীফের চতুর্সীমায় রক্তপাত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদের জন্য 'তাঁর ঘরে' গমন করে হজ্জ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশে আল্লাহ পাক তার নবী মুহম্মদ (সা)-এর জন্য পবিত্র মক্কা ভূমিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ ঘোষণা করেছেন।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য পবিত্র মক্কা ভূমিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সাময়িকভাবে বৈধ করা হয়েছিল।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াত দ্বারা নবী করীম (সা)-এর জন্য পবিত্র ভূমিতে রক্তপাত হালাল করা হয়েছিল।

আবূ কুরাইব...... মানসূর হতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত করা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পবিত্র মক্কা নগরীতে রক্তপাত করার বৈধতার সনদ প্রদান করেছেন যা অন্যদের জন্য একান্তই অবৈধ বা হারাম।

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবকে এই আয়াত وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ দ্বারা পবিত্র ভূমি মক্কাতে রক্তপাত করার বৈধতা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ যদি প্রয়োজনের তাগিদে তিনি সেখানে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে তা তাঁর জন্য পাপ বা দোষের বিষয় নয়।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক অন্য ব্যক্তিদের জন্য পবিত্র মক্কা ভূমিতে যা হারাম করেছেন; তা সেখানে তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য বিশেষ কারণে হালাল বা বৈধ করেছেন। যেমন তাঁর নির্দেশ ঃ فَقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ অর্থাৎ 'তোমরা মুশরিকদের সেখানে হত্যা কর।'

সাত্তার ইব্‌ন আবদুল্লাহ...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর এই ঘোষণা দ্বারা وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ। কেবলমাত্র তোমাদের নবী মুহম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য সমস্তের জন্য এই পবিত্র নগরীতে রক্তপাত অবৈধ করেছেন।

হুসায়ন..... যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পাকের কালাম ঃ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, 'হে মুহাম্মদ (সা)! তোমাকে এই পবিত্র ও পূণ্যভূমি মক্কাতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হলো। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত করতে পার এবং তা পরিহার করারও অধিকার তোমাকে দেয়া হলো।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ অর্থাৎ 'শপথ পিতার এবং সন্তান-সন্ততির'। এখানে আল্লাহ পাক পিতা ও সন্তানের শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণ وَالِدٍ ও وَّمَا وَلَدَ শব্দের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, وَلَدَ বা 'পিতা' শব্দের দ্বারা জন্মদাতা সমস্ত পিতাকেই বুঝান হয়েছে এবং وَّمَا وَلَدَ দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নাই, বন্ধ্যা।

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এই আয়াতে বর্ণিত وَلَدٍ শব্দের অর্থ যাদের সন্তান-সন্ততি আছে এবং وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ যাদের সন্তান-সন্ততি নাই এমন বন্ধ্যা নারী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এই আয়াতের অর্থ শপথ সন্তানধারী ও নিঃসন্তানের।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এই আয়াতের অর্থ শপথ জনকের ও তার জাতকের অর্থাৎ পিতার ও সন্তানের। কেউ কেউ বলেন ঃ এই আয়াতে বর্ণিত وَلَدٍ শব্দের অর্থ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বা আদম সন্তান।

যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদাহ্...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এই আয়াতে বর্ণিত وَلَدٍ শব্দের অর্থ হযরত আদম (আ) এবং وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ তার সন্তান-সন্তুতি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ হযরত আদম (আ) এবং তার সন্তান-সন্তুতি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ হযরত আদম (আ) এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিবর্গ।

আবূ কুরাইব...... আবূ সালেহ হতে আল্লাহ পাকের উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা....... আবূ সালেহ হতে আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, وَلَدٍ শব্দের অর্থ হযরত আদম (আ) এবং وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ তার সন্তান-সন্তুতিবর্গ।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এবং তার সন্তান-সন্তুতিবর্গ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-জারসী......আবূ ইমরান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ এর অর্থ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতিগণ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ বলে যে শপথ করেছেন, তা প্রত্যেক পিতা ও সন্তানকে বুঝাবার জন্য। এটা দ্বারা বিশেষ কোন পিতা বা তার সন্তান-সন্তুতিদেরকে বুঝান এই আয়াতের আসল লক্ষ্য ও তাৎপর্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ অর্থাৎ 'আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি'। এই আয়াতটি উপরে যে 'কসম' বা শপথ করা হয়েছে, তার জবাব বা উত্তররূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতটি কসমের জবাব স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নানারূপ মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মানুষকে কঠোর কষ্ট ও শ্রমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য তৈরি করা হয় নাই, বরং সব সময় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইব্ন মুসান্না...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত كَبَدٍ শব্দের অর্থ ঃ شدة বা কঠোর কষ্ট ও শ্রম।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এর তাৎপর্য এই যে, মানুষকে এই দুনিয়ায় শুধু মজা লুটবার ও সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, বরং প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়া মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট, শ্রম ও কঠোরতা ভোগ করার স্থান। এখানে কোন মানুষই এটা থেকে মুক্ত নয়। এই অবস্থা প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়।

আবূ কুরাইব......আলী ইব্ন রিফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এর অর্থ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের শ্রম ও কষ্টের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত كبد শব্দের অর্থ ঃ شدة বা কঠোর কষ্ট ও শ্রম।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি কঠোর শ্রম ও কষ্টের জন্য।

ইব্ন বাশার...... ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতের তাৎপর্য মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে অশান্তি, দুশ্চিন্তা, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও কঠোর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

ইব্ন হুমায়দ...... ইবরাহীম হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

আবূ কুরাইব...... আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ كَبَدٍ শব্দের অর্থ মধ্যম অবয়ববিশিষ্ট। আবূ সালেহ বলেছেন فِىْ كَبَدٍ এর অর্থ মাঝারী দেহধারী।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাওয়াদ আল-ওয়াসিতী...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ كَبَدٍ এর অর্থ قَائِمًا বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, যা কষ্ট ও শ্রমের অভিব্যক্তি স্বরূপ।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ كَبَدٍ শব্দের অর্থ (দুই পায়ে ভর দিয়ে) চলাচলকারী জন্তু হিসাবে, যার অনুরূপ কোন সৃষ্টি আর নাই।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ كَبَدٍ শব্দের অর্থ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ মানুষকে আমি আসমানে তৈরি করেছি।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ كَبَدٍ এর অর্থ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আমি মানুষকে আসমানে সৃষ্টি করেছি।

গ্রন্থকার বলেন ঃ كَبَدٌ শব্দের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে তার নিকট এটাই সঠিক অভিমত বলে গৃহীত যে, আল্লাহ্ পাক মানুষকে কঠোর কষ্ট ও শ্রমের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হতে পারে। এটা ছাড়া আহলে আরবরা كَبَدٌ শব্দকে কঠোর শ্রম ও কষ্টের অর্থে ব্যবহার করত, তার নমুনাও লবীদ ইব্‌ন রবীয়ার নিম্নোক্ত কবিতায় স্পষ্ট। যথা ঃ

يا عين هلا بكيت أزيد – اذ قمنا وقام الخصوم فى كبد–

এখানে কবি চক্ষুকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ 'হে চক্ষু! যখন আমরা কঠোর শ্রমের ও শক্তির অধিকারী দুশমনের মুকাবিলায় খাড়া হই, তখন তুমি কেন অধিক অশ্রু বর্ষণ কর না?' এখানে كَبَدٌ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা শত্রু যে কঠোর পরিশ্রমী ও শক্তির অধিকারী, তা বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ অর্থাৎ 'সেকি ধারণা করে নিয়েছে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না'। উপরোক্ত আয়াতটি বনী জমহুর গোত্রের এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। যে খুবই পরাক্রমশালী থাকার কারণে তার উপাধি ছিল 'শক্তির পিতা'। আল্লাহ্ পাক তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'সেকি মনে করে যে, কখনও তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না'? এটা নিছক মিথ্যা ধারণা; বরং আল্লাহ পাকই সর্বভৌম ক্ষমতা ও মহাশক্তির মালিক। যার উদাহরণ সৃষ্টির পরতে পরতে বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا অর্থাৎ 'সে বলে, আমি প্রচুর অর্থের অপচয় করেছি'। যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জন্য খরচ হয় নাই, বরং তা তাঁর নবী মুহম্মাদ (সা)-এর দুশমনি ও বিরোধিতায় এবং পার্থিব আমোদ-ফূর্তি ও জাঁকজমকের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَالاً لُّبَدًا এর অর্থ اَلْمَالُ الْكَثِيْرُ বা প্রচুর ধন-সম্পদ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا এই আয়াতে বর্ণিত لُّبَدًا শব্দের অর্থ كَثِيْرًا বা প্রচুর মাল।

ইউনুস......মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا এই আয়াতে বর্ণিত مَالاً لُّبَدًا এর অর্থ مَالاً كَثِيْرًا বা প্রচুর মাল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতেও একইরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের لُبَادًا শব্দের ক্বিরআতে মতপার্থক্য করেছেন। মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, لُبَادًا শব্দের ب অক্ষরটি 'তাশদীদ' ছাড়াই পড়তে হবে। কিন্তু ক্বারী আবূ জাফর তাকে তাশদীদসহ পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো لُبَادًا শব্দের ب অক্ষরটি তাশ্‌দীদ ব্যতিরেকেই পড়া; কেননা অধিকাংশের মতামত এর পক্ষেই বলে প্রতীয়মান হয়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ অর্থাৎ 'সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নাই'? এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ বেহুদা প্রচুর অপচয়কারীর দিকে ইংগিত করে বলেছেন, সেকি এরূপ মনে করে

যে, তার অন্যায় অপচয় করাকে কেউই অবলোকন করে না? এটা ঠিক নয়; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল বান্দার সর্ব প্রকার কাজের সঠিক খতিয়ান যথাযথভাবে রেখেছেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗ اَحَدٌ অর্থাৎ 'সেকি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নাই'। এ ঠিক নয়, বরং হে বনী আদম! তোমাকে কিয়ামতের দিন এই মাল সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি তা কিরূপে উপার্জন করেছিলে এবং কিরূপে ব্যয়ও করেছিলে?

ইব্‌ন আবদুল আলা হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতেও উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(٨) اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ (٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ (١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ (١١) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ (١٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ (١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ (١٤) اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ (١٥) يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ (١٦) اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ

৮. আমি কি তাকে দুটি চক্ষু, ৯. একটি জিহ্বা ও দুটি ওষ্ঠ দেই নি? ১০. এবং আমি কি তাকে দুটি পথই দেখাই নি? ১১. কিন্তু সে কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নি। ১২. তুমি কি জান সে দুর্গম কষ্টসাধ্য পথ কি? ১৩. তা হলো দাসমুক্তি, ১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদান, ১৫. পিতৃহীন, নিকট-আত্মীয়কে, ১৬. অথবা ধূলিমলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যায় অপচয়কারীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমি কি তাকে এমন দুটি চক্ষু প্রদান করি নি, যার সাহায্যে সে প্রকৃত সত্যের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখতে পায় এবং এমন একটি জিহ্বা ও দুটি ওষ্ঠ কি দেই নি যাতে সে আমার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে, বা আমার প্রদত্ত নিয়ামতরাজির শোকর আদায় করতে পারে?

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ এই আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজির উল্লেখ করে, তাঁর শোকর আদায় করার কথা বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'আমি তাকে দুটি পথের সন্ধান দিয়েছি', যথা ঃ হক ও বাতিল বা সত্য ও অসত্য পথ। মুফাসসিরগণ نَّجْدَيْنِ এর ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ ভাল ও মন্দ বা সৎ ও অসৎ পথ। যেমন কালাম পাকের বর্ণনা اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَا اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ 'আমি তাকে দুটি পথের সন্ধান দিয়েছি, হয়ত সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে আমার শোকর গুযার বান্দায় পরিণত হবে; নয়ত পথভ্রষ্ট হয়ে আমার সাথে কুফরী করবে।' এখানে ভাল ও মন্দ এই দুটি পথকে نَّجْدَيْنِ বলা হয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত النَّجْدَيْنِ। শব্দের অর্থ ঃ نَجْدُ الْخَيْرِ وَنَجْدُ الشَّرِّ বা ভাল ও মন্দ পথ।

ইবনুল মুসান্না ......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, نَّجْدَيْنِ শব্দের অর্থ ভাল ও মন্দ রাস্তা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত نَّجْدَيْنِ শব্দের অর্থ হিদায়াত ও গুমরাহীর রাস্তা।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এই আয়াতে বর্ণিত نَّجْدَيْنِ শব্দের অর্থ ভালও মন্দ রাস্তা।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, نَّجْدَيْنِ অর্থ ভাল ও মন্দ রাস্তা।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এর অর্থ ভাল ও মন্দের রাস্তা।

ইমরান ইব্ন মূসা...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন نَّجْدَيْنِ শব্দের অর্থ খারাপ ও ভাল রাস্তা। কিন্তু আক্ষেপ! তোমাদের নিকট খারাপ রাস্তাটাই অধিক শ্রেয়।

মুজাহিদ ইব্ন মূসা ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এই দুটি রাস্তার একটি হলো ভাল ও অপরটি হলো খারাপ। কিন্তু আফসোস! তোমাদের নিকট খারাপ রাস্তাটাই অধিক প্রিয়।

ইব্ন মুসান্না......হাসান সূত্রে নবী করীম (সা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এই আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলেন, 'হে লোক সকল! এটা হলো দুটি রাস্তা যার একটি ভাল ও অপরটি মন্দ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমাদের নিকট খারাপ রাস্তাটি ভাল রাস্তার চেয়ে অধিক প্রিয়'।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এই আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : 'হে লোকগণ! এটা হলো এমন দুটি রাস্তা যার একটি ভাল ও অপরটি মন্দ। আক্ষেপ! তোমাদের নিকট ভাল রাস্তার চাইতে খারাপ রাস্তাই শ্রেয়!'

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এই আয়াতে বর্ণিত نَّجْدَيْنِ শব্দের অর্থ ভাল ও মন্দ রাস্তা। অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের এই কালাম তিলাওয়াত করেন, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلاً। অর্থাৎ 'আমি তাকে দুটি পথের সন্ধান দিয়েছি'।

কেউ কেউ বলেন : وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এর অর্থ هَدَيْنَاهُ الثَّدْيَيْنِ। অর্থাৎ তাকে আমি এমন দুটি স্তনের সন্ধান দিয়েছি যা পানে তার শরীরের অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ। এর অর্থ : هُمَا الثَّدْيَانِ। অর্থাৎ তা দুটি মাতৃস্তন।

ইব্ন হুমায়দ......যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, نَّجْدَيْنِ এর অর্থ : الثَّدْيَانِ। বা পীণোন্নত পয়োঃধর।

গ্রন্থকার বলেন : نَّجْدَيْنِ এর ব্যাখ্যায় যত কিছুই বলা হলো, তার মতে সঠিক অভিমত এই যে, এর অর্থ ভাল ও মন্দ রাস্তা।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের বাণী : فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ। অর্থাৎ 'সেতো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নাই।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সে তো দুর্গম বন্ধুর পথ, যা উপরের দিকে চলে গেছে, তা অবলম্বন করে নাই।

কেউ কেউ বলেন الْعَقَبَةَ। হলো জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না......হাসান হতে বর্ণনা করেছিলেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম : فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ। এই আয়াতে বর্ণিত الْعَقَبَةَ। হলো জাহান্নাম।

আমর ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন খালিদ...... ইব্ন আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, عَقَبَةَ হলো জাহান্নামের একটি পর্বত।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, عَقَبَةَ জাহান্নামে অবস্থিত।

বাশার......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ অর্থাৎ সে শ্রমসাধ্য বন্ধুর পথ অবলম্বন করে নাই অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে ও তাঁর অনুসরণে যা একান্ত প্রয়োজন, তা সে করে নাই।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এই আয়াতে বর্ণিত عَقَبَةَ শব্দের অর্থাৎ জাহান্নামের পর্বত, যেখানে আরোহণের কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ সেখানে তাকে আরোহণ করতে হবে।

ইব্‌ন বাশার......কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এর তাৎপর্য হলো তা জাহান্নামের ৭০ টি পর্যায়ের নাম। কিন্তু এখানে মাত্র عَقَبَةَ একবার বলা হয়েছে। আর এরূপভাবে উল্লেখের কারণ এই যে, এটা বাক্যের প্রথম পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দীর্ঘ বর্ণনা পরে এসেছে, যেমন দাসমুক্তি, দুর্ভিক্ষের দিনে পিতৃহীন আত্মীয়কে অন্নদান অথবা দারিদ্রে নিষ্পেষিত নিঃস্বকে সাহায্য করা।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এর তাৎপর্য এই যে, সে কি এমন রাস্তার অনুসন্ধান করে না, যাতে সে আখিরাতের শাস্তি হতে মুক্তি ও কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারে?

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ অর্থাৎ 'তুমি কি জান, কষ্টসাধ্য পথ কি?' এখানে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন 'হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কি জান 'আকাবা' কি এবং তা হতে নাজাত বা পরিত্রাণের ব্যবস্থা কি? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন, উক্ত 'আকাবা' হতে নাজাতের রাস্তা এই যে, তুমি দাসদেরকে মুক্তি দেবে, দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীমদেরকে অন্নদান করবে এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদের সাহায্য করবে।

ইয়াকূব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ এই আয়াতে বর্ণিত فَكُّ رَقَبَةَ এর অর্থ দাসদেরকে মুক্তি প্রদান করা। এই সম্পর্কে এরূপ কথিত আছে যে, 'যে মুসলমান কোন দাস বা দাসীকে মুক্তিদান করে, সে কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন হতে মুক্তি পাবে'।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ এই আয়াতে বর্ণিত فَكُّ رَقَبَةَ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, 'উত্তম দাস মুক্তি তাই, যা মূল্যের দিক থেকে উত্তম।'

বাশার......আবূ নাজিহ হতে বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, 'যে মুসলমান অন্য একজন মুসলমান দাসকে মুক্তিদান করবে, সে কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন হতে নিষ্কৃতি পাবে এবং যে মুসলিম মহিলা একজন মুসলিম দাসীকে মুক্তি দান করবে, সে তার মহান বিনিময় স্বরূপ কিয়ামতের দিন দোযখের আদুন হতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাবে।'

সাঈদ......উকবা ইব্‌ন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন বা যে, 'যে ব্যক্তি একজন মুসলমান দাস-দাসীকে মুক্তি প্রদান করবে, তা তার জন্য দোযখের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে।'

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক 'আকাবা কি' এরূপ প্রশ্ন করে নিজেই এর জবাব স্বরূপ বলেছেন, তা হলো দাসমুক্তি, দুর্ভিক্ষের সময় অনাথ-ইয়াতীমদের অন্নদান এবং নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য দান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةَ এই আয়াতে বর্ণিত مَسْغَبَةَ শব্দের অর্থ يوم مجاعة বা দুর্ভিক্ষের সময়।

হাসান ইব্‌ন আরাফা ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ أَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةَ এই আয়াতে বর্ণিত مَسْغَبَةَ শব্দের অর্থ কঠিন অকাল বা দুর্ভিক্ষের সময়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর....... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ -এর অর্থ করাল দুর্ভিক্ষের সময়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত مَسْغَبَةٍ শব্দের অর্থ ভীষণ অভাব ও করাল দুর্ভিক্ষের সময়। যখন মানুষ খাদ্যের অভাবে হাহাকার করতে থাকে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ এর অর্থ দুর্ভিক্ষের সময়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ অর্থাৎ 'পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম আত্মীয়কে'। এখানে ঐ সমস্ত ছোট ইয়াতীম বাচ্চার ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের কথা বলা হয়েছে, যাদের মাতাপিতা শৈশবে পরলোক গমন করে। এরূপ ইয়াতীমদের দেখাশুনা ও ভরণ-পোষণ করা জাহান্নাম হতে মুক্তির অন্যতম উপায়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ অথবা 'ধূলিমলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো', যারা দরিদ্রতার চরম নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, নিঃস্ব ও সম্বলহীন। মুফাসসিরগণ ذَا مَتْرَبَةٍ শব্দের ব্যাখায় মতপার্থক্য করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ 'ধূলিমলিন মিস্‌কীন।'

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর তাৎপর্য এমন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি, যার আল্লাহ্‌র যমীন বা মাটি ছাড়া মাথা-গোঁজার আর কোন ঠাঁই নাই।

মাত্‌রাফ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন নিঃস্ব ফকীর ব্যক্তি, যার মাথা গোঁজার জন্য মাটি ছাড়া আর কোন সংস্থান নাই।

যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন নিঃস্ব, যার মাটি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি যার মাটি ছাড়া আর কোন সহায়-সম্বল নাই।

জারীর......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন নিঃস্ব মিস্‌কীন, যার মাটি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই।

আবূ হাসিন ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর তাৎপর্য এই যে, নিঃস্ব ও দরিদ্রতার কারণে যে মাটির উপরই বসবাস করে এবং এর ফলে তার বসনাদি ধূলিমলিন হয়ে যায়।

ইয়াকূব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ দারিদ্র্য নিষ্পেষিত এমন নিঃস্ব, যার মাটি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন অভাবগ্রস্থ নিঃস্ব ব্যক্তি, যে অভাবের কারণে রাস্তার উপর বসবাস করে।

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তি, সে পথের উপর বসবাস করে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব ব্যক্তি, যার মাটি ছাড়া আর কোন মাথা গোঁজার আস্তানা নাই।

ইব্‌ন বাশার......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন নিঃসম্বল ব্যক্তি, যার মাটি ছাড়া আর কিছুই নাই।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর.......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ ধূলি মলিন ব্যক্তি।

আবূ কুরাইব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন ব্যক্তি, যে অভাবের তাড়নায় মাটির সাথে মিশে গিয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ দারিদ্র্য নিষ্পেষিত এমন নিঃস্ব, যার মাটি ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নাই।

কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ মুখাপেক্ষী। আবার কেউ কেউ বলেন, আরবরা নিঃস্ব ব্যক্তিকে ‘ধূলি মলিন’ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করত।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ ভীষণ অভাবগ্রস্থ এবং এমন নিঃস্ব, যার কোনই ধন-সম্পদ নাই।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন গরীব নিঃস্ব, যার মাটি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই।

কেউ কেউ বলেন ঃ তার অর্থ অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী যাদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালন করতে সে ব্যক্তি একেবারেই অক্ষম ও অপারগ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ এমন অভাবগ্রস্থ নিঃস্ব ব্যক্তি, যার অনেক সন্তান-সন্ততি আছে কিন্তু তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ক্ষমতা তার নাই।

আবূ কুরাইব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী কিন্তু নিঃস্ব ব্যক্তি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর অর্থ অধিক সন্তান-সন্ততির মালিক, কিন্তু দারিদ্র প্রপীড়িত নিঃস্ব।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ذَا مَتْرَبَةٍ সম্পর্কে যতরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো, তার নিকট বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, তার অর্থ এমন ব্যক্তি, যে দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, সহায়-সম্বলহীন পথের কাঙাল। যার সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও মেটাবার সামর্থ্য নেই।

(১৭) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ (১৮) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ (১৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ (২০) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝

১৭. অতঃপর সেই লোকদের সাথে মিলিত হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। ১৮. এরাই দক্ষিণপন্থী, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। ১৯. আর যারা আমার নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বামপন্থী, হতভাগ্য। ২০. ওরা অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে, যা হতে তারা বের হতে পারবে না।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুইটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে মু'মিন সমাজের দুইটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো সেই সমাজের মানুষ, যারা পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের প্রেরণা দেয়। আর দ্বিতীয় হলো, তারা পরস্পর পরস্পরকে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এর অর্থ তারা একে-অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রেরণা দেয়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 'এই লোকেরাই দক্ষিণপন্থী ও সৌভাগ্যশালী'। এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে দক্ষিণপন্থী বা সৌভাগ্যশালী বলে উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের পর দাস মুক্ত করেছে, দুর্ভিক্ষের দিনে পিতৃমাতৃহীন অনাথ আত্মীয়কে অন্নদান করেছে এবং অভাবগ্রস্থ, দরিদ্র, নিঃস্বকে সাহায্য করেছে, কিয়ামতের দিন তারা দক্ষিণপন্থী বলে জান্নাতে প্রবেশের অধিকারপ্রাপ্ত হবে।

অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ অর্থাৎ 'যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, তারই বামপন্থী হতভাগ্য।' এখানে আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের কথ বলা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের হাজারো নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। কিয়ামতের দিন তারা বামপন্থী ও হতভাগ্যদের দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ অর্থাৎ 'তারা অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে, যা হতে তারা বের হতে পারবে না।' এটা কিয়ামতের দিন চরম আল্লাহদ্রোহী কাফিরকুলের অবস্থা হবে। তারা এমন কঠোর আযাবে গেরেফতার হবে যে, তা হতে কোনদিনই তারা নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ পাবে না।

আবূ সালেহ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ এর অর্থ এমন অগ্নি যা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ এর অর্থ এমন অগ্নি যা তাদেরকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ এর তাৎপর্য এই যে, তারা জাহান্নামের অগ্নিতে চতুর্দিক হতে এমনভাবে পরিবেষ্টিত হবে যে, তা হতে বের হওয়ার কোন পথই তারা পাবে না, বরং অনন্তকাল ধরে তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مُّؤْصَدَةٌ এর অর্থ ঃ مغلقة عليهم অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তাদেরকে চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত করে নেবে। সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথই তারা পাবে না।

সূরা বালাদের তাফসীর এখানেই সমাপ্ত হলো।

Contents

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত-১৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহের নামে।

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ (٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝ (٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝
(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝ (٥) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝ (٦) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝
(٧) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ (٨) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

১. সূর্যের ও তার কিরণের শপথ। ২. চন্দ্রের শপথ, যখন তা সূর্যের পরে আবির্ভূত হয়। ৩. দিবসের শপথ, যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকট করে তোলে, ৪. এবং রাত্রের শপথ, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে। ৫. আকাশমণ্ডল ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তা সংস্থাপিত করেছেন। ৬. আর পৃথিবীর ও সেই সত্তার শপথ, যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন। ৭. শপথ মানুষের এবং যিনি একে সুঠাম করেছেন। ৮. পরে একে এর সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

তাফসীর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানে সূর্য্যও তার কিরণের শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণ وَضُحَاهَا শব্দের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সূর্য বা দিবস। আবার কারো কারো মতে ضُحٰى হলো সমস্ত দিন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এর অর্থ দিবস।

কেউ কেউ বলেছেন তার অর্থ হলো সূর্যের কিরণ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এর অর্থ হলো সূর্যের কিরণ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে আল্লাহ পাক সূর্য ও দিনের যে শপথ করেছেন, এটা খুবই বাস্তব। কেননা সূর্যের কিরণের ফলেই তো দিবসের আরম্ভ হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا অর্থাৎ 'চন্দ্রের শপথ! যখন তা সূর্যের পরে আবির্ভূত হয়'। এখানে আল্লাহ পাক চন্দ্রের শপথ করেছেন, যা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে আবির্ভূত হয়ে থাকে। আর সাধারণত এটা চান্দ্রমাসের প্রথমদিকে হয়ে থাকে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا এর অর্থ চন্দ্র যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আগমন করে।

ইয়াকূব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا এর অর্থ চন্দ্র যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আবির্ভূত হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا এই আয়াতে বর্ণিত تَلاَهَا এর অর্থ تبعها অর্থাৎ যখন সূর্য অস্তমিত হয়, সে তখন এর অনুসরণ করে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا এর অর্থ শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর উদিত হয়।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا এর অর্থ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যখন নতুন চন্দ্রের উদয় হয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا অর্থাৎ 'দিবসের শপথ! যখন সে তা প্রকট করে তোলে।' এখানে جَلّٰهَا শব্দের অর্থ প্রকাশ করা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا এর অর্থ যখন দিবস অস্তগামী হয়।

কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ দিবস যখন রাত্রিতে পরিবর্তিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا অর্থাৎ 'শপথ রাত্রির! যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে'। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত বিশ্ব চরাচরে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসে। একে তুলনা করা হয়েছে সূর্যকে আচ্ছাদিত করার সাথে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا এর অর্থ যখন রাত্রি তাকে আচ্ছাদিত করে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا অর্থাৎ 'শপথ আকাশের এবং এর সংস্থাপনকারীর' অর্থাৎ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর উপরিভাগে একে ঠিক ছাদের মতই সংস্থাপন করে দিয়াছেন। অবশ্য কেউ কেউ এর তাফসীরে নিম্নরূপ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঃ

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بَنَاهَا এর অর্থ خَلَقَهَا অর্থাৎ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا এর অর্থ আল্লাহ পাক আকাশকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে مَا শব্দটিকে من বা الذى অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদের অন্যত্র আছে ঃ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ অর্থাৎ 'পিতা ও সন্তান-সন্ততির শপথ!' এখানে আদম (আ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের শপথ করা হয়েছে। وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ 'যে স্ত্রীলোকদেরকে তোমাদের পিতারা বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।' فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ নারীদের মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ তাকেই বিবাহ কর'।

অবশ্য কোন কোন মুফাসসির ما শব্দটি مصدر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই আয়াত কয়টির অর্থ এভাবে করেছেন, যথা ঃ আকাশমণ্ডল ও একে সংস্থাপন করার শপথ, পৃথিবী ও তার বিস্তীর্ণ হওয়ার শপথ, আর নফ্স ও তাকে সুবিন্যস্ত করার শপথ।

অতঃপর আল্লাহর বাণী : وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 'আর শপথ পৃথিবীর ও যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।' তবে طَحَاهَا শব্দের অর্থ بسطها অর্থাৎ তাকে বিস্তৃত করেছেন ডাইনে-বামে, চতুর্দিকে। এখানে طَحَاهَا শব্দের ব্যাখায় মুফাসসিরগণ মতপার্থক্য করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ, পৃথিবী ও এর মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত طَحَاهَا শব্দের অর্থ এর মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত জিনিস।

মুহাম্মদ ইব্ন আম্মারাহ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا এর অর্থ শপথ পৃথিবীর ও তা বিস্তৃতকারীর।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَمَا طَحَاهَا এর অর্থ بسطها অর্থাৎ তা বিস্তৃত করা।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম : وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا অর্থাৎ 'নফস এবং তার সুবিন্যস্তকারীর শপথ'। এখানে 'সুবিন্যস্ত করা' অর্থ তাকে যে দেহ প্রদান করা হয়েছে, এর গঠন, হাত-পা ও মগজের সব কিছুই মানুষের মত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ও উপযোগী। এখানে ما শব্দটি مصدر এর অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। তখন আয়াতের অর্থ হবে 'আর নফস এবং একে সুবিন্যস্ত করার শপথ।'

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا 'অতঃপর তিনি একে সৎ ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়েছেন।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর তাৎপর্য এই যে, তিনি সত্য ও মিথ্যা বা ভাল ও মন্দকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......ভিন্ন সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি তাকে সৎ ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি সত্য ও মিথ্যাকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ মানুষকে প্রদান করেছেন।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি তার জন্য ভাল ও মন্দ বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ তিনি তাকে সৎ ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

মিহ্রান......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ ভাল ও মন্দকাজের বর্ণনা। কেউ কেউ বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দের গুণাবলী নিহীত রেখেছেন। যেমন :

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন।

ইব্‌ন বাশার......আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী হতে বলেছেন ঃ একদা ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন আমার নিকট প্রশ্ন করেন যে, মানুষেরা প্রতিটি কাজের জন্য যে অপরিসীম চেষ্টা ও পরিশ্রম করে; এটা কি আল্লাহ্ পাক কর্তৃক এভাবেই লিখিত অথবা নবী করীম (সা) যেভাবে করে দিয়েছেন, সকলে কি সেইভাবে সম্পন্ন করবে? তদুত্তরে আমি বলি যে, 'বরং এটা আল্লাহ্ পাক কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত।' তখন তিনি বলেন, তবে কি তা একরূপ যুলুম নয়? তখন আবুল আসওয়াদ বলেন এইরূপ প্রশ্নে আমি খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি এবং বলি যে, না, এটা সঠিক নয়; বরং তিনি সৃষ্টিকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে যা খুশি তাই করে থাকেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারো নাই, বরং জিজ্ঞাসাবাদ কাল কিয়ামতের দিন তাদেরকেই করা হবে। তখন ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি শুনেছি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে মুযায়নাহ অথবা জুহায়নাহ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন যে, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষেরা প্রতিটি কাজ-কর্মের জন্য যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে, এটা কি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত অথবা আল্লাহ্‌র নবীগণ যেভাবে করেন, সকলে সেইভাবে সম্পন্ন করবে? তদুত্তরে আল্লাহর নবী (সা) বলেন 'বরং আল্লাহ পাক মানুষের জন্য আগেই দুটি পথের সন্ধান দিয়েছেন, যেমন কুরআনের ভাষায়, 'মানুষের শপথ, যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সৎ ও অসৎ কর্মের জ্ঞানও দান করেছেন'।

(৯) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ (১০) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۝ (১১) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ (১২) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ (১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ (১৪) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ (১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

৯. সে ব্যক্তি নিজের নফ্‌সের তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছে, সে কল্যাণ পাবে। ১০. আর যে লোক নিজের সত্তা নিহিত ভাল প্রবণতাকে নস্যাৎ করেছে, সে ব্যক্তি চরমভাবে ব্যর্থ হবে। ১১. সামূদ জাতি, নিজেদের সীমালংঘনের দ্বারা তাদের নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১২. সেই জাতির সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ও দুষ্ট ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত ও তৎপর হয়ে উঠল, ১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে যত্নবান হও। ১৪. কিন্তু সেই লোকেরা তার কথাকে মিথ্যা মনে করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। অতঃপর তাদের গুনাহের শাস্তি স্বরূপ, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন ১৫. এবং এর পরিণতির জন্য আল্লাহ্‌র শংকা করবার কিছুই নাই।

তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি স্বীয় নফসের পবিত্রতা অবলম্বন করল, সে কল্যাণপ্রাপ্ত হলো'। এখানে পবিত্রতা অবলম্বন করার অর্থ শিরক-কুফর-বিদআত ও সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকা এবং সব সময় সৎ ও নেক আমল করা। যার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয়। এটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা। অবশ্য কেউ কেউ অন্যরূপ অভিমতও প্রকাশ করেছেন। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا এর অর্থ ঐ ব্যক্তি কল্যাণ ও মুক্তিপ্রাপ্ত হলো, যার আত্মাকে আল্লাহ্ পাক পবিত্র করলেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا এই আয়াতে বর্ণিত زَكَّهَا শব্দের অর্থ হলো أَصْلَحَهَا অর্থাৎ নিজেকে ইসলাহ বা সংশোধন করল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর অর্থ যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে নেক আমলের দ্বারা পরিশুদ্ধ করল, সে কল্যাণ ও মুক্তিপ্রাপ্ত হলো।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি কল্যাণপ্রাপ্ত হলো যে স্বীয় সত্তাকে সদানুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র করল।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর অর্থ যার নফ্সকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র করলেন, সে কল্যাণ ও সফলতাপ্রাপ্ত হলো। এ বাক্যটি শপথের অনুরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইয়াজীদ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এই আয়াতটি এখানে কসম স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী সাহিত্যে এই ধরনের ব্যবহারের নযীর আগেও বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নিজের সত্তা নিহিত ভাল প্রবণতাকে নস্যাৎ করবে, সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে'। এখানে دَسّٰهَا শব্দের মূল হলো تدسية যার অর্থ দমন করা, গোপন করা, লুকিয়ে রাখা, অপহরণ করা এবং পথভ্রষ্ট বা গুমরাহ করা। কাজেই এই আয়াতের মূল তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি নিজের নফস বা সত্তায় অবস্থিত ভাল প্রবণতাসমূহের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের পরিবর্তে তাকে গোপন করে বিভ্রান্তি ও খারাপ প্রবণতার দিকে পরিচালিত করবে এবং পাপ লিপ্সা ও খারাপ প্রবণতাকে অতিশয় শক্তিশালী বানাবে, সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। এটাই আয়াতের ব্যাখ্যা। অবশ্য কেউ কেউ অন্যরূপ ভাষ্যও প্রদান করেছেন। যথা ঃ

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এর অর্থ ঐ ব্যক্তি চরমভাবে ব্যর্থ হবে, যার নফ্সের ভাল প্রবণতাকে আল্লাহ পাক নস্যাৎ করে দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এই আয়াতে বর্ণিত دَسّٰهَا শব্দের অর্থ ঃ تَكْذِيْبُهَا বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

আবূ কুরাইব......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এই আয়াতে বর্ণিত دَسّٰهَا শব্দের দুটি অর্থ যথা ঃ গোপন করা ও পথভ্রষ্ট করা।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এর অর্থ ঐ ব্যক্তি চরমভাবে ব্যর্থ হবে, যে নিজের সত্তায় ভাল প্রবণতাসমূহের উৎকর্ষের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর অনুসরণ ও অনুকরণ করবে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী مَنْ دَسّٰهَا এর অর্থ যে ব্যক্তি তাকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করল।

বাশার......হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এই আয়াতে বর্ণিত دَسّٰهَا শব্দের অর্থ যে তাকে গুনাহে ও অপকর্মে লিপ্ত করল।'

ইব্ন আবদুল আ'লা........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে উপরোক্ত উক্তির অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا এর অর্থ من دسى اللّٰه نفسه বা যার নফসকে আল্লাহ গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا অর্থাৎ 'সামূদ জাতি সীমালংঘনের দ্বারা তাদের নবীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল।' সামূদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত সালিহ (আ)-এর নবুয়তকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করত। হযরত সালিহ (আ) তাদের এই অন্যায়-অপকর্মের জন্য আল্লাহ্র তরফ হতে শাস্তির ওয়াদা করেন। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহদ্রোহিতার কারণে। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ 'অতঃপর সামুদ জাতি তাদের আল্লাহদ্রোহিতার কারণে ধ্বংস হয়েছিল'।

সাঈদ ইব্ন্ আমর......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত طغوى শব্দের অর্থ আযাব বা শাস্তি অর্থাৎ সামূদ জাতি তাদের প্রতি ওয়াদাকৃত শাস্তি বা আযাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بطغواها এর অর্থ بِالطُّغْيَانِ বা 'সীমালংঘনের দ্বারা'।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ সামূদ জাতি আল্লাহ পাকের প্রতি গুনাহের দ্বারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بِطَغْوَاهَا এর অর্থ بمعصيها অর্থাৎ তাদের গুনাহের দ্বারা।

ইউনুস ......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بِطَغْوَاهَا এর অর্থ بطغيالنهم وبمعصيتهم অর্থাৎ তাদের আল্লাহদ্রোহিতা ও গুনাহের দ্বারা। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে। যেমন ঃ

ইউনুস......মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত بِطَغْوَاهَا এর অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে বা সকলে একত্রে।

ইব্ন আবদুর রহীম আল-বারকী........ মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হতে উপরোক্ত অভিমতের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِذِانْبَعَثَ اَشْقَاهَا অর্থাৎ 'ওদের মধ্যেকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি যখন তৎপর হয়ে উঠল।' এই ব্যক্তিটি কওমে সামূদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর নাম হলো কিদার ইব্ন সালিফ।

ইয়াকূব......হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দেওয়ার সময় হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী ও তার হত্যাকারী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِذِانْبَعَثَ اَشْقَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত ওদের হতভাগ্য লোকটি সম্পর্কে বলেন, 'সে আবূ রিমার মত হতভাগ্য ছিল।'

বাশার.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী اِذِانْبَعَثَ اَشْقَاهَا এই আয়াতে বর্ণিত লোকটি ছিল সামূদ জাতির মধ্যেকার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হতভাগ্য ব্যক্তি।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا অর্থাৎ 'তখন আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে বলল, তোমরা আল্লাহ্র উষ্ট্রী এবং তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে যত্নবান হও'। এখানে আল্লাহ্র রাসূল বলা হয়েছে হযরত সালিহ (আ)-কে; যাকে আল্লাহ পাক সামূদ জাতির নিকট হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। হযরত সালিহ (আ) যখন মুজিযা স্বরূপ তাদের সম্মুখে একটি উষ্ট্রী পেশ করে বললেন ঃ 'এটা আল্লাহ্র উষ্ট্রী, এটি নিজ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চরে বেড়াবে। একদিন সব পানি এর জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্যদিন তোমাদের সকলের সমস্ত জন্তুর জন্য নির্ধারিত থাকবে। যদি তোমরা এটার গায়ে হাত দাও বা তার কোনরূপ ক্ষতি করিতে ইচ্ছা কর; তবে মনে রেখ, তোমাদের উপর কঠিন আযাব অবতীর্ণ হবে।'

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا এই আয়াতে তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী ও সামূদ জাতির জীবজন্তুর জন্য পানির অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন এবং তা এরূপ ছিল যে, একদিন তা হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী পান করবে এবং অন্যদিন তা সমস্ত সামূদ জাতির জন্তুগুলো পান করবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী : فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا 'কিন্তু সেই লোকেরা তার কথাকে মিথ্যা মনে করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল'। এখানে কওমে সামূদ হযরত সালিহ (আ)-এর ঐ খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, যা তিনি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাদের জীবজন্তুর জন্য পানি বন্টনের খবর স্বরূপ প্রদান করেছিলেন এবং হুমকি স্বরূপ এটাও বলেছিলেন, 'যদি তোমরা এর গায়ে হাত দাও বা এর কোনরূপ ক্ষতি করতে চাও, তবে তোমরা কঠিন আযাবে পতিত হবে'। কিন্তু তারা একে মিথ্যা ওয়াদা মনে করে আল্লাহ্‌র উষ্টীকে হত্যা করে ফেলে। এখানে বর্ণিত فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا এই আয়াতের অর্থ দু'রূপ হতে পারে। যেমন : প্রথমে তারা হযরত সালিহ (আ)-এর উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আল্লাহর উষ্ট্রীকে হত্যা করে। অথবা তারা উষ্ট্রীকে নিহত করার পর ওয়াদাকৃত আযাবকে মিথ্যা মনে করেছিল।

অতঃপর فَعَقَرُوْهَا এই শব্দটি, আল্লাহ পাকের বাণী : اِذَانْبَعَثَ اَشْقَاهَا এই আয়াতের জওয়াব বা উত্তর স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেন আয়াতটি এরূপ : اَذَانْبَعَثَ اَشْقَاهَا فَعَقَرُوْهَا অর্থাৎ 'তাদের হতভাগ্য লোকটি যখন তৎপর হয়ে উঠল, তখন সে উষ্ট্রীকে নিহত করল'।

অতঃপর গ্রন্থকার প্রশ্ন স্বরূপ বলেন : এখানে আল্লাহ পাক فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا এইরূপ আয়াত কেন বর্ণনা করেছেন, এর তাৎপর্য কি? জবাব এই যে, হযরত সালিহ (আ) মুজিযা স্বরূপ প্রাপ্ত উষ্ট্রীর ব্যাপারে তাদেরকে যে খবর প্রদান করেছিলেন, তারা তা মিথ্যা মনে করেছিল বলেই তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আল্লাহ পাকের গযবে নিপতিত হয়ে চিরতরে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম : فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا অর্থাৎ 'ওদের প্রতিপালক, তাদের পাপের জন্য তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন'। তাদের যে অন্যায় ছিল, তা আল্লাহকে অবিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত সালিহ (আ)-এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং মুজিযা স্বরূপ প্রেরিত আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে হত্যা ইত্যাদি। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে একাকার করে দেয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, সামূদ জাতির ছোট বড় সকলে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের অংগীকার করে। কিন্তু বাস্তবে যখন তারা এর বিপরীত কাজ করে এবং তাকে নিহত করে, তখন আল্লাহ পাকের গযব ও আযাব তাদেরকে ধ্বংসে করে একাকার করে দেয়।

বাশার ইব্‌ন আদম......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, সামূদ জাতি আল্লাহ পাকের উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর, যখন তার বাচ্চাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন তা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا অর্থাৎ এর পরিণামের জন্য আল্লাহ পাকের আশংকা করার কিছুই নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের মত নন; যারা কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণকালে তার পরিণতি ও ফলাফল কি হবে তা বারবার চিন্তা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু সার্বভৌম ও নিরংকুশ শক্তির অধিকারী, কাজেই কোন বিরুদ্ধ শক্তির কোন পরোয়া তাঁর আদৌ ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর অর্থ আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলতে পারে এমন ভয় তাঁর আদৌ নাই।

ইব্রাহীম ইব্ন্ মুস্তামার.......হযরত হাসান (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর অর্থ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা সার্বভৌম ও নিরংকুশ শক্তির মালিক, তিনি সামূদ জাতির সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তার পরিণতির জন্য তিনি আদৌ শংকিত নন।

আবূ কুরাইব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর অর্থ এর পরিণতির জন্য আল্লাহ্ পাকের আশংকা করার কিছুই নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী হলো : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

মুহাম্মদ ইব্ন আমর তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের এই বাণী হলো : اَللّٰهُ لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এবং হারিস তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম হলো : اَللّٰهُ لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কাজের পরিণতির জন্য আদৌ শংকিত নন।

মুহাম্মদ ইব্ন সিনান......বকর ইব্ন্ আবদুল্লাহ মুযানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর কর্মের পরিণতির জন্য মোটেও আতঙ্কিত নন।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের সঠিক অর্থ এই যে, আল্লাহ পাকের উষ্ট্রীকে যে হত্যা করেছিল, সে তার এই জঘন্য কাজের পরিণতির জন্য আদৌ শংকিত ছিল না।

আবূ কুরাইব....যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর অর্থ যে ব্যক্তি সালিহ (আ)-এর উষ্টীকে হত্যা করেছিল, সে তার পরিণতি সম্পর্কে মোটেও আতঙ্কিত ছিল না।

ইব্ন হুমায়দ ......হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এর তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উষ্ট্রীকে হত্যার মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়েছিল, সে এর পরিণতি ও প্রতিফল সম্পর্কে আদৌ শংকিত ছিল না।

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতে মতভেদ করেছেন। হিজায ও শামের অধিকাংশ ক্বারীর অভিমত এই যে, আয়াতটি হবে : فَلَايَخَافُ عُقْبَاهَا অর্থাৎ فَاءُ শব্দ দ্বারা শুরু এবং তাদের ছাপান কালামুল্লাহ শরীফে এরূপই উদ্ধৃত হয়েছে। অপরপক্ষে ইরাক ও মিসরের ক্বারীগণের অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির প্রারম্ভ وَاوْ দ্বারা হয়েছে যথা : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا এবং তাদের ছাপানো কুরআন মজীদে এইরূপই উল্লেখ আছে।

গ্রন্থকার বলেন : যেহেতু দু'টি কিরআতই মাশ্হূর এবং বহুল প্রচলিত, সে কারণে যে কেউ যে কোন ক্বিরআতেরই অনুসরণ করতে পারে, এতে কোন দোষ নাই।

এখানেই সূরা শামস-এর তাফসীর শেষ হলো।

Contents

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-২১, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝ (٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝ (٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۝ (٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝ (٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝ (٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝ (٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝ (٨) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝ (٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝ (١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝

১. রাত্রির শপথ, যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে। ২. এবং শপথ দিনের, যখন তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ৩. শপথ তাঁর, যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন ৪. অবশ্যই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। ৫. সুতরাং যে ব্যক্তি দান করল, আল্লাহকে ভয় করল, ৬. এবং কল্যাণ ও মংগলকে সত্য মেনে নিল; ৭. তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজ ব্যবস্থা করে দেব। ৮. আর যে কার্পণ্য করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল, ৯. এবং কল্যাণ ও মংগলকে বর্জন করল; ১০. ফলে তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথকে সহজ করে দেব।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাত্রির শপথ করেছেন যার অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং দিনের শপথও করেছেন যখন তা রাত্রির অমানিশাকে বিদূরিত করে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এর তাৎপর্য এই যে, রাত্র-দিন ও স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি; তদ্রূপ তোমরা যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত করছ, তাও স্বীয় প্রকৃতির দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বলেন আল্লাহ পাক এখানে যে সমস্ত জিনিসের শপথ করেছেন, এর দ্বারা ঐ সৃষ্টিগুলোর আযমত ও সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى অর্থাৎ 'রাত্রির শপথ যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে এবং শপথ দিনের, যখন তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে'। এই আয়াত দুইটি খুবই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে এদেরকে বারবার পরিক্রমা করে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى অর্থাৎ 'শপথ তাঁর, যিনি স্ত্রী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন'। আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন দুটি জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সৃষ্টি উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই আয়াতে বর্ণিত مَا শব্দটির দুটি অবস্থা। যথা ঃ হয়ত তা مَنْ এর অর্থ দেবে; তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হবে যে, 'আল্লাহ পাকের তরফ হতে কসম, যিনি পুরষ ও স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন'। অথবা مَا শব্দটি সাথে ও অতঃপর অর্থে ব্যবহৃত হবে; তখন আয়াতের অর্থ হবে ঃ 'অতঃপর শপথ সেই সত্তার, যিনি পুরষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন'। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত আবূ দারদা (রা) উক্ত আয়াতটি এরূপ তিলাওয়াত করতেন ঃ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى হযরত আবূ দারদা (রা) এটা রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ......আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এই আয়াতগুলো এভাবে তিলাওয়াত করতেন ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرُ الْأُنْثَى এখানে مَا خَلَقَ শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।

ইব্ন মুসান্না ......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা শাম দেশে উপস্থিত হয়ে, আলকামা হযরত আবূ দারদা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি তার দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি কূফার অধিবাসী'। তখন তিনি আবার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ নিম্নের আয়াতটি কিরূপে পড়তেন, তা কি আপনি অবগত আছেন? এই বলে তিনি তিলাওয়াত করা শুরু করেন وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى এতটুকু তিলাওয়াতের পর হযরত আলকামা বাকী আয়াতটুকু এভাবে তিলাওয়াত করেন; وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى এখানে তিনি مَا خَلَقَ শব্দটির উল্লেখ করেন নি। তিনি আরো বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা...... আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা শামদেশে উপনীত হয়ে, হযরত আবূ দারদার নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করেন, তোমরা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-কে নিম্নের আয়াতটি কিরূপে পড়তে শুনতে? তদুত্তরে তিনি নিম্নরূপ তিলাওয়াত করেন ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى এখানে তিনি مَا خَلَقَ শব্দটির উল্লেখ করেন নি। এতদশ্রবণে হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন, তুমি ঠিকই পড়েছ। আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ পড়তে শুনেছি।'

ইয়াকূব......আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি শামে উপনীত হয়ে হযরত আবূ দারদা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করেন, আপনি কোথা হতে আগমন করেছেন? তদুত্তরে আমি বলি যে, কূফা হতে। তখন তিনি আবার প্রশ্ন করেন, আপনি কি ইব্ন উম্মে আবদের ক্বিরআত সম্পর্কে অবগত আছেন? জবাবে আমি বলি, জি-হ্যাঁ, অবগত আছি। তখন তিনি আমাকে সূরা আল-লায়ল তিলওয়াত করতে বললে আমি এরূপ তিলাওয়াত করি; وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى আলকামা বলেন, এতদশ্রবণে হযরত আবূ দারদা (রা) হেসে উঠেন এবং বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপে তিলওয়াত করতে শুনেছি।

ইব্নুল মুসান্না.......হযরত আবূ দারদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ সায়িব......আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি শামে উপনীত হয়ে হযরত আবূ দারদা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেসে করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছ কি যে হযরত আবদুল্লাহর ক্বিরআত সম্পর্কে অভিজ্ঞ? সকলে আমার দিকে ইশারা করলে, আমি বলি যে, হ্যাঁ, আমি সে বিষয়ে

অভিজ্ঞ। তখন তিনি বলেন, তুমি হযরত আবদুল্লাহকে এই আয়াত কিরূপে পড়তে শুনেছ? এই বলে তিনি সূরা লায়ল পড়া শুরু করেন। তখন আমি তার সূরে সুর মিলিয়ে পড়তে থাকি وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى এবং مَا خَلَقَ শব্দটি পরিহার করি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى। এই আয়াত অন্য ক্বিরআতে وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى হিসেবেও উল্লেখ হয়েছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উক্ত আয়াতকে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى হিসেবে পড়তেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......আলকামা ইব্‌ন কায়স হতে বর্ণনা করেছেন, আমি শামদেশে আগমনের পর সেখানকার এক মসজিদে নামায পড়ার পর এক হালকায় শরীক হই। এমন সময় সেখানে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আমার পার্শ্বে উপবেশন করেন। তখন আমি আল্লাহ পাকের যথার্থ প্রশংসা পূর্বক বলি যে, আল্লাহ পাক আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। আমি যে কারণে এখানে উপস্থিত হয়েছি, তা পরিপূর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, সে ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবূ দারদা (রা)। এই সময় হযরত আবূ দারদা (রা) তাকে এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, আপনার পরিচয় কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি আলকামা। যাত্রার সময় আমি এরূপ দু'আ করেছিলাম যে, আল্লাহ পাক যেন আমাকে উত্তম ব্যক্তির সংসর্গ ও সাহচর্য প্রদান করেন এবং আমি আশা করি আমার সে দু'আ কবূল হয়েছে এবং সেই মহৎ ব্যক্তিটি হলেন আপনি। তখন হযরত আবূ দারদা (রা) তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কোথা হতে এসেছেন? জবাবে তিনি বলেন, কূফা হতে। তখন হযরত আবূ দারদা (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কি এখনও বেঁচে নাই যিনি পূতঃচরিত্রের অধিকারী বালিশ ও জুতার মালিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন? অর্থাৎ হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা); আপনাদের মধ্যে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং গোপন ভেদের অধিকারী বলে পরিচিত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান কি অবশিষ্ট নাই?

অতঃপর হযরত আবূ দারদা (রা) প্রশ্ন করেন এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত আছে কি, যিনি এই সূরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ যেভাবে তিলাওয়াত করতেন, সেভাবে তিলাওয়াত করতে পারে? এতদশ্রবণে হযরত আলকামা বলেন, জী হ্যাঁ, আমি সেভাবে পড়তে পারি। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى এবং তিনি مَاخَلَقَ শব্দটি পরিহার করেন। তা শুনে হযরত আবূ দারদা (রা) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের শপথ পূর্বক বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আয়াতটি এইরূপে তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى। অর্থাৎ 'অবশ্যই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টার ধরন বিভিন্ন প্রকৃতির'। যেহেতু তোমাদের চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্নতর, সে জন্য তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা, যাতে তোমরা নিয়োজিত আছ, তাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। কেননা তোমরা কেউ কেউ আল্লাহদ্রোহী ও কাফির এবং কেউ কেউ আল্লাহকে স্বীকারকারী মু'মিন। কাজেই তোমাদের কর্মের বিভিন্নতার জন্য পরিণতির পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى এই আয়াতে বর্ণিত لَشَتّٰى শব্দের অর্থ المختلف। অর্থাৎ নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকৃতির। এখানে اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى এই আয়াতটি, وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই শপথ সূচক বাক্যের জবাব স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে আল্লাহ পাকের এই কালামটিও শপথবাচক বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; যথা إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى। নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى 'বস্তুত যে ব্যক্তি দান করল এবং আল্লাহ্র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল'। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে লক্ষ্য করে এরূপ উক্তি করেছেন, যারা মুক্ত মনে আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাদের হক আদায় করার ব্যাপারে প্রদান করে এবং আল্লাহকে সর্বান্তকরণে ভয় করে অর্থাৎ অন্যায় ও অপকর্মকে পরিহার করত সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়।

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন, যথা ঃ

হামিদ ইব্ন মাস্আদা......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى এই আয়াতে বর্ণিত أَعْطٰى শব্দের অর্থ أَعْطٰى ماعنده অর্থাৎ সে ব্যক্তি যার মালিক তা হতে দান করে এবং وَاتَّقٰى শব্দের অর্থ تَّقٰى رَبَّهُ এ অর্থাৎ 'সে তার রব বা প্রভুকে ভয় করে'।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দান করে এবং তার প্রভুকে ভয় করে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى এর তাৎপর্য হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হককে প্রদান করে এবং আল্লাহ পাক যে সমস্ত জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করে পরিহার করে জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তা হতে বিরত থাকে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى এই আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকির করে ও তাঁকে ভয় করে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থাৎ 'যা উত্তম তাকে সত্য বলে মেনে নিল।' কেউ কেউ এই আয়াতের তাফসীরে মতভেদ করে বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ প্রদত্ত উত্তম ধন-সম্পদ হতে, যা আল্লাহ পাক তাকে প্রদান করেছেন তারই সন্তুষ্টির জন্য অকুণ্ঠচিত্তে দান-খয়রাত করা।

হামিদ ইব্ন মাস্আদা......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য উত্তম ধন-সম্পদ সদকা ও খয়রাত করা।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না.......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতে বর্ণিত بِالْحُسْنٰى এই শব্দের অর্থ بِالْخَلَف অর্থাৎ পশ্চাতে বা গোপনে দান করে।

ইয়াকূব......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতে বর্ণিত بِالْحُسْنٰى শব্দের অর্থ হলো بِالْخَلَف বা পশ্চাতে।

আবূ কুরাইব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতে বর্ণিত بِالْحُسْنٰى এর অর্থ হলো بِالْخَلَف বা পশ্চাতে।

কেউ কেউ صَدَّقَ শব্দের অর্থে বলেছেন, এরূপ স্বীকার করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং তিনি একক ও অংশীহীন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......আবূ আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ হলো وَصَدَّقَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।'

ইব্ন বাশার......আবূ আবদুর রহমান হতে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ......আবূ আবদুর রহমান হতেও একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ হলো وَصَدَّقَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ এ সত্য বলে স্বীকার করে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের তাৎপর্য হলো وَصَدَّقَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অবশ্য কেউ কেউ বলেন ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ হলো وَصَدَّقَ بِالْجَنَّةِ অর্থাৎ জান্নাতকে সত্য বলে স্বীকার করে।

ইব্ন হুমায়দ ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ হলো জান্নাতকে সত্য বলে স্বীকার করা।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতেও উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক যে সমস্ত জিনিসের ওয়াদা করেছেন তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদাকে সত্য মেনে ব্যক্তি জীবনে তদ্রূপ আমল করা।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এর তাৎপর্য এই যে, মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদার স্বীকৃতি প্রদান।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তার মতে শেষোক্ত অভিমতই সঠিক ও বিশুদ্ধতম। কেননা এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনার ধারাতে যা প্রমাণিত হয়, তা দ্বারা শেষোক্ত অভিমতের যৌক্তিকতা অধিকতর বলে মনে হয়। বিশেষভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদার বাস্তবতা তো পরেই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আর যারা ওয়াদা মুতাবিক তাদের যিন্দেগী পরিচালিত করবে এবং দান-সদকা প্রদান করবে, তারই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিভিন্ন বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

হাসান ইব্ন সালমা ইব্ন আবূ কাব্শাহ......হযরত আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় দুইজন নির্ধারিত ফেরেশতা এইরূপ আহবান করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ! আপনি দান-খয়রাতকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন, যারা তা করে না, তাদেরকে বঞ্চিত করুন। এই ধ্বনি মানুষ ও জিন্ন জাতি ছাড়া আর সমস্ত সৃষ্টজীবই শুনতে পায়'।

এই হাদীসের হুবহু মিল কালাম পাকের এই আয়াতের সাহিত লক্ষণীয় ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থাৎ 'যারা দান-খয়রাত করল, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করল এবং আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদাকে সত্য মনে করল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজ ব্যবস্থা করে দেব।'

কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়।

হারুন ইব্ন ইদ্‌রীস......আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মান্তরিত বয়স্কা নারীদের মুক্তির জন্য অকাতরে ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন। এতদ্দর্শনে একদা তার পিতা তাকে বলেন, প্রিয় বৎস! আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি তোমার ধন-সম্পদ কেবলমাত্র দুর্বল অবলা নারীদের মুক্তি আর কল্যাণের জন্য ব্যয় করছ; যদি তুমি তা নির্যাতীত পুরুষদের জন্য ব্যয় করতে, তবে তারা তোমার বিপদ-আপদের সময় সাহায্যকারী হতো। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, পিতা! আমিও এরূপ করার কথা চিন্তা করেছি। আহলে বায়তের মধ্যে কারো কারো অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতটি বর্ণিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এবং নাযিলেরও কারণ।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ 'আমি তাকে সহজ পথে চলার সহজ ব্যবস্থা করে দেব।' বস্তুত যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ, দুঃস্থ মানুষের কল্যাণ ও মংগলের জন্য ব্যয় করে, সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এমন সব কাজকর্ম করে, যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে পরকালে তাকে জান্নাত প্রদান করেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى 'আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল।' এখানে যে কার্পণ্যের কথা বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ্‌র পথে, ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং সাধারণ কল্যাণকর কাজে ব্যয় না করা। অথচ আল্লাহ পাকের তরফ হতে এই সমস্ত কাজ-কারবার ও খাতে ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি বিমুখ হওয়ার অর্থ ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ ও সুযোগকেই নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম-মেহনতের একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা অবলম্বন করবে; কোন্ কাজে তিনি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করবে না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ অভিমত দেখতে পাওয়া যায়। যথা ঃ

হামিদ ইব্ন মাসআদ্......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাতে কার্পণ্য করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

ইবনুল মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى এর অর্থ যে ব্যক্তি তাঁর অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করে ও তাঁর প্রতি বিমুখ হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ.......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى এর অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিমুখ হয়, অতঃপর সে যাকাত প্রদান করতে কার্পণ্য করে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হক আদায়ে কার্পণ্য করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى 'এবং কল্যাণ ও মংগলকে অস্বীকার করল'। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। যেমন তাদের মতভেদের কথা وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى এই আয়াতের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করা তথা তার বিনিময় প্রাপ্তিকে অস্বীকার করা। যেমন-

হামিদ ইব্‌ন মাসআদ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ বিনিময় প্রাপ্তিকে অস্বীকার করা।

ইব্‌নুল মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ পাকের তরফ হতে কর্মের প্রতিফল ও বিনিময় প্রাপ্তির কথা তারা অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

বাশার ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওয়াদাকে অস্বীকার করে। এদের জন্যই আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى অর্থাৎ তার জন্য আমি কঠিন ও দুষ্কর পথের সহজ বিধান করব।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ কাফিররা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত কল্যাণ ও মংগলের ওয়াদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করল।

কেউ কেউ বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হলো তারা আল্লাহ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদকে অস্বীকার করল। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এই আয়াতের অর্থ হলো كَذَّبَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তারা তা মানতে অস্বীকার করল'।

হুসায়ন......যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ হলো كَذَّبَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা একত্ববাদকে অস্বীকার করল।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হলো, তারা জান্নাতকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করল'। যেমন ঃ

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এর অর্থ كَذَّبَ بِالْجَنَّةِ বা 'জান্নাতকে অস্বীকার করল।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى অর্থাৎ 'তার জন্য আমি দুষ্কর কঠিন পথকে সহজ করে দেব।' এখানে শক্ত ও দুষ্কর পথ বলা হয়েছে পার্থিব সুখ-শান্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা ও বাহ্যিক আপাতমধুর সাফল্য অর্জনের রাস্তাকে, যা ব্যক্তির প্রকৃত মন বিশ্ব স্রষ্টার বানানো আইন-কানুন, স্বীয় পরিবেশ ও সমাজের পবিত্র ও সুন্দর আচার-আচরণের একান্ত পরিপন্থী। কেননা এখানে সততা, ন্যায় পরায়ণতা, শালীনতা, পবিত্রতা ও শ্লীলতার নৈতিক সীমা লংঘিত হয়ে পাশবিক কামনা- বাসনা ও লালসা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এই সূরায় বর্ণিত এই আয়াত দুটি; যথা ঃ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى এবং فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى এদের অর্থ যথাক্রমে তাকে আমি সহজ পথে চলার সহায়তা দেব এবং তাকে আমি কঠিন দুষ্কর পথের সহায়তা বিধান করব- পরস্পর বিরোধী মতের প্রকাশক। যেমন একটি ভাল ও কল্যাণের পথ এবং অপরটি অন্যায় ও অকল্যাণের রাস্তার প্রতি ইংগিত বহনকারী। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) হতে হাদীসও বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও আবূ কুরাইব......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় তিনি মাটির উপর দাগ দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করে বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান নির্ধারিত আছে। এতদশ্রবণে আমরা আরয

করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কি আল্লাহ্র উপর ভরসা করব না? জবাবে তিনি বলেন, না, বরং তোমরা আমল করতে থাক। কেননা তোমাদের ভাগ্যে কি নিহিত আছে তা তোমরা অবগত নও। অতঃপর তিনি কালাম পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করল, আল্লাহ্র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মংগলকে সত্য বলে মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহায়তা দেব। অপরপক্ষে, যে কার্পণ্য করল, আল্লাহর প্রতি বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথের সহায়তা বিধান করব'।

ইব্ন বাশার......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা জান্নাতুল বাকীতে এক ব্যক্তির দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মধ্যে আগমন করে আসন গ্রহণ করলে আমরাও সকলে আসন গ্রহণ করি। এ সময় তিনি তাঁর দস্ত মুবারকের একটি কাঠের দ্বারা মাটিতে দাগ দিতে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন নফ্স বা ব্যক্তি নাই যার পরকালের আবাসস্থান নির্ধারিত নাই। এতদশ্রবণে উপস্থিত জনতা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কি আমাদের আমলের উপর নির্ভর করব না? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যতদূর সম্ভব আমল করতে থাক। কেননা যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে, তার জন্য নেক আমল করা সহজতর হবে এবং যে ব্যক্তি দূর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য বদ আমল সহজতর হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ ঃ 'পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করল, আল্লাহ্র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মংগলকে সত্য বলে গ্রহণ করল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহায়তা দেব। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল, আল্লাহ্র প্রতি বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি কঠিন ও দুষ্কর পথের সহায়তা বিধান করব।'

আবূ সায়িব......হযরত আলী (রা) সূত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হতে একইরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হলে, তিনি এক টুকরা কাঠের দ্বারা মাটির উপর দাগ দিতে থাকেন এবং এক সময় বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হয় জান্নাতে না হয় জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারিত আছে। অতঃপর সাহাবীরা জিজ্ঞেসে করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কি আল্লাহর উপর ভরসা করব না ? জবাবে তিনি বলেন তো যতদূর পার আমল করতে থাক। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ্র নাফরমানী করা হতে বিরত থাকে এবং মংগল ও কল্যাণকে সত্য বলে গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার চলার পথকে সহজ করে দেন এবং যে ব্যক্তি দান-খয়রাতে কার্পণ্য করে, আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মংগল ও কল্যাণকে পরিহার করে, আল্লাহ পাক তার জন্য শক্ত ও দুষ্কর পথকে চলার জন্য সহজ করে দেন অর্থাৎ খারাপ কাজ তার প্রিয় হয়।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বসে ছিলাম, এসময় তিনি তাঁর দস্ত মুবারক দ্বারা মাটি হতে কোন একটি জিনিস নেয়ার সময় বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হয় জান্নাতে নয় জাহান্নামে স্থান নির্ধারিত আছে। তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেসে করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। আমরা কি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখব না? জবাবে তিনি বলেন, না, বরং তোমরা যতদূর পার কেবল আমলই করতে থাক। অতঃপর তিনি فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى এই আয়াত হতে শুরু করে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى পর্যন্ত তিলওয়াত করেন।

মিহ্রান ......আল-নাজাল ইব্ন সাবরাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বক্তৃতা প্রসংগে বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরকালের স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

উপবিষ্ট, পথভ্রষ্ট একজন বেদুঈন প্রশ্ন করে, যদি ব্যাপার এ রকমই হয়, তবে যেমন খুশি তেমন করতে আপত্তি কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মাটিতে দাগ দিতে দিতে বলেন ঃ তোমরা যতদূর সম্ভব আমল করতে থাক। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন কোন বান্দার মংগল ও কল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তার জন্য সৎকাজ সহজ করে দেন এবং যখন তিনি কারো জন্য অমংগল ও অকল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তার জন্য বদকাজকে সহজ করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমার সাথে আমর ইব্ন মুররাহ্র সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী এই প্রসংগে কালাম পাকের এই আয়াতও বলেছেন যার অর্থ ঃ 'পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করল, আল্লাহ্র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল এবং মংগল ও কল্যাণকে সত্য বলে মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহায়তা দেব। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল, আল্লাহ্র প্রতি বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথকে সহজ করব'।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম......আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কালাম পাকের এই আয়াত ঃ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ। অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি', যখন অবতীর্ণ হয়; তখন একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ব্যাপার যদি এরূপ হয়, তবে আমলের প্রয়োজন কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, তোমরা যতদূর সম্ভব আমল করতে থাক। কেননা যারা নেককার, আল্লাহ পাক তাদের জন্য নেক আমলকে সহজ করে দেন এবং যারা বদকার, তাদের জন্য তিনি বদ্ আমলকে সহজ করে দিয়ে থাকেন।

আমর ইব্ন আবদুল মালিক......হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁর হাতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যদ্বারা তিনি মাটির উপর দাগ দিচ্ছিলেন। অতঃপর অকস্মাৎ তিনি মাথা উঁচু করে বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য হয় জান্নাতে না হয় জাহান্নামে স্থান নির্ধারিত আছে। এতদশ্রবণে উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তবে কি আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করব না? তদুত্তরে তিনি বলেন, তোমরা আমল করতে থাক। কেননা যার জন্য জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হবে, সে ব্যক্তির জন্য তদনুরূপ আমল করা সহজতর হবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, তোমরা কি আল্লাহ পাকের ঐ বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত আছ? যার অর্থ হলো 'যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করল, আল্লাহ্র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল এবং সত্য ও মংগলকে মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহায়তা দেব। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল, আল্লাহ হতে বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মংগলকে অস্বীকার করল, তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথের সহায়তা বিধান করব'।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى এই আয়াতের অর্থ, আমি তাকে শক্ত দুষ্কর পথের সহজতা প্রদান করব।

ইউনুস......আবূ যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) প্রত্যেক আমলের প্রতিফলের বিধান কি সমাপ্ত হয়েছে, না এখনও বাকী আছে? জবাবে তিনি বলেন, প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার স্ব-স্ব আমলকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।

ইউনুস......বাশার ইব্ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা দুইজন যুবক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে আমলের জন্য কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে এবং তকদীরের বিধান কার্যকরী হয়েছে, তা কি পরিবর্তন হতে পারে? তখন জবাবে তিনি বলেন, তোমরা যথাসম্ভব আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার নেক ও বদ আমলকে আল্লাহ পাক তার জন্য সহজ করে দিয়ে থাকেন।

(١١) وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝ (١٢) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝ (١٣) وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝ (١٤) فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝ (١٥) لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝ (١٦) الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝ (١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝ (١٨) الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

১১. এবং তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ১২. নিঃসন্দেহে পথ-প্রদর্শন আমারই দায়িত্ব। ১৩. আর ইহকাল ও পরকালের একমাত্র মালিক আমিই। ১৪. অতএব আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। ১৫. তাতে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করবে, যে চরম হতভাগ্য, ১৬. যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১৭. আর তা হতে দূরে রাখা হবে সেই সমস্ত পরহেযগার ব্যক্তিকে, ১৮. পবিত্রতা অর্জনের জন্য যারা নিজের ধন-সম্পত্তি দান-খয়রাত করে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ধন-সম্পদের মায়া-মহব্বতে, কৃপণতাবশত তা আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করে না, পরকালে তাদের এই সমস্ত তাদের কোন উপকারেই আসবে না; বরং কিয়ামতের দিন তা তাদের জন্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হবে। মুফাসসিরগণ اذَا تَـرَدّٰى এই শব্দের ব্যাখায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়।

আবূ কুরাইব......আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اذَا تَـرَدّٰى এই আয়াতে বর্ণিত اذَا تَـرَدّٰى এর অর্থ হলো যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আবূ কুরাইব আরো বলেছেন, আল-আশজাঈ ইসমাঈল হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اذَا تَرَدّٰى এই শব্দের অর্থ ঃ اذَا تَـرَدّٰى فِى النَّارِ অর্থাৎ যখন সে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ যখন সে মৃত্যুবরণ করবে। যেমন বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়।

আবূ কুরাইব ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اذَا تَـرَدّٰى এই আয়াতে বর্ণিত اذَا تَـرَدّٰى এই শব্দের অর্থ اذَا مَاتَ অর্থাৎ যখন সে মৃত্যুবরণ করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اذَا تَـرَدّٰى এর অর্থ اذَا مَاتَ বা যখন সে মৃত্যুবরণ করে।

আবূ কুরাইব....... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, اذَا تَـرَدّٰى এর অর্থ اذَا مَـاتَ বা যখন সে মৃত্যু-বরণ করে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে وَاذَا تَـرَدّٰى এর যে দুটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে; তন্মধ্যে প্রথম অর্থটি অধিক গ্রহণীয়। কেননা যখন কিয়ামতের হিসাবান্তে কেউ জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার কি কাজে আসবে? কাজেই এই অর্থটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى অর্থাৎ ‘পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব’। কেননা আল্লাহ পাকই মানুষের স্রষ্টা। কাজেই মানুষকে সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, হালাল-হারাম ইত্যাদি

বিষয়ে পূরাপুরি ওয়াকিবহাল করার একমাত্র দায়িত্বও তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন। যেমন বিভিন্ন অভিমতে দেখা যায় ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى এই আয়াতের অর্থ এই যে, স্রষ্টা হিসাবে মানুষের জন্য কোন্‌টি হালাল এবং কোন্‌টি হারাম, কোন্‌টি অনুকরণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয়; তা একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত।

কোন কোন আহলে আরব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদর্শিত রাস্তায় চলতে চায়, তার জন্য তিনি রাস্তা করে দিয়ে থাকেন। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ অর্থাৎ 'সহজ ও সঠিক পথ বলে দেয়া আল্লাহ্‌রই দায়িত্ব। অবশ্য বাঁকা পথও আছে'। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ কাউকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করা কিংবা গুমরাহ করার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ 'আমিই ইহকাল ও পরকালের সত্যিকার মালিক'। এই আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দা তুমি আমারই মুঠির মধ্যে বন্দী। কোন অবস্থাতেই তুমি তা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন নও। কেননা উভয় জগতের একচ্ছত্র মালিক আমিই। দ্বিতীয়ত তোমরা আমার নির্দেশিত পথে চল আর নাই চল, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বত্রই আমার মালিকানা দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই তোমাদের গুমরাহী ও নাফরমানীতে যেরূপ আমার কোন ক্ষতি হবে না, তদ্রূপ তোমাদের আনুগত্য ও স্বীকৃতিতে কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হবে না। তৃতীয়ত দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক যখন আমিই; তখন তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ প্রদান সম্পূর্ণরূপে আমারই ইখতিয়ারে। কাজেই কোন কিছুর জন্য বাড়াবাড়ি আদৌ তোমাদের পক্ষে উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى 'কাজেই আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম'। এখানে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন, হে মানব জাতি! ইহকাল ও পরকালের মালিক হিসেবে আমি তোমাদেরকে দোযখের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। যাতে পূর্বাহ্নে তোমরা তার কঠিন আযাব হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হতে পার। এটাই এ আয়াতের তাফসীর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ نَارًا تَلَظّٰى এর অর্থ দোযখের লেলিহান অগ্নিকুণ্ড।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى অর্থাৎ 'চরম হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া তাতে আর কেউই প্রবেশ করবে না'। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চরম হতভাগ্য আখ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে আখ্যায়িত করেছেন; যারা আল্লাহপাকের নিদর্শনাবলী জানা ও দেখা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং একে সত্য বলে গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

আবূ কুরাইব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু আবা (ابا) ছাড়া। তখন তাকে 'আবা' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বলেন ঃ اَلَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى অর্থাৎ 'আবা' ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আল-হাসান ইব্‌ন নাজিহ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى 'চরম হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া তাতে আর কেউই প্রবেশ করবে না' এই আয়াতে اَلْاَشْقٰى বা চরম হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে বলা হয়েছে, যে সত্যকে সঠিকভাবে জানা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى অর্থাৎ 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে।' এখানে الْأَتْقَى শব্দদ্বারা সবচেয়ে আল্লাহভীরু মুত্তাকী ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। কেননা যারা অতিশয় পরহেযগার, তারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهُ يَتَزَكَّى অর্থাৎ 'যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে।' এখানে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধন-সম্পদ দান করার অর্থ আল্লাহ্‌র হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য দুনিয়াতে অবস্থান করার সময়ই কৃপণতা না করে তা গরীব-মিসকীন, দুঃস্থ-ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করা। কেননা সম্পদশালীদের পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র করার প্রকৃষ্ট বিধানই হলো এরূপ যা আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক নির্ধরিত।

(١٩) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى ۝ (٢٠) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝
(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

১৯. আর তার উপর এমন কারো অনুগ্রহ নাই, যার বদ্‌লা তাকে দিতে হতে পারে। ২০. বরং সে তো কেবল এ মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে। ২১. এইরূপ ব্যক্তি তো অবশ্যই সন্তোষ লাভ করবে।

তাফসীর

এখানে মহান আল্লাহ্‌-পাক পরহেযগার ব্যক্তির অতিরিক্ত পরিচয় প্রদান করেছেন। যেমন সে লোক যাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের পূর্বকৃত কোন অনুগ্রহ তার উপর ছিল না। সে ব্যক্তি কোনরূপ অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপ বা ভবিষ্যতে কোন অধিক উপকারের আশায় তাদেরকে উপহার-উপঢৌকনও দিচ্ছে না, বরং সে ব্যক্তি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌-রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ লাভের আশায় এই লোকদের সাহায্য-সহানুভূতি দান করে। প্রসংগত এখানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার উত্তম দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। কেননা ইসলামের প্রথম যুগে মক্কা শরীফে যে সমস্ত অসহায় দাস-দাসী ইসলাম কবূল করার কারণে তাদের মনিবদের দ্বারা অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তাদেকে নগদ মূল্যে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। এর ফলে তারা সে যুলুম ও নিপীড়ন হতে নিষ্কৃতি পাচ্ছিল। যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী, আর তার উপর এমন কারো অনুগ্রহ নাই, যার বিনিময় তাকে দিতে হতে পারে; বরং সে তো একমাত্র মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কাজ করে। এরা তো অবশ্যই সন্তোষ লাভ করবে। এখানে আয়াতের পরিষ্কার অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, তার এই দান-খয়রাত কোনরূপ স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এটা নিছক মহান স্রষ্টা আল্লাহ-তা'আলার সন্তুটি লাভের জন্য।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম........আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ণনা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। যিনি প্রায় ষাট-সত্তরজন মযলূম ক্রীতদাস-দাসীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি তাদের নিকট হতে কোনরূপ বিনিময় বা ধন্যবাদের প্রত্যাশা করেন নাই। এদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা), আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে পরবর্তী আয়াত : إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى-এর হুবহু মিল লক্ষণীয়। যাতে বলা হয়েছে, বরং সেতো একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকে। পার্থিব কোন যশ-খ্যাতি, কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিদানের আশায় এরূপ করে না, বরং নিছক আল্লাহ্-পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এরূপ করে থাকে। বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আবূ বকরকে দরিদ্র ক্রীতদাস ও দাসীদের মুক্তির জন্য উদার হস্তে অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বললেন : হে পুত্র! আমি দেখেছি তুমি দূর্বল লোকদেরকে মুক্ত করছ। যদি তুমি কর্মক্ষম শক্তিশালী যুবকদের জন্য এই অর্থ ব্যয় করতে, তবে তারা তোমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হতে পারত। উত্তরে হযরত আবূ বকর বলেন, আব্বাজান! আমি তো এ কাজের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রতিফল পাওয়ার আশা রাখি।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী وَلَسَوْفَ يَرْضَى. অর্থাৎ 'এরূপ ব্যক্তি তো অবশ্যই সন্তোষ লাভ করবে।' এখানে ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের ধন-সম্পদের বিরাট অংশ একমাত্র আল্লাহ-পাকের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে থাকে, নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য নয়। পার্থিব দুনিয়ার এই বিনিময় আল্লাহ পাক তাদেরকে আলমে আখিরাতে অবশ্যই প্রদান করবেন, যাতে তারা সন্তোষ লাভ করবে।

সূরা লায়ল-এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الضُّحٰى

সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১১, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) وَالضُّحٰى ۙ (٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ (٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ (٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ (٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪ (٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪ (٨) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ؕ

১. পূর্বাহ্নের শপথ! ২. এবং শপথ রজনীর—যখন তা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়। ৩. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নাই। ৪. নিঃসন্দেহে তোমার পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম ও কল্যাণময়। ৫. আর অতি শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দিবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। ৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পান নাই এবং পরে তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই ? ৭. তিনি তোমাকে পথ অনভিজ্ঞরূপে পেয়েছেন, পরে হিদায়াত দান করেছেন। ৮. আর তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, পরে তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত স্বচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ضُحٰى শব্দের শপথ করেছেন, যার অর্থ দিন বা দিনের বেলা। কেননা শব্দটি রাত্রের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় এর অর্থ ঐরূপ হবে। মুফাসসিরগণ দুহা শব্দের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ وقت الضحى বা দুহার সময়, যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالضُّحٰى শব্দের অর্থ হলো ساعة من ساعات النهار অর্থাৎ দিবসের মধ্যে বিশিষ্ট একটি নির্ধারিত সময়।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى অর্থাৎ 'রাত্রির শপথ! যখন তা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতের বিভিন্নরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ রাত্রি, যখন তা ঘনীভূত ও সমাচ্ছন্ন অন্ধকার সহ আগমন করে। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এই আয়াতের অর্থ وَاللَّيْلِ اِذَا اَقْبَلَ অর্থাৎ যখন রাত্রি আগমন করে।

ইব্ন আবদুল আ'লা ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ যখন রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়।

কেউ কেউ বলেছেন : سَجٰى শব্দের অর্থ যখন তা চলে যায়। যেমন :

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কালাম وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ اِذَا ذَهَبَ বা যখন তা চলে যায়।

কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত ও সমাচ্ছন্ন হয়। যেমন :

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ যখন রাত্রি সমাচ্ছন্ন হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ যখন তা সমাচ্ছন্ন হয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ যখন রাত্রি নিঝুম ও নিস্তব্ধ হয়।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ রাত্রির নিস্তব্ধতা ও প্রশান্ত হওয়া।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى এর অর্থ রাত্রির প্রশান্তি ও নিস্তব্ধতা।

গ্রন্থকার বলেন : এই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাটি তার নিকট অধিক সত্য বলে মনে হয়, যার অর্থ শপথ রজনীর! যখন তা নিস্তব্ধ ও নিঝুম হয়।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى অর্থাৎ 'হে নবী! তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও নন।' এই আয়াতটি কসমের জবাব স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ 'হে মুহাম্মদ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নন। এখানে وَمَا قَلٰى শব্দের অর্থ এবং তিনি তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। বাক্যের مَا وَدَّعَكَ শব্দে প্রকাশ্যভাবে জানা যায় যে, এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সা)।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى এই আয়াতের অর্থ হে নবী! তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তিনি তোমার প্রতি বিরূপও নন।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى এর অর্থ হে মুহম্মদ! তোমার রব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নাই।

এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তখন অবতীর্ণ হয় যখন তাঁর প্রতি কিছুদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকায় মক্কার কুরায়শরা এ কথা বলাবলি করছিল যে, মুহাম্মদকে তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে। যেমন :

আলী...... ইব্ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিছুদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকায়, তাঁর গোত্র বা কওমের একজন মহিলা—যে ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল, তাঁকে বলল : মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন এই সূরা নাযিল হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আল-দামেগানী......আসওয়াদ ইব্ন কায়স হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিব্রাঈলের আগমন যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন মুশরিকরা বলতে শুরু করল, মুহাম্মদকে তাঁর আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন। তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত জুন্দুব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলল, তোমার কি হয়েছে যে, তোমার সাথী তোমাকে পরিত্যাগ করল ? তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যেখানে উল্লেখ হয়েছে ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তিনি বিরূপও নন।

ইব্ন হুমায়দ......জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈকা কুরায়শ মহিলা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবি শাওয়ারিব......হযরত খাদীজা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হযরত নবী করীম (সা)-কে বলেন, আমার মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন এই সূরা নাযিল হয় ঃ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, বেশ কিছুদিন যাবত হযরত জিব্রাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসতে বিলম্ব করেন। তখন মক্কার মুশরিকরা এরূপ বলাবলি করতে থাকে যে, তোমার সাথী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন আবদুল আ'লা.........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى এই আয়াতটি সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর পুনরায় ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকায় মুশরিকরা এরূপ বলাবলি করতে থাকে যে, তার প্রতিপালক তাকে পরিত্যাগ করেছে।

হুসায়ন.......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى আয়াতটি সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন কিছুদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকায় মুশরিকরা এরূপ বলাবলি করতে থাকে যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এর জবাব স্বরূপ নাযিল হয়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি তিনি বিরূপ বা অসন্তুষ্টও নন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى এই আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয়, যখন ওহী নাযিল হওয়া শুরু হওয়ার পর কিছুকালের জন্য তা বন্ধ থাকে। তখন মুশরিকরা এরূপ বলাবলি করতে থাকে যে, তার প্রভু তাকে পরিত্যাগ করেছে।

আবূ কুরাইব......হিশাম ইব্ন উর্ওয়ার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিছুদিনের জন্য ওহী নাযিল বন্ধ হওয়াতে তিনি খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তখন একদা হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বলেন, আপনার উদ্বিগ্নতা দর্শনে আমার মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি নারায হয়েছেন। তখন নাযিল হয় مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ 'তোমার পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম ও কল্যাণময়।' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে সান্ত্বনা দিয়ে

বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমার পরকাল তোমার ইহকাল বা পার্থিব জীবন হতে শ্রেয়। অতএব এখানে কিছু না পাওয়া বা হারানোর জন্য কোনরূপ হা-হুতাশ করার আদৌ প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এর উত্তম বিনিময় অবশ্যই তোমাকে প্রদান করবেন।

যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনতিবিলম্বে এমনভাবে অনুগৃহীত করবেন, যাতে তুমি তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।' এখানে আল্লাহপাক বলেছেন, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক আখিরাতে তোমাকে এমন বিশেষভাবে তাঁর নিয়ামতসমূহ দ্বারা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। মুফাসসিরগণ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত বা অনুগ্রহের আকার প্রকার সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যেমন ঃ

মূসা ইব্ন সাহল........আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে তাঁর সত্যিকার উম্মতের ভবিষ্যতকে উন্মুক্তভাবে পেশ করা হয়। সেখানে দেখানো হয় যে, তাঁর প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে এক হাজার প্রাসাদের অধিকারী হবে এবং সেখানে প্রয়োজনমত স্ত্রী ও খাদেমগণও থাকবে।

মুহম্মদ ইব্ন খাল্ফ আল-আসকালানী......হযরত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ প্রদানের ওয়াদা করেছেন, তা হলো মণিমুক্তার তৈরি এক সহস্র জান্নাতী প্রাসাদ, যা অনুপম ও মনোরম সজ্জায় সুসজ্জিত হবে এবং মিশ্‌ক আম্বরের সুঘ্রাণে সদা ভরপুরে থাকবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এই আয়াতে আল্লাহ-পাক তাঁর নবীকে যে নিয়ামত প্রদানের ওয়াদা করেছেন, তা কিয়ামতের দিনের প্রাপ্য।

ইবাদ ইব্ন ইয়াকূব.....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এই আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের সন্তুষ্টির প্রসংগে যা বলেছেন, তা এরূপে সাধিত হবে যে, মুহাম্মদ (সা) তখনই সন্তুষ্ট হবেন, যখন তাঁর আহ্‌লে বায়তের কেউই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না। অর্থাৎ নবী করীম (সা) ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى অর্থাৎ 'তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি' ? এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে জিজ্ঞেসে করেছেন হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে কি ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই ? বস্তুত নবী করীম (সা) যখন মাতৃগর্ভে ছয় মাসের ছিলেন, সে সময় তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই বলা যায়, জন্মের পূর্বেই তিনি ইয়াতীম হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও অসহায় করে রাখেন নি। ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি দুধমাতা বিবি হালীমা ও স্বীয় জননী হযরত আমিনার রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হন। জননীর স্নেহ বঞ্চিত হয়ে তিনি আট বৎসর বয়স পর্যন্ত দাদার স্নেহভাজন থাকেন এবং এ সময় তিনি তাঁর দাদার অপরিসীম আদর-যত্নে লালিত পালিত হন। তিনি তাঁকে শুধু ভালোই বাসতেন না, বরং নাতিকে নিয়ে তিনি রীতিমত গর্ব করতেন এবং বলতেন, আমার এই নাতি একদিন দুনিয়ায় বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করবে। দাদার ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবূ তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্মদাতা পিতার চাইতে অধিক স্নেহ-ভালবাসার সাথে তিনি তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন, এমন কি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল, তখনও দশ

বৎসর পর্যন্ত তিনিই তাঁর সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বুক পেতে দিয়েছিলেন। কাজেই দেখা যায়, আল্লাহ পাকের ওয়াদা বাস্তব সত্য।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى অর্থাৎ 'তিনি তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর তিনি হিদায়াত দান করেছেন।' এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম (সা) আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর জীবন গুনাহ হতে পবিত্র ও উত্তম চরিত্রে বিভূষিত ছিল; কিন্তু সত্য দীন এবং তার নিয়ম ও আইন-কানুন তাঁর কিছুই জানা ছিল না। যেমন কুরআন পাকের ভাষায় ঃ وَمَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتَابُ وَالْاِيْمَانُ অর্থাৎ কিতাব কি এবং ঈমান বলতেই বা কি বুঝায়, তা তুমি জানতে না। উক্ত প্রেক্ষাপটে আয়াতের অর্থ এরূপ হতে পারে, নবী করীম (সা) এক জাহিলী সমাজ ও পরিবেশে পথহারা ছিলেন এবং পথ প্রদর্শক ও হিদায়াত দানকারী হিসেবে নবুওয়াতের পূর্বে তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমন স্পষ্ট ও ভাস্বর ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى অর্থাৎ 'তিনি তোমাকে নিঃস্ব দরিদ্র পেয়েছেন অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।' বর্ণিত আছে, মৃত্যুর সময় নবী করীম (সা)-এর পিতা তাঁর জন্য কেবল একটি উষ্ট্রী ও একজন ক্রীতদাস উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। পরে তিনি কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই তাঁকে পতিত্বে বরণ করায় তাঁর অভাব-অনটন ঘুঁচে যায় এবং তিনি স্বচ্ছল ও বিত্তশালী হন। যা কালাম পাকের ভাষায় হুবহু বর্ণিত হয়েছে। এখানে عَائِلاً শব্দের অর্থ নিঃস্ব বা অভাবগ্রস্থ। যেমন কবির ভাষায় ঃ

فما يدرى الفقير متى غناه – وما يدرى الغنى متى يعيل .

অর্থাৎ 'নিঃস্ব ফকীর জানে না কখন সে ধনী হবে এবং বিত্তশালী সম্পদের মালিকও জানে না কখন সে ফকীর হবে।' এখানে يعيل শব্দের অর্থ متى يفتقر বা কখন সে নিঃস্ব ফকীরে পরিণত হবে। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

ইব্ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী وَوَجَدَكَ عَائِلاً এই আয়াতে বর্ণিত عَائِلاً শব্দের অর্থ فَقِيْرًا। বা নিঃস্ব ফকীর।

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতটি হযরত আবদুল্লাহর মাসহাফে (সংকলনে) এভাবে উদ্ধৃত আছে। যথা ঃ وَوَجَدَكَ عَدِيْمًا فَاٰوٰى অর্থাৎ তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাওয়ার পর আশ্রয় দান করেন।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى–

এই আয়াতে বর্ণিত প্রতিটি অবস্থা ও স্তর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছিল। যার আলোচনা আগে করা হয়েছে।

(٩) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (١٠) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ (١١) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না, ১০. এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করো না। ১১. বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতকে প্রকাশ করতে থাক।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (সা)-কে পিতৃমাতৃহীন ইয়াতীমের প্রতি কঠোর বা রূঢ় না হয়ে, সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য ইংগিত করেছেন। যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ এই আয়াতে বর্ণিত فَلَا تَقْهَرْ এর অর্থ اى لا تَظْلَمْ যুলুম বা অত্যাচার করিও না।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ এই আয়াতে বর্ণিত فَلَا تَقْهَرْ শব্দের অর্থ কঠোর ও রূঢ় হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ শব্দটি হযরত আবদুল্লাহর মাসহাফে (সংকলনে) فَلَا تَكْهَرْ রূপে উদ্ধৃত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ অর্থাৎ 'সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করো না'। এখানে অভাবগ্রস্থ সাহায্যপ্রার্থীকে তিরষ্কার বা ধিক্কার না দিয়ে যথাসম্ভব তার অভাব মোচনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতকে প্রকাশ করতে থাক।' এখানে فَحَدِّثْ শব্দের অর্থ فَاذْكُرْهُ বা ব্যাখ্যা।

ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম...... হাশিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এখানে যে নিয়ামতের কথা উল্লেখ হয়েছে তা হলো নবুয়তের নিয়ামত।

ইয়াকূব......আবূ নাযরাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এই আয়াতে নিয়ামতের প্রকাশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, মুসলমানদের নিকট এর অর্থ নিয়ামতের শোকর আদায় করা।

এখানেই সূরা দুহার তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৮, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ (٣) الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ
(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ (٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ (٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ
(٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ (٨) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ

১. (হে নবী!) আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেই নাই ? ২. এবং তোমার উপর হতে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি; ৩. যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ৪. এবং আমি তোমার খ্যাতি বা গুণগানকে উচ্চ-মর্যাদা দান করেছি। ৫. অতঃপর প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততা রয়েছে। ৬. নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। ৭. অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবে, ৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী হযরত মুহম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, হে নবী! আমি কি তোমার উপর অমুক -অমুক অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজি বর্ষণ করি নাই ? তবে কেন প্রাথমিক সমস্যা ও সংকট দর্শনে তুমি এত কাতর হয়ে পড়লে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি তোমাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত প্রদান করেছি। একটি হলো শরহে সদর-এর নিয়ামত। দ্বিতীয়-নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা তোমার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা তোমার উপর থেকে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো, তাঁর উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখ-এর নিয়ামত। এটা এমন একটি নিয়ামত যা তোমার তুলনায় অধিক তো দূরের কথা, তোমার সমানও কোন লোককে কোনদিন দেয়া হয় নি।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ অর্থাৎ 'যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।' এখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে যার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তা ছিল বস্তুত তাঁর হৃদয়ের উপর চাপানো মানুষের মুক্তি, কল্যাণ আর নাজাতের চিন্তারূপ দুঃসহ দুর্বহ ভারী বোঝা। যা তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ এই-আয়াতে বর্ণিত وِزْرَكَ শব্দের অর্থ ذَنْبَكَ বা তোমার গুনাহ্ বা অপরাধ এবং اَنْقَضَ ظَهْرَكَ এর অর্থ দায়িত্বের দুঃসহ -দুর্বহ ভারী বোঝা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (সা) গুনাহ্-খাতার ভয়ে-চিন্তার খুবই ভারাক্রান্ত ছিলেন। এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করে দিলেন যে, তিনি তাঁর গুনাহ্-খাতার চিন্তা ও ভয় উঠিয়ে নিলেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী اَنْقَضَ ظَهْرَكَ এর তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (সা) গুনাহ্-খাতার চিন্তা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করেছেন যে, তাঁর গুনাহ্-খাতার ভয় ও চিন্তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ এর তাৎপর্য আমি তোমার শিরক ও গুনাহ্‌রূপ বোঝার ভার লাঘব করেছি।

ইউনুস ......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ এখানে বর্ণিত আয়াতের অর্থ শরহে সদর বা বক্ষ উন্মোচন করা এবং তাঁর গুনাহ্‌র চিন্তা দূর করা, যা তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ 'আমি তোমার স্তুতি ও গুণগানকে সুউচ্চ করে দিচ্ছি।' এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যখন ও যেখানেই আমার নামের উল্লেখ হবে, তখন সেখানেই আমার সংগে সংগে তোমারও উল্লেখ হবে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই পবিত্র কলেমায় আল্লাহ্‌র নামের সাথে রাসূলের নামও সদা বিজড়িত। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

আবূ কুরাইব ও আমর ইব্‌ন মালিক ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এর অর্থ অবশ্যই আমার নামের সাথে তোমার নামের উল্লেখ সুউচ্চ করেছি। যেমন اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উল্লেখ দুইভাবে করেছেন, প্রথমত বান্দা হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত রাসূল হিসেবে। যেমন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর মনোনীত বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌র আ'আলা তাঁর নবীর নামের উল্লেখ দুনিয়া ও আখিরাতে সু-উচ্চ করেছেন, তাই দেখা যায়, বক্তা তার বক্তৃতার আগে, কবি-সাহিত্যিক তার কবিতা ও প্রবন্ধের আগে, নামাযী তার নামাযের আগে এই আহবান করে থাকে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সা) তাঁর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

ইউনুস ......হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) নিজেই বলেছেন, জিবরাঈল আমার নিকট এলেন এবং আমাকে বললেন, আমার রব্ব ও আপনার রব্ব জিজ্ঞেস করেছেন যে, আমি কিভাবে তোমার উল্লেখ ধ্বনি সু-উচ্চ করে দিয়েছি? আমি বললাম, তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যখন ও যেখানেই আমার নামের উল্লেখ করা হবে, তখন ও সেখানেই আমার সংগে সংগে তোমারও নামের উল্লেখ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সংগে সংগে প্রশস্ততা। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সংগে সংগে প্রশস্ততা।' এই কথাটি দু'বার বলা হয়েছে, কারণ পূর্ণমাত্রায় রাসূলে করীম (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান ও আশ্বস্ত করাই আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বর্তমানে (এই সূরা নাযিল হওয়ার সময়) যে কঠিনতম ও সংকটপূর্ণ অবস্থা অতিক্রম করেছেন, তা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। অবসানের সাথে সাথে কল্যাণময় শুভাদিন অবশ্যই আগমন করবে। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন নবী করীম (সা) নিজেই তাঁর সাহাবীদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, সংকীর্ণতার দিন অতি সত্ত্বর বিলুপ্ত ও বিদূরীত হবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ সংকীর্ণতার সংগেই প্রশস্ততা, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তোমাদের কষ্টের সময় বিলুপ্ত প্রায় এবং প্রশস্ততার দিন অত্যাসন্ন।

ইয়াকূব......হাসান সূত্রে নবী করীম (সা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-মুসান্না......হাসান সূত্রেও নবী করীম (সা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কক্ষ হতে এমনভাবে নির্গত হলেন, যখন তাঁর মুখমণ্ডল হাসিখুশিতে ভরপুর ছিল। তিনি সমবেত সাহাবাকে লক্ষ্য করে বললেন, সংকীর্ণতা প্রশস্ততাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা। এখানে সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা বলা হয় নাই।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে এ বলে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, সংকীর্ণতা প্রশস্ততাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, সঙ্কীর্ণতা প্রশস্ততাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না।

ইব্‌নুল মুসান্না......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা অবশ্যম্ভাবী। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এই আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথাই বলা হয়েছে।

আবূ কুরাইব...... জনৈক ব্যক্তি হতে হুবহু এরূপ বর্ণনা করেছেন ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এই আয়াতের অর্থ সংকীর্ণতার সাথে সাথেই প্রশস্ততা।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ অর্থাৎ 'যখন তুমি অবসর পাবে, তখন তুমি পরিশ্রম করবে।' মুফাসসিরগণ এই আয়াতের অর্থে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ যখন তুমি নামায হতে অবসর হবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আয় লিপ্ত হবে এবং তোমার প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের জন্য প্রার্থনা করবে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এই আয়াতে বর্ণিত فَانْصَبْ শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! যখনই তুমি তোমার ফরয নামায হতে অবসর হবে, তখন-ই তুমি দু'আ-দরূদে অবশ্যই মশ্‌গুল হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এর অর্থ হলো, হে নবী! যখনই তুমি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখনই তোমার হাজত তোমার প্রতিপালকের দরবারে পেশ করবে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এর অর্থ হে নবী! যখনই তুমি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর অবসর পাবে, তখনই আমার নিকট দু'আয় লিপ্ত হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এর অর্থ নামায হতে অবসরের পর অবশ্যই দু'আয় লিপ্ত হবে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে, বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ -এর অর্থ হে নবী! তুমি যখনই নামায হতে ফারেগ বা অবসর হবে, তখনই আমার নিকট দু'আ করবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ হে নবী! যখনই তুমি শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা হতে অবসর পাবে, তখনই তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল হবে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

বাশার ......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! যখন তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে অবসর পাবে, তখন তুমি দু'আ ও ইবাদতে মশগুল হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ -এর অর্থ হে নবী! তুমি ধর্ম-যুদ্ধ হতে যখন অবসর পাবে, তখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হে নবী! যখন তুমি দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর অবসর পাবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদতের মশগুল হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ এর অর্থ হে নবী! যখন তুমি পার্থিব কাজকর্ম হতে অবসর হবে, তখন তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবে অর্থাৎ নামায পড়বে।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ -এর অর্থ হে নবী! যখন তমি তোমার দুনিয়ার কাজকর্ম হতে অবসর হবে, তখন তুমি নামায আদায় করবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ -এর তাৎপর্য হে নবী! যখন তুমি তোমার পার্থিব কাজকর্ম হতে অবসর হবে, তখন নামাযে মশ্‌গুল হবে।

এখানে আল্লাহ্‌-তা'আলা তাঁর নবীর জন্য যে অবসর পাওয়ার কথা বলেছেন এর অর্থ এই যে, তাঁর নিজের নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা হতে অবসর পাওয়া। তা ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের শিক্ষা- দীক্ষামূলক কাজের ব্যস্ততা হোক, ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের ব্যস্ততা হোক, অথবা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসারের কাজকর্মের ব্যস্ততাই হোক। এই নির্দেশের মূল লক্ষ্য হলো একথা বুঝানো যে, যখন তাঁর অন্য

কোন ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না, তখন তিনি এই অবসর মুহূর্তগুলোকে ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট স্বীকার ও আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রমে অতিবাহিত করবেন এবং অন্য সব দিক ও ঝামেলা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল স্বীয় রবের দিকে মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও নিবদ্ধ রাখবেন। এটাই আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি এক বিশেষ নির্দেশ।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে।' যেমন তোমার সম্প্রদায়ের এই কাফিররা তাদের স্ব-স্ব দেবতার নিকট তাদের আরাধ্য বস্তুর জন্য কামনা করে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ এর অর্থ হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ এই আয়াতের অর্থ হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ এর অর্থ হে নবী! যখন তুমি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

এখানেই সূরা আলাম-নাশ্‌রাহ্‌-লাকা-র তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ التِّيْنِ

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৮, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ (٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ (٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫ (٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ (٦) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۗ

১. শপথ তীন ও যায়তুনের, ২. এবং শপথ 'সিনাই' পর্বতের, ৩. আর শপথ এই শান্তিপূর্ণ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর। ৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি, ৫. অতঃপর আমি তাকে উল্টো ফিরিয়ে হীনতাগ্রস্তদের সর্ব নিম্নে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। ৬. কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ও শুভ প্রতিফল।

তাফসীর

'তীন' ও 'যায়তুন' বলতে কি বুঝায় এই পর্যায়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'তীন' বলতে সেই ফল বুঝায় যা লোকেরা খায়, আর যায়তুন সেই ফল, যা হতে এই নামের তৈল বের করা হয়।

ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ 'তীন' হলো সেই ফলের নাম, যা মানুষেরা খায় এবং 'যায়তুন' হলো সেই ফল, যা হতে 'যায়তুন তৈল বের করা হয়।

ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এই আয়াতে বর্ণিত تِيْنٍ শব্দের অর্থ সেই ফল, যা হতে লোকেরা খায় এবং زَيْتُوْنٍ সেই ফল. যা হতে 'যায়তুন তৈল' বের করা হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ تينكم وزيتونكم বা তোমাদের তীন ও তোমাদের যায়তুন।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্র কালাম ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ তোমাদের এই তীন এবং তোমাদের এই যায়তুন।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ তীন ঐ ফল যা লোকেরা যায় এবং যায়তুন সেই ফল যা হতে যায়তুন নামের তৈল বের করা হয়।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে উপরোক্ত বক্তব্যের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ সেই ফল বুঝায় যা লোকেরা খায়।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ তোমাদের 'তীন' ও তোমাদের 'যায়তুন'।

ইব্ন বাশার মুয়াম্মাল........ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ তীন বলতে সেই ফল বুঝায়, যা লোকেরা খায় এবং যায়তুন সেই ফল, যা হতে এই নামের তৈল বের করা হয়।

ইব্ন আবদুল আ'লা......কাল্বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর অর্থ ত এমন ফল যা তোমরা দেখে থাক বা তোমাদের নিকট খুবই পরিচিত।

কেউ কেউ বলেছেন, 'তীন' শব্দের অর্থ দামেশকের মসজিদ এবং যায়তুন শব্দের অর্থ বায়তুল মুকাদ্দিস।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তীন বলা হয় ঐ পর্বতকে যার উপর দামেশক শহর অবস্থিত এবং যায়তুন বলা হয় তাকে, যার উপর 'বায়তুল মুকাদ্দাস অধিষ্ঠিত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ التِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এর তাৎপর্য এই যে, তীন ঐ পর্বতকে বলে যার উপর দামেশক শহর অবস্থিত এবং যায়তুন ঐ স্থান যার উপর বায়তুল-মুকাদ্দাস প্রতিষ্ঠিত।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এই আয়াতে বর্ণিত তীন শব্দের অর্থ দামেশকের মসজিদ এবং যায়তুন শব্দের অর্থ ইলিয়ার মসজিদ।

আবূ কুরাইব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, التِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ হলো দুটি পর্বতের নাম।

কেউ কেউ বলেছেন, তীন হলো হযরত নূহ (আ)-এর মসজিদ এবং যায়তুন হলো বায়তুল মুকাদ্দাস।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ এই আয়াতে বর্ণিত 'তীন' হলো হযরত নূহ (আ)-এর ঐ মসজিদ যা তিনি জুদি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং 'যায়তুন' হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ।

কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وطور سينين অর্থাৎ তীন, যয়তুন ও তূর-ই সীনা এই তিনটি সিরিয়ায় অবস্থিত তিনটি মসজিদের নাম।

গ্রন্থকার বলেন ঃ 'তীন' ও যায়তুন সম্পর্কে যত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তন্মধ্যে তার নিকট গ্রহণীয় মতবাদ এই যে, তীন হলো সেই ফল যা লোকেরা খায় এবং যায়তুন সেই ফল যা থেকে ঐ নামের তেল বের করা হয়। এটাই বাহ্যত শব্দ দুটির মর্মার্থ।

কেউ কেউ শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে দামেশক শহর এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বা অন্যান্য যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বাস্তবতার দৃষ্টিতে এর কোনটাই গ্রহণীয় নয়। অবশ্য যে ফল যে অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়,

সেই ফলের নামে গোটা অঞ্চলের নামকরণ করা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুযায়ী তীন ও যায়তুন শব্দদ্বয় হতে 'তীন ও যায়তুন' ফল উৎপাদনের গোটা অঞ্চল বুঝাতে পারে। আর তা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল। কেননা তদানীন্তন আরব সমাজে আনজীর ও যয়তুন উৎপাদনের কারণে এই দুইটি অঞ্চল সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। ইব্ন তাইমিয়া, ইবনুল কাইউম, যামাখশারী ও আলূসী প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এই মত-ই গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ অর্থাৎ 'শপথ সিনাই পর্বতের' মূলে বলা হয়েছে তূর-এ সীনীনা। তাফসীরকারগণ এই শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তূর হলো হযরত মূসা (আ)-এর পর্বত এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মসজিদের নাম।

ইব্ন বাশার......কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীনা হলো হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নাম।

ইব্ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এর অর্থ جَبَلِ مُوْسى বা মূসা (আ)-এর পর্বত।

আউফ...... হযরত কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এর অর্থ হযরত মূসা (আ)-এর পর্বত।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ হলো তূর পর্বত।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, طُوْرِ سِيْنِيْنَ এর অর্থ مَسْجِدِ الطُّوْرِ বা তূরের মসজিদ।

কেউ কেউ বলেছেন, তূর বলা হয় ঐ সমস্ত পর্বতকে, যেখানে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম উৎপন্ন হয় এবং সীনীন বলা হয় উত্তম জিনিসকে।

ইমরান ইব্ন মূসা......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত সীনীন শব্দের অর্থ উত্তম জিনিস। এটা অবশ্য হাবশীদের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী। কেননা তারা যে কোন উত্তম জিনিসকে সীনা সীনা বলত।

ইয়াকূব ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত তূর হলো পর্বতের নাম এবং সীনীন অর্থ উত্তম জিনিস।

ইব্ন হুমায়দ.......আমর ইব্ন মায়মূন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর পশ্চাতে মাগরিবের নামায আদায় করি। তিনি সেই নামাযের প্রথম রাকআতে وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এই সূরা পাঠ করেন এবং পরে বলেন طُوْرِ سِيْنِيْنَ হলো একটি পর্বতের নাম।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীনা' হলো একটি পর্বতের নাম।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীন হলো একটি পর্বতের নাম।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ.....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীন হলো একটি পর্বতের নাম।

ইব্ন আবদুল আ'লা......কালবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীন হলো এমন একটি পর্বতের নাম যা বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ।

কেউ কেউ বলেছেন, তূর হলো একটি পর্বতের নাম এবং সীনীন হলো উত্তম দৃশ্যাবলী।

মুহাম্মদ ইব্ন-আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূর অর্থ পর্বত এবং সীনীন অর্থ মুবারক বা বরকতপূর্ণ।

বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীন হলো শামের একটি মুবারক পর্বত।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাদাতাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তূরে সীনীন হলো শামদেশের একটি বরকতময় উত্তম পর্বত।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তূরে সীনীনা হলো প্রখ্যাত তূর পর্বতেরই নাম। যেখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর নবুয়ত লাভ করেন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেন।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ 'এবং এই শান্তিপূর্ণ শহরের (মক্কার) শপথ।' এখানে শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে মক্কাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা সেখানে প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান রয়েছে। সেখানে কোনরূপ মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও রক্তারক্তি যুদ্ধ-বিগ্রহ শরীআতের দৃষ্টিতে আদৌ বৈধ নয়। যেমন কোন কবির ভাষায় ঃ

الم تعلمى يا امم ويحك اننى –خلفت يمينا لا اخون أمينى –

অর্থাৎ 'হে ব্যক্তি! তোমার সর্বনাশ হোক তুমি কি জান না আমি শান্তি আর নিরাপত্তার জন্য শপথ করেছি এবং আমি আমার এই চুক্তি কখনও ভংগ করব না।'

কবির এই উক্তিটিতে আল্লাহ তা'আলার কালামের এই সুর অনুরণিত হয়েছে। যথা ঃ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না! আমি আমার ঘরকে কিরূপ পবিত্র ও শান্তিময় করেছি। যেখানে তার চতুর্দিকের লোকেরা এসে সমবেত হয়। এটাই এই আয়াতের তাফ্সীর।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ বা শান্তির শহর হলো পবিত্র মক্কা ভূমি।

ইব্ন বাশার......হাসান ও কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ হলো পবিত্র শহর বা মক্কা নগরী।

আবদুর রহমান......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এর অর্থ হলো মক্কাভূমি।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ ....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ বা শান্তির শহর হলো পবিত্র মক্কাভূমি।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এর অর্থ হলো পবিত্র শহর বা মক্কাভূমি।

ইব্ন আলিয়া......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এর অর্থ পবিত্র মক্কাভূমি।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো উহা মসজিদুল হারাম।

ইব্ন বাশার......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ এর অর্থ হলো পবিত্র মক্কা ভূমি।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ 'আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।' এই আয়াতটি পূর্বের শপথের আয়াতের জবাব স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ..... وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ইত্যাদি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এই আয়াতটি পূর্বের শপথের আয়াতের জবাব স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

তফ্সীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে এক উন্নতমানের দেহ বা অবয়ব দেয়া হয়েছে। অপর কোন জীবন্ত সৃষ্টিকে এরূপ দেহ দেয়া হয় নি। সেই সংগে তাকে চিন্তা, অনুধাবন, জ্ঞান অর্জন ও বিবেক পরিচালনের অধিক উন্নতমানের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ সর্বোত্তম কাঠামোয়।

ইব্ন বাশার......হাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা শ্রেষ্ঠতম অবয়বে।

আবদুর রহমান......ইব্রাহীম হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন হুমায়দ......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ শ্রেষ্ঠতম অবয়বিশিষ্ট।

আবূ কুরাইব......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এই আয়াতে বর্ণিত فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা শ্রেষ্ঠতম অবয়বে।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা শ্রেষ্ঠতম অবয়বে।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এই আয়াতে বর্ণিত ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা সর্বোত্তম সৃষ্টি।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ خلق বা সর্বোত্তম সৃষ্টিতে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা সর্বোত্তম অবয়বে।

ইব্ন আব্দুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ فِىْ اَحْسَنِ صورة বা সর্বোত্তম অবয়বে।

কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হলো মানুষকে এমন এক উন্নতমানের দেহ প্রদান করা হয়েছে, যা আকার-আকৃতি-প্রকৃতি, শক্তি-সামর্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে অন্য সমস্ত সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও সর্বোত্তম। সৃষ্টির দিক দিয়ে মানুষ তাই অতুলনীয়।

ইয়াকূব......ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এই আয়াতে বর্ণিত ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ الشاب القوى الجلد বা শক্তিশালী কর্মঠ যুবক হিসেবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর অর্থ সর্বোত্তম কাঠামোয়, যা তার যৌবনের প্রারম্ভে শুরু হয়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এই বাণী ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ সম্পর্কে যতগুলি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে; তন্মধ্যে মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টির ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণীয়। কেননা তাকে যে ধরনের উন্নতমানের দেহ-বল্লরী দেয়া হয়েছে, তদ্রূপ আর কোন সৃষ্টিকে প্রদান করা হয় নি।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্থদের সর্বনিম্নে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তাফ্সীরকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, আমি তাকে অতি বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গিয়াছি।

ইব্নুল মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ আমি তাকে চরম বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গেছি।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ চরম বার্ধক্য।

মুহাম্মদ ইব্ন-সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর তাৎপর্য বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমি তাকে চরম বার্ধক্যের দিকে ফিরিয়ে দেই। যে সময় সে ভালমন্দের জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় চরম বার্ধক্যে উপনীত হতে তারা ঘৃণাবোধ করত। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেসে করা হলে, আল্লাহ্র তরফ হতে তাঁহাকে জানানো হয় যে, যারা চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তাদের জ্ঞানবোধ থাকাকালীন সময়ের আমলের বিনিময় প্রদান করা হবে এবং জ্ঞানবোধ না থাকাকালীন সময়ের জন্য কোনরূপ প্রশ্ন করা হবে না।

ইয়াকূব......ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ আমি তাদেরকে চরম বার্ধক্যের দিকে প্রত্যাগমন করাই।

ইব্ন বাশার......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ চরম বার্ধক্য।

ইব্ন হুমায়দ......ইব্রাহীম হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব......ইব্রাহীম হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ رَدَدْنَاهُ الى الهرم বা আমি তাকে চরম বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গেছি।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ চরম বার্ধক্য।

ইয়াকূব......ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ ঃ الشيخ الهرم বা খুন্খুনে বুড়ো ব্যক্তি।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اِلَى النَّارِ فِى اقبح صورة অর্থাৎ আমি তাকে অতি কদাকার ও কুৎসিত আকৃতিতে জাহান্নামের অগ্নিতে ফিরিয়ে নেব।

আবূ কুরাইব......ইব্ন আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ আমি তাকে অতি কুৎসিত কদাকার আকৃতিতে অর্থাৎ শূকরের আকৃতিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ النار। জাহান্নামের আগুন।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ إِلَى النَّارِ । অর্থাৎ তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এই আয়াতে বর্ণিত, أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ جهنم ماواه বা জাহান্নামই তার আবাসস্থান।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ আমি তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ অতঃপর আমি তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।

গ্রন্থকার বলেন ঃ বিভিন্ন তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তন্মধ্যে দুটি অর্থই প্রধান ঃ একটি এই যে, আমি তাকে অতি বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গিয়েছি। আর এটা খুবই মর্মান্তিক অবস্থা। কেননা সাধারণত মানুষ এই বয়সে উপনীত হলে চিন্তা-বিবেচনা ও কর্মশক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। আর দ্বিতীয় অর্থ, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছি। কিন্তু ঠিক যে কথা বলার উদ্দেশ্যে এই সূরা নাযিল হয়েছে, তা প্রমাণের জন্য এই অর্থ দু'টি যথেষ্ট নয়। কেননা সূরার মূল লক্ষ্য হলো পরকালে ভালো কাজের জন্য ভাল ফল ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রাপ্তির কথা প্রমাণ করা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত অর্থ দুটি হতে তা প্রমাণিত হয় না। এই সব কারণে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট হওয়ার পর মানুষ যখন তার নিজ দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে অন্যায় ও পাপের পথে প্রয়োগ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই খারাপ ও পাপ কাজেরই সুযোগ-সুবিধা দান করেন এবং তাকে নীচের দিকে নামাতে নামাতে অধঃপতনের এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন যে, কোন সৃষ্টিই অধঃপতনের অতটা চরমে পৌঁছতে পারে না। বস্তুত এটা বাস্তব সত্য এবং মানব সমাজে এইরূপ ঘটনা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, যৌন কামনা-বাসনা, নেশাখোরী, ব্যভিচারী, নীচতা-হীনতা, সংকীর্ণতা, ছোটত্ব, ক্রোধ, আক্রোশ এবং এই ধরনের অন্যান্য খারাপ স্বভাবে যে সব লোক নিমজ্জিত হয়, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তারা সর্ব নিম্নে পৌঁছে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ । অর্থাৎ সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। পূর্বোক্ত আয়াতাংশ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর অর্থ যে সব মুফাস্‌সির চরম বার্ধক্যাবস্থা করেছেন, যে অবস্থায় পড়ে মানুষ সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলে, তারা উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই বলেছেন কিন্তু যে সব লোক নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থতার অবস্থায় ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও তাদের জন্য নেকী লেখা হবে এবং অনুরূপ ধরনেরই শুভ কর্মফল তারা লাভ করবে। বয়সের এই পর্যায়েও তারা পূর্বরূপ নেককাজ করতে পারে নাই বলে তাদের শুভ কর্মফল কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে সব তফ্‌সীরকার أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ করেছেন, জাহান্নামের নিম্নতম পংকে নিক্ষেপ করা, তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হলো যারা ঈমান এনে নেক আমল করে, তারা এ অবস্থায় পড়বে না, বরং তারা এমন শুভ কর্মফল পাবে, যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন ও ব্যাহত হবে না। কিন্তু এই উভয় অর্থ-ই মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এই সূরাটি যে পরকালীন শাস্তি ও শুভ কর্মফলের প্রতিদানের জন্য নাযিল হয়েছে, তার সাথে এই অর্থের কোন মিল নেই। আয়াতের সঠিক তাৎপর্য হলো মানব সমাজে সাধারণত দেখা যায়, নৈতিক অধঃপতনে পড়া লোকেরা নীচের দিকে যেতে যেতে একেবারে চরম নিম্নতম পংকে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে যে সব লোক আল্লাহ, পরকাল ও রিসালাতের প্রতি ঈমান এনেছে ও তদনুযায়ী নেক আমল দ্বারা

নিজেদের জীবনকে সুষমামণ্ডিত করে নিয়েছে, তারা এরূপ নিম্নতম পংকে পড়ে যাওয়া হতে রক্ষা পেয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে অতি উত্তম কাঠামোয় ও উন্নততর মানে সৃষ্টি করেছেন তারা তাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই কারণে তারা অশেষ শুভ কর্মফলের অধিকারী হয়েছে। আর এটা এমনি কর্মফল, যা তাদের মূল পাওনা হতে কিছুমাত্র কম নয় এবং যার ধারাবাহিকতা কোন দিনই ছিন্ন হয়ে যাবে না।

ইবনুল মূসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ কিন্তু যে সব লোক নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থতার অবস্থায় ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও তাদের জন্য নেকী লেখা হবে এবং অনুরূপ ধরনেরই শুভ কর্মফল তারা লাভ করবে। বয়সের এই সন্ধিক্ষণেও তারা পূর্বরূপ নেককাজ করতে পারে নাই বলে তাদের শুভ কর্মফল কিছুমাত্র কম হবে না; বরং তারা মৃত্যু পর্যন্ত শুভ কর্মফল পেতে থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ যে সব লোক নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থতার অবস্থায় ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের চরম বার্ধক্যাবস্থায়ও তাদের জন্য নেকী লেখা হবে এবং তারা একই ধরনের শুভ কর্মফলপ্রাপ্ত হবে। চরম বার্ধক্যাবস্থায় তারা আগের মত নেককাজ করতে পারে নাই বলে তাদের শুভ কর্মফলে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো যারা তাদের যৌবনকালে ও সুস্থতার অবস্থায় ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, চরম বার্ধক্যের সময়ও তাদের জন্য নেকী লেখা হবে এবং তাদের গুনাহসমূহ মার্জিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ 'তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।' এমন পুরস্কার যার ধারাবহিকতা কোনদিনই শেষ হওয়ার নয়।

আলী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এই আয়াতের অর্থ তাদের জন্য এমন নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার আছে, যার ধারাবাহিকতা কোনদিনই শেষ হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ غَيْرَ مَحْسُوْبٍ বা বেহিসাব অর্থাৎ যার কোন হিসাব-কিতাব নাই।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এই আয়াতে বর্ণিত غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ اَجْرٌ غَيْرُ مَحْسُوْبٍ বা এমন বিনিময়, যার কোন হিসাব কিতাব নাই।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার বাণী ঃ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এই আয়াতে বর্ণিত غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ غَيْرُ مَحْسُوْبٍ বা বেহিসাব।

সুফিয়ান......ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ তাদের জন্য এমন নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, যার ধারাবাহিকতা কোনদিনই শেষ হবে না, বরং তারা চিরদিন সেই পুরস্কারের প্রতিফল বা বিনিময় ভোগ করতে থাকবে।

(٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۞ (٨) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۞

৭. অতএব (হে নবী!) এরূপ অবস্থায় শুভ প্রতিফল ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? ৮. আল্লাহ তা'আলা কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?

তাফসীর

তাফসীরকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতেভদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতের অর্থ, হে নবী মুহম্মদ (সা)! আল্লাহ পরকালের শুভ প্রতিফল ও শাস্তির ব্যাপারে যে দলীল এখানে পেশ করা হলো, এই ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? কেননা মৃত্যুর পর কবর হতে পুনরুত্থান এবং হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য সমবেত হওয়া, সবই বাস্তব সত্য। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারে। এখানে ما শব্দটি من শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ (হে মানুষ!) অতঃপর কোন্ জিনিস তোমাকে শুভ কর্মফল ও পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থাকে মিথ্যা মনে করতে ও অবিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে?

ইব্ন বাশার.......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত তোমাকে দ্বারা অবিশ্বাসী মানুষকে বুঝায়, নবী করীম (সা)-কে নয়।

ইব্ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত তোমাকে দ্বারা অবিশ্বাসী লোককে বুঝানো হয়েছে, নবীকে নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত بِالدِّيْنِ শব্দের অর্থ بالحساب বা হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে। যেমন ঃ

আবদুর রহমান ইব্ন আস্ওয়াদ.......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত بِالدِّيْنِ শব্দের অর্থ بِالْحِسَابِ বা হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে। অর্থাৎ হে মানুষ! অতঃপর কোন্ জিনিস তোমাকে পরকালের হিসাব-নিকাশকে মিথ্যা মনে করতে ও অবিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে ?

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত بِالدِّيْنِ শব্দের অর্থ بِحُكْمِ اللّٰهِ বা আল্লাহ্র হুকুমকে। অর্থাৎ হে মানুষ! অতঃপর কোন্ জিনিস তোমাকে আল্লাহ্র নির্দেশ বা হুকুমকে মিথ্যা মনে করতে ও অবিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করে? যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ.....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত بِالدِّيْنِ শব্দের অর্থ بِحُكْمِ اللّٰهِ বা আল্লাহর হুকুমকে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে بِالدِّيْنِ সম্পর্কে যে দুটি অর্থ বলা হলো, এর মধ্যে প্রথম অর্থটি তার নিকট অধিক গ্রহণীয় যা হলো ঃ অতঃপর হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে আল্লাহর হুকুম বা নির্দেশকে মিথ্যা মনে করতে ও অবিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে?

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ। অর্থাৎ 'হে মুহম্মদ! আল্লাহ তা'আলা কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' অর্থাৎ যখন তোমরা দুনিয়ার ছোট বড় বিচারকদের নিকট সুবিচার পাওয়ার আশা কর, তখন কি করে তোমরা আল্লাহর নিকট হতে এর বিপরীত আশা করতে পার? তিনি কি সকলের তুলনায় সবচেয়ে বড় বিচারক নন? সত্যিই যদি তোমরা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক বলে মনে কর, তা হলে তিনি কোনরূপ সুবিচার করবেন না বলে তোমরা কি কল্পনা করতে পার? তিনি কি ভালো ও মন্দ সকল লোককে একইরূপ পরিণতির সম্মুখীন করতে পারেন? কখনই নয়; বরং তিনি অবশ্যই পাপীদেরকে শাস্তি ও নেককারদেরকে পুরস্কৃত করবেন। নবী করীম (সা) যখন এই সূরাটি পাঠ করতেন, তখন বলতেন ঃ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى 'হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা স্বীকার করি, তুমি এখানে যা কিছু বলেছ তা অতীব সত্য।'

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার বাণী ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ এই আয়াত যখন নবী করীম (সা) তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন قَالَ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি-ই এর সাক্ষী।'

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি এই আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبَلٰى অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা স্বীকার করি, তুমি এখানে যা কিছু বলেছ তা অতীব সত্য।'

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি এই আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ অর্থাৎ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা সত্য এবং আমি-ই এর সাক্ষী। এবং যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى তখন তিনি বলিতেন ঃ অর্থাৎ হ্যাঁ-হ্যাঁ এটা সত্য। আর যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন, فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ তখন তিনি বলতেন اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِمَا اَنْزَلَ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ এবং তিনি যা নাযিল করেছেন, তার প্রতি ঈমান এনেছি।'

সূরা তীনের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত—১৯, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ (٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ (٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ (٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (٦) كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۝ (٧) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝ (٨) اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝

১. পাঠ কর (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের নামে- যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. তিনি মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তের একপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন। ৩. পাঠ কর, আর তোমার রব্ব মহা মহিমান্বিত, ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫. মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। ৬. বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে; ৭. কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। ৮. অথচ তোমার প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সা) তুমি পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তের একপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে علق শব্দটি বহুবচন সূচক শব্দ, একবচনে علقة যার অর্থ রক্ত। যেমন বলা হয় ঃ سجر এবং قصبك مجرة এবং قصبا তদ্রূপ علق ও علقة ।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ অর্থাৎ তিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে বর্ণিত اِنْسَانَ শব্দটি যদিও একবচন জ্ঞাপক কিন্তু এখানে তা বহুবচনের অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে علق শব্দটি যা বহুবচন জ্ঞাপক, ব্যবহার করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ 'পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল।' এখানে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে এইরূপ বলা হয়েছে এবং তাঁকে এই সংবাদ ও প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কেবল জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্নই বানান নি বরং তিনি কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার

কৌশলও শিখিয়েছেন। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার, বিস্তার ও উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমে জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের মাধ্যম হলো এই কলম। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই সেই প্রথম সূরা, যা আল-কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয়।

আহমদ ইব্ন উসমান......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সূচনা হয়েছিল সত্য (কোন কোন বর্ণনামতে ভালো ভালো) স্বপ্নরূপে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা দিনের উজ্জ্বল আলোকে দেখার মতই বাস্তব হতো। পরে তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকা পসন্দ করতে ও তাতে অভ্যস্ত হতে লাগলেন এবং একাধারে কয়েকদিন ও রাত্রি হেরা গুহায় থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা) এই কথাটি বুঝাবার জন্য تحنث শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী এর অর্থ করেছেন تعبد হিসেবে। সম্ভবত এটা এমন এক প্রকার ইবাদতের নাম, যা তখন নবী করীম (সা) করতেন। কেননা তখন পর্যন্তও আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে, তাঁকে ইবাদতের কোন বিশেষ পদ্ধতি বলে দেয়া হয় নি। এই সময় তিনি খাদ্য ও পানীয় ঘর হতে সংগে করে নিয়ে যেতেন এবং কয়েক দিন সেখানে অতিবাহিত করতেন। পরে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসতেন। এমতাবস্থায় একদিন তিনি হেরা গুহায় থাকাকালে সহসা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, আমি জিবরাঈল, আপনি আল্লাহর রাসূল, পড়ুন। এর পর হযরত আয়েশা নবী করীম (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, আমি বললাম, আমি পড়তে শিখি নাই। এ শুনে ফেরেশতা আমাকে ধরে চাপ দিল যা আমার নিকট অসহনীয় মনে হলো। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বলল, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। সে আবার আমাকে ধরে চাপ দিল; যা আমার সহ্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বলল, পড়ুন। আমি আবার বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। সে তৃতীয়বার আমাকে বুকে চেপে ধরল এবং এতে আমার সমস্ত সহ্যশক্তি শেষ হয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বলল ঃ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ। অর্থাৎ পড়ুন আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সে مَالَمْ يَعْلَمْ 'যা সে জানে না' পর্যন্ত পৌঁছল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ অতঃপর নবী করীম (সা) সে স্থান হতে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় ফিরে আসলেন এবং হযরত খাদীজার (রা) নিকট পৌঁছে বললেন ঃ আমাকে কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়াও, অতঃপর তাঁকে কম্বল দ্বারা আবৃত করার পর, যখন তাঁর ভীতকম্পিত অবস্থা দূরীভূত হলো, তখন তিনি বললেন ঃ হে খাদীজা! এ আমার কি হয়ে গেল? অতঃপর তিনি তাকে সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত শোনালেন এবং বললেন, আমার নিজের জীবনের আশংকা হচ্ছে। এতদশ্রবণে হযরত খাদীজা (রা) বললেন ঃ কক্ষণই নয়, আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখন-ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সদা সত্য কথা বলেন, আমানতসমূহ যথাযথ ফিরিয়ে দেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আতিথ্য রক্ষা করেন এবং ভালো কাজে সহায়তা করেন। পরে তিনি নবী করীম (সা)-কে সংগে নিয়ে ওরাকা ইব্ন নওফলের নিকট উপস্থিত হন, যিনি তাঁর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি জাহিলিয়াতের যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইনজীল লিখতেন। এই সময় তিনি খুব বেশি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাইজান! আপনার ভাইপোর ঘটনার বিবরণ শুনুন। তখন ওরাকা নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাইপো, তুমি কি দেখতে পেয়েছ? তখন নবী করীম (সা) যা কিছু দেখেছিলেন, তার বর্ণনা দিলেন। যা শুনে ওরাকা বললেন, এই তো সেই নামূস (ওহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। হায়, আমি আপনার নবুওয়াতকালে যদি যুবক বয়সের হতাম! হায়! আপনার জাতির লোকের যখন আপনাকে আপনার দেশ হতে বহিষ্কার করবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! এতদশ্রবণে রাসূলে

করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই লোকেরা কি আমাকে বের করে দেবে? তখন ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তার সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন তো কখনো হয় নাই। আপনার সেই বিপদের দিন আমি যদি জীবিত থাকি, তবে বলিষ্ঠ ও সক্রিয়ভাবে আপনার সাহায্য করব। কিন্তু এই ঘটনার অল্পকাল পরেই ওরাকার ইন্তেকাল হয়ে যায়।

ইউনুস......হযরত আয়েশা (রা) হতে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন আল হাকাম নিশাপুরী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল-কুরআনের সর্ব প্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

ইব্‌নুল মূসান্না......উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী......উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ......আতা ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন মজীদের অবতীর্ণ সর্ব প্রথম সূরা হলো ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্ব প্রথম কুরআন মজীদের যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অবশ্য ইব্‌ন মাহ্‌দি বলেছেন ঃ 'নূন আল-কালাম' সূরাটি প্রথম অবতীর্ণ হয়।

আবূ কুরাইব......উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল-কুরআনের যে সূরাটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়, তা হলো ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

ওয়াকী......আবূ রিযা আল-আতারদী হতে বর্ণনা করেছেন আমি আবূ মূসাকে বসরার মসজিদে সাদা চাদর পরিহিত অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে দেখতে পাই। অবশেষে তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্ব প্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

ওয়াকী...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্ব প্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অতঃপর نٓ-وَالْقَلَمِ এই সূরাটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ 'এবং তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। অর্থাৎ আসলে মানুষ একেবারেই জ্ঞানহীন ছিল। কোন বিষয়েই তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে যদি কিছু জানে বা কোন বিষয়ে যদি তার কিছুমাত্র জ্ঞান থেকেও থাকে, তবে তা একান্তভাবে আল্লাহর দান। আল্লাহ সেই জ্ঞান দিয়েছেন বলেই তার এই জ্ঞান হয়েছে। মানব জাতির ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির পথে যে পর্যায়ে যে জ্ঞানটুকু মানুষকে দেওয়া সমীচীন বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই পর্যায়ে অতটুকু জ্ঞান তিনি মানুষের নিকট উদঘাটিত করেছেন। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ 'এই লোকেরা তাঁর জ্ঞান সমুদ্র হতে কোন জিনিসই আয়ত্ব করতে পারে না, ততটুকু ছাড়া, যতটুকু তিনি নিজে চান' (সূরা-বাকারা, ২ ঃ ২৫৫)।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো তিনি মানুষকে কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ كَلَّا বা কখনও নয়। অর্থাৎ যে পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ মানুষের প্রতি এত বড় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মূর্খতাবশত কোনরূপ আচার-আচরণ অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে কখনই উচিত নয়। যার বর্ণনা পরের আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে।

যথা আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى। 'বস্তুত মানুষ এই কারণে সীমালংঘন করে যে, সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে বা সে আল্লাহকে নিরপেক্ষ ও নিলিপ্ত দেখতে পায়।' অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষ ধন-সম্পদ, মান-সম্মান যা কিছু চেয়েছে, তা সে সবই পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার হওয়ার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ করতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে কোনরূপ বাধা দেন না, তার উপর কোন আযাব আসে না; যার ফলে মানুষ আরো বেশি করে সীমালংঘন করে এবং গুমরাহীর অতলতলে নিমজ্জিত হয়।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى। অর্থাৎ 'অবশ্যই সে তার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।' অর্থাৎ এই দুনিয়ায় মানুষ যা কিছুই অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার অর্জিত শক্তি ও সম্পদের বলে সে যতই সীমালংঘন করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তো তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। আর যখন সে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে তার কাজের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তখনই এই দুনিয়ায় আল্লাহর নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততার গূঢ় রহস্য তার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে।

(৯) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ (১০) عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۙ

৯. তুমি কি সেই লোকটিকে দেখেছ, যে একজন বান্দাকে নিষেধ করে, ১০. যখন সে নামায পড়তে থাকে।

তাফসীর

এরূপ বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদের এই আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াত কয়টি আবূ জাহল ইব্‌ন হিশামের উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়। কেননা একদা আবূ জাহল বলল, আমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখতে পাই, তবে আমি তাঁর গর্দান আমার পায়ের তলায় চেপে ধরব। কেউ কেউ বলেছেন, আবূ জাহল যখন নবী করীম (সা)-কে বলল, তুমি হেরেম শরীফের মধ্যে এই পদ্ধতিতে আর ইবাদত করতে পারবে না, তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং বলেন, হে নবী মুহাম্মদ (সা)! তুমি আল্লাহদ্রোহী আবূ জাহলের আচার-আচরণ সম্পর্কে তো খুবই জ্ঞাত আছ, যে তোমাকে আল্লাহর ঘরে ইবাদত করতে নিষেধ করেছে; আসলে সে তো মিথ্যাবাদী দুরাচার। কাজেই তুমি তার কথায় কর্ণপাত করো না; বরং তুমি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করে যাও। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আবূ জাহল মুহাম্মদ (সা)-কে নামায পড়তে নিষেধ করত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى। এই আয়াতটি আল্লাহর দুশমন আবূ জাহল সম্পর্কে ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন সে বলে ঃ আমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখি, তবে তার গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরব।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার কালাম ঃ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى এই আয়াতটি ঐ সময় নাযিল হয় যখন আবূ জাহল এরূপ উক্তি করে যে,

আমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখতে পাই, তবে তাঁর গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরব। এরূপ কথিত আছে যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন ফিরাউন আছে এবং এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদী) জন্য ফিরাউন হলো আবূ জাহল।

ইস্‌হাক......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সা) যখন মাকামে ইব্‌রাহীমে নামায পড়ছিলেন; তখন আবূ জাহল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল! হে মুহাম্মদ (সা)! আমি কি তোমাকে এমন করতে নিষেধ করি নাই? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(١١) أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝ (١٢) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝

১১. তুমি কি মনে কর, সে (বান্দা) যদি সঠিক পথে থাকে, ১২. অথবা তাকওয়া অবলম্বন করতে বলে?

তাফসীর

এখানে বাহ্যত মনে হয়, সত্যপন্থী ও ন্যায়বাদী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সম্বোধন করে এরূপ বলা হয়েছে যে, তুমি কি মনে কর মুহাম্মদ (সা) সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌দ্রোহী ও পাপী, তাকে আল্লাহভীতি, নামায ও পরকালের আযাব হতে ভীতি প্রদর্শন করেন? এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো এখানে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বান্দা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহভীতির জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন।

(١٣) أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ (١٤) أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

১৩. তোমার কি ধারণা, যদি এই (নিষেধকারী ব্যক্তি সত্যকে) অমান্য করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? ১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা দেখছেন?

তাফসীর

এখানে নিষেধকারী ব্যক্তিটি হলো আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহল। সে সত্য দীনকে অস্বীকার ও অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী : أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ এই আয়াতে বর্ণিত সত্যকে অমান্যকারী ও অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হলো আবূ জাহল।

(١٥) كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ (١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ (١٧) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝ (١٨) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ (١٩) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۝

১৫. কখনও নয়, সে যদি এই প্রকার আচরণ হতে বিরত না হয়, তা হলে আমি তার মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টানব, ১৬. সেই মাথার সম্মুখভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধকারীর। ১৭.

অতএব সে তার সমর্থকদের দলকে আহবান করুক। ১৮. আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে। ১৯. কক্ষণই নয়, তুমি তার অনুসরণ করো না। অতএব তুমি সিজদা কর এবং তোমার স্রষ্টার নৈকট্য লাভ কর (সিজদা)।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা কখনও নয় বলে ঐ ব্যক্তির কথার দৃঢ় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন; যে এ বলে ধমক দেয়, যদি মুহাম্মদ (সা) হেরেম শরীফের মধ্যে নামায পড়েন, তবে সে তাঁর গর্দান পা দিয়ে চেপে ধরবে। তা সে কিছুতেই এবং কখনও করতে পারত না।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ অর্থাৎ 'যদি সে এইরূপ আচরণ হতে বিরত না হয়, তবে আমি তার মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টানব।' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধমকের সুরে বলেছেন, যদি শয়তানের দোসর কুচক্রী আবূ জাহল মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে এইরূপ দুর্ব্যবহার করার সংকল্প-পরিত্যাগ না করে; তা হলে আমি তার মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টানব। এখানে نَاصِيَةِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ কপাল বা মাথার সম্মুখ ভাগ। এখানে এই শব্দ দ্বারা সেই কপালের ধারক গোটা ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ যদি সে এ প্রকার আচরণ হতে বিরত না হয়, তবে আমি তার মস্তকের কেশগুচ্ছের সম্মুখভাগ ধরে দোযখে নিক্ষেপ করব। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 'অতঃপর তাদের মস্তকের কেশগুচ্ছের সম্মুখভাগ ও পদসমূহ ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ অর্থাৎ সেই মাথার সম্মুখভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধকারীর।' এখানে আবূ জাহলের কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ অর্থাৎ 'সে তার সমর্থকদের দলকে ডেকে নিক।' এখানে আবূ জাহল নবী মুহাম্মদ (সা)-কে ধমক প্রদান করলে তিনি যখন তীব্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সে বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কিসের বলে ও কোন্ সাহসে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? খোদার শপথ! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশি। এর জবাব স্বরূপ উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং আবূ জাহলকে তার সেই সমর্থকদেরই ডেকে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

ইব্ন ওয়াকী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সা) হেরেম শরীফের মধ্যে নামায আদায় করলে, আবূ জাহল তাঁকে এই বলে ধমক প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও তুমি এখানে নামায পড়বে না। জবাবে নবী করীম (সা) তাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলে তখন সে বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কিসের বলে ও কোন্ সাহসে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? খোদার শপথ! এই আরব উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেখানে তার সমর্থকদেরকে আহ্বান করার জন্য পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যদি সে তার সমর্থকদের ডেকে নিত, তবে আল্লাহ পাক তাঁর আযাবের ফেরেশতাদের অবশ্যই আহ্বান করতেন।

ইস্হাক ইব্ন শাহীন....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সা) হেরেম শরীফে নামায পড়তে থাকলে; আবূ জাহল ভবিষ্যতে তাঁকে ঐরূপ কাজ করা হতে বিরত থাকতে

নির্দেশ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সে ধমকের সুরে বলে, হে মুহম্মদ (সা)! তুমি কিসের বলে ও কোন্ সাহসে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? খোদার শপথ! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশি। এর জবাব স্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেখানে আবূ জাহলকে তার সমর্থকদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আবূ জাহল কুরায়শদের জিজ্ঞেস করল; মুহাম্মদ (সা) কি তোমাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। সে বলল, লাত ও উযযার শপথ! আমি যদি তাকে এভাবে কখনও নামায পড়তে দেখতে পাই, তা হলে আমি তাঁর গর্দানের উপর পা রাখব এবং তাঁর মুখ মাটির সাথে ঘষে দেব। একবার আবূ জাহল তাঁকে নামায পড়তে দেখতে পেল এবং তখন সে তাঁর গর্দানের উপর পা রাখবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো। কিন্তু সহসাই উপস্থিত লোকেরা দেখতে পেল যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোন জিনিস হতে নিজের মুখ রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, তাঁর (হযরত মুহাম্মদের) ও আমার মাঝে একটি অগ্নি গহ্বর ও একটি ভয়াবহ জিনিস ছিল। আর কিছু পক্ষ ছিল। নবী করীম (সা) বললেন, সে যদি আমার নিকটে আসত, তা হলে ফেরেশতাগণ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে,একদা আবূ জাহল এইরূপ উক্তি করে যে, আমি যদি কোন সময় নবী মুহম্মদ (সা)-কে হেরেম শরীফে নামায পড়তে দেখতে পাই, তা হলে আমি তাঁর গর্দানের উপর পা রাখব এবং তাঁর মুখ মাটির সাথে ঘষে দেব। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) জবাব স্বরূপ বলেন, যদি সে এরূপ করার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহর আযাবের ফেরেশতারা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবে।

মুহাম্মদ ইব্ন-সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ এই আয়াতে বর্ণিত نَادِيَهُ শব্দের অর্থ نَاصِرَهُ বা সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ অর্থাৎ আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে। এখানে الزَّبَانِيَةَ শব্দের অর্থ الْمَلَائِكَةَ বা ফেরেশতামণ্ডলী।

ইব্ন হুমায়দ......আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হুযায়ল হতে বর্ণনা করেছেন যে, زَبَانِيَةَ ঐ ফেরেশতাদের বলা হয়, যাদের পদসমূহ যমীনে এবং মাথাসমূহ আসমানে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যদি আবূ জাহল আমার নিকটে আসত, তা হলে আযাবের ফেরেশতাগণ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ এই আয়াতে বর্ণিত الزَّبَانِيَةَ শব্দের অর্থ হলো الْمَلَائِكَةَ বা ফেরেশতামণ্ডলী।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ الزَّبَانِيَةَ শব্দের অর্থ হলো ঃ ফেরেশতামণ্ডলী।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 'কক্ষণই নয়! হে নবী, তুমি তার অনুসরণ করো না, বরং তুমি সিজদা কর এবং তোমার স্রষ্টার নৈকট্য লাভ কর।' এখানে كَلَّا শব্দ দ্বারা আল্লাহদ্রোহী আবূ জাহলের ঐ কথার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে, যা করতে সে নবী করীম (সা)-কে নিষেধ করত অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত ও

আরাধনা করতে। বরং আল্লাহ পাক নবীকে বলেছেন, হে নবী মুহাম্মদ (সা)! খবরদার তুমি কখনই আবূ জাহলের এই কথায় আদৌ কর্ণপাত করবে না, বরং তুমি যেভাবে ইবাদত করছিলে এবং নামায পড়ছিলে, সেভাবে তা করতে থাক এবং এর সাহায্যে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাক। কেননা আবূ জাহলের পক্ষে তোমার কোনরূপ ক্ষতি করা আদৌ সম্ভবপর হবে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এই আয়াতটি আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যখন সে এরূপ ঘোষণা করে যে, আমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে কা'বার নিকটে নামায পড়তে দেখতে পাই, তা হলে আমি তার গর্দানের উপর পা রাখব এবং তাঁর মুখ মাটিতে ঘষে দেব।' তখন আল্লাহর তরফ হতে এই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে নবী করীম (সা)-কে বলা হয়েছে, হে নবী মুহাম্মদ (সা)! খবরদার, তুমি আবূ জাহলের এই কথায় আদৌ কর্ণপাত করবে না; বরং তুমি যেভাবে ইবাদত করছিলে, সেভাবে তা করতে থাক এবং তার সাহায্যে তোমার স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে থাক। এরূপ কথিত আছে যে, আবূ জাহল যদি এরূপ আপকর্ম করত, তবে সে অবশ্যই আযাবের ফেরেশতাদের দ্বারা কঠিন শাস্তিতে গেরেফতার হতো।

এখানে সূরা আলাকের তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

সূরা ক্বাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহ্‌র নামে।

(١) إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (٢) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (٣) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
(٤) تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (٥) سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

১. আমি এই (কুরআন) ক্বাদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি। ২. তুমি কি জান ক্বাদরের রাত্রি কি? ৩. ক্বাদরের রাত্রি হাজার মাস হতেও অধিক উত্তম। ৪. এই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের প্রতি পালকের অনুমতিক্রমে সব ধরনের হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। ৫. সেই রাত্রি পুরাপুরি শান্তির, ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমি ক্বাদরের রাত্রিতে সম্পূর্ণ কুরআনকে একই সঙ্গে প্রথম আসমানে নাযিল করেছি। যে রাত্রিতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফয়সালা জারী করা হয়। অর্থাৎ এ সেই রাত, যে রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা তকদীরের ফয়সালা জারী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করেন। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

ইব্‌নুল মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন মজীদ পবিত্র রমযান শরীফের ক্বাদরের রাত্রিতে একই সঙ্গে প্রথম আসমানে নাযিল হয়, অতঃপর ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় ২৩ বছরের দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তা নবী করীম (সা)-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনুল মুসান্না......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে ক্বাদরের রাত্রিতে প্রথম আসমানে নাযিল করেন। অতঃপর তা সেখান হতে ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (সা)-এর প্রতি নাযিল করেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ আমি এই কুরআনকে ক্বাদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।

আমর ইব্‌ন আসেম......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এই আয়াতের অর্থ এই যে, এই মহান ও পবিত্র রাত্রি হতেই নবী করীম (সা)-এর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে।

ইয়াকূব....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ কুরআনকে ক্বাদরের রাত্রিতে লাওহে মাহফূয হতে প্রথম আসমানে একই সঙ্গে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর সেখান হতে ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বৎসরে হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর মারফত তা নবী করীম (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে লাওহে মাহ্‌ফূয হতে প্রথম আসমানে একই সঙ্গে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তিনি তা তাঁর নবীর উপর সর্ব প্রথম ক্বাদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেন, যে রাত্রিতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফয়সালা জারী করা হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, লায়লাতুল ক্বাদরের অর্থ ফয়সালার রাত্রি।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এই আয়াতে বর্ণিত لَيْلَةِ الْقَدْرِ এর অর্থ اَللَّيْلَةُ الْحُكْمِ বা ফয়সালার রাত্রি।

ইয়াকূব......রাবিয়া ইব্‌ন কুলসুম হতে বর্ণনা করেছেন; জনৈক ব্যক্তি হাসানকে প্রশ্ন করে যে, ক্বদরের রাত্রি কি প্রতিটি রমযানে আগমন করে? তদুত্তরে তিনি বলেন, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, হ্যাঁ ক্বাদরের রাত্রি প্রতি রমযানেই এসে থাকে। যে রাত্রিতে প্রতিটি ব্যাপার সম্পর্কে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফয়সালা জারী করা হয় এবং এতে হায়াত-মউত, রিযিক ও দৌলতের ফয়সালাও হয়ে থাকে।

আবূ কুরাইব........ইব্‌ন আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, ক্বাদরের রাত্রি প্রত্যেক রমযানে আগমন করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ অর্থাৎ 'তুমি কি জান ক্বাদরের রাত্রি কি?' এখানে নবী করীম (সা)-কে বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ (সা)! হাজার মাসের নেক আমল হতে ক্বদরের রাত্রির গুরুত্ব ও মর্যাদা যে অনেক বেশি, তা কি তুমি জান? এখানে ক্বাদরের রাত্রির গুরুত্ব ও মর্যাদার অর্থ ঐ রাত্রির নেক আমলসমূহ যা তুলনায় অন্য হাজার মাসের নেক আমল হতে উত্তম।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ 'ক্বাদরের রাত্রি হাজার মাস হতেও অধিক উত্তম ও কল্যাণময়।' এই আয়াতের তাৎপর্য হলো এই রাত্রির আমলসমূহ যথা ঃ নামায, রোযা ইত্যাদি তুলনায় ও মর্যাদায় হাজার মাসের নেক আমল হতে উত্তম।

হিকাম ইব্‌ন বাশীর...... আমর ইব্‌ন কায়স হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ এই আয়াতের অর্থ ক্বাদরের রাত্রির নেক আমলসমূহ তুলনায় হাজার মাসের নেক আমল হতেও উত্তম।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ এই রাতের নেক আমল হাজার মাসের নেক আমল অপেক্ষা উত্তম কিন্তু ক্বাদরের রাত্রি এর (এই হাজার মাসের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইব্‌ন আবদুল আলা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ক্বাদরের রাত্রির নেক আমল হাজার মাসের নেক আমল অপেক্ষা উত্তম কিন্তু ক্বাদরের রাত্রি তার (হাজার মাসের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইব্‌ন হুমায়দ....... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইস্‌রাঈল সম্প্রদায়ে এমন এক আবিদ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সারারাত ইবাদতে এবং সারাদিন জিহাদে অতিবাহিত করতেন এবং এইভাবে তিনি হাজার মাস কঠোর ইবাদাত ও রিয়াযাতে মশগুল থাকেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ ক্বাদেরের রাত্রির মর্যাদা ঐ ব্যক্তির হাজার মাসের দিন ও রাতের নিরবচ্ছিন্ন কঠোর ইবাদত-আরাধনা হতেও উত্তম। এই কথাটি যে সত্য, তাতে সন্দেহ নাই। কেননা নবী করীম (সা)-ও এই রাত্রির নেক আমলের বড় ফযীলতের কথা বলেছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

'যে ব্যক্তি ক্বাদরের রাত্রিতে ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট হতে শুভফল লাভের আশায় ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।'

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থাৎ 'এই রাত্রিতে ফেরেশতা ও রূহ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।' এখানে রূহ বলা হয়েছে হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে। কেননা তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সাধারণ ফেরেশতাদের উর্ধ্বে হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর 'সব কাজের হুকুম নিয়ে' এই কথার তাৎপর্য এই যে, ঐ বৎসরের সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সকলের হায়াত-মউত, রিযিক-দৌলত, ইযযত ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা তারা নিয়ে আসে। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

ইব্‌ন আব্দুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এই আয়াতে বর্ণিত بِاِذْنِ رَبِّهِمْ বা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ফেরেশতামণ্ডলী এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ক্বাদরের রাত্রিতে এই পৃথিবীতে নিজেদের খেয়াল-খুশিও ইচ্ছামত আগমন করেন না, বরং তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুমতি ও নির্দেশক্রমেই এসে থাকেন এবং প্রত্যেক মু'মিন-মু'মিনাহ স্ত্রী-পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করেন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ سَلاَمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 'সেই রাত্রি পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার, উষার আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত।' অর্থাৎ এই পবিত্র রজনীর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সমগ্র রাত্র কেবল কল্যাণেই পরিপূর্ণ। এ রাত সকল প্রকার অকল্যাণ, অন্যায় ও বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ سَلاَمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ এই আয়াতের অর্থ সন্ধ্যা হতে সকালবেলা পর্যন্ত সমগ্র রাত্র কেবল কল্যাণেই পরিপূর্ণ।

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ سَلاَمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ক্বাদরের রাত্রির সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি কেবল কল্যাণেই পরিপূর্ণ। এ রাত সকল প্রকার অকল্যাণ, অন্যায় ও বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ। এই আয়াতের অর্থ সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি কেবল কল্যাণেই পরিপূর্ণ, এতে কোনরূপ অকল্যাণের অবকাশ নাই।

মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান.......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ। এখানে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ এর অর্থ আর সব হুকুম বা প্রত্যেক হুকুম অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত কাজ-কারবার নিয়ে তারা আগমন করেন এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত যমীনে অবস্থান করেন। আর তাদের এই অবস্থানকালীন সময় কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকে

ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ। এই আয়াতে বর্ণিত مَطْلَعِ শব্দের ل অক্ষরটির উপর কি হরকত হবে তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। কিসাঈ, আমাশ ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন গুচ্ছাব ব্যতীত মিসরের সমস্ত ক্বারীর অভিমত হলো لام অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হবে। কিন্তু কিসাঈ, আমাশ ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন গুচ্ছাবের অভিমত হলো لام অক্ষরটি যেরবিশিষ্ট হবে। অতঃপর শব্দটি যবরবিশিষ্ট হলে অর্থ হবে উদয় হওয়া এবং যেরবিশিষ্ট হলে হবে উদয়ের স্থান।

সূরা ক্বাদরের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

সূরা বাইয়্যেনাহ

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৮, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ (٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ (٣) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

১. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা নিজেদের মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাদের নিকট উজ্জ্বল অকাট্য প্রমাণ আসল। ২. আল্লাহ্র নিকট হতে একজন রাসূল, যিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবেন। ৩. যাতে সঠিক লেখাসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। ৪. পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর-ই তো বিভেদ সৃষ্টি হলো।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহ্লে কিতাব ও মুশরিক এই দুই শ্রেণীর লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কুফরীর ব্যাপারে মূলত সমান ও অভিন্ন। আহলে কিতাব বলা হয় সেই লোকদেরকে, যাদের নিকট পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পেশ করা কিতাবসমূহের মধ্য হতে কোন একখানি কিতাব মওজুদ আছে এবং তারা তার আবৃত্তি করে। তা যতই বিকৃতাবস্থায়, পরিবর্তিত ও বাতিল মিশ্রিত হোক না কেন। যথা ঃ তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারীগণ। আর মুশরিক বলতে ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোন নবীর অনুসারী ও কোন কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা ছিল মূর্তিপূজক। এরা সকলেই তাদের মতবাদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত অবিচল ছিল, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসল। এটাই এই আয়াতের তাফসীর।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, مُنْفَكِّيْنَ শব্দের তাৎপর্য হলো তারা স্ব-স্ব মতে অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসল।

ইব্ন আবদুল আ'লা.....হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مُنْفَكِّيْنَ শব্দের অর্থ হলো তারা আপন আপন মতে দৃঢ় ও অবিচলিত ছিল।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এই আয়াতে বর্ণিত উজ্জ্বল অকাট্য দলীল বা সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো আল-কুরআন।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো আহলে কিতাব ও মুশরিকরা, যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল, তারা স্ব-স্ব মতবাদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ় ও অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না তাদের নিকট সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী আগমন করেন। এখানে আহলে কিতাব বলা হয়েছে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে। কেননা তারা তাওহীদের আসল দীনকে মানত আর সেই সঙ্গে শিরকও করত। কিন্তু আহলে কিতাব ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে মুশরিক এই পরিভাষাটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তারা শিরককেই আসল দীন হিসেবে মান্য করত এবং আল্লাহর একত্ববাদকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করত। এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কেবল পরিভাষার দিক দিয়েই পার্থক্য নয়, বরং শরীআতের বিধানের দিক দিয়েও পার্থক্য আছে। যেমন আহলে কিতাবের যবেহকৃত জীবজন্তু খাওয়া মুসলমানদের জন্য বৈধ তবে শর্ত হলো, তারা যদি তা সঠিকভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে এবং তাদের মেয়ে বিবাহ করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুশরিকদের ব্যাপারে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফয়সালা। যেমন তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল নয়, তেমন তাদের মেয়ে বিবাহ করাও বৈধ নয়।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ 'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল' এই কথার তাৎপর্য এই যে, কুফরীতে নিমজ্জিত লোকেরা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে আহলে কিতাব এবং অন্যভাগ মুশরিক। কাজেই এই আয়াতে مِنْ শব্দটি কতক বা কতিপয় অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় নি, বরং এর অর্থ কাফির- যারা আহলে কিতাব ও মুশরিক। এই দুই দলের মধ্যে যারা কাফির এই অর্থ নয়। কেননা এতে মনে হয় কাফির নয় এদের মধ্যে এমন লোকও আছে; কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট হতে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবে।' এখানে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর কথা বলা হয়েছে। যিনি একটি উজ্জ্বল দলীল স্বরূপ ছিলেন। কেননা তাঁর সমগ্র জীবন নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবন উম্মী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মত একখানি জ্ঞানের বিশ্বকোষ বিশ্ব মানবের সামনে পেশ করা, যার প্রভাব ও সংস্পর্শে আসার কারণে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। অতঃপর صُحُفًا مُّطَهَّرَةً বা পবিত্র সহীফা বলে এখানে কুরআন মজীদকেই বুঝান হয়েছে। আসলে পবিত্র সহীফা বলতে যদিও এমন সহীফাসমূহকে বুঝায়, যাতে কোনরূপ বাতিল মতবাদ গুমরাহী ও বিভ্রান্তি এবং কোনরূপ নৈতিক আবিলতার সংমিশ্রণ নাই। কুরআন মজীদের সাথে বর্তমান বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়নেই এই কথাগুলোর সঠিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অবশ্যই অনুধাবন করা যায়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً এই আয়াতে صُحُفًا مُّطَهَّرَةً বা পবিত্র সহীফা বলা হয়েছে কুরআন মজীদকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ অর্থাৎ 'যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই তো তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো।' অর্থাৎ আহলে কিতাবের লোকেরা ইতিপূর্বে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র দলে ও ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য কোন উজ্জ্বল অকাট্য দলীল পেশ করেন নাই, বরং সত্য ও বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহর নিকট হতে উজ্জ্বল হিদায়াত আসার পর পরই তারা এরূপ আচরণ গ্রহণ করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে তারা নিজেরাই দায়ী, অন্য কেউ নয়।

(৫) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞

৫. এবং বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে তারা আদিষ্ট হয় নাই। আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। এটাই সুদৃঢ় দীন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবধারী ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আজ হযরত মুহাম্মদ (সা) যে দীন পেশ করেছেন, তাদের নিকট প্রেরিত নবী-রাসূল এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ কিতাবসমূহও ঠিক সেই দীনই পেশ করেছিল। পরবর্তীকালে এই সমস্ত লোক যেসব বাতিল আকীদা ও কদর্য কার্যকলাপে নিমজ্জিত হয়ে বিভিন্ন আকীদা ও পথ রচনা করে নিয়েছিল; তন্মধ্যে সত্যের লেশমাত্রই ছিল না। বস্তুত নির্ভুল সত্য দীন, চিরকালই এক ও অভিন্ন। একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ইবাদত-বন্দেগী করা, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করা, সর্বদিক হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা সত্য ও প্রকৃত দীনের এই হলো মূল কথা, যা চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য। আহলে কিতাব যে শিরক করত, তার বিবরণ কুরআন মজীদ হতে পাওয়া যায়। যেমন খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তারা বলে, তিন খোদার একজন হলেন আল্লাহ' (সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৩)। 'তারা মসীহকে আল্লাহ বলে' (সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭)। 'তারা মসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে' (সূরা তাওবা ঃ ৩০)। আর ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তারা উযায়রকে আল্লাহর পুত্র বলে' (সূরা তাওবা, ১ ঃ ৩০)।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ। এর অর্থ তাঁর নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে তাঁর বন্দেগী করবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ 'এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে।'

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'আর মূলত এটাই সত্য সঠিক ও সুদৃঢ় দীন।' প্রকৃতপক্ষে নির্ভুলও সত্য দীন চিরকালই এক ও অভিন্ন রয়েছে। খালেস এক আল্লাহর উপাসনা করা এবং তাঁর বন্দেগীর সাথে অন্য কারো বন্দেগী যোগ না করা, সর্বদিক হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা সত্য ও প্রকৃত দীনের এটাই হলো চিরন্তন বাস্তব ও মূল কথা। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী ঃ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ। এই আয়াতের অর্থ হলো প্রকৃত সত্য দীন তাই, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহে, মানব জাতির কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

ইউনুস......ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো সত্যপন্থী মিল্লাতের দীন যা প্রকৃত নির্ভুল ও সত্য দীন এবং মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ।

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(٧) إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৬. আহলে কিতাব ও অংশীবাদীদের মধ্য হতে যারা কুফরী করে, তারা জাহান্নামের অগ্নিতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, ওরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। ৭. অপরপক্ষে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর সাথে কুফরী করে সত্য দীনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্র শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে, এরা হলো ইয়াহূদী, নাসারা এবং মুশরিকদের দলভুক্ত। এদের পরিণতি অতি ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর। কেননা মুশরিক ও আহলে কিতাবের মধ্যে যারা নবী করীম (সা)-এর আগমনের পরও তাঁকে আল্লাহর রাসূলরূপে মেনে নেয়নি অথচ তাঁর নিজের সত্তাই হলো একটি উজ্জ্বল অকাট্য দলীল। কারণ তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ ও সঠিকভাবে লিখিত সহীফাসমূহ পড়ে শোনান। এদের মারাত্মক পরিণাম এই যে, তারা জাহান্নামের অগ্নিতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং কখনও মুহূর্তের জন্য সেখান হতে নির্গমনের সুযোগ পাবে না। কাজেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টিলোকে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম আর কোন সৃষ্টি নাই। এমনকি জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও তারা নিকৃষ্ট ও হীন। কেননা জন্তু-জানোয়ারের তো জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক বলতে কিছুই নাই; তাই তাদের আছে কর্মের স্বাধীনতা। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিকরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-ইখতিয়ারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সত্যদীনকে অমান্য করায় তারা জন্তু-জানোয়ার হতেও নিকৃষ্ট সৃষ্টিরূপে বিবেচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ অর্থাৎ 'তারাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বা সৃষ্টির অধম।'

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।' এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করেছে। অতঃপর তারা সর্বদিক হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে থাকে; এরাই আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমনকি ফেরেশতাদের তুলনায়ও অধিক উত্তম ও মর্যাদার অধিকারী। কেননা ফেরেশতাদের তো কোন কর্মের স্বাধীনতা নাই, তারা আল্লাহর নাফরমানী করার কোন ক্ষমতাই রাখে না। অপরপক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষেরা যখন আল্লাহর নাফরমানী না করে তাঁর আনুগত্য করে; তখন নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মহোত্তম ও সর্বোত্তম সৃষ্টি। এদের সাথে নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরও তুলনা করা যায় না।

ইব্ন হুমায়দ......মুহাম্মদ ইব্ন আলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ নিঃসন্দেহে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, এই আয়াত শ্রবণান্তে রাসূলে করীম (সা) আলীকে বলেন, হে আলী! তুমি ও তোমার পরিবারবর্গ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(٨) جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۟

৮. তাদের শুভ কর্মফলরূপে তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা চিরপ্রবাহিত। তারা তাতে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এই সব কিছু তারই জন্য, যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের কাজের বিনিময় স্বরূপ এই মহান পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন তারা অধিক ও উত্তম মর্যাদার অধিকারী হবে এবং তারা এরূপ জান্নাত লাভ করবে, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা চির প্রবাহিত। আর অনন্তকালের জন্য তারা সেখানে বসবাস করবে। সেখান হতে না তারা কভু বহিষ্কৃত হবে, না তারা সেথায় মৃত্যুবরণ করবে। বরং সেখানে তারা চিরস্থায়ী সুখে-স্বাছন্দ্যে বসবাস করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি এ কারণে প্রসন্ন থাকবেন, তারা পার্থিব জীবনে তাঁরই হুকুম-আহকাম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি এ কারণে সন্তুষ্ট থাকবে যে, তারা পার্থিব জীবনে তাঁর আনুগত্য করায়, আল্লাহপাক এর বিনিময়ও ঠিক ঠিকমত প্রদান করবেন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ 'এই সব কিছু তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে ভয়হীন ও দুঃসাহসী হয়ে জীবন যাপন করে নাই, বরং প্রতি পদে পদে তাঁকে ভয় করে চলেছে, আল্লাহর নিকট ধরা পড়ে যেতে পারে এমন কোন কাজই যে ব্যক্তি করে না, সে ব্যক্তির জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এরূপ শুভ প্রতিফল বা বিনিময় রয়েছে।

সূরা বাইয়্যেনাহ্-এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ
সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৮, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(١) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ (٢) وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ (٣) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ (٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ (٥) بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ (٦) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ (٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ (٨) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ

১. যখন পৃথিবী তীব্রভাবে প্রকম্পিত হবে, ২. যমীন যখন তার সমস্ত ভার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে ৩. এবং মানুষ বলতে থাকবে, এর কি হয়েছে? ৪. সেদিন যমীন তার উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দেবে; ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে এরূপ করার নির্দেশ দিবেন। ৬. সে দিন মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। ৭. অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে তা দেখবে ৮. এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের সময় পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হবে, তার বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এই সময় পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। আল্লাহর বাণী ঃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا এই আয়াতে বর্ণিত زِلْزَالَهَا শব্দটির زِ অক্ষরটি যেরবিশিষ্ট হলে তা مصدر হবে এবং زَ অক্ষটি যবরবিশিষ্ট হলে তা اسم বা বিশেষ্যবাচক শব্দ হবে। উপরোক্ত আয়াতে গোটা পৃথিবীকে প্রকম্পিত ও আন্দোলিত করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই এ হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, পৃথিবীর কোন একটি অংশ, অঞ্চল বা স্থান নয়, বরং গোটা পৃথিবীই প্রকম্পিত হবে। এই প্রকম্পনের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য زِلْزَالَهَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ তার প্রকম্পন। এর সঠিক তাৎপর্য এই যে, এই বিরাট বিশ্বকে যে যেভাবে প্রকম্পিত করা দরকার, ঠিক সেভাবে তাকে প্রকম্পিত ও আন্দোলিত করা হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا 'আর যমীন যখন, তার অভ্যন্তরের সমস্ত ভার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে।' অর্থাৎ তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা সম্পূর্ণরূপে বাইরে নিক্ষেপ করে দেবে। এই

আয়াতটির ব্যাখ্যা এই যে, মরা মানুষ মাটির মধ্যে যেরূপে ও যে অবস্থায় পড়ে থাকুক না কেন, যমীন তা সবই বাইরে নিক্ষেপ করবে। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا। এই আয়াতে বর্ণিত اَثْقَالَهَا শব্দের অর্থঃমরা মানুষ বা মৃতদেহ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا এই আয়াতে বর্ণিত اَثْقَالَهَا। শব্দের অর্থ মরা মানুষ বা মৃতদেহ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا এই আয়াতে বর্ণিত اَثْقَالَهَا। শব্দের অর্থ الموتى। বা মৃতদেহ। অর্থাৎ যমীন তার মধ্যকার সমস্ত মৃতদেহ বাইরে নিক্ষেপ করবে।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا এই আয়াতে বর্ণিত اَثْقَالَهَا। শব্দের তাৎপর্য হলো مَنْ فِى الْقُبُوْرِ। অর্থাৎ যারা কবরে শায়িত আছে, তারা বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا 'এবং মানুষ বলতে থাকবে, তার কি হয়েছে?' অর্থাৎ কিয়ামতের সময় মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে চেতনা লাভ করতেই প্রত্যেকটি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, এ সব কি হচ্ছে। অবশ্য পরে সে জানতে পারবে যে, এ হাশরের দিন। অবশ্য অবিশ্বাসীরা এ অবস্থা দেখে অস্থির, বিস্মিত ও কাতর হয়ে পড়বে। কেননা তারা একে অসম্ভব মনে করত। অপরপক্ষে ঈমানদার লোকদের মনে কোনরূপ শংকা ও অস্থিরতা আসবে না। কেননা তারা যা কিছু ঘটতে দেখবে, তা সব-ই তাদের আকীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী হবে।

ইব্‌ন সিনান ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا এই আয়াতে বর্ণিত اِنْسَانُ। বা মানুষ বলা হয়েছে পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে। কেননা পার্থিব জীবনে তারা এই কাজকে অসম্ভব বলে মনে করত, কিন্তু তাই এখন বাস্তবে তাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا 'সে দিন যমীন তার উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দেবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যমীন প্রত্যেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ সম্পর্কে তার সেই আমলের সাক্ষ্য দেবে, যা সে এর উপর করেছে। যমীন বলবে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিন এই কাজ করেছিল। যমীন এ সব অবস্থারই বর্ণনা দেবে।

আবু কুরাইব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন যমীন এমন সব আমলই নিয়ে আসবে, যা তার বুকের উপর করা হয়েছে তা ভালো হোক আর মন্দ হোক। অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তখন পৃথিবীকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া প্রবলভাবে কাঁপান হবে। যার ফলে সমগ্র সৃষ্টি জগত চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এ সময় যমীন কেবল তার মধ্যেকার মৃত মানুষকেই বাইরে নিক্ষেপ করবে না; বরং তাদের পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত কাজকর্ম, কথাবার্তা ও গতিবিধির সাক্ষ্যের যে স্তূপ মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে, সে সমস্তকেও বাইরে নিক্ষেপ করবে। আর যমীন এ করবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে। যেমন আল্লাহর কালাম ঃ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا 'কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে এরূপ করার নির্দেশ প্রদান করবেন।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রবল ভূকম্পনের ফলে যখন সমস্ত সৃষ্টিজগত চূর্ণ-বিচূর্ণ ও লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে, তখন যমীন তার মধ্যেকার সমস্ত ভার বোঝা বাইরে

নিক্ষেপ করবে এবং তা কেবলমাত্র মৃত মানুষকেই বাইরে নিক্ষেপ করবে না; বরং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম, আচার-আচরণ যা মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে, সে সমস্তকেও বাইরে নিক্ষেপ করবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন যমীন তার মধ্যেকার সমস্ত জিনিস বাইরে নিক্ষেপ করার পর মানুষের কৃত পার্থিব জীবনে ভালমন্দ কাজকর্ম ও আচার-আচরণ যা তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে কবরে চলে গিয়েছিল, সে সমস্তকেও বাইরে নিক্ষেপ করবে।[১]

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا এই আয়াতের অর্থ হলো, সেই দিন পৃথিবী তার উপর অনুষ্ঠিত মানুষের যাবতীয় অবস্থা, ঘটনা ও কাজকর্মের বিবরণ প্রকাশ করে দেবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর.....মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا এই আয়াতের তাৎপর্য হলো কিয়ামতের দিন যমীন তার উপর কৃত মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের খবর প্রকাশ করে দেবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ 'সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে।' এই আয়াতের অর্থ হলো ঃ কিয়ামতের দিন সেই সব মানুষ যারা হাজার হাজার বৎসর ধরে বিভিন্ন স্থানে মরে গেছে ইস্‌রাফীলের শিংগাধ্বনির সাথে সাথেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন কোন হতে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন কুরআন পাকের অন্যখানে বলা হয়েছে ঃ যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে।'

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ যাবতীয় আমল তাদেরকে দেখানো হবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে কে কোথায় কি করেছে, তা সকলকে বলে দেওয়া হবে এবং তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে তারা পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে তা দেখবে এবং সে লোক অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখতে পাবে।' এই আয়াতের সোজাসুজি অর্থ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল ও বদ আমল তা

---

১. এখানে উল্লেখ্য যে, 'কিয়ামতের দিন যমীন তার উপর অনুষ্ঠিত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী প্রকাশ করে দেবে' এই কথাটি প্রাচীনকালের লোকদের নিকট খুবই বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। যমীন কথা বলবে, এ হয়ত সহজে বোধগম্য হওয়ার ব্যাপার নয় কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও আবিষ্কার, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, লাউড স্পীকার, টেপ রেকর্ডার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহারের এই যুগে যমীন নিজের অবস্থা কিরূপে বলে দেবে তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয়। মানুষ নিজের মুখে যা কিছু বলে, বাতাসে ইথারের প্রবাহে, ঘরের প্রাচীরে তার ছাদ ও মেঝের প্রতি বিন্দু বিন্দুতে, প্রান্তরে কিংবা ক্ষেতে-খামারে কথা বলে থাকলে, সে সবের অণু পরমাণুতে তা যুক্ত হয়ে আছে। যখন আল্লাহ তা'আলা চাবেন তখন এইসব জিনিস হতে এসব কণ্ঠস্বর ও উচ্চারিত ধ্বনি ঠিক তেমনিভাবে তিনি পুনরাবৃত্তি করাতে পারবেন; যেমন তা প্রথমবার মানুষের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত বা উচ্চারিত হয়েছিল। সেই সময় মানুষ নিজের কর্ণকুহরে বহু পূর্বে উচ্চারিত নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। এরূপে মানুষ পৃথিবীর বুকে যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই যে কাজ করেছে, তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও নড়াচড়ার প্রতিবিম্ব তার পরিবেশে প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই পড়েছে। নিশ্ছিদ্র ঘন অন্ধকারে কোন কাজ করে থাকলেও তা গোপন থাকবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার এই বিশাল রাজ্যে এমন গোপন রশ্মি বর্তমান আছে যার নিকট আলো-অন্ধকারের কোন পার্থক্যই নাই। তা সর্বাবস্থায়ই দূরের ও নিকটের ছবি তুলতে সক্ষম। এইসব ছবি-প্রতিচ্ছবি কিয়ামতের দিন চলচ্চিত্রের ছবির মতই লোকদের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠবে। এভাবে পার্থিব জীবনে কোথায় কি করেছে, তা সে নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। - অনুবাদক

যতই নগণ্য হোক না কেন, আমলনামায় লিখিত হবে এবং তাতে লিপিবদ্ধ হওয়া হতে কিছুই বাদ পড়বে না। অতঃপর এই আয়াতে বর্ণিত ঃ خَيْرًا يَّرَهٗ বা شَرًّا يَّرَهٗ এর তাৎপর্য হলো, পরকালের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষুদ্রতম নেক আমলের শুভ প্রতিফল ও প্রতিটি বদ আমলের শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ এই আয়াতের অর্থ হলো ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মু'মিন বান্দা যাবতীয় ভালমন্দ কৃতকর্ম তাদের সম্মুখে পেশ করবেন। অতঃপর তিনি মুমিনের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং কাফিরকে তার কর্মের প্রতিফল স্বরূপ শাস্তি প্রদান করবেন।

আবার কেউ কেউ এই আয়াতের অর্থে বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি তার অসৎকাজের শাস্তি এই দুনিয়াতেই প্রাপ্ত হবে এবং পরকালের তার সৎকাজের বিনিময় পাবে।

অপরপক্ষে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকের অবস্থা হলো, তারা কোন ভাল কাজ করলে তার বিনিময় দুনিয়ার জীবনেই পেয়ে যাবে এবং পরকালে তারা কিছুই পাবে না। বরং আখিরাতে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাবই নির্ধারিত রয়েছে।

মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান...... মুহাম্মদ ইব্‌ন কাব হতে শ্রবণ করেছেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন ঃ যদি কোন কাফির-মুশ্‌রিক অণু পরিমাণও নেক আমল করে, সে এর বিনিময় এই পৃথিবীতে তার ব্যক্তিগত জীবন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি বৃদ্ধির মধ্যে প্রাপ্ত হবে এবং এই দুনিয়া হতে বিদায়ের পর আলমে আখিরাতে সে এর কোন প্রতিফল পাবে না।

অপরপক্ষে আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ এই আয়াতের তাফসীরে তিনি বলতেন ঃ যদি কোন মু'মিন কোনরূপ বদ-আমল করে, সে তার প্রতিফল এই দুনিয়ার জীবনে তার জান-মাল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ক্ষতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে এবং সে পরকালে এর জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে না।

মাহ্‌মূদ ইব্‌ন খাদ্দাম...... আমর ইব্‌ন দীনার হতে বর্ণিত তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন কাবকে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ . সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, জবাবে তিনি বলেন, এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ যদি কোন কাফির কোন ভাল কাজ করে, সে এর কোনই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে না। অপরপক্ষে কোন মু'মিন যদি কোনরূপ বদ-আমল করে, সে এর প্রতিফল দুনিয়াতেই প্রাপ্ত হবে এবং আখিরাতে তাকে এজন্য পাকড়াও করা হবে না।

আবুল খাত্তাব আল-হাসসানী...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। সে সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খাওয়া বন্ধ করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার বিন্দু বিন্দু গুনাহের মন্দ প্রতিফলও আমাকে দেখতে হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবূ বকর! দুনিয়ায় তোমার পক্ষে অসহনীয় যে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন তুমি হও, তা দ্বারা তোমার যাবতীয় সগীরাহ গুনাহ মার্জিত হবে। আর তোমার বিন্দু বিন্দু নেক আমলগুলো, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তোমার জন্য হিফাযত করে রাখবেন।

ইব্‌ন বাশার...... আবূ ইদ্‌রিস হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে একত্রে আহার করেছিলেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ. এই আয়াত শ্রবণে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) খাওয়া বন্ধ করে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছোট ছোট গুনাহের প্রতিফলও কি আমাকে দেখতে হবে? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেন ঃ হে আবূ বকর! দুনিয়ায় তুমি যে সমস্ত অসহনীয় পরিস্থিতির

সম্মুখীন হও, তা দ্বারা তোমার বিন্দু বিন্দু গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর তোমার সামান্য সামান্য নেক আমলগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের তোমার জন্য হিফাযত করে রাখবেন। যেমন কালাম পাকের অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ 'তোমরা দুনিয়ার যিন্দেগীতে যে সমস্ত বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতের মধ্যে গেরেফতার হও, তা তোমাদের অর্জিত কর্মফলেরই প্রতিদান এবং আল্লাহ্ তা'আলা অনেক গুনাহ মার্জনা করেও দিয়ে থাকেন।'

এর তাৎপর্য হলো ঃ তোমরা যে পাপ কাজ করবে, বিপদ-মুসীবত ও রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে এই দুনিয়াতেই তোমরা তার শাস্তি বা প্রতিফল ভোগ করবে।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ্য়ান নামক এক ব্যক্তি জাহিলিয়াতের যুগে রক্ত-সম্পর্কের দাবি রক্ষা করত, মিসকীনদের খাবার দিত, অতিথি পরায়ণ ছিল, বন্দীদের মুক্ত করত। তার এই সব কাজ পরকালে তার কোন উপকারে আসবে কি? জবাবে নবী করীম (সা) বলেন ঃ না, কারণ সে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও এরূপ বলে নি যে, – رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ,'হে আল্লাহ! তুমি বিচারের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও।'

ইব্ন ওয়াকী......হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি হযরত নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ ইব্ন জুদয়ান নামক ব্যক্তিটি জাহিলিয়াতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, গরীব-মিসকীনদেরকে খাবার দিত, অতিথি পরায়ণ ছিল এবং বন্দীদের মুক্ত করত। তার এ সব কাজ পরকালে তার কোন উপকারে আসবে কি? জবাবে নবী করীম (সা) বলেন ঃ না, কেননা সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনই বলে নাই ঃ – رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ 'হে আমার প্রতিপালক! কিয়ামতের দিন তুমি আমার অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দিও।'

ইবনুল মুসান্না...... আলকামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সালমা ইব্ন ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন তো আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা বন্দীদের মুক্তি, মিসকীনদের খাবার প্রদান ইত্যাদি ধরনের যে ভাল কাজ করেছি, তার প্রতিফল কি প্রাপ্ত হব? জবাবে নবী করীম (সা) বলেন ঃ 'না।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবদুল আ'লা...... সাল্মাহ ইব্ন ইয়াজিদ সূত্রে নবী করীম (সা) হতে একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিন তার সৎকাজের বিনিময় আখিরাতে প্রাপ্ত হবে এবং কাফির তার সৎকাজের প্রতিফল এই পার্থিব দুনিয়াতেই পাবে। জাহিলিয়াতের যুগে ভাল কাজ করত এমন অনেক লোক সম্পর্কে নবী করীম (সা) অনুরূপ জবাবই দিয়েছেন। কেননা কুফরী ও শিরক্ করা অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর কোন কোন উক্তি হতে মনে হয় যে, কাফিরদের নেককাজ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করতে পারবে না বটে; তবে সেখানে তাদেরকে যালিম, ফাসিক, কাফির ও চরিত্রহীন আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তিদের ন্যায় কঠিন শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে না। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, হাতেম তাই-এর দানশীলতা ও বদান্যতার কারণে তাকে জাহান্নামে হালকা আযাব দেয়া হবে।

ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশার...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মুমিন বান্দা তার নেক আমলের বদৌলতে দুনিয়াতে ধন-দৌলত ও রিযিক প্রাপ্ত হবে এবং আখিরাতেও সে তার

যথাযথ প্রতিদান পাবে। অপরপক্ষে কাফির ব্যক্তি তার ভাল কাজের পুরস্কার কেবলমাত্র দুনিয়াতেই পাবে, কিয়ামতের দিন সে এর কোন বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে না।

ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম...... মুহাম্মদ ইব্‌ন-কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুমিন বা কাফির যদি কোন নেক আমল করে, তবে আল্লাহ পাক মুমিনের কাজের পুরস্কার দুনিয়া ও আখিরাতে প্রদান করবেন এবং কাফিরের কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই প্রদান করবেন। সে ব্যক্তি আখিরাতে কোন প্রতিফলই প্রাপ্ত হবে না।

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট বসে ছিলেন। আয়াতটি শ্রবণ করে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ক্রন্দন করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ বকর! তুমি ক্রন্দন করছ কেন? জবাবে তিনি বলেন, এই সূরাটিই আমার ক্রন্দনের কারণ। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তোমরা অন্যায় অপরাধ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা না করতে, তবে তিনি এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন যারা অন্যায় অপরাধ করত এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করত এবং আল্লাহ পাক তাদের গুনাসমূহ মার্জনা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় যে, মুমিন ব্যক্তি তার অন্যায়ের প্রতিফল এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার পরকালে পাবে। অপরপক্ষে কাফির ব্যক্তি তার ভাল কাজের বিনিময় পার্থিব দুনিয়ায় পাবে এবং তার বদ আমলের পুরস্কার আখিরাতে প্রাপ্ত হবে। কাজেই পরিস্কার বক্তব্য যে, কাফির ব্যক্তি আখিরাতে তার পার্থিব জীবনে কৃত কোনরূপ ভাল কাজের জন্য আদৌ কোন প্রতিফল পাবে না, বরং এর বিনিময় সে পৃথিবীতেই পেয়ে যাবে।

আবূ কুরাইব...... ইব্‌রাহীম তামিমী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহর সত্তরজন সঙ্গীর সাক্ষাত পাই, যন্মধ্যে হারিস ইব্‌ন সুয়ায়েদ সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। যিনি সূরা যিলযাল তিলাওয়াতের সময় যখন فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ এই আয়াতদ্বয় পড়তেন, তখন বলতেন, অতি ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র নেককাজও একটা গুরুত্ব ও বিশেষ মূল্যের অধিকারী এবং পাপকাজের ব্যাপারেও তা অতীব সত্য।

কেউ কেউ বলেছেন ذَرَّةٍ শব্দের অর্থ এমন এক ধরনের নগণ্যতম লাল পোকা, যার কোনই ওজন নাই।

ইস্‌হাক ইব্‌ন ওহাব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ শব্দের অর্থ অণু পরমাণু পরিমাণ।

ইব্‌ন ওহাব বলেছেন, এর অর্থ লাল পিঁপড়ার মত নগণ্য পরিমাণ।

অপরপক্ষে ইয়াজিদ ইব্‌ন হারূন বলেছেন, আমার মতে এটা এমন এক ধরনের নগণ্য লাল পোকা, যার কোন ওজনই নাই।

সূরা যিলযালের তাফসীর এখানেই সমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰت

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত—১১, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ (٢) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ (٣) فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ (٤) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ (٥) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ (٦) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ (٧) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ (٨) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۚ (٩) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ (١٠) وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ (١١) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۚ

১. ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির শপথ! ২. যারা তাদের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। ৩. যারা অতি প্রত্যুষে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালায় ৪. এবং সে সময় ধূলি ধোঁয়া উড়ায় ৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ৬. বস্তুত মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ ৭. এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত। ৮. সে ধন-মালের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত। ৯. তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে, তা বের করা হবে ১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তাও প্রকাশ করা হবে? ১১. সেই দিনের অবস্থা অবশ্যই তাদের প্রতিপালক সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর

এখানে বর্ণিত প্রথম আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতের অর্থ কারো কারো মতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ঘোড়া, আর যখন কোন ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, তখন অবশ্যই সে হ্রেষাধ্বনি করে থাকে। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতে বর্ণিত ضَبْحًا শব্দের অর্থ ঘোড়া। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্যদের অভিমত হলো, এর অর্থ উষ্ট্র বা উট।

আবূ আসেম...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী যুদ্ধের ময়দানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজি।

হান্নাদ.....ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ ضَبْحًا বা ঘোড়া।

ইয়াকূব...... আবূ রাজা হতে, তিনি ইকরামাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন,'তুমি কি ধাবমান অশ্ব দেখ নাই, সে কিভাবে হ্রেষাধ্বনি করে দৌড়ায়?

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন্ সাঈদ...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কেবল কুকুর ও অশ্বই ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হওয়ার সময় হ্রেষাধ্বনি করে দৌড়ায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ দ্রুত ধাবমান অশ্বরাজি।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব, যা হ্রেষাধ্বনি করে দৌড়ায়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ হ্রেষারবে দ্রুত ধাবমান অশ্বরাজি।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বাশার ইব্‌ন ইয়াযীদের হাদীসের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

আবূ কুরাইব...... সালেম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ হ্রেষারবে দ্রুত ধাবমান অশ্ব।

ওয়াকী...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতে বর্ণিত ضَبْحًا শব্দের অর্থ ঘোড়া।

ওয়াকী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঘোড়া এবং কুকুর ছাড়া আর কোন চতুষ্পদ জন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হওয়ার সময় হ্রেষাধ্বনি করে না।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতে বর্ণিত ضبح শব্দের তাৎপর্য হলো ঘোড়া।

সাঈদ ইব্‌ন রবী'...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا শব্দের অর্থ হলো ঘোড়া। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো উট।

আবূ সায়িব...... হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতে বর্ণিত ضبح শব্দের অর্থ উষ্ট্রী।

আবূ কুরাইব...... হযরত আবদুল্লাহ হতে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

একইরূপ বক্তব্য ঈসা ইব্‌ন উসমান...... হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ দ্রুত ধাবমান উষ্ট্রী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ দ্রুত ধাবমান উট।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ হজ্জের সময় হাজীবাহী দ্রুতগামী উটসমূহ।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর অভিমতও এরূপই।

সাঈদ ইব্‌ন রবী'...... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর অর্থ দ্রুত ধাবমান উষ্ট্রী।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদের অভিমত হলো দ্রুতগামী উট।

গ্রন্থকার এই আয়াত সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত এরূপই ব্যক্ত করেছেন যে, এর অর্থ ঘোড়া। কেননা হ্রেষাধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন জন্তু হতে বের হয় না। কাজেই যারা এই আয়াতে বর্ণিত ضبح শব্দের অর্থ উট গ্রহণ করেছেন, তা সঠিক নয়। কেননা ইব্‌রাহীম ইব্‌ন-সাঈদ..... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, উট নয়; বরং দ্রুতগামী ঘোড়াই হ্রেষাধ্বনি করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا অর্থাৎ 'যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।' এখানে 'স্ফুলিংগ' কথাটি হতে বুঝা যায় যে, এই ঘোড়াগুলোর রাত্রিকালীন দৌড়ের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পাথরের উপর ক্ষুরের ঘর্ষণলাগা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের দৌড়ানোয় এরূপ হতে পারে না। আর এরূপ দৌড় কেবল ঘোড়াই দৌড়াতে পারে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا এই আয়াতের তাৎপর্য হলো দ্রুত ধাবমান অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে নির্গত অগ্নি স্ফুলিংগ। কেননা তা কেবল রাত্রিবেলাই পরিদৃশ্যমান হয়ে থাকে, দিনের বেলা দেখা যায় না।

আবূ কুরাইব...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا এই আয়াতের অর্থ দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে নির্গত অগ্নি স্ফুলিংগ।

হুসায়ন...... যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا এর তাৎপর্য হলো উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির ক্ষুরাঘাতে নির্গত বা বিচ্ছুরিত অগ্নি স্ফুলিংগ।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো জাহিলিয়াতের যুগে তারা যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যে অগ্নি প্রজ্জলিত করত, তার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষের চক্রান্ত। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হলো মানুষের চক্রান্ত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا এর অর্থ হলো মানুষের চক্রান্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ উষ্ট্রী, যার পদাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হয়। যেমন ঃ

ইব্‌ন হুমায়দ...... আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا এর অর্থ হলো দ্রুতগামী উষ্ট্রের পদাঘাতে প্রস্তর হতে নির্গত অগ্নি স্ফুলিংগ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো ঃ দ্রুতগামী অশ্ব, যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে এবং সাত সকালে ঘুমন্ত জনবসতির উপর আকস্মিক আক্রমণ করে ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। এই সব কথা কেবল ঘোড়া সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম ঃ فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا অর্থাৎ 'যারা অতি প্রভাতকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায়।' মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا এর অর্থ হলো সাত সকালে ঘুমন্ত শত্রু জনবসতির উপর আকস্মিক আক্রমণ। যেমন ঃ

ইউনুস...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا এর অর্থ অতি প্রত্যুষে ঘুমন্ত শত্রু জনবসতির উপর আকস্মিক হামলা।

ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا এর অর্থ শত্রু জনবসতির উপর প্রভাতকালীন আকস্মিক হামলা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا এর অর্থ হলো ঘোড়া যা শত্রু জনবসতির উপর অতি প্রত্যুষে আকস্মিক আক্রমণ চালায়।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا এর অর্থ অতি প্রত্যুষে শত্রু জনবসতির উপর হামলাকারী ঘোড়া।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا অর্থাৎ 'সেই সময় তারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।' যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا এর অর্থ হলো ঘোড়া, যার পদাঘাতে ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

আবূ কুরাইব...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, نَقْعًا শব্দের অর্থ হলো ধূলিবালি।

হান্নাদ...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا এর অর্থ হলো দ্রুতগামী অশ্বের পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলারাশি।

ইয়াকূব...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا এর অর্থ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বের পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাজি।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا অর্থাৎ 'অতঃপর ওরা কোন শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।' যেমন ঃ

ইয়াকূব...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا এই আয়াতের অর্থ হলো جمع الكفار। বা কাফিরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

হান্নাদ ইব্‌ন সারী...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا এর অর্থ جمع القوم বা কোন সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا এর অর্থ কোন কওমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া।

আবূ কুরাইব...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا -এর অর্থ শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا এর অর্থ জনবসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ইব্‌ন হুমায়দ......: হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ অতঃপর তারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ। 'বস্তুত মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।' এখানে অকৃতজ্ঞ এ কারণে বলা হয়েছে যে, সে তার প্রতিপালকের দেয়া নিয়ামতরাজির শোকর আদায় করে না। وَالْاَرْضُ الْكُنُوْدُ। বলা হয় এমন যমীনকে, যা হতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ। এই আয়াতে বর্ণিত لَكَنُوْدٌ শব্দের অর্থ لَكَفُوْرٌ বা বড়ই অকৃতজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এই আয়াতে বর্ণিত لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এর অর্থ لِرَبِّهٖ لَكَفُوْرٌ বা তার প্রতিপালকের প্রতি বড্ড অকৃতজ্ঞ।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এই আয়াতে বর্ণিত لَكَنُوْدٌ শব্দের অর্থ لَكَفُوْرٌ বা বড্ড অকৃতজ্ঞ।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব...... হযরত হাসান বস্‌রী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এই আয়াতের অর্থ বস্তুত মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রদত্ত নিয়ামতরাজির প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহপাকের কালাম ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এই আয়াতের অর্থ অবশ্যই মানুষ বিপদগ্রস্থ হওয়ার পর তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَكَنُوْدٌ শব্দের অর্থ - لَكَفُوْرٌ বা বড়ই অকৃতজ্ঞ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ কুরাইব...... আবূ উমামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার বিপরীত দিকে চলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এটা কখনো কাম্য নয়।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এই আয়াতে বর্ণিত لَكَنُوْدٌ শব্দের অর্থ لَكَفُوْرٌ বা বড্ড অকৃতজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন্ ইসমাঈল...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ এর অর্থ মানুষ তার প্রতিপালকের দেওয়া নিয়ামতরাজির শুক্‌রিয়া সঠিকভাবে আদায় করে না; বরং বড়ই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম ঃ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ অর্থাৎ 'আর সে নিজেই এর সাক্ষী এবং তার কাজকর্ম এর প্রমাণ।' এ ছাড়া অনেক কাফিরই নির্ভীকভাবে এ অকৃতজ্ঞতা নিজেদেরই মুখে প্রকাশ করে থাকে। কেননা তাদের মতে সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউই নাই, কাজেই তাঁর কোন নিয়ামত বা অনুগ্রহের কথা স্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ বিষয়ে খুবই অবহিত।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ এই আয়াতটি অন্য কিরআতে اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে খুবই পরিজ্ঞাত— এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ এই আয়াতের অর্থ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সাক্ষী।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ অর্থাৎ 'অবশ্যই সে ধন-সম্পদের তীব্র লালসায় উন্মত্ত।'। কেননা এটা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। আরবী ভাষাভাষীরা মানুষের ধন-সম্পদের ভালবাসার সাথে شَدِيْدٌ বা তীব্র বিশেষণ সংযোগের কারণে মতবিরোধ করেছেন। বস্‌রার কোন কোন মুফাস্‌সিরের অভিমত এই যে, যারা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে এবং এর তীব্র লালসায় সদা উন্মত্ত থাকে। অর্থাৎ বখীল বা কৃপণদের শানে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেননা সাধারণত কৃপণরাই নিজের জীবনের চেয়ে ধন-সম্পদকে বেশি ভালবেসে থাকে এবং তা অর্জনের জন্য সদা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন সাধারণত যাদের ধনলিপ্সা অত্যধিক, এটা তাদের জন্যই প্রযোজ্য। অবশ্য কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের অভিমত এই যে, لِحُبِّ الْخَيْرِ শব্দটি لَشَدِيْدٌ শব্দের পরে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ। অর্থাৎ সে ধন-সম্পদের লালসায় উন্মত্ত।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ এই আয়াতের অর্থ সে অবশ্যই দুনিয়ার ধন-সম্পদের তীব্র লালসায় উন্মত্ত।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ وَاِنَّهُ عَلَى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ এই আয়াতটি পূর্বে আসার কারণ এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে অবহিত আছেন যে, নিশ্চয়ই মানুষ ধন-সম্পদের তীব্র লালসায় উন্মত্ত।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ 'তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে কিছুই জানে না, যখন কবরে যা কিছু আছে তা উত্থিত হবে?' অর্থাৎ মরে যাওয়া মানুষ যেখানে যে অবস্থায়ই পড়ে থাকুক না কেন, তাকে সেখান হতে বের করে মানুষরূপে উঠানো হবে।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ এর অর্থ যখন কবর হতে উত্থিত হবে। আরবদের নিকট بُعْثِرَ শব্দটির প্রয়োগ بُحْثِرَ হিসেবেও হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়ের অর্থ একই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ 'এবং অন্তরে যা গোপন আছে তা প্রকাশ করা হবে' অর্থাৎ মানুষের অন্তরে যে সব চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা-ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রবণতা লুক্কায়িত আছে, তা সব-ই প্রকাশ করে দেয়ে হবে। যেমন ঃ

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ এই আয়াতে বর্ণিত حُصِّلَ শব্দের অর্থ ابرز। বা প্রকাশিত হবে।

ইব্ন হুমায়দ.... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ এ আয়াতে বর্ণিত حُصِّلَ শব্দের অর্থ ميز বা পরখ করে বাইরে আনা। কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির গোপন ভালমন্দ কার্যকলাপ, ইচ্ছা- উদ্দেশ্য ও প্রবণতা যাচই ও পরখ করে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ। অর্থাৎ 'সেদিন তাদের অবস্থা কি হবে, তা তাদের প্রতিপালক সবিশেষ অবহিত।' অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার কি ধরনের ভাল বা মন্দকাজ প্রকাশ্যে করল বা গোপন করল এবং এজন্য কে কি এবং কোন ধরনের শুভ প্রতিফল বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। কেননা তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি হৃদয়ের গোপন খবর সম্পর্কেও জ্ঞাত।

সূরা আদিয়াত-এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

সূরা ক্বারিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১১, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) اَلْقَارِعَةُ ۙ (٢) مَا الْقَارِعَةُ ۚ (٣) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ (٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ (٥) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ (٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ (٧) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ (٨) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ (٩) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۗ (١٠) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۗ (١١) نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ

১. মহাপ্রলয়! ২. কি সেই মহাপ্রলয়? ৩. তুমি কি জান সেই মহাপ্রলয় কি? ৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত ৫. এবং পর্বতসমূহ হবে রং বেরং -এর ধুনা পশমের মত। ৬. অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে ৭. সে তো সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। ৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, ৯. তার স্থান হবে হাবিয়ায়। ১০. তুমি কি জান তা কি জিনিস? ১১. তা জ্বলন্ত আগুন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন اَلْقَارِعَةُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার শাব্দিক অর্থ হলো ঠোকরকারী! কেননা قرع শব্দের অর্থ একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের উপর শক্তভাবে আঘাত করা, যাতে প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই শব্দ দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং এর অর্থ বিরাট দুর্ঘটনা বা মহাপ্রলয়। যেমন ঃ

আলী আবূ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلْقَارِعَةُ শব্দটি কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশেষ নাম। যার প্রয়োগের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর বান্দাদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সাদ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ শব্দের অর্থ الساعة বা কিয়ামতের ভয়াবহ দিন।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ শব্দের তাৎপর্য কিয়ামতের মহাপ্রলয়।

আবূ কুরাইব......ওয়াকী হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْقَارِعُ اَلْقَارِعَةُ وَالْوَاقِعَةُ এবং اَلْحَاقَّةُ শব্দের অর্থ কিয়ামতের দিন।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ مَاالْقَارِعَةُ বা 'মহা প্রলয় কি?' এটা বলে এটার প্রচণ্ডতা, ভয়াবহতা ও গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় এরূপ প্রবাদ আছে যে, فزعهم القارعة অর্থাৎ অমুক গোত্র বা জাতির উপর কঠিন ও ভীষণতর বিপদ এসেছে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ অর্থাৎ 'তুমি কি জান সেই মহাদুর্ঘটনা কি?' এখানে আল্লাহ রাব্বুল তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি কি জান সেই মহাপ্রলয় কি? এর জবাব আল্লাহ পাক নিজেই দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন ঃ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ অর্থাৎ 'সেই দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের মত হবে।' কেননা কিয়ামতের ভয়াবহতা পরিদর্শনে তারা এরূপ বিব্রতবোধ করবে এবং পাগলপারা অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে; যেমন আলোর চারিধারে পোকা-মাকড় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ অর্থাৎ সেই দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের মত হবে, যারা আলোর চারিধারে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়ার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকে। কিয়ামতের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা পরিদর্শনে পাপী-তাপীরা বেহুঁশ ও পাগলপারা অবস্থায় বিক্ষিপ্ত পতংগের ন্যায় চারদিকে ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ 'এবং পর্বতসমূহ রং-বেরং-এর ধুনা পশমের মত হবে।' এখানে আল্লাহ পাক কঠিন কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলোর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যা অতীব শক্ত ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রং-বেরং-এর পশমের মত হবে। যেমন ঃ

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ। এই আয়াতে বর্ণিত كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ এর অর্থ الصُّوْفِ الْمَنْفُوْشِ। বা রং-বরং -এর ধুনা পশম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ 'বস্তুত যার পাল্লা ভারী হবে', এখানে পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ বদ আমলের তুলনায় নেক আমল অধিক বা ভারী হওয়া। যারা ফলশ্রুতি হিসেবে সন্তোষজনক ও পসন্দমত সুখের জীবনের অধিকারী হবে। যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থাৎ 'সে তো লাভ করবে পসন্দমত সন্তোষজনক জীবন।' যেমন ঃ

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত সন্তোষজনক জীবন বলতে জান্নাতের সুখময় জীবনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ এর অর্থ يكون فى الجنة বা জান্নাতের শান্তিময় জীবনের অধিকারী হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ 'অপরপক্ষে যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়ায়।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুবিচারের মানদণ্ডে যার বদ আমলের পাল্লার তুলনায় নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে اُمُّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ 'হাবিয়া তার 'মা' হবে। هَاوِيَةٌ শব্দটির মূল ধাতু হলো هَوِى যার অর্থ উচ্চ স্থান হতে নিম্নস্থানে পতিত হওয়া। আর هَاوِيَةٌ বলা হয় এমন সুগভীর গর্তকে, যাতে কোন জিনিস পড়ে যায়। এখানে জাহান্নামকে هَاوِيَةٌ বলার কারণ এই যে, তা খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে উপর হতে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ এর তাৎপর্য জাহান্নাম-ই হবে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। কেননা মায়ের কোল যেমন শিশুর আশ্রয়স্থল, তেমনি পরকালে জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নাম-ই হবে একমাত্র আশ্রয়স্থল। জাহান্নাম ছাড়া তাদের আর কোন ঠিকানা হবে না।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... আস্আস ইব্ন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন মুমিন বান্দা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার আত্মা পূর্ববর্তী মুমিন বান্দাদের রূহের সাথে গিয়ে সম্মিলিত হয় এবং তারা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলতে থাকে, তোমরা এর সাথে সঠিক সদ্ব্যবহার কর; কেননা সে দুনিয়ার দুঃখময় জীবন হতে সদ্য প্রত্যাবর্তন করেছে। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, অমুক ব্যক্তির খবর কি? তখন জবাবে সে ব্যক্তি বলে, সে তো আগেই মৃত্যুবরণ করেছে। সে কি তোমাদের সাথে মিলিত হয় নি? তখন তারা বলতে থাকে, সে ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত স্থান হাবিয়ায় গমন করেছে।

ইসমাঈল ইব্ন সাইফ আযলী...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ এর অর্থ জাহান্নাম-ই হবে তার আশ্রয়স্থল।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ এর অর্থ 'হাবিয়া' দোযখ হবে তার প্রত্যাবর্তনের স্থান। এ ছাড়া তার আর কোনই আশ্রয়স্থল হবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ জাহান্নাম তার 'মা' হবে- এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, শিশুর জন্য যেমন মায়ের কোলই আশ্রয়স্থল; পরকালে জাহান্নামীদের জন্য ঠিক তেমনি জাহান্নাম-ই হবে একমাত্র আশ্রয়স্থল।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ অর্থাৎ 'তুমি কি জান তা কি জিনিস?' এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব নবী মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কি জান তা কি জিনিস? অতঃপর এর জবাবে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ نَارٌ حَامِيَةٌ অর্থাৎ 'তা হলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড'। যা কেবল গভীর গর্ত-ই হবে না, বরং সেই সুগভীর গর্ত আগুনে পরিপূর্ণ হবে।

সূরা কারিয়াহ-এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৮, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ (٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ (٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ (٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ (٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ (٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ (٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। ২. এমনকি (এই চিন্তায়ই) তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত হও। ৩. কক্ষণ-ই নয়। তোমরা অতি শীঘ্রই তা জানতে পারবে। ৪. অতঃপর কক্ষণ-ই নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে। ৫. তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। ৬. তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখতে পাবে। ৭. আবার বলি, তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিয়তা সহকারে (বা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে) একে দেখতে পাবে। ৮. অতঃপর সে দিন তোমাদের নিকট এ সব নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে লোক সকল! ধন-সম্পদ, আত্মাভিমান ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে এমন চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে যে, তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া উপস্থিত হও।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ এই সূরাটি বনী হারিসা ও বনী হারস নামক দুটি গোত্রের প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাথা বর্ণনা করে, পরে কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব গোত্রের মৃত লোকদের গৌরবগাথা পেশ করে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এই সূরাটি লোকদের পরস্পরের মধ্যে ধন-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমা ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার জবাব স্বরূপ অবতীর্ণ হয়, যার ফলে তারা চরম গাফলতি ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়। হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে জানা যায়, তারা পরস্পর ধন-ঐশ্বর্য্য খ্যাতি, যশ-মান ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত থাকত।

আবূ কুরাইব......মাত্‌রাফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে এমন সময় উপনীত হন, যখন তিনি সূরা আল্‌হাকুমুত্‌-তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আসলে বনী আদম কিছুরই মালিক নয়, কেননা সে যা কিছু খানাপিনা করে, তা শেষ হয়ে যায়, যা সে পরিধান করে, তা নষ্ট হয়ে যায় এবং যা সে সদ্‌কা করে, তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হলফ আল্‌-আসকালানী......উবাই ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর এই কথাটিকে প্রথমে কুরআনের অংশ বলে মনে করতাম। যা এই, আদম সন্তান যদি দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পায়, তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা পেতে চাবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিস দিয়াই ভরতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ্‌-তা'আলা তওবাকারীদের গুনাহ মার্জনা করে থাকেন। অবশেষে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ। এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ। অর্থাৎ 'যতক্ষণ না তোমরা কবরের নিকট উপনীত হও।' এখানে স্পষ্টত কবর আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে, যে সম্পর্কে তারা পূর্বে সন্দিহান ছিল। অতঃপর সূরা আত্‌-তাকাসুর অবতীর্ণ হওয়ার পর কবর আযাব সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। যেমন ঃ

আবূ কুরাইব......হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমরা কবর আযাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতাম, অতঃপর কবর আযাব সম্পর্কে স্পষ্টত এই আয়াত ঃ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ। অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ........হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা তাকাসুর কবর আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আলী (রা) হতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমত আমরা কবর-আযাব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম, অতঃপর সূরা আত্‌-তাকাসুর অবতীর্ণ হয়, যাতে স্পষ্টত কবর আযাবের কথা উল্লেখ হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'কক্ষণ-ই নয় অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।' অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার মধ্যে পড়ে আছ। তোমরা মনে কর, দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্যদের তুলনায় বেশি বেশি লাভ করতে পারাই বুঝি যথার্থ উন্নতি ও প্রকৃত সাফল্য। আসলে তা সত্যিকার ও যথার্থ উন্নতিও প্রকৃত সাফল্য নয়; বরং এটা যে কত মারাত্মক ভুল ধারণা তা তোমাদের নিকট অতি শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'আবার শোন, কক্ষণ-ই নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।' এখানে একই আয়াত দুইবার উক্ত হওয়ার কারণ বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। এটাই আরবী ভাষাভাষীদের অন্যতম নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'অতিশীঘ্রই' অর্থ 'পরকাল'-ও হতে পারে। কেননা যে মহান স্রষ্টার দৃষ্টি আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাঁর নিকট হাজার বা লক্ষ বৎসরও মহাকালের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। তাই তাঁর দৃষ্টিতে পরকাল অতি নিকটে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'অতি শীঘ্রই' বলে এখানে মৃত্যুকে বুঝান হয়েছে। কেননা এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই অতি নিকটে। আর মৃত্যুর সাথে সাথে সবাই জানতে পারবে যে, সে যে সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে তার পার্থিব জীবন অতিবাহিত করেছে, তা তার জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল, না চরম দুর্ভাগ্যের।

অতঃপর আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী ঃ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ। 'তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য যে আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন, যদি এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান তোমাদের নিকট থাকত, তবে তোমরা ধন-ঐশ্চর্য ও প্রাচুর্যের মোহে কিছুতেই বিভ্রান্তিতে পাড়ে গুমরাহ হতে না।

বাশ্শার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ। এই আয়াতে বর্ণিত عِلْمَ الْيَقِيْنِ বা নিশ্চিত জ্ঞানের অর্থ হলো মৃত্যুর পর আল্লাহ্ পাক পুনরুত্থিত করবেন, সে সম্পর্কে সত্য ধারণা রাখা।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ। 'তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখতে পাবে।' এখানে এটা মুশ্‌রিকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা মুশরিকরা কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে দোযখ দেখতে পাবে এবং এর শাস্তি ভোগ করে নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنَ। এই আয়াতে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা এটা নিশ্চিত অবধারিত সত্য যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ 'সেদিন তোমাদের নিকট অবশ্যই এই সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' আল্লাহ্‌র প্রদত্ত এই নিয়ামত কি ধরনের বা প্রকারের হবে, তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হলো দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও সুস্বাস্থ্যরূপ নিয়ামত। যেমন ঃ

ইবাদ ইব্‌ন ইয়াকূব......হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ। এই আয়াতে বর্ণিত যে নিয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা হলো মানুষের সুখ-শান্তি ও সুস্বাস্থ্যরূপ নিয়ামত।

আবূ কুরাইব......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ। এই আয়াতে যে নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো মানুষের সুখ-শান্তি ও সুস্বাস্থ্যরূপ নিয়ামত।

ইব্‌ন বাশার......সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ। এই আয়াতে যে নিয়ামতের কথা উক্ত হয়েছে, তা হলো মানুষের সুখ-শান্তি ও সুস্বাস্থ্যরূপ নিয়ামত।

ইব্‌ন হুমায়দ......শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা হলো সুস্বাস্থ্য ও সুখ-শান্তিরূপ নিয়ামত।

কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা হলো চক্ষু-কর্ণ ও সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে। যেমন ঃ

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ। এই আয়াতে বর্ণিত যে সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা হলো, চক্ষু, কর্ণ ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা সেদিন বান্দাদেরকে জিজ্ঞেসে করবেন, তোমাদের শরীরের অংগ-প্রত্যংগগুলোকে কিরূপে ব্যবহার করেছিলে ? যেমন আল-কুরআনের ভাষায় ঃ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً অর্থাৎ 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষু-কর্ণ এমনকি অন্তঃকরণ ইত্যাদি প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ। এই আয়াতে যে নিয়ামতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, তা হলো চক্ষু, কর্ণ ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে।

কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো রোগমুক্তিরূপ নিয়ামত। যেমন ঃ

ইবাদ ইব্‌ন ইয়াকূব......আবূ জাফর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ। এই আয়াতে যে নিয়ামতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হলো, রোগমুক্তিরূপ নিয়ামত।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা হলো ঐ নিয়ামত, যা মানুষ আহার ও পান করে থাকে। যেমন ঃ

ইব্‌ন বাশার......বাকর ইব্‌ন আতিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি সাঈদ যুবায়রের হাতে এক গ্লাস মধু দেখতে পাই, যা পান করার পর তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এ ধরনের নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল......ইমরান ইব্‌ন আবূ আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন যে আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হতে এরূপ শ্রবণ করেছি, একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) সহ আমাদের ঘরে তশরীফ আনলেন। আমি তাঁদেরকে সদ্যতোলা তাজা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি পান করতে দিলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, এসব সেই নিয়ামত, যে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

জাবির ইব্‌ন কুর্দী....... আম্মার ইব্‌ন আবূ আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন যে আমি হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হতে শ্রবণ করেছি, একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) সহ আমাদের ঘরে তশ্‌রীফ আনলেন। অতঃপর আমি তাঁদেরকে সদ্য তোলা তাজা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি পান করতে দিলাম। তখন হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, এসব সেই নিয়ামত, যে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হাসান ইব্‌ন আলী......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সা) এমন সময় আগমন করলেন যখন হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) একস্থানে বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেসে করেন, তোমরা কি জন্য এখানে বসে আছ ? তদুত্তরে উভয়েই বলেন, আমরা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে এখানে বসে পড়েছি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন, আমিও একমাত্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে নির্গত হয়েছি। অতঃপর তাঁরা এক আনসার সাহাবীর গৃহে উপনীত হলে তার স্ত্রী তাঁদেরকে স্বাগত জানান। তখন হুযূর (সা) আনসার সাহাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে জবাবে তার স্ত্রী বলেন, তিনি ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানি আনয়নের জন্য গমন করেছেন। ইত্যবসরে আনসার সাহাবী প্রত্যাগমন করে এরূপ উত্তম মেহমানদেরকে দর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তিনি তাঁদেরকে সংগে নিয়ে খেজুর বাগানে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি এক ছড়া খেজুর তাঁদের সম্মুখে এনে রাখলেন। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি নিজে কেন এই খেজুরগুলোকে ছড়া হতে ছিন্ন করে আনলে না ? তিনি জবাব দিলেন, আমি চাই আপনারা নিজেরাই বেছে বেছে নিজেদের হাতে ছিঁড়ে খেজুর খান। অতঃপর তারা খেজুর খেলেন ও ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। পানাহার শেষ হলে পর নবী করীম (সা) বললেন, আমার প্রাণ যাঁর মুঠির মধ্যে তাঁর শপথ! এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। এই শীতল ছায়া, এই ঠাণ্ডা পানি সম্পর্কে।

আবূ কুরাইব......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে বললেন, চল আমরা আবুল হাইসাম ইব্‌ন তীহান আনসারীর ঘরে যাই। তাঁদেরকে নিয়ে সেখানে উপনীত হলে ইব্‌ন হাইসাম তাঁদেরকে নিয়ে এক খেজুর বাগানে উপস্থিত হলেন এবং এক ছড়া খেজুর তাঁদের সম্মুখে এনে রাখলেন। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি নিজে কেন এই খেজুরগুলোকে ছড়া হতে বিচ্ছিন্ন করে আনলে না? তিনি জবাবে বললেন, আমি চাই আপনারা বেছে বেছে ও নিজেদের হাতে ছিঁড়ে খেজুর খান। অতঃপর তাঁরা পরিতৃপ্তির সাথে খেজুর খেলেন ও ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। পানাহার শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যাঁর মুঠির মধ্যে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই শীতল ছায়া, সুমিষ্ট খেজুর ও এই ঠাণ্ডা পানি সম্পর্কে।

সালেহ ইব্ন মিস্‌মার......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) একইরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর শেষে এই শীতল ছায়া, সুমিষ্ট খেজুর ও এই ঠাণ্ডা পানির কথাও উল্লেখ করেছেন।

আলী......রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্ত করা গোলাম আবূ আসীব হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাত্রে নবী করীম (সা) আমাকে সাথে নিয়ে নির্গত হলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-কে ডেকে তাঁর সংগে নেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে এক আনসার সাহাবীর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং বলেন, আমাদেরকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দাও। অতঃপর আনাসার সাহাবী তাঁদের সম্মুখে এক ছড়া খুরমা ও ঠাণ্ডা পানি পরিবেশন করলে তাঁরা পরিতৃপ্তির সাথে পানাহার শেষ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এতদশ্রবণে হযরত উমর (রা) খেজুরের ছড়াটি নিয়ে এমন জোরে মাটিতে আছাড় মারেন যাতে খেজুরগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার এ কাজটি সম্পর্কেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ! তোমাদের প্রত্যেকটি আমল সম্পর্কেই জবাবদিহি করতে হবে।

ইয়াকূব......আবূ নাসর হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে একত্রে এক মজলিশে সুস্বাদু দ্রব্যাদি পানাহারের পর বলেন, এটাই হলো উত্তম নিয়ামতরাজি যে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মুজাহিদ ইব্ন মূসা...... মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই সূরার শেষ আয়াত যার অর্থ 'এর পর অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে' তিলাওয়াত করেন; তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেসে করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কি ধরনের নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে ? জবাবে তিনি বলেন, সব রকমের নিয়ামত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্‌রাহীম ও হুসায়ন ইব্ন আলী......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ-তা'আলা বান্দাদেরকে সর্ব প্রথম তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যেমন আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থের অধিকারী করি নি ? তোমাকে কি ঠাণ্ডা পানি পান করার জন্য দিই নাই? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইব্ন হুমায়দ...... সাবিত বুনানী সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যে নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা হলো খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে।

মিহরান......বাশার ইব্ন আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবূ উমামা হতে শ্রবণ করেছি 'কিয়ামতের দিন যে নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা হলো গমের রুটি ও সুস্বাদু পানীয়।'

মিহরান......বাকর ইব্ন আতীক হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সাঈদ ইব্ন যুবায়র একপাত্র মধু আনয়ন করে বলেন, এটা ঐ নিয়ামত, যা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ঐ সমস্ত সম্পদ ও নিয়ামত, যা মানুষ পার্থিব দুনিয়ায় ভোগ করে থাকে। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন আমর ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এই আয়াতের অর্থ হলো তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পার্থিব জীবনের যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্-পাকের কালাম ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এই আয়াতে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি সম্পর্কে বান্দাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

অবশ্য হাসান ও আবূ কাতাদাহ হতে এক বর্ণনায় জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস সম্পর্কে বনী আদমকে প্রশ্ন করবেন না। যথা ঃ তার পরিধেয় বস্ত্র, ক্ষুধার অন্ন ও বসবাসের জন্য বাসস্থান সম্পর্কে।

এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, প্রকাশ্য আয়াতের দৃষ্টিতে যখন দেখা যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য প্রদত্ত সমস্ত নিয়ামতরাজি সম্পর্কে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন এরূপ বক্তব্য অযৌক্তিক যে তিনি কিছু কিছু নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

এখানেই সূরা তাকাসুরের তাফসীর শেষ হলো।

Contents

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

সূরা আসর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৩, রুকু-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَالْعَصْرِ ۙ (٢) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ (٣) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

১. মহাকালের শপথ! ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একে অন্যকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যধারণের উৎসাহ প্রদান করেছে।

তাফসীর

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আল-আসর বা সময়ের শপথ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন আসর শব্দের অর্থ চলমান কালস্রোত, যা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

আবূ সালেহ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْعَصْرِ এর অর্থ দিনের একটি বিশেষ অংশ, যা আসরের সময় হিসেবে পরিচিত।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَالْعَصْرِ শব্দের অর্থ সন্ধ্যার সময়। এখানে যে কালের শপথ করা হয়েছে এতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই গণ্য। কেননা কাল বা সময় স্রোত বলতে যেমন অতীতকালকে বুঝায়, তেমনি বুঝায় চলমান সময় স্রোতকেও। এতে বর্তমান বলতে কোন দীর্ঘ সময় নাই; বরং প্রতিটি মুহূর্তেই অতিবাহিত হয়ে অতীতের গর্ভে পুঞ্জীভূত হয়। আর অনাগত প্রতিটি মুহূর্ত আগত হয়ে ভবিষ্যতকে বর্তমান, এবং বর্তমানকে অতীত বানিয়ে দেয়। কাজেই সব ধরনের 'কালই এর মধ্যে গণ্য। আর এই চলমান সময় স্রোতের শপথ করার সঠিক তাৎপর্য এই যে, কালের যে অংশ এখন চলছে, তা আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য এক-এক ব্যক্তি ও এক-এক জাতিকে আল্লাহর দেয়া সময় বা অবকাশ মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ এই আয়াতের অর্থ 'মানুষ অবশ্যাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।' এখানে اَلْاِنْسَانَ শব্দটি একবচন যার অর্থ মানুষ। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলোতে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তা থেকে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। এ কারণে এটা অনস্বীকার্য যে, এখানে 'ইনসান' শব্দটি দ্বারা মানুষ জাতি বুঝায়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি এবং সমগ্র মানব সমাজ সকলেই সমানভাবে এতে শামিল। কাজেই উপরোক্ত চারটি গুণের অধিকারী যারা নয়, তারা সকলেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা সর্বদিক দিয়া সর্বাবস্থায় সত্য। কেননা এই গুণ হতে বঞ্চিত এক ব্যক্তি কিংবা জাতি বা হোক দুনিয়ার সব মানুষ, সকলের জন্যই এটা প্রযোজ্য।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, কিন্তু এরা নয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। এখানে ঈমান আনা ও নেক আমল করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে মনে-প্রাণে স্বীকার করেছে এবং তাঁর নির্দেশিত ফরয কাজগুলো সম্পাদন করেছে ও তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থেকেছে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ অর্থাৎ 'তারা একে অন্যকে হক উপদেশ প্রদান করেছে।' এখানে হক উপদেশের তাৎপর্য হলো তারা লোকদেরকে অন্যায় ও অসত্য পথ হতে ন্যায় ও সত্যের প্রতি দাওয়াত প্রদান করেছে। যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ এই আয়াতের বর্ণিত 'হক' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলা বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ এই আয়াতে বর্ণিত 'হক' শব্দের অর্থ কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহ কিতাব।

ইমরান ইব্‌ন বাকর...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্‌র বাণী وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ এই আয়াতের বর্ণিত بِالْحَقِّ শব্দের অর্থ كِتَابُ اللّٰه বা আল্লাহর কিতাব।

অতঃপর আল্লাহ-তা'আলা তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ অর্থাৎ 'তারা একে অন্যকে ধৈর্য-ধারণের উৎসাহ প্রদান করেছে।' যেমন ঃ

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ এই আয়াতের বর্ণিত 'সবর' শব্দের অর্থ طَاعَةُ اللّٰه বা আল্লাহ তা'আলা আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করা।

ইমরান ইব্‌ন বাকর......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-পাকের বাণী ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ এই আয়াতে বর্ণিত 'সবর' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুসরণ করা।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ এই আয়াতে বর্ণিত الصَّبْرِ শব্দের অর্থ طَاعَةُ اللّٰه বা আল্লাহ-তা'আলার অনুসরণ।

এখানেই সূরা আসরের তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

সূরা হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৯, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ (٢) الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ (٣) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ (٤) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ (٥) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ (٦) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ (٧) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ (٨) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ (٩) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۠

১. এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস, যে লোকদের সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দা করে। ২. যে লোক অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বার বার গণনা করে। ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। ৪. কক্ষণই নয়, সে ব্যক্তি তো অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। ৫. আর তুমি কি জান, হুতামা কি ? ৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ৭. যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। ৮. এটা ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে ৯. উঁচু উঁচু স্তম্ভে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ 'এমন ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস যে লোকদের সম্মুখে ও পাশ্চাতে গালাগালি ও নিন্দাবাদ করে।' আরবী ভাষায় হুমাযাহ্ ও 'লুমাযাহ্' শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায়ই সমার্থবোধক। আরবী ভাষাভাষী কিছু লোক 'হুমাযাহর' যে অর্থ বলেন, অন্যেরা ঠিক সেই অর্থেই বলেন 'লুমাযাহ্' শব্দ। কাজেই শব্দ দু'টিই মিলিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ

মাস্‌রূক ইব্‌ন আবান......আবুল জাওয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য ধ্বংসের খবর প্রদান করেছেন যারা চোগলখুরী ও কূটনামী করে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে উত্তেজিত করে বন্ধুদেরকে পরস্পরের শত্রু বানায়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত هُمَزَةٍ শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি অন্যের গোশত খায় অর্থাৎ পরনিন্দা করে এবং لُّمَزَةٍ শব্দের অর্থ যে অন্যকে

অভিসম্পাত করে বা কলংকিত করে। অবশ্য মুজাহিদ হতে উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের অর্থ বিপরীতভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

আবূ কুরাইব......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ যে অন্যকে অভিসম্পাত করে, কলংকিত করে এবং 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি অন্যের গোশত খায় বা পরনিন্দা করে।

মাসরূক ইব্ন আবান......মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য মুজাহিদ হতে এর বিপরীত বর্ণনাও উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ্' শব্দের অর্থ পরনিন্দাকারী এবং 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ অভিসম্পাতকারী।

অনুরূপভাবে বাশার....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি পরনিন্দা ও পরচর্চা করে এবং 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ, যে ব্যক্তি অন্যকে অভিসম্পাত করে।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো এমন সকল ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে এবং অন্যকে অভিসম্পাত ও বিদ্রুপ করে।

ইব্ন হুমায়দ......আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত هُمَزَةٍ শব্দের অর্থ যে লোকদের সম্মুখে নিন্দা করে এবং لُّمَزَةٍ শব্দের অর্থ যে লোকদের পশ্চাতে নিন্দাবাদ করে।

ইব্ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে, বিদ্রুপ করে, চোখে কটাক্ষ করে, চোগলখুরী ও কূটনামী করে এবং অন্যের কলংক রটায়। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, এদের ধ্বংস নিশ্চিত।

হারিস......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ যে অন্যকে দেখে অংগুলি সংকেত করে এবং 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ, যে মুখ দ্বারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ যে কাউকে দেখে অংগুলি সংকেত করে ও চোখে কটাক্ষ করে এবং 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ রটায় ও চোগলখুরী করে ও বন্ধুদেরকে পরস্পরের শত্রু বানায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এই শব্দ দ্বারা মুশরিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা এই সূরায় জাহিলী সমাজের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের নমুনা পেশ করে প্রকারান্তরে লোকদের নিকট এই প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে যে, এই ধরনের স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের পরিণামে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কি হতে পারে ? কারো কারো মতে এর দ্বারা জামিল ইব্ন আমের বা আখনাস ইব্ন সুরাইকের মত কাফিরের বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ........হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে মুশরিকদের চরিত্রের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা লোকদেরকে ঘৃণা ও অপমান করে, চোগলখুরী ও কূটনামী করে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বন্ধুদেরকে পরস্পর শত্রু বানায়।

হারিস......রাক্কার একজন অধিবাসী হতে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা হুমাযাহ্ জামিল ইব্‌ন আমের জুমাহির কারণে অবতীর্ণ হয়। কেননা সে উপরে বর্ণিত চরিত্রের কট্টর মুশরিক ছিল।

হারিস......অরাকা জামিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দ দ্বারা কেবল জামিল ইব্‌ন আমের জুমাহিকেই বুঝান হয় নাই; বরং অনাগত ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে এরূপ কুটিল চরিত্র ও স্বভাবের যত লোক আগমন করবে, সকলকে বুঝান হয়েছে। কেননা এদের সকলের পরিণতি একইরূপ হবে এবং জাহান্নাম হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' বিশেষণ দুটি কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নির্ধারিত নয়; বরং এই চরিত্রের অধিকারী যারা, তাদের সবাই এর অন্তগর্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ অর্থাৎ 'যে লোক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে ও তা বারবার গণনা করে।' এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, সেই ব্যক্তি অন্যদের অপমান-লাঞ্ছনার জন্য যে কাজ করে, তা তার ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও অহঙ্কারের দরুনই করে। এখানে جَمَعَ مَالاً শব্দের অর্থ এই যে, সে বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করে। আর 'গুণে গুণে রাখে' এই শব্দ দ্বারা সে ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ পূজার হীন মানসিকতা চোখের সামনে ভেসে উঠে।

এই আয়াতের ক্বিরআতে (পঠন পদ্ধতিতে) ক্বারীদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মদীনার অধিবাসীদের মধ্য হতে আবূ জাফর এবং কূফার ক্বারী আসিম ছাড়া আর সমস্ত ক্বারী جَمَّعَ শব্দটির ميم শব্দটিতে তাশ্‌দীদ সহকারে পড়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। অপরপক্ষে আবূ জা'ফর ছাড়া মদীনা ও হিজাযের সমস্ত ক্বারী এবং আসিম ছাড়া কূফা ও বসরার সমস্ত ক্বারী جَمَعَ শব্দটিকে তাশ্‌দীদ ব্যতিরেকেই পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সমস্ত ক্বারীর অভিমত এই যে, وَعَدَّدَهُ শব্দের دال শব্দটি অবশ্যই তাশ্‌দীদযুক্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ অর্থাৎ 'সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।' এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ধন-সম্পদের মোহে সে ব্যক্তি এরূপ মনে করে যে, অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তনী জীবন প্রদান করবে, তাহাকে চিরকাল রক্ষা করবে ও বাঁচাবে। এই ভাবে সে তার মৃত্যুর কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে যায়। একদিন যে তাকে এই মায়াময় মণি-কাঞ্চনের মোহ পরিত্যাগ করে এই দুনিয়া হতে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে বিদায় গ্রহণ করতে হবে, সে কথা আদৌ সে ব্যক্তি স্মরণ করে না।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন كَلاَّ শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, এরূপ কক্ষণ-ই নয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ কখনই মানুষের জন্য চিরন্তন জীবন ধারণের কারণ হতে পারে না, বরং প্রকৃত সত্য এই যেমন কালাম পাকের ভাষায় ঃ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ অর্থাৎ সে ব্যক্তি তো অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে বা সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। আর হুতামাহ হলো একটি জাহান্নামের নাম। حُطَمَةٌ শব্দটি حُطَم হতে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। এ জাহান্নামের নাম এই জন্য হুতামাহ রাখা হয়েছে যে, এতে যাই নিক্ষিপ্ত হবে, এর অন্তহীন গভীরতা ও আগুনের প্রচণ্ডতা দ্বারা তাকে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

কেউ কেউ আয়াতটি لَيُنْبَذَنَّ পড়েছেন যার অর্থ এই হুতামাহ জাহান্নামে 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' এই দুই বিশেষ বিশেষায়ণে বিশেষত চরিত্রের লোকেরাই কেবল অবস্থান করবে। অন্য কোন পাপীকে সেখানে রাখা হবে না।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ অর্থাৎ 'তুমি জান, সেই হুতামা কি ?' এখানে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, হে নবী! তুমি কি জান সেই হুতামাহ কি ? আল্লাহ পাক স্বয়ং এর জবাব প্রদান করে বলেছেন ঃ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ 'এটা আল্লাহের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে।' এখানে জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ্‌র আগুন বলা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন স্থানেই কালাম পাকে জাহান্নামকে আল্লাহ্‌র আগুন বলা হয় নি। এখানে আল্লাহ্‌র আগুন বলায় একদিকে যেমন তার ভয়াবহতা প্রকাশিত হয়েছে, তদ্রূপ অপরদিকে এটা জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ পেয়ে যারা গৌরব-অহংকারে নিমজ্জিত হয়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন এবং তাদের প্রতি তীব্র ক্রোধের দৃষ্টি অবশ্যই নিক্ষেপ করবেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 'তা এদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে' অর্থাৎ জাহান্নামের অপরাধী লোকদেরকে নিক্ষেপ করার পর উপর হতে এর মুখ এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে যে, কোন দরজা খোলা থাকা তো দূরের কথা, কোথাও একটি ছিদ্রও থাকবে না। যেমন ঃ

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, مُؤْصَدَةٌ শব্দের অর্থ ঢেকে বন্ধ করে দেয়া।

উবায়দ ইব্‌ন আসবাত......আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مُؤْصَدَةٌ শব্দের অর্থ ঢেকে বন্ধ করে দেয়া।

ইব্‌ন হুমায়দ......সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, দোযখের কোন একজন বাসিন্দা এইভাবে সহস্র বৎসর ধরে চীৎকার করতে থাকবে যে, ইয়া হান্নান! ইয়া মান্নান! আমার প্রতি আপনার খাস অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে নির্দেশ দিবেন, হে জিবরাঈল! তুমি আমার এই বান্দাকে দোযখ হতে বের করো। হযরত জিবরাঈল (আ) সেই বান্দাকে বাইরে আনতে গিয়া দেখতে পাবেন যে, জাহান্নামের মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবেন, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উপর ঢাকনা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতদশ্রবণে দয়াময় আল্লাহ বলবেন, হে জিব্‌রাঈল ! তুমি তা খুলে ফেল এবং আমার বান্দাকে বাইরে আন। অতঃপর তিনি সেই বান্দাকে কালো কয়লার মত অবস্থায় বাইরে এনে জান্নাতের উপকূলে নিক্ষেপ করবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা, পশম ইত্যাদি সবই তৈরি করে তার নতুন জীবন প্রদান করবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مُؤْصَدَةٌ শব্দের অর্থ مغلقة বা বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ এই আয়াতে বর্ণিত مُؤْصَدَةٌ শব্দের অর্থ ঢেকে বন্ধ করে দেয়া। কেননা আবরদের মধ্যে এরূপ প্রচলিত আছে যে, তারা দরজা বন্ধ করার জন্য غلق الباب এর পরিবর্তে اوصد الاباب -ও ব্যবহার করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থাৎ 'তাদেরকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখা হবে।'

ক্বারী সাহেবগণ এই আয়াতের ক্বিরআতের মধ্যে মতভেদ করেছেন। মদীনা ও বসরার সমস্ত কারীর অভিমত এই যে, عَمَد অর্থাৎ শব্দটির প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর অবশ্যই যবরবিশিষ্ট হবে। অবশ্য কূফার ক্বারীগণের মতে عُمُد শব্দটির প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর অবশ্যই পেশবিশিষ্ট হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এরূপ দুই ধরনের ক্বিরআতই সহীহ ও বহুল প্রচলিত। কেননা এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ উপরোক্ত আয়াতটি এভাবে পড়তেন ঃ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ। যার অর্থ এই যে, জাহান্নামের দরজাসমূহ উপর হতে বন্ধ করার পর উপরের দিকে বড় বড় স্তম্ভ বসিয়ে দেয়া হবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ......আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা পাপীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর এর দরজাসমূহ উপর হতে বন্ধ করে দেবেন এবং এর উপরের দিকে বড় বড় স্তম্ভ বসিয়ে দেবেন। এই সময় তাদের গলদেশ লৌহ জিঞ্জির দ্বারা বাঁধা থাকবে যা ধরে টেনে তাদেরকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

ইউনুস......ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এই আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, জাহান্নামের দরজাসমূহ উপর হতে বন্ধ করার পর এর উপরের দিকে বড় বড় স্তম্ভ বসিয়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ ঃ এই অপরাধী লোকদেরকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখা হবে। আর তৃতীয় অর্থ হলো, সেই আগুনের লেলিহান শিখাসমূহ লম্বা স্তম্ভের মত উর্ধ্বদিকে উঠতে থাকবে এবং এইভাবে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এই আয়াতের অর্থ হলো পাপীদেরকে জাহান্নামের উঁচু উঁচু স্তম্ভের সাথে বেঁধে শাস্তি প্রদান করা হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এই আয়াতের অর্থ হলো জাহান্নামীদেরকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সাথে বেঁধে আযাব দেয়া হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ জাহান্নামীদেরকে একটি উঁচু স্তম্ভের সাথে বেঁধে শাস্তি প্রদান করা হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ পাপীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আমলামীন কিভাবে তাদের পাপের বিনিময়ে শাস্তি প্রদান করবেন তা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। তবুও এই ব্যাপারে যতটুকু বলা সম্ভব, তা অবশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানেই সূরা হুমাযার তাফসীর সমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ (٢) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝ (٣) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ (٤) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ (٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সাথে কি করেছেন ? ২. তিনি কি তাদের কৌশলকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেন নাই ? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। ৪. যারা তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে নবী! তুমি কি দেখ নাই, তোমার রব্ব হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ? যারা সুদূর ইয়েমেন থেকে হাবশী বাদশাহ আবরাহার নেতৃত্ব কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ অর্থাৎ 'তিনি কি তাদের কৌশলকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেন নাই' ? কেননা তারা যে কাবাঘর বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেন। যেমন আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ অর্থাৎ তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। طَيْرًا اَبَابِيْلَ শব্দ দ্বারা 'আবাবিল' নামের এক জাতীয় পাখি আছে বলে আমরা জানি। কিন্তু আরবী ভাষায় اَبَابِيْلَ শব্দের অর্থ বহু সংখ্যক, ভিন্ন ও বিভিন্ন দল, যা বিক্ষিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্যপানে ছুটে আসে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইকরামা ও হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বলেন, এই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি লোহিত সাগরের দিক হতে এসেছিল। সাঈদ ও ইব্‌ন যুবায়র বলেন এ ধরনের পাখি না আগে কখনো দেখা গিয়েছে, না পরে দেখা গিয়েছে। এগুলো নজদের পাখি ছিল, না হিজাযের, না তিহামার- হিজায ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এলাকার, তা কেউই বলতে পারে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এদের চঞ্চুতো

পাখির মতই ছিল, আর পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত। হযরত ইকরামা (রা) এও বলেছেন যে, এই পাখিগুলোর মাথা ছিল শিকারী পাখির মাথার মতই।

সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ...... হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ-এর অর্থ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন দল।

ইব্‌ন বাশার...... আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, طَيْرًا اَبَابِيْلَ এর অর্থ বহু সংখ্যক ও বিভিন্ন দল।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এর অর্থ যারা বিভিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্যপানে ছুটে আসে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এই আয়াতে বর্ণিত اَبَابِيْلَ শব্দের অর্থ যারা বিভিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্যপানে ছুটে আসে এরূপ পক্ষীকূল।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, طَيْرًا اَبَابِيْلَ অর্থ বহু সংখ্যক, বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন পাখির দল।

আবূ কুরায়ব...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবাবিল শব্দের অর্থ বহু সংখ্যক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ শব্দের অর্থ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন পাখির দল, যারা বিভিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্যপানে ছুটে যায়।

হুসায়ন......যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এর অর্থ এমন পাখির দল, যা একই লক্ষ্য পানে ছুটে যায়।

ইউনুস....... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এখানে আবাবিল শব্দের অর্থ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দল, যারা একই লক্ষ্য পানে বিভিন্ন দিক হতে ছুটে আসে। কেউ কেউ বলেছেন এরা ছিল সামুদ্রিক পাখি যা লোহিত সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল। যাদের বর্ণ ছিল কারো মতে শাদা, কারো মতে কালো এবং কারো মতে সবুজ। আর তাদের চঞ্চু ছিল পাখির চঞ্চুর মতই আর পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত।

ইয়াকূব...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরিন হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এই আয়াতে বর্ণিত 'আবাবিল' শব্দের অর্থ এমন ধরনের পাখি যাদের চঞ্চুতো পাখির মতই ছিল কিন্তু পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত।

ইয়াকূব...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এর অর্থ এমন এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি, যাদের রং ছিল সবুজ এবং ওদের মাথাগুলো ছিল শিকারী পাখির মাথার মত।

ইব্‌ন বাশার...... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এর অর্থ এমন এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি, যাদের রং কালো এবং প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে একটি ও পাঞ্জায় দুইটি করে পাথরের টুকরা ছিল।

ইব্‌ন হুমায়দ...... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, طَيْرًا اَبَابِيْلَ হলো এক প্রকার কালো সামুদ্রিক পাখি, যারা চঞ্চু ও পাঞ্জায় পাথর কুচি বহন করেছিল।

মিহ্‌রান...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সমস্ত পাখিদের চঞ্চুতো পাখির মতই ছিল, কিন্তু তাদের পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত।

আবূ কুরায়ব...... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবাবিল হলো এক প্রকার সামুদ্রিক পাখি যারা চঞ্চুতে ও পায়ের পাঞ্জায় পাথরের নুড়ি বহন করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ 'যারা তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে।' আর এই প্রস্তর নিক্ষেপ কাণ্ড ঘটেছিল হাবশী বাদশাহ আব্‌রাহার হস্তীযুথের উপর।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ এর অর্থ সিজ্‌জীল ধরনের পাথর। আর এ বলে সেই পাথর বুঝানো হয়েছে যা মাটির গোলা হতে বানানো হয়েছে ও আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে।

হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ এর অর্থ যারা তাদের উপর মাটির গোলা হতে বানানো পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

ইব্‌ন মুসান্না...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সিজ্জীল' এই শব্দটি 'সং' ও 'গিল' এই দুইটি ফারসী শব্দ জুড়ে আরবী বানানো হয়েছে। আর এ বলে সেই পাথর বুঝানো হয়েছে, যা মাটির গোলা হতে বানানো হয়েছে ও আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে।

ইয়াকূব...... হযরত ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই ধরনের পাখি না আগে কখনো দেখা গিয়েছে, না পরে দেখা গিয়েছে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইব্‌ন আবূ আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, পাখিরা যে কংকর বর্ষণ করেছিল, তা কাল্‌চে লাল বর্ণের মটরের ছোট্ট দানার মত আকারের ছিল।

ইব্‌ন বাশার..... মূসা ইব্‌ন আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, পাখিরা আব্‌রাহার সৈন্য দলের উপর যে প্রস্তব নিক্ষেপ করেছিল, তা কালচে লাল বর্ণের মটরের ছোট্ট দানার মত আকারের ছিল।

আবূ কুরায়ব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে 'সিজ্জীল' শব্দটি ফারসীতে 'সঙ' ও 'গিল' এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। আর এর দ্বারা সেই পাথর বুঝানো হয়েছে, যা মাটির গোলা হতে বানানো হয়েছে ও আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে।

আবূ কুরায়ব...... হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আযমী ভাষায় সিজ্জীলের' মূল উৎস হলো 'সঙ' ও 'গিল'। এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে 'সিজ্জীল' হয়েছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা)-হতে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেকটি পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ে দুইটি পাথরের কুচি ছিল। যা তারা আল্লাহদ্রোহী আব্‌রাহা বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করেছিল।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আব্‌রাহা বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করেছিল, তারা ছিল পাখি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই পাখিগুলোর বর্ণ ছিল শাদা যারা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরের দিক হতে আগমন করেছিল এবং প্রত্যেকটি পাখির চঞ্চুতে একটি ও পায়ে দুইটি করে কংকর ছিল এবং তা যার উপর নিক্ষিপ্ত হতো, সে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

ইউনুস...... ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন যে, যার উপর এই পাথর কুচি পড়ত, তার দেহ তখনি বিগলিত হতে শুরু করত।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ এর স্থানে مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا। অর্থাৎ আসমান হতে তাদের উপর কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এই অর্থ হবে। যেমন ঃ

ইউনুস...... যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ এই আয়াতে বর্ণিত 'সিজ্জীল' শব্দের অর্থ পৃথিবীর উপরিভাগের প্রথম আকাশ। যেখানে হতে আল্লাহদ্রোহী আব্‌রাহা

ও তার হস্তীযুথের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর তা ছিল আল্লাহর তরফ হতে তাদের জন্য প্রকাশ্য আযাব। কেননা তারা বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘরের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুদূর ইয়েমেন হতে সেখানে আগমন করেছিল।

ইব্ন হুমায়দ...... ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়েমেনের বাদশাহ আব্রাহা সানায় একটি গীর্জা নির্মাণ করে এর নাম রাখে আল-কালিম বা আল-কুলাইস। অতঃপর সে হাবশী সম্রাট নাজ্জাশীকে এক পত্রে জানায় যে, আমি আরবদের হজ্জ অনুষ্ঠান কা'বা হতে এই গীর্জায় স্থানান্তরিত না করে ছাড়ব না।

ঐতিহাসিক ইব্ন কাসীর লিখেছেন, ইয়েমেনে সে তার এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে, আর এইরূপ ঘোষণার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরবদেরকে রাগান্বিত করা। কেননা তারা যদি রাগান্বিত হয়ে কোন অশোভন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তাকে উপলক্ষ বানিয়ে সে মক্কার উপর আক্রমণ চালিয়ে কা'বা শরীফ বিধ্বস্ত করার সুযোগ পাবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক এটাও লিখেছেন যে, আব্রাহার উক্ত ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব গোপনে গীর্জায় প্রবেশ করে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছিল।

ইব্ন কাসীরের বর্ণনামতে এটা ছিল জনৈক কুরায়শের অপকর্ম।

অপরপক্ষে মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শদের কতিপয় যুবক এই গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নয়। কেননা আব্রাহার উক্ত ঘোষণার উদ্দেশ্যই ছিল আরবদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা। সে যাই হোক, আব্রাহার নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছল যে, মক্কার কাবার ভক্তেরা তার নির্মিত গীর্জার অপমান ও অবমাননা করেছে, তখন সে এরূপ শপথ করল যে, কা'বা বিধবস্ত না করা পর্যন্ত সে একমুহূর্তও স্থির হয়ে বসবে না। এই উদ্দেশ্যে সে ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৩টি হস্তি ও ৬০ হাজার সৈন্যসহ মক্কার দিকে রওয়ানা হলো। সর্ব প্রথম যূ-নফর নামক জনৈক ইয়েমেন সরদার আরবদের একটি বাহিনী নিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু সে আব্রাহা বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করে ও পরে বন্দী হয়। অতঃপর খাশ্‌য়াম অঞ্চলের নুফায়ল ইব্ন হাবীব খাশ্‌য়ামী নামক জনৈক আরব গোত্রপতি আব্রাহা বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও বন্দী হয়। অতঃপর সে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আব্রাহার পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আব্রাহার বাহিনী যখন তায়েফের নিকটবর্তী হয়, তখন বনূ সকীফ এতবড় শক্তির মুকাবিলা করতে পারবে না মনে করে পিছনে হটে গেল এবং সন্ধি প্রস্তাব পেশ করল। এই জন্য তাদের মাসঊদ নামক জনৈক সরদার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আব্রাহার সাথে সাক্ষাত করল। তারা আব্রাহাকে বলল, 'আপনি যে উপাসনা কেন্দ্র ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন, তা আমাদের উপাসনালয় নয়। আপনার লক্ষ্যস্থল তো মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদের উপাসনালয়ের উপর আক্রমণ করবেন না। আমরা আপনাকে মক্কার পথ দেখাবার জন্য লোক সংগ্রহ করে দিব। আব্রাহা এই প্রস্তাব সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করে।

অতঃপর সন্ধি মুতাবিক বনূ সকীফ গোত্র আবূ রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে আব্রাহার সাথে পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। আবূ রিগাল মক্কায় পৌঁছানোর পূর্বেই আল্-মুগাম্মাস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর আরবরা দীর্ঘ দিন যাবত তার কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করত, কেননা সে শত্রু আব্রাহার পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করায় গোটা আরব জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়। অপরপক্ষে সমস্ত আরব জাতি বহুদিন পর্যন্ত বনূ সকীফ গোত্রের উপর এজন্যই অভিসম্পাত করত যে, তারা নিজেদের মা'বূদ 'লাতের' মন্দির রক্ষার জন্য আল্লাহ্র ঘরের উপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল।

অতঃপর আল-মুগাম্মাস নামক স্থান হতে আব্রাহা তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে অগ্রে পাঠিয়েছিল। এরা কুরায়শ ও তিহামার অধিবাসীদের অনেক পালিত পশু লুট করে নিয়ে গেল। এই সংগে তারা নবী করীম (সা)-এর দাদা

আবদুল মুত্তালিবেরও দুইশত উট নিয়ে যায়। আব্‌রাহা একজন দূতের মারফত এই সংবাদ পাঠায় যে, আমি মক্কার লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আসি নাই, বরং কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমার আসল উদ্দেশ্যে। অতএব তোমরা যদি আমার সাথে মুকাবিলা না কর তবে তোমাদের জানমাল নিরাপদ থাকবে। আবরাহা এ সংবাদও দেয় যে, মক্কার কোন সর্দার তার সাথে দেখা করতে চাইলে, অবশ্যই তারা এ সুযোগ পাবে। এ সময় মক্কার প্রধান সরদার ছিলেন আবদুর মুত্তালিব। তিনি দূতকে বললেন, আব্‌রাহার সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নাই। কা'বা তো আল্লাহ্‌র ঘর, তিনি চাইলে তিনি-ই তাঁর ঘর রক্ষা করতে অবশ্যই সক্ষম।

অতঃপর দূত বলল, আপনি আমার সংগে চলুন, আব্‌রাহার সাথে দেখা করে আসবেন। তিনি এতে রাযী হয়ে দেখা করতে গেলেন। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আব্‌রাহা তাঁকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তাঁর পাশে বসল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আপনার বাহিনীর লোকজন আমার যে উট লুট করে এনেছে, আমি তা ফেরত নেয়ার জন্য এসেছি। এতদশ্রবণে আব্‌রাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু আপনার এই কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোন মর্যাদা থাকল না। কেননা আপনি নিজের উটগুলোতো ফেরত নিতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনার ও আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বাঘর রক্ষার ব্যাপারে আপনি তো কোন কথাই বললেন না। জবাবে তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর আমি সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট দরখাস্ত করতে এসেছি। এই ঘরের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এর একজন রব্ব আছেন। তিনি নিজেই এর হিফাযত করবেন।

আব্‌রাহা বলল, সে আমার আক্রমণ হতে এই ঘরকে কখনও রক্ষা করতে পারবে না। উত্তরে আবদুল মুত্তালিব বললেন, ও ব্যাপারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। তা আপনিও জানেন, আর এই ঘরের যিনি মালিক তিনিও জানেন। এই বলে তিনি আব্‌রাহার নিকট হতে চলে আসেন। পরে সে তার উটগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, সেখানে আবদুল মুত্তালিবের উষ্ট্রের দাবির বিষয় উল্লেখ নাই। এজন্য আবূ নুয়াঈম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ, ইব্‌নুল মুনযির, ইব্‌ন মারদুবিয়া, হাকেম ও বায়হাকী তাঁদের সূত্রে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, আব্‌রাহা যখন আস-সিফাহ নামক স্থানে উপস্থিত হয়, তখন আবদুল মুত্তালিব তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনার নিজের এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল ? আপনার প্রয়োজনের কথা আমাদেরকে অবগত করালে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দিতাম। জবাবে আব্‌রাহা বলে, আমি শুনেছি কা'বা ঘর শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করে দেওয়ার জন্য এসেছি। তখন আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটা আল্লাহ্‌র ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি এর উপর কাউকেও চড়াও হতে দেন নাই। আব্‌রাহা উত্তরে বলল আমরা এটাকে বিধ্বস্ত না করে ফিরে যাব না। জবাবে আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনার যা প্রয়োজন তা আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করে ফিরে যান কিন্তু আব্‌রাহা তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব আব্‌রাহার নিকট হতে ফিরে এসে কুরায়শদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড হতে বাঁচার জন্য পরিবার-পরিজনসহ পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সাথে হেরেম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন, যেন তিনি আব্‌রাহার কোপানল হতে আল্লাহ্‌র ঘরকে ও তাঁর সেবকদেরকে রক্ষা করেন। আবদুল মুত্তালিব যে দু'আ করেন তার হুবহু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হলো ঃ

يارب انى لا ارجو لهم سواكا - يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاداكا - امنعهم ان يخربوا قراكا

"হে আমার প্রতিপালক! এদের মুকাবিলায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোন কিছু আশা করি না। হে আমার রব! এদের হাত হতে তুমি তোমার হেরেমের হেফাযত কর। (হে আল্লাহ!) এই ঘরের যে শত্রু, সে তোমারও শত্রু। অতএব তুমি এদেরকে তোমার জনবসতি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করা হতে বিরত রাখ।"

তিনি আরো বলেন ঃ

اللهم ان العبد يمنع رحله - فامنع رحلالك

لا يغلبن صليبهم - ومحالهم غدوا محالك

ان كنت تاركهم وقبلتنا - فامر ما بدالك

"ইয়া আল্লাহ! বান্দা নিজেই তার ঘরের সংরক্ষণ করে, আর তুমিও তোমার নিজের ঘরের হিফাযত কর। আগামীকাল যুদ্ধের সময় ওদের ক্রুশ ও চেষ্টা-তদবির যেন তোমার কলা-কৌশল ও ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় জয়ী না হতে পারে। আর তুমি যদি তাদেরকে ও আমাদের কিবলা ঘরকে এমনি-ই শত্রু কবলে ছেড়ে দিতে চাও; তবে তোমার যা খুশি তাই কর।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এইরূপ দু'আ করার পর আবদুর মুত্তালিব ও তাঁর সংগী-সাথীরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, আর প্রতীক্ষা করতে থাকলেন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করে কি করে তা দেখার উদ্দেশ্যে। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো কিন্তু তার নিজের হস্তি যা সকলের অগ্রভাগে ছিল, সহসা বসে পড়ল। এমতাবস্থায় হাতিটিকে খুবই চাপড়ানো হলো, চাবুক দিয়ে মারা হলো এবং একে এত মার মারা হলো যে, সে আহত হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও তা একবিন্দু নড়ল না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে চলতে চেষ্টা করলে তা দৌড়াতে শুরু করত কিন্তু মক্কার দিকে ফিরে চালাতে চেষ্টা করা হলে সাথে সাথেই বসে পড়ত এবং কোনক্রমেই তা সম্মুখের দিকে চলতে চাইত না। এই সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি চঞ্চু ও পাঞ্জায় পাথরের টুকরা নিয়ে উঠে এলো এবং কা'বা আক্রামণকারী আব্‌রাহার সেনাবাহিনীর উপর পাথর কুচির বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগত। যার শরীরে এই কংকর পতিত হতো, তার দেহ তৎক্ষণাৎ বিগলিত হতে শুরু করত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যার উপর এই পাথর কুচি পড়ত, সংগে সংগে তার দেহে ভয়ানক রকমের চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এই চুলকানির ফলে চামড়া ফেটে যেত ও শরীরের গোশত খসে ঝরে পড়তে শুরু করত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অন্য বর্ণনামতে দেখা যায় যে, দেহের গোশত ও রক্ত পানির মত করতে শুরু করত এবং অস্থি বের হয়ে আসত। স্বয়ং আব্‌রাহারও এই অবস্থা দেখা দিল এবং তার শরীরও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে যেতে লাগল। আর যেখান হতে গোশত ঝরে পড়ত, সেখান হতেই রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতো। এইরূপ অবস্থা দেখে নিরুপায় ও পাগলপারা হয়ে তারা ইয়েমেনের দিকে পালাতে লাগল এবং পথ-প্রদর্শক নুফাইল ইব্‌ন হাবীব খাশ্‌য়ামীকে ফিরে যাওয়ার পথ দেখানোর জন্য অনুরোধ করল। তখন সে তা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে বলল ঃ

اين المفر والاله الطالب - والاشرم من المغلوب غير الطالب

"এখন এখান হতে পালিয়ে যাওয়ার স্থান কোথায় ? যখন আল্লাহ্ নিজেই পশ্চাদ্ধাবন করছেন (অতএব এখন আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না) নাককাটা আব্‌রাহা তো পরাজিত, সে কিছুতেই বিজয়ী হতে পারে না।"

এইভাবে আল্লাহদ্রোহী আব্‌রাহার হস্তিবাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পালিয়ে বাঁচতে গিয়েও নানা জায়গায় পড়ে মরতে লাগল। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক যদিও ঠিক সেই সময়ই মরে শেষ হয় নাই, তবে তাদের অনেকেই সেখানে ধ্বংস হয় এবং কিছু লোক পালিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে মরে পড়ে থাকে। আবরাহা নিজেও খাশয়াম অঞ্চলে পৌছার পর মৃত্যুবরণ করে। এইভাবে মদ-মত্ত অহংকারী আব্‌রাহা দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইয়াকূব ইব্‌ন আতিয়া ইব্‌ন মুগিরা ইব্‌ন আখনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, পাথর কুচির স্পর্শ লাগলেই দেহে বসন্ত রোগ শুরু হয়ে যেত। আরব দেশসমূহে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বপ্রথম এ বৎসরেই দেখা দেয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ 'অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।' এখানে عصف শব্দের অর্থ 'শস্যের দানার উপর লেগে থাকা খোসা।' মানুষেরা মূল দানাটি বের করে নিয়ে খোসাটি ফেলে দেয়, যা সাধারণত অন্য কোন জীব-জন্তুতে ভক্ষণ করে বা অপর কোন কাজে লাগানো হয়। পশুরা তা খেলেও খাওয়ার সময় এর কিছু অংশ বাইরে পড়ে নিষ্পেষিত হয়। আলোচ্য আয়াতে ঠিক এই দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ এর অর্থ হলো গমের পাতা।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ এর অর্থ ভক্ষিত তৃণ।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ এর অর্থ পশুরা কোন কিছু খাওয়ার সময় এর কিছু অংশ যে বাইরে পড়ে নিষ্পেষিত হয়, তাই।

কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো শস্যদানার উপর লেগে থাকা খোসা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ এর অর্থ হলো ভক্ষিত তৃণ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... আবূ লাবিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ এর অর্থ উচ্ছিষ্ট খাদ্য অর্থাৎ খাওয়ার পর যে ভক্ষিত খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকে, তাই।

এখানেই সূরা ফীলের তাফসীর পরিসমাপ্ত হলো।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

সূরা কুরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ (٢) اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ (٣) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

(٤) الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

১. যেহেতু কুরায়শরা অভ্যস্ত হয়েছে। ২. অভ্যস্ত হয়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালের সফরে। ৩. কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা, ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

তাফসীর

ক্বারী সাহেবগণ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِيْلَافِهِمْ এই আয়াতের ক্বিরআতে (পঠন পদ্ধতিতে) মতবিরোধ করেছেন। আবূ জাফর ব্যতীত মিসরের ক্বারীগণের অভিমত হলো اِيْلَافِ। শব্দটি الف। হতে নির্গত হয়েছে। যার কয়েকটি অর্থ আছে, যথা ঃ আসক্ত হওয়া, অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া এবং বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া ইত্যাদি। এ সম্পর্কে কোন কোন আরবী ভাষাবিদের অভিমত এই যে, আরবী প্রবচন অনুযায়ী এটা বিস্ময় প্রকাশক অক্ষর। কেউ কেউ বলেছেন, মূল শব্দটি হলো الفهم। এখানে ى অক্ষরটি হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে اِيْلَافِ। শব্দটিই অধিকতর গ্রহণীয়। কেননা এখানে হাম্‌যার পর ى অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।

আখফাশ, কিসাঈ ও ফাররা প্রমুখ আরবী ভাষা বিশারদের অভিমত এই যে, لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ এর অর্থ কুরায়শদের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই তারা বিচ্ছিন্ন থাকার পর একত্রিত হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অসীলায় তারা বিদেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত ও এর সাহায্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেছে। এ সত্ত্বেও তারা এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা হতে দূরে থাকছে! ইব্‌ন জরীরও এইমতকে সমর্থন করেছেন এবং লিখেছেন, আরবী ভাষাভাষীরা যখন এই لام এর পর কোন কথা বলে, তখন সে কথাটাই একথা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে যে, তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোনরূপ আচরণ গ্রহণ করে, তা খুবই বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক হয় অর্থাৎ ঐ কথাটা থাকা সত্ত্বেও তাদের এইরূপ আচরণ হওয়া অনুচিত। কিন্তু খলীল ইব্‌ন আহমদ, সিবাওয়াহ ও যামাখ্‌শারী প্রমুখ আরবী ভাষাতত্ত্ববিদরা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিমত হলো এই لام টি কারণ সূচক এবং এটার সম্পর্ক হলো পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এর সংগে। কাজেই এটার অর্থ যদিও

কুরায়শদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম নিয়ামত রয়েছে তবুও অন্য কোন নিয়ামতের কারণে না হলেও এই একটিমাত্র নিয়ামতের কারণে তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। আর সেই নিয়ামতটি হলো, তারা এই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে। কেননা এই অবাধ ও শংকাহীন বিদেশ যাত্রার সুযোগ তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বড় নিয়ামত।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ إِيْلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ অর্থাৎ তারা শীতকাল ও গরমকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত, এতে তাদের কোন কষ্টই হয় না।

ইসমাঈল ইব্ন মূসা...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ এর অর্থ نعمتى على قريش বা কুরায়শদের জন্য আমার নিয়ামত।

আমর ইব্ন আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ এর অর্থ نعمتى على قريش অর্থাৎ কুরায়শদের জন্য আমার নিয়ামত।

ইউনুস...... যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ এটা পূর্ববর্তী সূরা আল-ফীলের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা সূরা ফীলের মধ্যে আল্লাহ্দ্রোহী আব্রাহা ও তার বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তাঁর কুদরতী বাহিনীর দ্বারা নাস্তানাবুদ করে কা'বা ও তাঁর হিফাযতকারী কুরায়শদেরকে রক্ষা করেন, তা বর্ণনা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে কুরায়শদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটা অতি বড় নিয়ামত।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ। অর্থাৎ তারা অভ্যস্ত হয়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ সফরে। এখানে কুরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন বিদেশ যাত্রার তাৎপর্য এই যে, গ্রীষ্মকালে কুরায়শরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য-যাত্রা করত, কেননা এই এলাকা তখন ঠাণ্ডা থাকত। আর শীতকালে তারা দক্ষিণ আরবের দিকে যাত্রা করত। তা এজন্য যে, তখন সেখানে গরম থাকত। তাদের বিদেশ যাত্রাকে এভাবে মৌসুম উপযোগী ও এর অনুকূল করে দেয়াও যে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ, এতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই কুরায়শদের উচিত আল্লাহ পাক প্রদত্ত এই নিয়ামতের শোকর স্বরূপ সব সময় তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শরা গ্রীষ্মকালে বসরার দিকে এবং শীতকালে ইয়েমেনের দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সফর করত এবং এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত তাদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত।

ইব্ন হুমায়দ...... আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ إِلْفِهِمْ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কুরায়শরা ব্যবসায়ী ছিল এবং এ জন্য তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য -সফরে যথাক্রমে ইয়েমেন ও সিরিয়ার দিকে চলে যেত।

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো কুরায়শরা বৎসরে দুইবার বাণিজ্যব্যপদেশে সফরে নির্গত হতো। তারা গরমের সময় শামদেশে এবং শীতের সময় ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হতো।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এই আয়াতের অর্থ হলো গ্রীষ্মকালে কুরায়শদের বাণিজ্য যাত্রা হতো শামের দিকে, কেননা এই এলাকা তখন ঠাণ্ডা থাকত এবং শীতকালে তারা ইয়েমেনের দিকে যাত্রা করত। কেননা এই সময় সে অঞ্চল গরম থাকত।

ইব্ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এ কারণেই বলা হয়েছে যে, তারা ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করত।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ অর্থাৎ 'কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের (কাবার) রবের বা প্রতিপালকের ইবাদত করা। এখানে এই ঘরের অর্থ কাবা ঘর। আল্লাহ্র তা'আলার এই কথাটির তাৎপর্য হলো কুরায়শরা যা কিছু নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা এই ঘরের কারণেই। আল্লাহদ্রোহী আব্রাহা ও তার হস্তীযুথের কবল হতে রক্ষা পাওয়া, তাদের বাণিজ্য কাফেলা সর্বদিকে নির্ভয়ে যাতায়াত করার সুবিধা এবং গোটা আরবদেশে তাদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সবই এ ঘরের দৌলতে সম্ভব হয়েছিল। কাজেই তাদের উচিত, এই মহাঅনুগ্রহশীল একমাত্র আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করা।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম...... হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি যখন মক্কার ঘরে মাগরিবের নামায আদায়ের সময় নামাযের মধ্যে এই সূরা পাঠকালে ঃ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ তিলাওয়াত করেন, তখন তিনি অংগুলি দিয়ে এই ঘরের দিকে ইশারা করেন।

আমর ইব্ন আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এই আয়াতে বর্ণিত هٰذَا الْبَيْتِ এর অর্থ এই ঘর বা কা'বা ঘর।

আমর ইব্ন আবদুল হামিদ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এর অর্থ কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। এখানে এই ঘর অর্থ কাবা ঘর।

অতঃপর আল্লাহ্র কালাম ঃ اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ অর্থাৎ 'যিনি তাদেরকে (কুরায়শদেরকে) ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন।' যেমন ঃ

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মক্কায় আসার পূর্বে কুরায়শরা আরবদেশে যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং অর্ধাহারে অনাহারে মরছিল, এই অবস্থার প্রতিই এখানে ইংগিত করা হয়েছে। মক্কায় এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পরই তাদের জন্য রিযকের দ্বার উম্মুক্ত হয়ে আসে। আর এটা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আর ফলশ্রুতি। কেননা তিনি দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমি আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার পবিত্র ও সম্মানিত ঘরের নিকটে ঘাস-পানিশূন্য এক উপত্যকায় এনে পুনর্বাসিত করেছি, যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব তুমি লোকদের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং রিযিক হিসেবে তাদের জন্য ফল পরিবেশন কর।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 'এবং তাদেরকে ভয়ভীতি হতে রক্ষা করে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।' অর্থাৎ যে ভয়-ভীতি হতে আরব ভূমির কোন লোকই মুক্ত নয়, বরং মারামারি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি যেখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, সেই ভয় হতে এখন এরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এই আয়াত ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আ ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا 'হে আমার রব্ব! এই শহরকে তুমি শান্তির শহরে পরিণত কর'-এর বাস্তব নমুনা। যেখানে পরবর্তীকালে সবাই সুখে ও শান্তিতে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এর অর্থ যিনি ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এমন সময় অবতীর্ণ হয় যখন গোটা আরবের কোন বস্তিতে একজন লোকও রাত্রিকালে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করতে বা ঘুমাতে

পারত না। কখন কোন্ অশুভ মুহূর্তে কোন লুণ্ঠনকারী বাহিনী অতর্কিতে এসে আক্রমণ করে বসে, এই ভয়ে কেউই গোত্রের বাইরে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু মক্কার কুরায়শগণ এ সমস্ত বিপদাপদ থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল। হেরেম শরীফের সেবকদের কাফেলা মনে করে তাদের অনিষ্ট চিন্তা করার মত সাহস ও কারো হতো না তাদের শুধু একটুকুই নয়, কোন কুরায়শ ব্যক্তি নিতান্ত একাকীও ভ্রমণকালে কেউ তার ক্ষতি করতে চাইলে তখন حرمى বা انا من حرم الله (আমি হেরেম শরীফের লোক) একথা বলাই আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট হতো এবং তার ধন-সম্পদও শত্রুর হাত হতে রক্ষা পেত।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এর অর্থ মক্কার কুরায়শদের জন্য কোনরূপ ভয়-ভীতির আশঙ্কা ছিল না। তাদের ছোট-বড় কাফেলা নির্ভয়ে দেশের সব অঞ্চলেই যাতায়াত করত। হেরেম শরীফের সেবক হিসেবে তাদের অনিষ্ট করার চিন্তাও কেউই করত না। এমকি কোন কুরায়শ নিতান্ত একাকী ভ্রমণকালেও শত্রু কবলিত অবস্থায় যদি বলত حرمى বা انا من حرم الله (আমি হেরেম শরীফের লোক) এতটুকু বলাই তার আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট হতো।

ইউনুস...... যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এ সময় অবতীর্ণ হয়, যখন গোটা আরবের কোন লোকই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রাত্রি যাপন করতে পারত না। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই সময় ও কুরায়শদের ছোট-বড় কাফেলা নিরাপদে ও নির্ভয়ে দেশের সব অঞ্চলে যাতায়াত করত। শত্রুর আক্রমণের কোন আশংকাই তাদের ছিল না।

হারিস...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এর অর্থ মক্কার কুরায়শরা সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ ছিল। 'আমি হেরেম শরীফের লোক', মাত্র এতটুকু বলাই তাদের আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট হতো।

আমর ইব্ন আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ-তা'আলার বাণী ঃ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এর অর্থ তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। এখানে এটা কুরায়শদের জন্য বলা হয়েছে। কেননা গোটা আবরবাসী যখন চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি, হত্যা-লুণ্ঠণ ও ধর্ষণের ভয়ে তটস্থ ছিল, তখনও আরবের কুরায়শরা নির্ভয়ে ও নিরাপদে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাতায়াত করত। আর তাদের এই নিরাপত্তার প্রাপ্তির একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তারা ছিল হেরেম শরীফের খাদিম। এমনকি কোন বিপদের সময় 'আমি হেরেম শরীফের লোক' বলাই তাদের আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট হতো।

এখানেই সূরা কুরায়শের তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৭, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ (٢) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ (٣) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ (٤) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ (٥) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ (٦) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ (٧) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

১. তুমি কি তাকে দেখেছ যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে? ২. তারা তো সেই-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, ৩. এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। ৪. সুতরাং ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য, ৫. যারা নিজেদের নামাযের প্রতি উদাসীন, ৬. যারা তা করে লোক দেখানোর জন্য, ৭. এবং তারা লোকদেরকে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস প্রদান করা হতে বিরত থাকে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ اَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ 'তুমি কি তাকে দেখেছ যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে ?' এই কথাটি হযরত নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আয়াতটির অর্থ, হে মুহাম্মদ (সা)! পরকালে কর্মফল দানের ব্যবস্থাকে যে লোক অসত্য মনে করে, তার অবস্থাটা কি, তা কি তুমি চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখেছ ?

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ। আয়াতে বর্ণিত بِالدِّيْنِ এর অর্থ يحكم الله عز وجل অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলার হুকুমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার অবস্থাটা কি তা কি, তুমি চিন্তা করে দেখেছ ?

হারিস......ইব্ন জারিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ اَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে বর্ণিত يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ এর অর্থ يُكَذِّبُ بِالْحِسَابِ বা হিসাব-নিকাশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অতঃপর আল্লাহ্র বাণী ঃ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ 'এরাতো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।' এর তাৎপর্য হলো সে ইয়াতীমের হক মেরে খায় এবং তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বেদখল করে তাকে ধাক্কা দিয়ে রূঢ়ভাবে বের করে দেয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্-তা'আলার বাণী : فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ। এই আয়াতে বর্ণিত يَدُعُّ الْيَتِيْمَ। এর অর্থ সে ইয়াতীমের হক মেরে খায় এবং তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বেদখল করে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : يَدُعُّ الْيَتِيْمَ। এর অর্থ, সে ইয়াতীমের সাথে রূঢ় আচরণ করে এবং তাকে আহার্য প্রদান করে না।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম : فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ। এর অর্থ ইয়াতীম তার নিকট সাহায্য চাইতে এলে তার প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার পরিবর্তে তাকে ধিক্কার দেয়, রূঢ় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয় এবং সে ইয়াতীমের উপর যুলম করে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : يَدُعُّ الْيَتِيْمَ। এর অর্থ সে ইয়াতীমের হক মেরে খায়, তার প্রতি রূঢ় আচরণ করে, তার উপর যুলম করে এবং তাকে ধাক্কা দিয়া তাড়িয়ে দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ। অর্থাৎ 'সে মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।' এই দৃষ্টিতে আয়াতের অর্থ হলো, গরীব-মিসকীনকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা মূলত দাতার নিজের খাবার জিনিস নয়; তা আসলে মিসকীনেরই হক যা দাতার নিকট আমানত স্বরূপ ছিল।

অতঃপর আল্লাহর বাণী : فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ 'সুতরাং ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাযের প্রতি উদাসীন'। এখানে ف অক্ষরটির অর্থ হলো প্রকাশ্যে পরকাল অবিশ্বাসীদের চারিত্রিক পরিচয় তো এখানে পেশ করা হলো। কিন্তু বাহ্যত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যারা পরকালকে সত্য মনে করে না, (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তার নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন কিভাবে করেছে, তা একবার লক্ষণীয়। অতএব মূল আয়াতটির অর্থ হলো : ধ্বংস মুসলমান সমাজের মধ্যে গণ্য সেই লোকদের জন্য, যারা নামাযের ব্যাপারে ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তারা কখনো নামায পড়ে, কখনো পড়ে না। পড়লেও নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। সময় যখন অতিক্রান্তপ্রায়, তখনও উঠি উঠি করেও উঠে না। শেষে তাড়াতাড়ি উঠে হয়ত দু-চারবার কপাল ঠোকানোর কাজ সেরে ফেলে। নামাযের জন্য উঠলেও অত্যন্ত অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা ও অননুরাগী মানসিকতা সহকারে, অনিচ্ছাসত্ত্বে যেন নামায নয়, একটা মস্ত বড় বিপদ এসে পড়েছে, কিংবা ঘাড়ের উপর যেন একটা দুর্বহ বোঝা চেপেছে, এরূপ আচরণ দেখায় এবং দুই ঠোকর দিয়ে তাড়াহুড়া করে ঘাড়ের উপর হতে তা নামিয়ে ফেলতে পারলেই যেন বাঁচে, এমনি ভাব দেখায়।

ইব্‌নুল মুসান্না......খালফ ইব্‌ন সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ হলো, তারা নামায পরিত্যাগ করে না; বরং তারা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না।

ইয়াকূব......মুস'আব ইব্‌ন সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী : عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ হলো তারা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না; বরং সময় যখন শেষ হতে চলে, তখনও উঠি উঠি করেও উঠে না। শেষে তাড়াতাড়ি উঠে হয়ত দু-চারবার কপাল ঠেকানোর কাজ সেরে ফেলে।

আমর ইব্‌ন আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত سَاهُوْنَ শব্দের তাৎপর্য হলো, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগিতা, অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে।

ইব্‌ন হুমায়দ......জাফর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ যারা ফরয নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না, বরং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সময় তাড়াতাড়ি উঠে দু-চারবার কপাল ঠোকানো কাজ সেরে ফেলে।

ইব্‌ন বাশার......মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত سَاهُوْنَ শব্দের অর্থ الترك لوقتها বা সময় মত নামায আদায় না করা।

আবূ সায়িব......মাসরূক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা।

ইব্‌ন হুমায়দ......আবূ দুহা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ ফরয নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করা।

ইব্‌নুল বারকী......মুসলিম ইব্‌ন্ সাবিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর অর্থ নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করা এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে মুনাফিকদের নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা মু'মিনদের দেখানোর উদ্দেশ্যে মাত্র নামায পড়ত। সত্যিকারভাবে আল্লাহ পাকের রিযামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা নামায আদায় করত না। যদ্দরুন তারা নামাযের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করত না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে মুনাফিকদের নামাযের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যারা প্রকাশ্যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যেনতেনভাবে নামায আদায় করলেও গোপনে তারা নামায পরিত্যাগ করত।

ইব্‌ন হুমায়দ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত سَاهُوْنَ শব্দের অর্থ নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করা, অলসতা করা, অত্যন্ত অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা ও অননুরাগী মানসিকতা সহকারে নামায আদায় করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত سَاهُوْنَ শব্দের অর্থ لاهون বা নামাযের প্রতি অন্যমনস্কতা ও অমনোযোগিতা প্রদানকারী।

বাশার........হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত سَاهُوْنَ শব্দের অর্থ غَافِلُوْنَ বা নামাযের প্রতি অলসতা প্রদর্শনকারীগণ।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ এর তৎপর্য হলো, নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি তারা আদৌ গুরুত্ব দেয় না। এমনকি নামায আদায় করা ও না করাকে তারা সমান মনে করে এরা হলো মুনাফিক। যেমন ঃ

যাকারিয়া ইব্‌ন আবান......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এরা ঐ ব্যক্তি, যারা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় করে না।

নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা মস্ত বড় মুনাফিকীর লক্ষণ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ 'তারা নামাযের জন্য আসে না, আসে অবজ্ঞাভরে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ করে না, তবে যা করে, তা নিতান্ত অনাগ্রহে।'

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ অর্থাৎ 'যারা লোক দেখানো জন্য নামায পড়ে।' এই বাক্যে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারা লোক দেখানো জন্য নামায পড়ে থাকে। অন্য লোক কাছে থাকলে তারা নামায পড়ে। আর দেখার জন্য কাছাকাছি কোন লোক না থাকলে তারা নামাযই পড়ে না।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ মুনাফিকরা একাকী থাকলে নামায আদায় করে না। আর প্রকাশ্যভাবে মু'মিনদের দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা নামায পড়ে থাকে।

ইব্‌ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ এই আয়াতে যাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তারা হলো মুনাফিক।

আবূ কুরাইব......ইব্‌ন আবূ নাজিহ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ....... মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

ইউনুস......হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত يُرَاءُوْنَ শব্দের অর্থ তারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে এবং লোকদেরকে অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়া হতেও বিরত থাকে।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُنَ এই আয়াতে প্রকাশ্যভাবে মুনাফিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যারা একান্ত আল্লাহর জন্য নয়, বরং লোক দেখানোর জন নামায পড়ে থাকে।

আলী......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُنَ এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে এবং অন্য লোক কাছে থাকলে নামায পড়ে, আর ধারে কাছে দেখার মত কোন লোক না থাকলে তারা আদৌ নামায পড়ে না এবং নামায পড়ার কোন প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না।

ইউনুস.....ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُنَ এই আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ পাকের রিযামন্দী ও সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে না, বরং লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ অর্থাৎ 'তারা লোকদেরকে অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হতেও বিরত থাকে'। এখানে مَاعُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন তাফসীর বিশারদ মনীষী বলেছেন ঃ 'মাউন' শব্দ দ্বারা 'যাকাত' বুঝানো হয়েছে। আর অনেক মনীষীর মতে 'মাউন' অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যথা ঃ দা, কুড়াল, লবণ, আগুন, পানি, খোন্তা, কোদাল, দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আন্তর্গত। লোকেরা সাধারণত এই সমস্ত জিনিস অন্যের নিকট হতে অল্প সময়ের জন্য চেয়ে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে থকে।

ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইব্‌ন মুসান্না......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইব্‌ন বাশার.....হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইউনুস......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতের অর্থ তারা তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা হতে বিরত থাকে অর্থাৎ যাকাত দেয় না।

মুহাম্মদ ইব্ন আম্মারাহ ও আহমদ ইব্ন্ হিশাম......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাঊন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইব্ন বাশার......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত আলী (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতের বর্ণিত مَاعُوْنَ শব্দের অর্থ الصدقة المفروضة বা ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাত। কেননা ধনীদের জন্য ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

ইব্ন আবদুল আ'লা......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইব্ন হুমায়দ......আবূ মুগীরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই শব্দে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ এমন ধন-সম্পদ, যার যাকাত আদায় করা হয় না।

ইব্নুল মুসান্না ......হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতের অর্থ হলো তারা অন্যের হক বা প্রাপ্য যথাযথ ও ঠিকমত আদায় করে না।

আবদুল্লাহ ইব্ন বয়ান......হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ কুড়াল, দা, ডুলি, লবণ, পানি, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

হারুন ইব্ন ইদরীস......সালমা ইব্ন কুহায়ল হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত ইব্ন উমর (রা)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী এই আয়াত ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন ঃ তারা আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ হতে গরীবদের প্রাপ্য হক আদায় করতে অস্বীকার করে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'মাউন' হলো নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসপত্র, যথা ঃ চুলা, ডুলি, দা, কুড়াল, লবণ, পানি, আগুন, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

ইব্ন হুমায়দ......সালমা ইব্ন কুহায়ল হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন উমর (রা)-কে الْمَاعُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে তিনি পূর্বরূপ উত্তর প্রদান করেন।

সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাদী ......আবূ মুগীরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, বনী আসাদ গোত্রের কোন এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে الْمَاعُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'মাউন' হলো অন্যের হক বা প্রাপ্যকে যথাযথভাবে আদায় না করা।

অপরপক্ষে 'মাউন' সম্পর্কে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অভিমত হলো ঃ 'মাউন' হলো নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার হতে অন্যকে নিষেধ করা।

আবূ কুরাইব........হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত' অর্থাৎ তারা যাকাত প্রদান করা হতে অন্যকে নিষেধ করে।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত আলী (রা) হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন বাশার........ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ اَلْمَاعُوْنَ। -এর অর্থ হলো যাকাত।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ ও হাসান (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَاعُوْنَ। শব্দের অর্থ হাইল 'ফরয যাকাত' যা গরীবের হক এবং সম্পদশালীদের ধন-ঐশ্বর্যের মধ্যে নিহিত।

হুসায়ন......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

ইউনুস......যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এর অর্থ তারা তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করত না।

ইব্‌ন বাশার......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এর অর্থ হলো তারা তাদের ধন-সম্পদের সদকা আদায় করা হতে বিরত থাকে, যদ্দরুন আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

আবূ কুরাইব......হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যারা যাকাত আদায় করতে চায় না এবং লোক-দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে। তাদের নামায যদি কোন কারণবশত ক্বাযা হয়ে যায়, সে জন্য তারা আদৌ অনুতপ্ত হয় না।

আবূ কুরাইব......যাহহাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

কোন কোন মনীষীর মতে 'মাউন' অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। যেমন চুলা, ডুলি, দা, কুড়াল, দাঁড়ি-পাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, চকমকি বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এ পর্যায়ে পড়ে।

যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া.....আবূ উবায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদি, যা একে অন্যের নিকট হতে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

ইব্‌নুল মুসান্না...... আবূ উবায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে اَلْمَاعُوْنَ। সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, 'মাউন' হলো দা, কুড়াল, ডেগ, চুলা, ডুলি ইত্যাদি ধরনের সাধারণ কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি।

ইবনুল মুসান্না......হযরত আবদুল্লাহ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহমদ ইব্‌ন মানসূর......আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। যেমন ঃ দা, কুড়াল, পাতিল, ডুলি, চুলা, লবণ, পানি আগুন ইত্যাদি।

হাসান......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথীরা পরস্পর এরূপ বলাবলি করতাম যে, 'মাউন' হলো নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসপত্রাদি। যথা ঃ দা, কুড়াল, হাঁড়ি-পাতিল, চুলা, ডুলি, আগুন-পানি ইত্যাদি।

ইব্‌নুল মুসান্না......সা'দ ইব্‌ন ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথীরা 'মাউন' সম্পর্কে একইরূপ অভিমত পোষণ করতেন।

খালাফদ......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ দা, কুড়াল, ডুলি ইত্যাদি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

ইব্ন হুমায়দ......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَاعُوْنَ হলো মানুষের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি, যা একে অপরের নিকট হতে নিয়ে ব্যবহার করে থাকে।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ ঃ দা, কুড়াল, চুলা, ডুলি, দাঁড়িপাল্লা ও এই ধরনের সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ইব্ন বাশার......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এর অর্থ তারা লোকদেরকে নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়া হতেও বিরত থাকে। যথা ঃ দা, কুড়াল, ডুলি, চুলা, পাতিল, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, 'মাউন' শব্দের অর্থ ঃ দা, কুঠার, হাঁড়ি-পাতিল, ডুলি, দাঁড়িপাল্লা, দিয়াশলাই ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদি।

ইব্ন বাশার...... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَاعُوْنَ হলো দা, কুঠার, ডুলি, ডেগ ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি।

আবূ সায়িব........ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে 'মাউন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'মাউন' অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। যথা ঃ দা, কুড়াল, ডুলি, ডেগ, দিয়াশলাই, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি, যা লোকেরা একে অপরের নিকট হতে সাময়িকভাবে কাজের জন্য এনে থাকে।

আবূ কুরাইব......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَاعُوْنَ হলো দা, কুড়াল, ডুলি ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'মাউন' শব্দের অর্থ কারো নিকট হতে কোন জিনিস ধার-স্বরূপ নেয়া।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ مَتَاعُ الْبَيْتِ বা গৃহের আসবাবপত্র।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত اَلْمَاعُوْنَ শব্দের অর্থ গৃহের বা ঘরের আসবাবপত্রসমূহ।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন 'মাউন' শব্দের অর্থ 'যাকাত'।

কারো মতে 'মাউন' অর্থ সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কারো মতে গৃহের ব্যবহার্য আসবাবপত্রসমূহ।

ইব্ন মুসান্না......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দের অর্থ এমন সব সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যা লোকেরা সাধারণত পরস্পরের নিকট হতে অল্প সময়ের জন্য চেয়ে নেয়।

আমর ইব্‌ন আলী......হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে 'মাউন' সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, এ সময় তিনি বলেন, তা হলো ডুলি, দা, কুড়াল ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম......মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'মাউন' শব্দের অর্থ সাধারণ মালামাল ও জিনিসপত্র।

আহমদ ইব্‌ন হারব......ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শদের ব্যবহৃত ভাষায় 'মাউন' হলো মালামাল ও জিনিসপত্রাদি।

আবূ কুরাইব......যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এই আয়াতে বর্ণিত 'মাউন' শব্দটির অর্থ কুরায়শদের পরিভাষায় মালামাল ও জিনিসপত্রাদি।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার মতে 'মাউন'-এর অর্থ নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসপত্রাদি। যা লোকেরা সাধারণত পরস্পরে র নিকট হতে সাময়িকভাবে কাজের জন্য চেয়ে নিয়ে থাকে এবং কর্মশেষে মালিককে তা ফেরত দিয়ে থাকে। আসল কথায় 'মাউন' বলা হয় ক্ষুদ্র ও স্বল্প জিনিসকে, যার দ্বারা লোকেরা সামান্য উপকার পেতে পারে। এই দৃষ্টিতে যাকাতও এর মধ্যে গণ্য। কেননা এটাতো বিপুল সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

সূরা মাউনের তাফসীর এখানে শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৩, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ (٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ (٣) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

১. হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি। ২. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী দাও। ৩. যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সেই-ই তো প্রকৃতপক্ষে নির্বংশ।

তাফসীর

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব ও নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি'। মুফাসসিরগণ 'কাওসারের' অর্থে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এটা একটা নহর যা আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে জান্নাতে প্রদান করবেন।

ইয়াকূব......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের নহর বা ঝর্ণাধারা, যার দুই তীর হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত, এটি মণিমুক্তা ও হীরা-জহরতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে (অর্থাৎ কাঁকরের পরিবর্তে এর নীচে এইসব বহু মূল্যবান পদার্থ থাকবে)। এর পানি দুগ্ধ হতে অধিক শ্বেত-শুভ্র ও মধু হতেও অধিক মিষ্ট হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ এটা জান্নাতের একটি নহর যার তীর হবে স্বর্ণ নির্মিত, এটা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত-শুভ্র, বরফ অপেক্ষাও অধিক শীতল এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট। এর নীচের মাটি মিশক অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিযুক্ত হবে।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি ঝর্ণাধারা, যার দুই তীর হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত, এটা মণিমুক্তা ও হীরা-জহরতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, এর পানি বরফ অপেক্ষাও অধিক ধবধবে সাদা হবে এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'হাওযে কাওসারের' তীরে মাণি-মুক্তা খচিত বড় বড় প্রাসাদ হবে। এর মাটি মিশক-আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধযুক্ত হবে এবং এর নীচের কংকরাদি হবে মুক্তা ও হীরার, যার উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হবে।

আবূ কুরাইব......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতে প্রবাহিত একটি নহর বা ঝর্ণাধারা।

ওয়াকী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতে প্রবাহিত একটি নহর যা মণিমুক্তা খচিত হবে।

ওয়াকী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের ঝর্ণাধারা, আকাশে যত তারা আছে, এর পাশে তত পানপাত্র রাখা থাকবে।

ওয়াকী......হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর যার পানি হবে দুগ্ধ অপেক্ষাও অধিক ধবধবে সাদা। বরফ হতেও বেশি ঠাণ্ডা ও মধু হতেও অধিক মিষ্ট হবে। এর নীচের মাটি মিশক অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিযুক্ত হবে। আকাশে যত তারা আছে, এর পাশে তত পানপাত্র রাখা থাকবে। যে একবার এর পানি পান করবে, তার আর কখনো পিপাসা হবে না। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হবে, তার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হবে না।

মিহরান......হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর এর মাটি মিশক, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত ধবধবে ও মধু হতেও অধিক মিষ্ট হবে। আকাশে যত তারা আছে, এর পাশে তত পানপাত্র রাখা থাকবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর বা ঝর্ণাধারা, এটা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মহানবী (সা)-কে দেয়া হবে।

আহমদ ইব্‌ন আবূ শুরায়হ......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর, এর মাটি হবে মিশক-আম্বর সদৃশ্য, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শাদা ধবধবে এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট।

ইব্‌ন আবূ শুরায়হ......আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর বা ঝর্ণাধারা।

রবী'...... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মিরাজের সময় নবী করীম (সা)-কে জান্নাতে পরিভ্রমণ করানো হয়। এই সময় তিনি একটি নহর দেখতে পান, যার তীরভূমির ভিতরের দিকে সুসজ্জিত মুক্তা বা হীরার 'কুব্বা' বানানো ছিল। এর নীচের মাটি ছিল মিশক-জাফরানের তৈরি। নবী করীম (সা) এই সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? তদুত্তরে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) বলেন, এটা 'হাওযে কাওসার' যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'কাওসার' শব্দের অর্থ সীমাহীন আধিক্য ও অসীম বিপুলতা।

ইয়াকূব......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নহর বা নদী।

আবূ কুরাইব......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ ও মংগল।

ইব্‌ন বাশার......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ কল্যাণ, মংগল ও নিয়ামতসমূহের আধিক্য বা বিপুলতা।

ইব্‌ন বাশার......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ ও মংগল, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান করেন।

সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' হলো জান্নাতে প্রবাহিত একটি নহর বা ঝর্ণাধারা, যা আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন।

ইব্‌নুল মুসান্না......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসংখ্য কল্যাণ, সুবিপুল মংগল ও নিয়ামতসমূহের অশেষ প্রাচুর্য।

ইব্‌ন বাশার......ইকরামা হতে, বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' অর্থ নবুয়ত এবং এতদসংগে আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত কল্যাণ ও নিয়ামত যা তিনি তাঁর হাবীব ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান করেন।

ইবনুল মুসান্না......ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ, মংগল ও নিয়ামত এবং কুরআন মজীদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে প্রদান করেন।

ইয়াকূব......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ ও মংগল।

ইব্‌ন হুমায়দ......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ সীমাহীন কল্যাণ ও মংগল।

মিহরান......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ, সুবিপুল মংগল ও নিয়ামতসমূহের অশেষ প্রাচুর্য। অপর অর্থে 'কাওসার' হলো জান্নাতের একটি নদী বা নহর, যা কিয়ামতের দিক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান করবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর......মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম মংগল ও কল্যাণ।

ইব্‌ন হুমায়দ........মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের অসীম কল্যাণ ও নিয়ামত।

ওয়াকী......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর নবীর প্রতি অসীম কল্যাণ, মংগল, নিয়ামতরাজি এবং নবুয়ত ও কুরআন মজীদ।

ইব্‌ন হুমায়দ......ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ ত'আলার বাণী ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ, মংগল ও নিয়ামতরাজি।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ সেই হাওয কাওসার যা আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন।

আবূ কুরাইব.....আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এই আয়াতে বর্ণিত 'কাওসার' শব্দের অর্থ সেই নহর, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে জান্নাতে প্রদান করবেন।

জান্নাতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 'কাওসার' নামে একটি নহর প্রদান করা হবে। এই পর্যায়ে হযরত আনাস (রা) হতে তাঁর নিজের কথা হিসেবে এবং কোন কোন বর্ণনায় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর কথা হিসেবে বর্ণিত

হয়েছে যে, মিরাজের রাত্রিতে নবী করীম (সা)-কে জান্নাত পরিভ্রমণ করানো হয়। এই সময় তিনি একটি নহর দেখতে পান, এর তীরভূমির ভিতরের দিকে সুসজ্জিত মুক্তা ও হীরার 'কুব্বা' বানানো ছিল। এর নীচের মাটি ছিল মিশক ও জাফরানের। এই সময় নবী (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ এ 'হাওযে কাওসার' আল্লাহ তা'আলা এটা আপনাকে দান করেছেন।

বাশার......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে যখন আমি জান্নাতে পরিভ্রমণ করছিলাম, সে সময় আমার সম্মুখে এমন একটি নহর দেখতে পাই, যার তীর ছিল স্বর্ণ নির্মিত, এটা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং এর মাটি ছিল মিশক-আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এর পানি ছিল দুধ হতেও অধিক শ্বেত-শুভ্র, বরফ অপেক্ষাও অধিক শীতল এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট।

ইব্ন আওফ......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মিরাজের সময় যখন আমাকে জান্নাত দেখানো হয়, তখন সেখানে আমি এমন একটি নহর পরিদর্শন করি যার তীর ছিল স্বর্ণ নির্মিত, এটি মুক্ত ও হীরার উপর দিয়া প্রবাহিত ছিল। এর মাটি মিশক, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত ধবধবে ও মধু হতেও অধিক মিষ্ট।

ইব্ন বাশার......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন, মিরাজের রাত্রিতে যখন আমাকে সংগে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ) জান্নাত পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ে আমি সেখানে একটি নহর দেখতে পাই; যার তীরদ্বয় ছিল স্বর্ণ-নির্মিত, তা ছিল মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত। এর মাটি ছিল মিশক-আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এর পানি ছিল দুধ হতেও অধিক শ্বেত শুভ্র, বরফ অপেক্ষাও অধিক শীতল এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট।

বাশার......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করল যে, 'কাওসার কি'? জবাবে তিনি বললেন ঃ তা একটি নহর, আল্লাহ তা'আলা এটি আমাকে জান্নাতে প্রদান করবেন। এর মাটি মিশ্ক, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত ধবধবে ও মধু হতেও অধিক মিষ্ট হবে।

খালফ ইব্ন আসলাম.......হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে যখন আমাকে জান্নাত পরিভ্রমণ করানো হয়, সেসময় কাওসার প্রদান করা হয়; যা ছিল জান্নাতের একটি নহর বা ঝর্ণাধারা। এর তীর ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং তা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম........হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে 'কাওসার কি'? জবাবে তিনি বলেন ঃ এটি জান্নাতের একটি নহর, যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন। তার মাটি মিশক হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত-শুভ্র, বরফ অপেক্ষাও অধিক শীতল এবং মধু হতেও অধিক মিষ্ট।

ইউনুস......হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে প্রশ্ন করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কাওসার কি? এর জবাবে তিনি একইরূপ বর্ণনা পেশ করেন, যা পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুর রহমান...... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করে যে, কাওসার কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তা একটি নহর, আল্লাহ

তা'আলা এটা আমাকে জান্নাতে প্রদান করবেন। এর তীর স্বর্ণ নির্মিত এবং তা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত। এর মাটি মিশ্‌ক হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত, এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক মিষ্ট।

ইবনুল মুসান্না...... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'কাওসার' জান্নাতের একটি নহর। এর তীর স্বর্ণ নির্মিত, এটা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত, এর মাটি মিশ্‌ক হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এর পানি দুগ্ধ হতেও অধিক শ্বেত শুভ্র, মধু হতে অধিক মিষ্ট এবং বরফ অপেক্ষাও অধিক শীতল।

ইয়াকূব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাওসার' শব্দের অর্থ অসীম কল্যাণ, মংগল ও নিয়ামত।

অপরপক্ষে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত ঃ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কাওসার জান্নাতের একটি নহর। যার তীর স্বর্ণ নির্মিত এবং তা মুক্তা ও হীরার উপর দিয়ে প্রবাহিত।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাওসার জান্নাতের একটি নহর, যার তীর স্বর্ণ নির্মিত। আমি এটি দেখে হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করি যে, এটি কি ? তদুত্তরে তিনি বলেন, এটা নহরে কাওসার। এটি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।

ইব্‌নুল বারকী...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের গৃহে গমন করেন। এই সময় তিনি গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর আতিথ্য করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছে, আপনাকে জান্নাতে একটি নহর দান করা হয়েছে, যার নাম কাওসার। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, সত্য। এর যমীন ইয়াকূত, মারজান, যবরজদ ও মুক্তা দ্বারা তৈরি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী দাও।' অতএব তুমি নামায পড়, এর তাফসীরে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ এই নামায অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের নামায বুঝেছেন। অপরপক্ষে কেউ এর অর্থ নিয়েছেন ঈদুল আযহার নামায। আবার কারো মতে এর অর্থ কেবলই নামায, তা যে কোন নামায-ই হোক না কেন। অতঃপর وَانْحَرْ এর অর্থ নহর কর। কেউ কেউ 'নহর কর'-এর অর্থ করেছেন নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে একে বুকের উপর বাঁধা।

আবদুর রহমান...... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এ আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযের মধ্যে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযে বাম হাতের উপর ডান রেখে একে বুকের উপর বাঁধা।

আবূ কুরাইব...... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছে যে, وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

ইব্‌ন বাশার...... আবুল কামূস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযের মধ্যে এক হাত অপর হাতের উপর রাখা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর বাঁধা।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই নামাযের অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায এবং وَانْحَرْ শব্দের অর্থ নামায শুরু করার সময় দুইখানি হাত উপরে তুলে তাকবীর বলা।

আবূ কুরাইব...... আবূ জাফর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ এর অর্থ নামায শুরু করার সময় দুইখানি হাত উপরে তুলে তাকবীর বলা।

কেউ কেউ وَانْحَرْ শব্দের অর্থ করেছেন 'কুরবানী করা।'

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায আদায়ের পর কুরবানী করা।

ইয়াকূব...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ কুরবানীর ঈদের নামায পড়া এবং তারপর কুরবানী করা।

আবূ কুরাইব...... আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ ফজরের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের নামায সঠিকভাবে আদায় করা এবং কুরবানীর দিন কুরবানী করা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হিকাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ ফজরের নামায আদায় করা।

কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ ঈদুল আযহার নামায পড়া, তারপর কুরবানী করা।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) নামাযের পর কুরবানী করতেন। যার ফলে আল্লাহ তা'আলার এরূপ নির্দেশ তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী দাও।

ইব্‌ন হুমায়দ...... রবী' হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ কুরবানীর ঈদের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা।

ইব্‌ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতে বর্ণিত وَانْحَرْ শব্দের অর্থ কুরবানী করা।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ কুরবানীর ঈদের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করা।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ নবী করীম (সা)-এর প্রতি যে সময়ে দেয়া হয়েছিল, তখন কেবল মক্কার কুরায়শরাই নয়, সমগ্র আরবের তথা সারা দুনিয়ার মুশরিকরা স্বহস্তে নির্মিত মাবূদের পূজা-উপাসনা করত। তাদেরই আস্তানায় বলিদান দিত। এরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এহেন নির্দেশের তাৎপর্য এই যে, তোমার নীতি ও আচরণ মুশরিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত হতে হবে। কাজেই তোমার নামায হবে একমাত্র আল্লাহর-ই উদ্দেশ্যে এবং তোমার কুরবানীও হবে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে।

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতটি হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার সময় অবতীর্ণ হয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আল্লাহ পাকের ঘর বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত হতে বাঁধা প্রদান করা হয়। তখন আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সেখানে নামায আদায় করার পর, কুরবানী করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

ইউনুস...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁর সংগী-সাথীসহ হুদায়বিয়ায় পৌঁছান এবং সেখানে কাফিররা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে নবী মুহাম্মদ (সা)! আপনি এখানেই কুরবানী আদায় করে প্রত্যাবর্তন করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দণ্ডায়মান হয়ে সেখানে ঈদুল আয্‌হার খুতবাহ প্রদান করেন, দুই রাকাত নামায আদায়ের পর কুরবানীর পশু যবেহ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং দু'আ কর।

ইব্‌ন হুমায়দ...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এই আয়াতের অর্থ হে নবী মুহাম্মদ (সা)! তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং দু'আ কর।'

গ্রন্থকার বলেন ঃ তাঁর নিকট গ্রহণীয় অভিমত এই যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে বলছেন, হে নবী! তোমার আল্লাহ্ যখন তোমাকে এত বিরাট ও বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি কেবলমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী কর। এখানে একথা স্মরণযোগ্য যে, যে সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন কেবল মক্কার কুরায়শরাই নয়, সমগ্র আরবের তথা সারা দুনিয়ার মুশরিকরা স্বহস্তে নির্মিত মা'বূদদের পূজা-অর্চনা করত এবং তাদের আস্তানায় বলিদানও দিত। কাজেই এরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এহেন নির্দেশের তাৎপর্য এটাই যে, তোমার আচরণ ও রীতি-নীতি মুশরিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত হতে হবে। তোমার নামায হবে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং তোমার কুরবানীও হবে কেবল তাঁরই জন্যে। আর এই আচরণ ও রীতি-নীতির উপর অবশ্যই তোমাকে অবিচল ও অটল থাকতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সেই-ই তো প্রকৃতপক্ষে নির্বংশ।' এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণকারীকে আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা বা নির্বংশ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'আবতার' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আস ইব্‌ন ওয়ায়েল আল-সাহামী।'

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। এই আয়াতে বর্ণিত شَانِئَكَ শব্দের অর্থ عدوك বা তোমার শত্রু।

মুহাম্মদ ইব্‌ন-সা'দ,...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। এই আয়াতে যাকে শত্রু বলা হয়েছে, তার নাম হলো আস ইব্‌ন ওয়ায়েল।

ইব্‌ন বাশার...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। এ আয়াতে যাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে হলো আল-আস ইব্‌ন ওয়ায়েল।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। এই আয়াতের অর্থ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি আস ইব্‌ন ওয়ায়েল-ই শিকড়কাটা ও নির্বংশ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন-আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এই আয়াতে যাকে নবী করীম (সা)-এর শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে হলো আস ইব্‌ন-ওয়ায়েল।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা........ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এই আয়াতে যাকে আবতার বা নির্বংশ বলা হয়েছে, তার নাম হলো আস ইব্‌ন-ওয়ায়েল। কেননা নবী করীম (সা)-এর কোন পুত্র সন্তান না থাকাতে সে তাঁকে আবতার বলত। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ 'আবতার' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার কোন আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মূল্যবোধ নাই।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এই আয়াতে বর্ণিত আবতার ব্যক্তি হলো আস ইব্‌ন ওয়ায়েল। এরূপ কথিত আছে যে, সে বলত, আমার শত্রু হলো মুহাম্মদ (সা)।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (সা)-এর পুত্র সন্তানদের মৃত্যুর পর কুরায়শরা তাঁকে আবতার বলত। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে নবী! আবতার তুমি নও, বরং সত্যিকারের আবতার হলো তোমার ঐ শত্রুরাই।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আব্‌তার বলা হয়েছে আকাবা ইব্‌ন আবূ মুয়াইতকে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... শামার ইব্‌ন আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আকাবা ইব্‌ন-আবূ মুয়াইত এরূপ বলত যে, নবী করীম (সা)-এর কোন সন্তান-সন্তুতি-ই জীবিত থাকবে না এবং সে নির্বংশ হবে। এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন, হে নবী (সা)! তুমি আবতার নও, বরং তোমার এই শত্রু আকাবা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত-ই প্রকৃতপক্ষে আবতার বা নির্বংশ।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতটি কুরায়শদের একটি দলকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে যারা নবী করীম (সা)-কে আবতার বলত।

ইবনুল মুসান্না...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ ...... سَبِيْلاً এই আয়াত মদীনার ইয়াহূদী সরদার কা'ব ইব্‌ন আশরাফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে মক্কায় এলে কুরায়শ সরদাররা তাকে বলল, এই ছেলেটাকে দেখত! সে নিজ জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে নিজেকে আমাদের অপেক্ষা উত্তম মনে করে। অথচ আমরাই হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করে থাকি। তদুত্তরে কা'ব বলল, সে উত্তম নয়, বরং তোমরাই উত্তম। তখন তার ও কুরায়শদের এই কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ হে নবী! নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তোমার শত্রুরাই আবতার, তুমি নও।

আবূ কুরাইব...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ এই আয়াত সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সা)-এর ছোট ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইন্‌তিকাল করার পর, কুরায়শরা তাঁকে আবৃতার বা নির্বংশ বলে আখ্যায়িত করে। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে নবী! তুমি আবৃতার নও, বরং তোমার এই শত্রুরাই আবৃতার বা নির্বংশ।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনার ইয়াহূদী সরদার কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মক্কায় আগমন করলে কুরায়শ সরদাররা তাকে বলল, আমরাই তো মক্কার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং হজ্জের মওসুমে আমরাই তো হাজীদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি। আর আপনি তো মদীনার সরদার। বলুন তো, এই যে ছেলেটা নিজ জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সে উত্তম না আমরা উত্তম? জবাবে কাব বলে ঃ আপনারাই উত্তম। তখন কুরআন মজীদের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার বিবেচনায় এই আয়াতের সঠিক তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি যারা বিদ্বেষভাব পোষণ করত, তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, এমনকি তাঁর ছোট ছেলের মৃত্যুর পর তাঁকে নির্বংশ আখ্যায় আখ্যায়িত করে, এদের জবাব স্বরূপ এই আয়াত নাযিল করেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! তুমি আবৃতার নও- বরং তোমার এই শত্রুরাই হলো সত্যিকারের আবতার বা নির্বংশ। কেননা তাদের মৃত্যুর পর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে অথচ তোমার নামের জয়-জয়কার কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এখানেই সূরা কাওসারের তাফসীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৬, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ (٢) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ (٣) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝
(٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ (٥) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ (٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

১. হে নবী! তুমি বলে দাও, হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ! ২. আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর। ৩. আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর, যার ইবাদত আমি করি। ৪. আমি তাদের ইবাদতকারী হব না, যাদের ইবাদত তোমরা করে আসছ। ৫. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৬. অতএব তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলছেন, 'হে নবী (সা)! তুমি বলে দাও।' এই আয়াতটি মক্কার কাফিরদের প্রস্তাবের জবাব স্বরূপ নাযিল হয়। যখন তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই প্রস্তাব রাখে যে, আপনি এক বৎসরকাল আমাদের মা'বূদ লাত ও উযার ইবাদত করবেন, আর এক বৎসরকাল আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদত-আরাধনা করব। এই প্রসংগেই আল্লাহ পাকের তরফ হতে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয় ঃ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি বলে দাও! হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিররা, আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত আরাধনা তোমরা করে থাক। আর তোমরা তাঁর ইবাদত কর না, যার ইবাদত আমি করি। আমি কখনই তাদের ইবাদত করব না, যাদের উপাসনা তোমরা করে আসছ।' এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে মক্কার বিশিষ্ট কাফিরদেরকে এরূপ বলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। যারা তাঁর নিকট সন্ধি-স্বরূপ উপরোক্ত প্রস্তাব পেশ করেছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন মূসা...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শ সরদাররা একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এরূপ প্রস্তাব পেশ করল যে, আমরা আপনাকে এত এত ধন-সম্পত্তি দিব, যাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবেন, আপনার পসন্দসই যে কোন মেয়ের সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন করে দিব এবং আমরা আপনার নেতৃত্ব মেনে চলব। তবে এজন্য শর্ত এই যে, আপনি আমাদের মাবূদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হতে বিরত থাকবেন। আমাদের এই প্রস্তাব যদি আপনার মনঃপূত না হয়, তবে এর বিকল্প প্রস্তাবও আমরা আপনার সম্মুখে পেশ করছি। এই প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার

পক্ষেও ভালো এবং আমাদের জন্যও কল্যাণকর হবে। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের সেই বিকল্প প্রস্তাবটি কি? এর জবাবে তারা বলল ঃ আপনি এক বৎসরকাল আমাদের মাবূদ লাত ও উয্যার ইবাদত করবেন এবং আমরাও এক বৎসরকাল আপনার মাবূদের উপাসনা করব। এ সময় নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ওহী নাযিল হয় ঃ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ হে নবী! তুমি বলে দাও হে কাফেরগণ।

কেউ কেউ বলছেন, এই সময় এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়। যথা ঃ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ। 'বল হে মূর্খগণ! তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কার বন্দেগী করতে বলছ?

ইয়াকূব...... হযরত সাঈদ ইব্ন মুআইনা হতে (যিনি বুখ্তারীর মুক্ত দাস ছিলেন) বর্ণনা করেছেন যে, একদা অলীদ ইব্ন মুগীরা, আস ইব্ন ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ও উমাইয়া ইব্ন খালফ রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! এস, আমরা তোমার মাবূদের ইবাদত করি এবং তুমিও আমাদের মাবূদের ইবাদত কর। আমরা সব কাজে তোমাকে আমাদের শরীক ও সহযোগী বানাব। তুমি যে জিনিস আমাদের সম্মুখে পেশ করছ, যদি তা আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসের তুলনায় উত্তম হয়; তবে আমরা তোমার জিনিসে শরীক হবো এবং তাতে আমরা অংশগ্রহণ করব। অপরপক্ষে আমাদের জিনিস যদি তোমার উপস্থাপিত জিনিস হতে উত্তম হয়, তবে তুমি এতে শরীক হবে এবং তাতে নিজেও অংশগ্রহণ করবে। এর পর পরই এই সূরা নাযিল হয়, যার প্রারম্ভ হলো ঃ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ হতে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।' এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে চির গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তাঁদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, তারা কখনই সত্য ও ন্যায়ের হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না, বরং তারা ঐ অবস্থায় দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করবে। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা যাঁদের জন্য হিদায়াতের ফয়সালা করেছেন, তাঁরা অবশ্যই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই আয়াতটি মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়াহূদীরা এক আল্লাহর ইবাদতের দাবি করত; কিন্তু তারা কোন কোন নবীকে এবং তাঁদের উপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করত। তারা যুলম ও অত্যাচার চালিয়ে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে হত্যা করেছিল। তাদের এক সম্প্রদায় হযরত উযায়র (আ)-কে ইব্নুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত। যেমন নাসারারা হযরত ঈসা (আ)-কে ইব্নুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।

কোন কোন আহলে আরব বা আরবী ভাষাভাষী এরূপ দাবি করেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ এই বাক্যদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি প্রথমোক্ত বাক্যদ্বয়ের কথাটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদের অন্যত্র দেখা যায় ঃ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا। অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।' তদ্রূপ আল্লাহর বাণী ঃ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ। অর্থাৎ 'তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখবে এবং তোমরা তো তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।'

সূরা কাফিরূনের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ النَّصْرِ

সূরা নাসর

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৩, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(١) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ (٢) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

১. যখন আল্লাহ্ সাহায্য ও বিজয় আসবে। ২. আর (হে নবী!) তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। ৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী ও ক্ষমা পরবশ।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন; হে মুহাম্মদ (সা)! যখন তুমি তোমার গোত্র কুরায়শদের উপর বিজয়লাভ করবে (যা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়); এই সময় তুমি দেখতে পাবে যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে।

হারিস...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতে বর্ণিত ফাতহ বা বিজয় বলতে মক্কা বিজয়কে বুঝান হয়েছে।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতের অর্থ মক্কা বিজয়। যা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর হয়েছিল।

ইসমাঈল ইব্ন মূসা...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মদীনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় এসেছে। এ সময় সেখানে ইয়েমেনের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করে এবং জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইয়েমেনবাসীদের খবর কি? জবাবে তিনি বলেন, তাদের অন্তঃকরণ খুবই নরম ও করুণাসিক্ত। তারা অচিরেই ঈমান ও হিকমতের দাওয়াত কবূল করে ধন্য হবে।

ইবনুল মুসান্না...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এই দু'আ খুব বেশি করে পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ –

হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এখন একি সব কথা পড়তে শুরু করেছেন? জবাবে নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখনি তা দেখব, তখন যেন আমি এই কথাগুলি বলি— এই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আর সে নিদর্শন হলো ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই সূরা অবতীর্ণ হওয়া। যাতে এরূপ নির্দেশ আছে যে, 'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে; আর হে নবী! তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের হাম্দ সহকারে তাঁর তসবীহ পাঠ করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।

ইব্নুল ওয়াকী...... হযরত আয়েশা (রা) হতে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল মুসান্না...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এই দু'আ খুব বেশি বেশি পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ –

ইসহাক...... হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... ইক্রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসেছে। এসময় ইয়েমেনের প্রতিনিধিরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইয়েমেনবাসীদের খবর কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ তাদের দিল খুবই নরম ও করুণাসিক্ত। তারা অচিরেই ঈমান ও হিকমতের দাওয়াত কবূল করে ধন্য হবে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا 'আর হে নবী! তখন তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ দীনে প্রবেশ করছে।' এখানে اَفْوَاجًا শব্দের অর্থ দলে দলে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

হারিস...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার বাণী ঃ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا এই আয়াতে বর্ণিত اَفْوَاجًا শব্দের অর্থ দলে দলে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের হামদ বা প্রশংসা সহকারে তাঁর তসবীহ কর।' এখানে হামদ অর্থ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা, স্তুতি করা। আর তসবীহ অর্থ আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদিক দিয়ে মহান, পবিত্র ও সমস্ত প্রকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতামুক্ত বলে ঘোষণা করা। আর একথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা যে, আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও শরীকানা হতে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি এই সব কিছুর উর্ধ্বে। এই আয়াতের মধ্যে এর ইঙ্গিতও নিহিত আছে যে, তুমি অতি সত্বর তোমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। যেমন পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ এর স্বাদ গ্রহণ করেছে।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত উমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমর (রা) বদর যুদ্ধে শরীক লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সম্পর্কে কি বলেন? জবাবে কেউ কেউ বললেন, যখন আল্লাহ্‌র মদদ আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে, তখন আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর নিকট ইস্তেগফার করব। এই সূরায় আমাদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য একজন বলেছেন এর অর্থ শহর, নগর ও দূর্গসমূহ জয় করা। অন্য সকলে চুপচাপ থাকলে হযরত উমর (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন? তোমারও কি এই অভিমত? ইব্‌ন হযরত আব্বাস (রা) বলেন, না বরং এর অর্থ হলো; নবী করীম (সা)-এর মহা প্রয়াণ। এই সূরায় তাঁকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য আসলে ও বিজয় লাভ হলে তা হতে বুঝা যাবে যে, নবী করীম (সা)-এর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি যেন সদা সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর নিকট ইস্তিগফার করেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন ঃ এই সূরার অর্থ তুমি যা বললে, আমিও এ ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

ইব্‌ন বাশার...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় বয়স্ক ও সম্মানিত বহু সাহাবীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আমাকেও ডাকতেন। একদিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ তাঁকে বললেন, আমাদের ছেলেও তো এই ছেলের মতই। তা হলে একে বিশেষভাবে আমাদের মজলিসে শরীক করা হয় কেন? জবাবে হযরত উমর বলেন ঃ সে ও আপনাদের মত-ই জ্ঞানী। অতঃপর তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আল্লাহ পাকের এই আয়াত ঃ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন ঃ এর অর্থ নবী করীম (সা)-এর মহাপ্রস্থান। এই সূরায় তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য আসলে ও বিজয় লাভ হলে তা হতে বুঝা যাবে যে, নবী করীমের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি যেন আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করেন। এতদশ্রবণে হযরত উমর বলেন, তুমি যা বললে, আমিও এ ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ এই সূরা সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তদুত্তরে তিনি বরেন ঃ 'এই সূরায় নবী করীম (সা)-এর মহা প্রয়াণের সংবাদ দেয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহর সাহায্যে ইসলামের ও মুসলমানদের বিজয় সূচিত হওয়ার অর্থই নবী করীম (সা)-এর জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে আসা। অতএব তাঁকে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার হামদ ও মাগফিরাত কামনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' একথা শুনে হযরত উমর (রা) বলেন; তুমি যা বললে, আমিও এ ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

মিহ্‌রান...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা ঃ- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হয়, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবী করীম (সা)-এর মহাপ্রয়াণের সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে।

আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন ওয়াকী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই সূরাটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে আমার ইন্তিকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এই বৎসর আমার ইন্তিকাল হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হয়; তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ 'আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। কেননা দলে দলে লোক যখন আল্লাহর দীন কবূল করছে, তখন ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে। কাজেই আমার প্রয়োজন শেষ হওয়াতে আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। এই সময় আল্লাহ পাকের হামদ ও ইস্তিগফার করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবূ সায়িব ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এই দু'আ খুব বেশি করে পড়তেন। যথা ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

আমি একদা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি এখন এসব কি কথা পড়তে শুরু করেছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে। আমি যখনি তা দেখব, তখনি আমি যেন এই কথাগুলি বলি, আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সে নিদর্শন হলো ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই সূরার অবতরণ হওয়া।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইব্রাহীম...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন সূরা ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হয়, তখন হতে রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ-

ইব্ন ওয়াকী...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) রুকূ ও সিজদায় খুব বেশি করে এই দু'আ পড়তেন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এই দু'আ খুব বেশি বেশি করে পড়তেন ঃ

سُبْحَا اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি এখন এই সব কি কথা পড়তে শুরু করেছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখনি তা দেখব, তখনি এই কথাগুলি বলার নির্দেশ আমার প্রতি রয়েছে। আর সে নিদর্শন হলো ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই সূরা।

আবূ সায়িব...... হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে চলাফেরা, দাঁড়ান ও বসা অবস্থায় সর্বক্ষণ এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ একদা উম্মে সালমা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি চলাফেরা, দাঁড়ান ও বসা অবস্থায় সর্বক্ষণ এই দু'আ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়েন, এর কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমাকে এরূপ পড়ার জন্য আল্লাহর তরফ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন হুমায়দ...... আতা ইব্ন ইয়াসির হতে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এই সময় লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করতে থাকে এবং এই সূরার মধ্যে নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে।

ইব্ন জারীর...... আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই সূরাটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমাকে আমার ইন্তিকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। তিনি আরো বলেন ঃ এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকতেন, তিনি সব সময় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ-

হাকাম ইব্ন বাশীর...... আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা নাসর নাযিল হয়, তখন হতে নবী করীম (সা) সব সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

বাশার...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা নাসর নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ এই সূরায় আমাকে আমার ইন্তিকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত আবূ কাতাদাহ বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! এই সূরা নাযিল হওয়ার অল্পদিন পরেই নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল হয়।

ইব্ন হুমায়দ...... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই সূরাটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ খুব বেশি বেশি পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

হুসায়ন...... যাহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই সূরাটির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের খবর পরিবেশিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন-আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَاَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا অর্থাৎ 'তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।' এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের খবর দেয়া হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর' এই কথার অর্থ তাঁর নিকট এই দু'আ কর যে, তোমার প্রতি নবুয়তের কাজের যে গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে যে ভুলত্রুটি হয়েছে, তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি বড়ই তওবা কবূলকারী।

সূরা নাসর-এর তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ (٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ (٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ (٤) وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ (٥) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

১. আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক। ২. তার ধন-সম্পদ, আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তাকে তা হতে রক্ষা করতে পারবে না ৩. সে অবশ্যই লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিতে সহসাই নিক্ষিপ্ত হবে ৪. এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহনকারিণী। ৫. তার গলায় শক্ত পাকানো রশি সহ।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আবূ লাহাবের দুই হাত চূর্ণ হোক এবং সেও ধ্বংস হোক।' এখানে হাত চূর্ণ হওয়ার অর্থ দৈহিক বা শারীরিক হাত চূর্ণ নয়, বরং তার উদ্দেশ্য ও আমল চরমভাবে ব্যর্থ হওয়া। কোন কোন আহলে আরবের মতে, আল্লাহর বাণী ঃ تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ এই আয়াতটিতে আল্লাহর তরফ হতে আবূ লাহাবের প্রতি বদ-দু'আ করা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমতও এটাই। কেননা এখানে প্রকাশ্য আয়াতেই তার ধ্বংসের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ এই আয়াতে বর্ণিত وَّتَبَّ শব্দের অর্থ সে ধ্বংস হোক বা সে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ এই আয়াতে বর্ণিত تَبَّ শব্দে অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একদা আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করে যে, আমি যদি তোমার প্রচারিত দীন কবূল করি, তবে আমি কি পাব? জবাবে তিনি বলেন ঃ সব ঈমানদার লোক যা পাবে, আপনিও তা পাবেন। তখন সে বলল ঃ আমার জন্য কি বাড়তি মর্যাদা কিছু হবে না? নবী করীম (সা) বললেন ঃ আপনি আর কি চান? তখন সে বলল ঃ

تبا لهذا الدين تبا ان اكون وهؤلاء سواء

অর্থাৎ এই দীনের সর্বনাশ হোক, যাতে আমি অন্যান্য লোকের সাথে সমান হয়ে যাব। এই সময় এই সূরা নাযিল হয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ এই আয়াতের অর্থ 'আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক।' বর্ণিত আছে যে, এই সূরাটি আবূ লাহাব সম্পর্কে নাযিল হয়। কেননা যখন নবী করীম (সা)-কে প্রকাশ্যে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, 'আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় দেখান ও সতর্ক করুন, বলে কুরআন মজীদে হিদায়েত নাযিল হয় এবং তিনিও এজন্য সকলকে একত্রিত করেন। তখন আবূ লাহাব চীৎকার করে বলে যে ঃ تبالك الهذا جمعتنا ؟ অর্থাৎ 'তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ?'

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সা) 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন ঃ يا صباحاه 'হায়, সকাল বেলার বিপদ'! তৎকালীন আরবের এটা ছিল অন্যতম রীতি। কেননা অতি প্রত্যুষে কেউ কোন শত্রুকে নিজের কবীলার উপর আক্রমণ করার জন্য আসতে দেখলে সে তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ চীৎকার দিতে থাকত। নবী করীম (সা)-এর এই চীৎকার শুনে লোকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল ঃ কে চীৎকার করছে? জবাবে বলা হলো মুহাম্মদ (সা)! তখন কুরায়শের সব বংশের লোক দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। যে নিজে আসতে পারল, সে নিজেই এল আর যে আসতে পারল না, সে ব্যাপার কি জানার জন্য অন্য লোককে পাঠিয়ে দিল। যখন সমস্ত লোক একত্রিত হলো, তখন নবী করীম (সা) এক-এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ হে অমুক বংশ, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রুসেনা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তা কি তোমরা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল ঃ অবশ্যই, কেননা আমরা তোমাকে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শুনি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি, সম্মুখে এক কঠিনতম আযাব আসছে সে সম্পর্কে। এই কথা শোনার সাথে সাথেই নবী করীম (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল ঃ تبا لك الهذا جمعتنا ؟ তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি আমাদেরকে এই কথা বলার জন্য একত্রিত করছ? তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করুন', তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একদা সকালে সাফা পর্বতের চূড়ায় উঠে চীৎকার করে বলেন ঃ يا صباحاه 'হায় সকাল বেলার বিপদ'! এরূপ চীৎকার শুনে কুরায়শের সব বংশের লোক দৌড়ে তাঁর নিকট সমবেত হলো। যে নিজে আসতে পারল, সে নিজেই আসল অন্যথায় তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এক-এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন, 'হে বনু হাশিম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহ্‌র, হে অমুক বংশ, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রু সেনা তোমাদের উপর অতর্কিতে হামলা করার জন্য প্রস্তুত আছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে জবাব দিল, অবশ্যই বিশ্বাস করিব। কেননা আমরা তোমাকে কোনদিন মিথ্যা বলতে শুনি নাই। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে সম্মুখের এক কঠিন বিপদ হইতে সাবধান করছি। এতদশ্রবণে আবূ লাহাব বলে উঠল ঃ تبالك الهذا دعوتنا 'তোমার ধ্বংস হোক! তুমি একথা বলবার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করেছ?'

আবূ কুরায়ব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা)-কে যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো এবং বলা হলো আপনি আপনার নিকটতম

আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় দেখান ও সতর্ক করুন, তখন একদা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বললেন ঃ ياصباحاه 'হায়, সকাল বেলার বিপদ!' নবী করীম (সা)-এর এই চীৎকার শুনে লোকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল ঃ কে চীৎকার করছে? জবাবে বলা হলো, মুহাম্মদ (সা)। তখন কুরায়শের সব বংশের লোকেরা দৌড়ে গিয়ে তাঁহার নিকট সমবেত হইল। যে পারিল নিজে আসল অন্যথায় একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। যখন সকলে সমবেত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এক-এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ হে বনু হাশেম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহর, হে অমুক বংশ, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রুসেনা তোমাদের উপর অতর্কিতে হামলা করার জন্য প্রস্তুত আছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে জবাব দিল ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করব। কেননা আমরা তোমাকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনি নাই। তখন নবী করীম (সা) ঘোষণা করলেন, আমি তোমাদেরকে সম্মুখের এক কঠিন আযাব হতে সাবধান করছি। তখন আবূ লাহাব চীৎকার করে বলিয়া উঠে, تبا لك الهذا جمعتنا তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি এজন্যই আমাদিগকে সমবেত করেছ?' তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ এই সূরাটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সা) আল্লাহর তরফ হতে নিজের নিকট আত্মীয়দের নিকট দীনের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশপ্রাপ্ত হন এবং অন্যান্যদের সাথে নিজের চাচা আবূ লাহাব (যার প্রকৃত নাম ছিল আবুল উযযা)-কেও ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন সে বলে, 'তোমার সর্বনাশ, হোক, তুমি কি এই কথা বলার জন্য আমাদেরকে আহবান করেছ'?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ অর্থাৎ 'তার ধন-সম্পদ, আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না।' এখানে আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا كَسَبَ এই শব্দের অর্থ কোন কোন তফসীরকারকের মতে টাকা-পয়সা, যা সে উপার্জন করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন كَسَبَ শব্দের অর্থ সন্তান।

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি দেখেন যে, আবূ লাহাবের সন্তানেরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মারামারি করছে এবং একেই তার উপার্জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ এখানে বর্ণিত وَمَا كَسَبَ এর অর্থ যা তার সন্তানেরা উপার্জন করেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا كَسَبَ এর অর্থ হলো আবূ লাহাবের সন্তানেরা, যা তার উপার্জিত সম্পদসমূহের অন্যতম সম্পদ।

ইব্ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَمَا كَسَبَ এর অর্থ হলো তার সন্তান-সন্ততিরা।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ 'সে অবশ্য লেলিহান শিখা সমন্বিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।' এখানে আবূ লাহাবের কথা বলা হয়েছে যে, অনতিবিলম্বে সে অবশ্যই লেলিহান অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'আর তার সাথে তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহনকরিণী।' অতএব পূরা আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ কিয়ামতের দিন হিসাবান্তে যখন আবূ লাহাবকে জাহান্নামের

লেলিহান অগ্নি-শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, সেই সময় তার স্ত্রী আরওয়া (যার উপনাম ছিল উম্মে জামীল)-কেও তার সাথে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فِى جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ অর্থাৎ তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।' পূর্ববর্তী আয়াত حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এর শাব্দিক অর্থ কাষ্ঠ বহনকারিণী। মুফাস্সিরগণ এর কয়েকটি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাত্রিবেলা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের দরজায় ফেলে রাখত। এজন্য এই সূরায় তাঁকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এর তাৎপর্য হলো, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাত্রিবেলা গোপনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চলার পথে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাখত, যাতে তা তাঁর পায়ে বিঁধে তিনি ব্যথা পান। এই কারণেই এই সূরায় তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে।

আবূ কুরাইব...... ইয়াযীদ ইব্‌ন যায়িদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাত্রিবেলা গোপনে কাঁটাদার গাছের ডাল এনে নবী করীম (সা)-এর ঘরের দরজার সামনে ফেলে রাখত। এ কারণেই এই সূরায় তাকে 'কাষ্ঠ বহনকারিণী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আতিয়া...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে জামীল নবী করীম (সা)-এর চলার পথে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাখত। এ জন্য এখানে তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে।

হুসায়ন...... যাহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল রাত্রিবেলা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাসূলে করীমের ঘরের দরজায় ফেলে রাখত। যাতে তা পায়ে বিঁধে তিনি কষ্ট পান। এই কারণে এই সূরায় তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, আবূ লাহাবের স্ত্রী রাত্রিবেলা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চলার পথে বিছিয়ে রাখত। যাতে তা পায়ে বিঁধে তিনি কষ্ট পান এবং ব্যথায় কাতর হন।

কেউ কেউ বলেছেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লোকদের মধ্যে কূটনীগীরি করে বেড়াত। একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপে তুলতে চেষ্টা করত। আরবী প্রচলন অনুযায়ী এই কারণে তাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি একের কথা অন্যকে বলে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে, আরবেরা তাকে 'কাষ্ঠ বহনকারী' বলে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... ইক্‌রামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি কূটনামী ও চোগলখুরী করে বেড়ায়।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল, কূটনীগীরি করে বেড়াত।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই কথার তাৎপর্য হলো, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূটনীগীরি করে বেড়াত এবং একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করত।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের অর্থ হলো, তার স্ত্রী উম্মে জামীল ঝগড়া-বিবাদের উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যের নিকট বলে বেড়াত এবং 'কূটনীগীরি' করত।

ইব্ন আবদুল আলা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ। এই আয়াতের মর্মার্থ হলো, আবূ লাহাবের স্ত্রী কূটনীগীরী করত এবং ঝগড়া-বিবাদের উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যের নিকট বলত।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাত্রিবেলা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরজায় ফেলে রাখত। এ জন্য এই সূরায় তাকে কাষ্ঠবহনকারিণী বলা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার নিকট এই আয়াতের সঠিক অভিমত এই যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলকে এই কারণেই কাষ্ঠ বহনকারিণী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, সে রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের দরজায় কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল এনে ফেলে রাখত।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ এই সূরাটি নাযিল হওয়ার পর উম্মে জামীল যখন তা জানতে পারে; তখন সে ক্রোধে অধীর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়ে। সে যখন হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়, তখন সেখানে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে বসে ছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) তাকে দেখে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। সেই মেয়েলোকটি আসছে। আপনাকে দেখে সে খারাপ আচরণ করতে পারে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ সে আমাকে দেখতেই পাবে না। আর তাই হলো, সে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে পেল না। তাই সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলল ঃ শুনলাম তোমাদের সঙ্গী [নবী (সা)] নাকি আমার কুৎসা বলছে। জবাবে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি এই ঘরের রব্ব-এর শপথ করে বলছি, তিনি তো তোমার কোন কুৎসা করেন নাই। এই কথা শুনে সে ফিরে গেল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ অর্থাৎ 'তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।' গলা বুঝাবার জন্য এখানে جِيْدٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় অলংকার পরিহিত গলাকে جِيْدٌ বলা হয়ে থাকে।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল সব সময় একটি মূল্যবান হার পরিধান করত এবং বলত লাত ও উয্যার শপথ! আমি আমার হার বিক্রি করে এর মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ মুহাম্মদ (সা)-এর শত্রুতায় ব্যয় করব। এই কারণে স্পষ্ট মনে হয় এখানে حَبْلٌ শব্দটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যে হারের জন্য গর্ব করে, মৃত্যুর পর দোযখে তার গলায় ঐ হারের বিনিময়ে শক্ত রশি জড়িত হয়ে থাকবে।

অতঃপর তার গলায় যে রশি জড়ানো হবে, এর পরিচয় স্বরূপ বলা হয়েছে যে, حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ অর্থাৎ সে রশি মাসাদ ধরনের হবে। অভিধান ও তাফসীরবিদগণ এই শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি অর্থ এই যে, খুব বেশি পাকানো শক্ত রশিকে 'মাসাদ' বলা হয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরি রশিকে মাসাদ বলা হয়। তৃতীয় অর্থ হলো ঃ উষ্ট্রের চামড়া বা পশম দ্বারা তৈরি রশিই হলো মাসাদ। এর অন্য একটি অর্থ হলো লোহার তার জড়ানো রশি।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এই আয়াতের অর্থ ইয়েমেন দেশের কোন এক বৃক্ষের তৈরি পাকানো রশি। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো দোযখে তার গলায় শক্ত রশি হার স্বরূপ জড়িত হয়ে থাকবে।

আবূ কুরাইব...... উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ উম্মে জামীলের গলদেশে জাহান্নামে ৭০ গজ দীর্ঘ লোহার শিকল জড়িত হয়ে থাকবে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... উরওয়া ইব্‌ন যুরাযর হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এর অর্থ ৭০ গজ দীর্ঘ লোহার শিকল।

ইব্‌ন বাশার...... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এর অর্থ দোযখের ৭০ গজ দীর্ঘ লোহার শিকল, যা আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের গলদেশে বিজড়িত হবে।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত مِّنْ مَّسَدٍ এর অর্থ ঃ مِنْ حَدِيْدٍ বা লোহার রশি।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এর তাৎপর্য আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের গলদেশে জাহান্নামে ৭০ গজ দীর্ঘ লোহার শিকল হার স্বরূপ পরিয়ে দেয়া হবে।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এই আয়াতে বর্ণিত মাসাদ শব্দের অর্থ লোহার তার জড়ানো রশি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এর অর্থ লোহার তার জড়ানো রশি।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... মুতামির ইব্‌ন ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ এর অর্থ লোহার তার জড়ানো রশি, যা দোযখের মধ্যে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের কণ্ঠে জড়িত হয়ে থাকবে।

সূরা লাহাবের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ (٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ (٣) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ
(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

১. বল, তিনি আল্লাহ-একক। ২. আল্লাহ সবকিছু হতে মুখাপেক্ষিহীন। ৩. তাঁর না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

তাফসীর

বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল, আপনার আল্লাহর বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তাদের এই প্রশ্নের জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ খায়বারের কতিপয় ইয়াহূদী একবার রাসূলে কারীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা যখন আল্লাহ তা'আলা; তখন তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন তাদের প্রশ্নের উত্তরে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে যে, একবার মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে বলল ঃ আপনার আল্লাহ্‌র বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন।

আহমদ ইব্‌ন মানি'...... উবাই ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে বলল ঃ আপনার আল্লাহ্‌র বংশ তালিকা আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করে যে, আমাদেরকে বলুন, আপনার রব্ব কি রকমের? তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরি? তাদের জবাব স্বরূপ তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইব্‌ন আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরাটি সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন খায়বরের কতিপয় ইয়াহূদী নেতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার রব্ব সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন, তাঁকে কি দিয়া বানানো হয়েছে? তখন হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আপনার রব্বের পরিচয় সম্পর্কে এই লোকদেরকে বলে দিন ঃ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ তিনি একক, অংশীহীন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ...... জাবির হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মুশরিকরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার রব্বের বংশ পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন। তখন এদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার কতিপয় ইয়াহূদী নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো সমস্ত সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? এতদশ্রবণে তিনি খুবই রাগান্বিত হলে তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেন এবং বলেন, আপনি এই লোকদেরকে বলুন, তিনি একক, অংশীহীন। তিনি সবকিছু হতে মুখাপেক্ষিহীন। তাঁর না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। অতঃপর তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগত কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রাগান্বিত হলে পুনরায় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, আপনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বলুন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি জগতকে পরিমাণমত সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামতের দিন সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। তোমরা যে সমস্ত ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক কর, তিনি ঐ সবকিছু হতে অনেক উর্ধ্বে, পূত পবিত্র।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একদল ইয়াহূদী রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার সেই রব্ব কি রকম, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন।

এখানে قُلْ বা বল এই নির্দেশটি তো প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি। কেননা মুশরিকরা তাঁকেই তাঁর রব্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। এই প্রশ্নের জবাব স্বরূপ পরবর্তী কথা বলার জন্য তাঁকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে এই নির্দেশ প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির প্রতি। কেননা এই সূরার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে কথার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সব মু'মিনেরই উচিত সেই কথা বলা।

ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এই আয়াতের اَحَدٌ শব্দের শেষ অক্ষরে কি চিহ্ন ব্যবহৃত হবে, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। নাসর ইব্‌ন আসিম ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইসহাক ব্যতীত মিসরের সমস্ত ক্বারী এ ব্যাপারে একমত যে, اَحَدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরটি দুই পেশযুক্ত হবে। নাসর ইব্‌ন আসিম ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইসহাকের মতে اَحَدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরটি দুই পেশযুক্ত হবে না, বরং এক পেশযুক্ত হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তার মতে اَحَدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরটিতে দুই পেশ হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত, কেননা মিসরের অধিকাংশ ক্বারীর অভিমতও এটাই।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ 'আল্লাহ সবকিছু হতে মুখাপেক্ষিহীন।' মুফাস্‌সিরগণ اَلصَّمَدُ শব্দের অর্থে মতবিরোধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, اَلصَّمَدُ এমন-ই এক সত্তা, যাঁর কোন পেট নাই এবং তিনি পানাহারও করেন না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এই আয়াতে বর্ণিত الصَّمَدُ শব্দের অর্থ যার কোন পেট নাই এবং যিনি পানাহার করা হতে পবিত্র, এমন সত্তা।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' শব্দের অর্থ যার কোন পেট নাই অর্থাৎ নিরেট।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

হারিস...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ الصَّمَدُ শব্দের অর্থ নিরেট, যার পেট বা গর্ত বলতে কিছুই নাই।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ الَّذِىْ لاَ جَوْفَ لَهُ অর্থাৎ সামাদ তাই, যার গর্ভ বা পেট বলতে কিছুই নাই, বরং নিরেট।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে একইরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ الَّذِىْ لاَ جَوْفَ لَهُ অর্থাৎ সামাদ তাই যার কোন পেট নাই।

রবী' ইব্‌ন মুসলিম...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মাইসারা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মুজাহিদ আমাকে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়রের নিকট এজন্য প্রেরণ করেন যে, আমি তার নিকট হতে 'সামাদ' শব্দের অর্থ জেনে আসি। আমি তাঁকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেন, সামাদ বলে যার কোন গর্ভ বা পেট নাই, বরং নিরেট।

ইব্‌ন বাশার...... শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' তা, যার মধ্য হতে কোন জিনিস কখনো বের হয় নাই বের হয় না, যে খায় না এবং পানও করে না।

ইয়াকূব...... শা'বী হতে হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' ঐ সত্তা যে কোন কিছু খায় না এবং পানও করে না।

আবূ কুরাইব...... ইসমাঈল ইব্‌ন আমের হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' ঐ সত্তা যে কোন প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করে না।

ইব্‌ন বাশার ও যায়দ ইব্‌ন আহজাম...... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' সেই সত্তা যার কোন দোষত্রুটি নাই।

আব্বাস ইব্‌ন আবূ তালিব...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ الَّذِىْ لاَ جَوْفَ لَهُ অর্থাৎ 'সামাদ' সেই সত্তা যার কোন গর্ভ বা পেট নাই।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ الَّذِىْ لاَ جَوْفَ لَهُ অর্থাৎ 'সামাদ' তা যার কোন পেট নাই।

কেউ কেউ বলেছেন, বরং সামাদ তাই, যার মধ্যে হতে কোন জিনিস কখনো বের হয় নাই বা বের হয় না।

ইয়াকূব...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ 'সামাদ' শব্দের অর্থ ঐ সত্তা যার মধ্য হতে কোন জিনিস কখনো বের হয় নাই এবং বের হয় না। তাঁর না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান।

ইব্‌ন বাশার...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সামাদ' তাই, যা হতে কোন জিনিস নির্গত হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, 'সামাদ' অর্থ তিনি সেই সত্তা যার না কোন সন্তান আছে, আর যিনি কারো সন্তানও নন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ শব্দের অর্থ যার না কোন সন্তান আছে এবং যিনি কারো সন্তানও নন-এরূপ সত্তা। কেউ কেউ বলেছেন, 'যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত এবং অশেষ, তিনি-ই সামাদ'। তিনি অনাদি এবং অনন্ত।

আহমদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ ও মাহমূদ ইব্‌ন খাদ্দাস...... আবূ সাঈদ আল-সালাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল ঃ আপনার রব্বের বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন। যার অর্থ ঃ বল হে মুহাম্মদ (সা)। তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ সব কিছু হতে মুখাপেক্ষিহীন। তাঁর না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নাই।

আল্লাহ তা'আলা অনাদি অনন্ত, চিরস্থায়ী ও শাশ্বত। আর যেহেতু তিনি সামাদ, এই কারণে তাঁর এক, অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক। কেননা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী, এইরূপ সত্তা

কেবল এক-ই হতে পারে, একাধিক নয়। দুই বা ততোধিক সংখ্যক সত্তা সর্বনিরপেক্ষ ও সকলের প্রয়োজন পূরণকারী কখনও হতে পারে না। তিনি الصمد। এই কারণে অনিবার্যভাবে তিনি একাই রব্ব হবেন, অন্য কেউই রব্ব হওয়ার উপযুক্ত নয়।

আবূ কুরাইব...... মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, اَلصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ সামাদ সেই সত্তা যাঁর না কোন সন্তান আছে, আর না যিনি কারো সন্তান এবং যাঁর সমতুল্য কেউই নাই।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'সামাদ' অর্থ এমন সর্দার বা সমাজপতি, যাকে না হলে কোন বিষয়েরই ফয়সালা করা যায় না।

আবূ সায়িব...... শাকীক হতে বর্ণনা করেছেন যে اَلصَّمَدُ হলো সেই সত্তা বা সমাজপতি ও নেতা, যার নেতৃত্বের অনুশাসন ছাড়া আর কারো শাসন গ্রহণযোগ্য নয়।

ইব্‌ন হুমায়দ...... আবূ ওয়াইল হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আলী..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَلصَّمَدُ 'আস-সামাদ' হলো প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতম ও উন্নততম অংশ যার সমতুল্য আর কেউই নাই। তিনি এমন নেতা বা সমাজপতি, যার অনুপস্থিতিতে কোন বিষয়েরই ফয়সালা করা যায় না। প্রয়োজনশীল ও অভাবগ্রস্থরা যার মুখাপেক্ষী হয়, সেই নেতা বা সরদার, চিরস্থায়ী উচ্চতম মর্যাদাসম্পন্ন, নিরেট, যা শূন্যগর্ভ নয়, অন্তঃসারশূন্য নয় এবং তরল বা গ্যাসীয় পদার্থও নয়। তা হতে কোন জিনিস বের হয় না এবং তাতে কোন জিনিস প্রবেশ করতেও পারে না। এমনকি ক্ষুৎ-পিপাসা যাকে কাতর করতে পারে না— এমন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরায় আল্লাহ পাক-ই যে একমাত্র রব্ব, কিছুই তাঁর অংশীদার নয়; তিনিই ইলাহ বা মাবূদ হতে পারেন, অন্য কারোই বা কিছুরই ইলাহ বা মাবূদ হওয়ার কোনই অধিকার নাই, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূরায় দুনিয়া ও আখিরাতের কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ اَلصَّمَدُ শব্দের অর্থ এমন সরদার বা সমাজপতি তার নিজের সরদারী প্রাধান্যে, স্বীয় মর্যাদায়, নিজের মাহাত্ম্যে, বড়ত্বে, নিজের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়, স্বীয় জ্ঞানে, বুদ্ধিমত্তায় ও কর্মকুশলতায় পরিপূর্ণ। কারো মুখাপেক্ষী নয়, বরং সকলেই যার মুখাপেক্ষী, এমন সত্তা।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ 'না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান।' মুশরিকরা সর্বকালে উপাস্যদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করত যে, খোদা বা খোদাগণ একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে বিবাহ-শাদী, সন্তান প্রজনন ও বংশধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এই বাক্য দ্বারা এই পর্যায়ের সব রকমের শোবাহ-সন্দেহ, সব ধারণা-কল্পনার চিরতরে অবসান হয়ে গেছে। আল্লাহ সম্পর্কে উক্তরূপ কোন ধারণা-কল্পনার একবিন্দু অবকাশও আর অবশিষ্ট থাকল না। বস্তুত মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এসব ধারণা ও কল্পনা শিরকের মৌলিক কারণ এবং এসব কারণেই মানুষ শিরকের পংকিলতার আবর্তে নিমজ্জিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়। মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহর মত তাঁর সমকক্ষ, ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ারে তাঁর সমান ও সমমর্যাদাবান কেউ নাই, কেউ কোন দিন ছিল না, কেউ কখনো হতে পারে না এবং হতে পারবেও না।

ইব্‌ন হুমায়দ....... ইব্‌নুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -এ আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা সমতুল্য, সমকক্ষ, ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে তাঁর সমান বা কোন দিক দিয়া একবিন্দু পরিমাণ সমমর্যাদাবান ও সমকক্ষ নাই অর্থাৎ তাঁর অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী আর কেউই নাই।

ইব্‌ন বাশার...... কাব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য আর কেউই নাই, তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সপ্ত আকাশ ও সপ্তস্তর যমীনের সৃষ্টি। কেননা এটা আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন যা অন্য কারো পক্ষে সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

আলী...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ, সমতুল্য ও সমমর্যাদাবান আর কেউই নাই, কেউ কোনদিন ছিল না, কেউ কখনো হতে পারে না এবং হতে পারবেও না।

হারিস...... ইব্‌ন জারিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই আয়াতে বর্ণিত كُفُوًا শব্দের অর্থ সমতুল্য, সমকক্ষ, সহযোগী, সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী।

কেউ কেউ বলেছেন, كُفُوًا শব্দের অর্থ তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর স্বজাতীয় কোন স্ত্রী। যেমন ঃ

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই আয়াতে বর্ণিত كُفُوًا শব্দের অর্থ তাঁর স্বজাতীয় কোন স্ত্রী।

ইব্‌ন বাশার...... মুজাহিদ হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ কুরাইব...... মুজাহিদ হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন হুমায়দ...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই আয়াতে বর্ণিত كُفُوًا শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার স্বজাতীয় কোন স্ত্রী।

আবূ সায়িব...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আরবী ভাষায় كفو – كفِي এবং كفاء শব্দের একই অর্থ। যেমন কবি নাবিগাহ ইবন্ বনী যুবিয়ানের ভাষায় ঃ

لاتقذفني بركن لا كفاء له – ولو توثفك الاعداء بالرفد

এই কবিতায় বর্ণিত كفاء শব্দের অর্থ সমতুল্য, সমকক্ষ, সহযোগী, সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমান ক্ষমতার অধিকারী।

ক্বারী সাহেবরা كفوا শব্দের 'ক্বিরআতে' বা পঠন-পদ্ধতিতে মতপার্থক্য করেছেন। বসরার অধিকাংশ ক্বারী كُفُوًا অর্থাৎ 'কাফ্' ও 'ফে' অক্ষরের উপর পেশ সংযুক্ত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপরপক্ষে কূফার কোন কোন ক্বারী كفوًا শব্দটির 'ف' ও 'ء' অক্ষরটি সাকিন হিসেবে পড়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন ঃ দুইটি পদ্ধতিই বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। যেভাবেই শব্দটি পড়া হোক না কেন, তাই বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

এখানেই সূরা ইখ্‌লাসের তাফ্‌সীর শেষ হলো।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

সূরা ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ (٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ (٣) وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ (٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ (٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۟

১. বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকালবেলার প্রতিপালকের নিকট। ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে, ৩. আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় ৪. এবং সেই সমস্ত নারীর অনিষ্ট হতে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদু করে ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ 'হে নবী মুহাম্মদ (সা) ! তুমি বল, আমি সকালবেলার স্রষ্টার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।' মুফাস্সিরগণ 'ফালাক' শব্দের অর্থে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ فلق হলো জাহান্নামের একটি কয়েদখানা। যেমন ঃ

হাসান ইবন্ যায়দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, فلق হলো জাহান্নামের একটি বিশেষ কয়েদখানার নাম।

ইব্ন বাশার...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ জাহান্নামের একটি কয়েদখানা।

ইয়াকূব...... আউস ইবন্ আবদুল জব্বার হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সাহাবী শামদেশে গমন করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের পার্থিব প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদের আধিক্য প্রদর্শন করে বলেন, এদের পরিণতি কি ফালাকে অবস্থান নয়? তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় 'ফালাক' কি। জবাবে তিনি বলেন ঃ উহা জাহান্নামের একটি ঘর।

ইব্ন বাশার...... সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি সুদ্দীকে বলতে শুনেছি, 'ফালাক' হলো জাহান্নামের একটি গর্ত।

আলী ইবন্ হাসান...... সুদ্দী হতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইসহাক ইবন্ ওহাব...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ফালাক' হলো জাহান্নামের একটি আচ্ছাদিত গর্ত।

ইবনুল বারকী...... কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি এক গীর্জায় প্রবেশ করে তার সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং বলেন ঃ এই পথভ্রষ্ট গুমরাহ জাতি কত সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কালাতিপাত করেছে এদের জন্য তো 'ফালাক' নির্ধারিত আছে। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, ফালাক কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ এটা জাহান্নামের একটি ঘর, যখন সেটি খোলা হবে, তখন সকল জাহান্নামী এর প্রচণ্ড গরমে চীৎকার করে উঠবে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ফালাক' হলো জাহান্নামের নামসমূহের অন্যতম নাম। যেমন ঃ

ইউনুস...... খায়সাম ইবন্ আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি আবূ আবদুর রহমানকে 'ফালাক' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তা হলো জাহান্নাম।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'ফালাক' অর্থ হলো প্রভাত সূর্যের উদয়। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত فَلَق শব্দের অর্থ প্রভাত সূর্যের উদয়।

ইব্ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ প্রভাত সূর্যের উদয়।

আবদুর রহমান...... সাঈদ ইবন্ যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ফালাক' অর্থ প্রভাত সূর্যের উদয়।

আবূ কুরাইব...... সুফিয়ান হতে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ওয়াকী...... হযরত জাবির হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ফালাক' শব্দের অর্থ সকালবেলা।

ইব্ন বাশার...... হযরত জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ হতে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইউনুস...... কুর্যী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত فَلَق শব্দের অর্থ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى অর্থাৎ উদ্ভিদ বীজ ও মাটি বিদীর্ণকারী।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ফালাক' শব্দের অর্থ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বা 'রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রভাতের উদয়কারী'।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ সকালবেলা।

বাশার...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার দীর্ণ করে দিনের আগমন।

ইব্ন আবদুল আ'লা....... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ 'রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে দিনের আগমন।

ইউনুস...... ইব্ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এই আয়াতে বর্ণিত 'ফালাক' শব্দের অর্থ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বা 'রাত্রির অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাতের উদয়কারী'। فَلَق শব্দের অপর অর্থ হলো خَلَق বা 'সৃষ্টি করা'। কেননা দুনিয়ার যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, তা কোন না কোন জিনিস দীর্ণ করেই বের হয়। সমস্ত উদ্ভিদ বীজও মাটি দীর্ণ করে অংকুরিত হয়।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ فَلَق শব্দের অপর অর্থ হলো خَلَق বা সৃষ্টি করা।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ 'হে নবী মুহাম্মদ (সা) ! তুমি বল, আমি সকালবেলার প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরবী ভাষায় 'ফালাক' শব্দের তাৎপর্য হলো 'রাত্রির অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাত আলো ফুটে বের হওয়া'। যেমন আরবী ভাষায় فلق الصبح। বা 'প্রভাত সূর্যের উদয়' বাক্য খুব বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ অর্থাৎ 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে'। এখানে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সেই সব জিনিসের অনিষ্ট ও ক্ষতি বলেছেন, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি ও অনিষ্টের জন্য কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই মানুষের কল্যাণ ও নির্ভেজাল মংগলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অবশ্য সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত গুণ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, সেগুলি সৃষ্টি লক্ষ্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তা হতে কোন কোন সময় এবং কোন কোন ধরনের সৃষ্টি দ্বারা প্রায়ই ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধিত হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থাৎ 'রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা সমাচ্ছন্ন হয়'। এখানে নবী করীম (সা)-কে বিশেষভাবে রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা অধিকাংশ অপরাধ, দুষ্কৃতি ও অত্যাচার-অনাচার রাত্রিকালে এবং রাত্রির অন্ধকারেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষত এই সূরার আয়াত কয়টি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সমগ্র আরবদেশে যে অরাজকতা বিরাজ করছিল, তাতে এই রাত্রিকালটাই অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হয়ে দেখা দিত। কেননা রাত্রির অন্ধকারেই শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ হতো, লুঠতরাজকারীরা লুণ্ঠনকাজের জন্য এই সময়েই এক-একটি জনবসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতে বর্ণিত غَاسِقٍ শব্দের অর্থ অন্ধকার অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার।

ইব্ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতের অর্থ রাত্রির প্রথমাংশ, যখন তা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হতে থাকে।

ইউনুস...... কুরযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতের অর্থ যখন দিন শেষ হয়ে রাত্রি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, এর অনিষ্ট হতে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতের অর্থ সূর্যাস্তের পর রাত্রির অন্ধকার যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তার অনিষ্ট হতে।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ غَاسِقٍ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার এবং اِذَا وَقَبَ এই শব্দের অর্থ যখন তা সমাচ্ছন্ন হয়।

ইব্ন আবদুল আ'লা...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতের অর্থ রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ اِذَا وَقَبَ শব্দের অর্থ اِذَا جَاءَ অর্থাৎ যখন রাত্রি আগমন করে।

আলী...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, اِذَا وَقَبَ এর অর্থ যখন রাত্রি সমাগত ও সমাচ্ছন্ন হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ দিবস যখন রজনীতে প্রবেশ করে।

ইব্ন হুমায়দ...... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতে বর্ণিত وَقَبَ শব্দের অর্থ সূর্যাস্তের পর রাত্রির আগমন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ নক্ষত্রমণ্ডলী এবং কারো কারো মত এরা সপ্তর্ষিমণ্ডল। যেমন ঃ

মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতে বর্ণিত وَقَبَ শব্দের অর্থ নক্ষত্র বা তারকারাজি।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতে বর্ণিত غَاسِقٍ শব্দের অর্থ আরবদের প্রচলিত পরিভাষায় রাত্রিবেলায় নক্ষত্রের পতন। যেমন,

নাসর ইব্‌ন আলী...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এই আয়াতে বর্ণিত غَاسِقٍ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকারে পতনশীল নক্ষত্ররাজি।

কেউ কেউ বলেছেন, غَاسِقٍ বলা হয় রাত্রিকালের আকাশে চাঁদের উদয়কে। যেমন ঃ

আবু কুরাইব...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাত্রিবেলা চাঁদ উঠেছিল, নবী করীম (সা) আমার হাত ধরে সে দিকে ইংগিত করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। وهذا غاسق اذا وقب অর্থাৎ 'গাসিক ইযা উকাবা' অর্থ এটাই।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাত্রিবেলা চাঁদ উঠলে নবী করীম (সা) আমার হাত ধরে সেদিকে ইংগিত করলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি জান এটা কি? তুমি এর অনিষ্টতা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। কেননা গাসিক ইযা ওকাবা-র অর্থ এটাই।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান...... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রির বেলা আকাশের চাঁদের প্রতি ইংগিত করে বলেন ঃ হে আয়েশা (রা)! তুমি এর অনিষ্টতা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। কেননা এটাই গাসিক ইযা ওকাবা-র অর্থ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ তাঁর নিকট বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা নবীকে গাসিক-এর অনিষ্টতা হতে পানাহ চাইতে বলেছেন। আর গাসিক হলো রাত্রির অন্ধকার। সাধারণত রাত্রির অন্ধকারেই অধিকাংশ অপরাধ, দুষ্কর্ম ও অত্যাচার-অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট পানাহ চাওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ وَقَبَ শব্দের অর্থ ذَهَبَ বা গমন করে। যেমন ঃ

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'গাসিক ইযা ওকাবা' এখানে 'ওকাবা' শব্দের অর্থ ذَهَبَ বা গমন করে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ دَخَلَ বা 'প্রবেশ করা'। যেমন দিন সূর্যাস্তের পর রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ 'এবং সেই সমস্ত নারীর অনিষ্ট হতে, যার গিরায় ফুৎকার দিয়ে যাদু করে।' যেমন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ এই আয়াতের অর্থ এবং সেই সমস্ত নারীর অনিষ্ট হতে, যারা গ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে যাদু করে।

ইব্‌ন বাশার...... হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ এই আয়াতে বর্ণিত النَّفَّاثَاتِ। শব্দটি বহুবচন এবং এর একবচন হলো نَفَاثَةٌ-এর একটি অর্থ হতে পারে খুব বেশি ফুঁ-দানকারী পুরুষ বা বহু ফুঁ-দানকারী স্ত্রীলোকগণ। এখানে গিরায় ফুঁ দেয়ায় অর্থ যাদু করা, কেননা যাদুকররা কারো উপর যাদু করতে চাইলে সে সাধারণত মন্ত্র পড়ে কোন রশি বা সুতায় গিরা লাগায় ও এর উপর ফুঁ দেয়।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ এই আয়াতের অর্থ আমি প্রভাত উদয়কারী প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি যাদুকর বা যাদুকরীদের অনিষ্ট হতে।

ইব্‌ন সাওর...... তাউস হতে বর্ণনা করেছেন যে, যাদু কাজ নিঃসন্দেহে শিরক বা কুফরীর খুবই নিকটবর্তী একটি কাজ।

বাশার...... কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান যখন এই আয়াত ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন,তোমরা অবশ্যই যাদুকাজ হতে দূরে থাকবে। কেননা এটা কুফরী কাজ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ। এই আয়াতে বর্ণিত গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়ার তাৎপর্য হলো, কাউকে যাদু করা। আর সাধারণত যাদুকররা যখন কারো উপর যাদু করে থাকে, তখন সে মন্ত্র পড়ে কোন রশি বা সুতায় গিরা লাগায় এবং এর উপর ফুঁ দেয়।

ইউনুস...ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ এই আয়াতের অর্থ যাদু করার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ে কোন রশি বা সুতায় গিরা দেয়া এবং এর উপর ফুঁ দেয়া।

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।' মুফাস্‌সিরগণ حَسَدَ বা হিংসুক শব্দের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সব ধরনের হিংসুক ব্যক্তি হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হিংসা বলা হয় কারো প্রতি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, মর্যাদা বা বিশেষ গুণ দেখে কারো মন জ্বলে উঠা এবং তা কেড়ে নিয়ে তাকে দেয়া হোক বলে মনে মনে কামনা করা। কমপক্ষে সেই লোকের নিকট হতে তা বিলুপ্ত হয়ে যাক, এরূপ বাসনা মনে মনে পোষণ করা।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ এই আয়াতের অর্থ কারো প্রতি আল্লাহর দেয়া বিশেষ নিয়ামত, মর্যাদা বা গুণ দেখে অপর কারো মন জ্বলে উঠা এবং মনে মনে এরূপ কামনা করা যে, সেই লোকের নিকট হতে তা বিলুপ্ত বা ধ্বংস হোক। আলোচ্য আয়াতে হিংসুকের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার পানাহ চাওয়া হয়েছে এবং পানাহ চাওয়া হয়েছে তখন, যখন হিংসুক হিংসা করে।

আতা খুরাসানীও এই আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা নবী করীম (সা)-কে ইয়াহূদীদের হিংসা-বিদ্বেষ ও অপকারিতা হতে তাঁর নিকট পানাহ চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী করীম (সা)-এর প্রতি সব চেয়ে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ছিল ইয়াহূদীরাই।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদের একমাত্র অন্তরায় ছিল তাদের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, তারা তাঁর প্রতি নানা ধরনের দোষারোপ, যাদু, এমনকি বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছিল।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ এই আয়াতটি বিশেষ কোন জাতির উদ্দেশ্যে নাযিল হয় নাই, বরং এর দ্বারা প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট পানাহ চাওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূরা ফালাকের তাফসীর এখানেই শেষ হলো।

سُوْرَةُ النَّاسِ

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৬, রুকূ-১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ (٢) مَلِكِ النَّاسِ ۙ (٣) اِلٰهِ النَّاسِ ۙ (٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ (٥) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ (٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

১. বল, আমি পানাহ চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট, ২. মানুষের বাদশাহ ৩. মানুষের ইলাহের নিকট। ৪. খান্নাসের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে ৫. যে মানুষের অন্তরে বারবার ওয়াসওয়াসার উদ্রেক করে, ৬. সে জিন্নের মধ্য হতে হোক অথবা মানুষের মধ্য হতে।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, 'হে নবী মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট পানাহ চাচ্ছি', বাদশাহ ও মাবূদ হওয়ার দিক দিয়া যিনি সমস্ত মানুষের উপর পরিপূর্ণ কুদরত ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি তাঁর বান্দাদের পূর্ণ হিফাযত ও সংরক্ষণে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর তিনি মানুষকে সত্য সত্যই সেই অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারেন যা হতে নিজে বাঁচবার জন্য ও অন্যদেরকে বাঁচাবার জন্য আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা শেষ কথা নয়, বরং তিনিই যেহেতু মানুষ ও জিন্নের একমাত্র রব্ব, বাদশাহ ও ইলাহ, সেই জন্য একমাত্র তিনিই আশ্রয় দানকারী, লালন-পালনকারী, মালিম-মুরুব্বী ও মনিব হওয়ার গুণে গুণান্বিত সত্তা, অপর কেউ-ই নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اِلٰهِ النَّاسِ এই আয়াতের অর্থ معبود الناس অর্থাৎ 'তিনিই মানুষের একমাত্র মাবূদ।' তিনি ছাড়া আর কেউই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের কালাম ঃ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ অর্থাৎ 'তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে', যে লোকদের অন্তরে বারবার ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে।' এখানে وسواس শব্দের অর্থ হলো ক্রমাগতভাবে বারবার কারো মনে কোন খারাপ কথার উদ্রেক করা এবং তা এমন পন্থায় যে, যার মনে এই খারাপ কথার উদ্রেক করা হয়, সে আদৌ বুঝতে পারে না যে, ওয়াসওয়াসাদানকারী তার মনে কোন কুমন্ত্রণার প্রেরণা দান করছে। অপরপক্ষে خَنَّاسِ শব্দটির অর্থ কোন কিছু প্রকাশিত হওয়ার পর গোপন হয়ে যাওয়া কিংবা সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে

যাওয়া। এখানে خَنَّاس শব্দটি আধিক্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে— যার তাৎপর্য হলো উক্ত কাজ অধিকমাত্রায় সম্পন্নকারী।

আবূ কুরাইব...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক বনি আদম যখনই আল্লাহ তা'আলার যিকর হতে গাফিল হয়, তখন তার অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় এবং যখন সে যিকরে মত্ত হয়, তখন সেই কুমন্ত্রণা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَسْوَاس الْخَنَّاس এর এটাই অর্থ।

ইব্‌ন হুমায়দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ الْوَسْوَاس الْخَنَّاس। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো শয়তান বনী আদমের ক্বলবের উপর হাঁটু গেড়ে বসে থাকে, যখন সে গাফিল হয়, তখন শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং যখন সে আল্লাহর যিকর করে, তখন সে পলায়ন করে।

মিহরান...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ الْوَسْوَاس الْخَنَّاس। এই আয়াতের অর্থ হলো, বান্দা যখন আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয় এবং বান্দা যখন আল্লাহর যিকর হতে গাফিল হয়, তখন ওয়াসওয়াসা বৃদ্ধি পায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর...... মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ الْوَسْوَاس الْخَنَّاس। এর অর্থ শয়তান মানুষের ক্বলবের উপর অবস্থান করে, অতঃপর যখন যে আল্লাহ যিকরে মত্ত হয়, তখন সে পলায়ন করে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা...... কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, الْوَسْوَاس। শব্দের অর্থ হলো শয়তান। যখন বান্দা আল্লাহর যিকরে মত্ত হয়, তখন সে পলায়ন করে এবং যখন বান্দা গাফিল থাকে, তখন সে কুমন্ত্রণা দেয়।

বাশার......হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاس الْخَنَّاس। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, শয়তানই মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে। অতঃপর বনী আদম যখন আল্লাহর যিকরে মত্ত হয়, তখন সে পলায়ন করে।

ইব্‌ন আবদুল আ'লা বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান-ই মানুষের অন্তরে সুখ বা দুঃখের সময় প্ররোচনার সৃষ্টি করে থাকে। অতঃপর মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার যিকরে মত্ত হয়, তখন সে পলায়ন করে।

ইউনুস...... ইব্‌ন যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ خَنَّاس 'খান্নাস' শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়ার পর গোপন হয়ে যাওয়া কিংবা সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে যাওয়া। উক্ত কাজ অধিক মাত্রায় সম্পন্নকারীকে খান্নাস বলা হয়। এই সৃষ্টিকারী জিন্নদের মধ্য হতে কিংবা স্বয়ং মানুষের মধ্যে হতেও হতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, মানুষরূপী শয়তান মানুষের ক্ষতির জন্য জিন্ন-শয়তানের চেয়েও অধিক মারাত্মক।

মুহম্মদ ইব্‌ন সা'দ...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম ঃ الوسواس। শব্দের অর্থ হলো, শয়তান। সে লোকদেরকে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, অতঃপর যখন কেউ শয়তানের ফেরে পড়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর আযাবের ভয়ে শয়তান তার নিকট হতে পলায়ন করে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আমার নিকট এই আয়াত সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা হতে তাঁর নিকট পানাহ চাইতে বলেছেন। কেননা শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ করার জন্য বারবার প্ররোচনা প্রদান করে থাকে। আর শয়তানের এই প্রক্রিয়া বিশেষ কোন পন্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং সে কখনো মানুষকে গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর মানুষ যখন গুনাহে লিপ্ত হয়, সে আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাকে পরিত্যাগ করে। কখনো সে মানুষকে আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করা হতে বিরত রাখে। অতঃপর মানুষ যখন নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করে পুনরায় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়, তখন শয়তান পলায়ন করে। অর্থাৎ শয়তান সর্বক্ষণ মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ করার জন্য চেষ্টিত ও তৎপর থাকে এবং এটাই তার বিশেষ গুণ বা পরিচয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاس অর্থাৎ 'যে লোকদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার উদ্রেক করে', সে জিন্নের মধ্য হতে হোক কি মানুষের মধ্য হতে। এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মতে এই শব্দ কয়টির তাৎপর্য হলো; ওয়াসওয়াকারী দুই ধরনের লোকের দিলে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে। এক হলো জিন্ন ও দ্বিতীয় হলো মানুষ। এ কথা মেনে নিলে নাস শব্দটি দ্বারা জিন্ন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাদের মতে এটা হতে পারে। কেননা কুরআন মজীদে رِجَالٌ (পুরুষগণ) শব্দটি যখন জিন্নদের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিন্নের ৬ষ্ঠ আয়াতে যেমন দেখা যায় ঃ وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তখন নাস শব্দটির অর্থ পরোক্ষভাবে মানুষ ও জিন্ন উভয়ই শামিল ও গণ্য হতে পারবে না কেন ?

অপরপক্ষে কোন একজন আরবী বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেছেন যে, একদা একদল জিন্ন কোন স্থানে উপস্থিত হলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা কারা? জবাবে তারা বলে ঃ انا س من الجن আমরা জিন্নদের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে নাস শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সূরা নাস-এর তাফসীর শেষ হলো।

এখানেই এই কিতাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং এটাই جامع البيان عن امى القرآن নামীয় তাফসীর, যার প্রণেতা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন-জারীর আত-তাবারী (র)-এর শেষ কথা। তিনি যে উত্তম সুন্নত জারী করে গিয়েছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে এর প্রতিদান প্রদান করুন এবং তালিবে ইলম বা জ্ঞান পিপাসুদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করুন। আমিন! সুম্মা আমিন!!

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا

ইফাবা (উন্নয়ন)-২০০৭-২০০৮/অঃ সঃ/৪৪১৬-৩২৫০